~*MASUD RANA SERIES*~

Palabe Kothai (Part I & II) By Kazi Anwar Hossain

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

মাসুদ রানা

পালাবে কোথায়

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানার সন্দেহ, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের দ্বিতীয় প্রধান জ্যাক লেমন ডাবল এজেন্ট—গোপনে হাত মিলিয়েছে কে.জি.বি.র সঙ্গে।
কথাটা জানিয়েছিল সে ব্রিটিশ চীফ স্যার মেরভিন লয়ালকে।
এবং ভুলটা হয়েছিল সেখানেই।
সোহানাকে বিপদে ফেলে রানাকে বাধ্য করল জ্যাক ওদের হয়ে ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে। সামান্য কাজ, কিন্তু দেখতে দেখতে ভয়ঙ্কর জটিল আর বিপজ্জনক হয়ে উঠল ব্যাপারটা। জড়িয়ে পড়ল কে.জি.বি, সি.আই.এ আর বি. এস. এস। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না এখন আর রানা। তাড়া খেয়ে ফিরছে সে গোটা আইসল্যান্ডের এদিক থেকে ওদিক।
কিন্তু এখনও জানে না ও, আড়ালে বসে কলকাঠি নাড়ছে কবীর চৌধুরী নামের ধুরন্ধর সেই বিজ্ঞানী।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

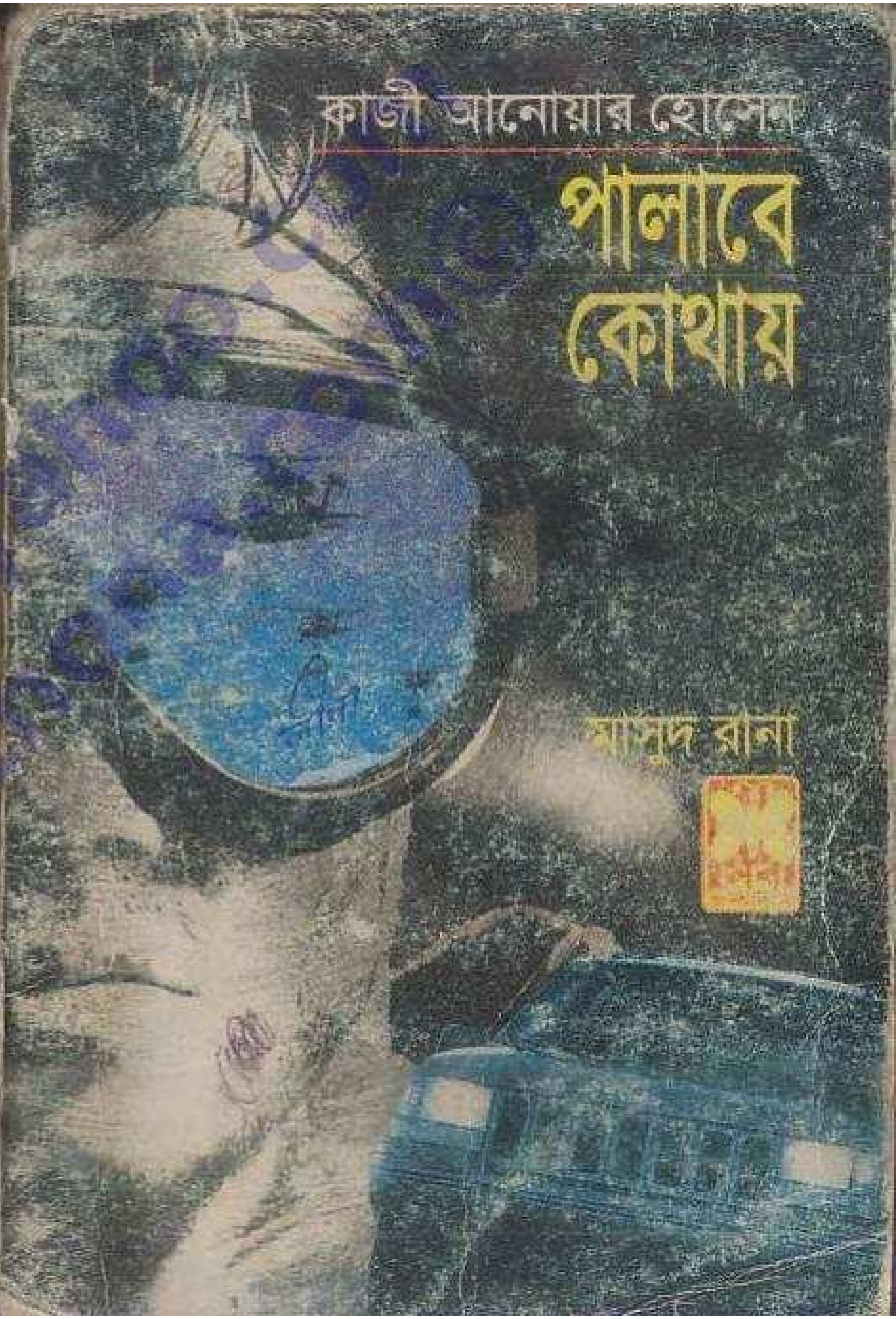

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীল ছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*ভূকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্ণরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা *বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা
মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়
শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন
সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ
কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা
কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা
আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সংকেত
ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিপথ
জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ
অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা
স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩
*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা নিষিদ্ধ।

পালাবে কোথায়-১

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৮০

এক

আইসল্যান্ড।

কেফলাভিক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা ধরে রানওয়েতে এসে নামল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা সাতশো সাত বোয়িং। খুলে গেছে প্লেনের দরজা। এক এক করে বেরিয়ে আসছে আরোহীরা। নাদুসনুদুস দুই আইসল্যান্ডার মেয়ের পেছনে সুঠামদেহী, দীর্ঘকায়, ঋজু এক সুদর্শন যুবককে দেখা যাচ্ছে—পরনে টুইড স্যুট, দুই কাঁধে এয়ারব্যাগ আর ক্যামেরা, হাতে চামড়ার স্যুটকেস, [illegible]—মাসুদ রানা।

ঝিরঝিরে ঝিমঝিম রানার শরীর মন জুড়ে মিষ্টি একটা বাজনা। ছুটির বাজনা ওটা। পুলক অনুভব করছে রানা। ঘাড়ে কোন অফিশিয়াল দায়িত্ব নেই। বরফের দেশে উদ্দেশ্যহীন টো-টো ঘুরে বেড়ানো, হৈ-হল্লা, মাছ ধরা। পাক্কা পনেরো দিনের ছুটি। বন্ধনহীন, নির্ভেজাল ছুটি বটে, তবু এর ভেতর ছোট্ট একটা কিন্তু আছে। এড়ানো গেল না, একজনের একটা উপকার করে দিতেই হচ্ছে। একটা জিনিস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। কোন ঝামেলা নেই। সময়ও নষ্ট হবে না। সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাথে কোন অস্ত্র নেই রানার। কাস্টমস অফিসাররা ফায়ার-আর্মস পছন্দ করে না, তাই পিস্তল নিয়ে আসেনি ও। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেণ্ড-ম্যান জ্যাক লেমন ওকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলেছে, ফায়ার-আর্মসের কোন দরকার হবে না। ব্যাপারটা একেবারে সাদামাঠা। তবু, সাথে সোহানার উপহার দেয়া ছুরিটা নিয়ে আসতে ভুল করেনি ও। আজকাল এটাকে ঠিক অস্ত্র বলা হয় না। কাস্টমস অফিসাররা এটা যদি দেখেও ফেলে, অপ্রীতিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না রানাকে, বা এটা তারা কেড়েও নেবে না। হাইল্যাণ্ডারদের ঐতিহ্যবাহী জিনিস, একজন স্কটম্যান যখন তার জাতীয় পোশাক পরে, এই ধরনের কালো হাতলওয়ালা একটা ছুরি তার মোজার উপর অবশ্যই শোভা পাবে, তা না হলে ত্রুটি থেকে যাবে তার সাজসজ্জায়। পুরুষের একটা অলঙ্কার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এই ছুরি।

কিন্তু শুধু অলঙ্কার নয়, রানার এই ছুরিটা কাজের জিনিস, এর একটা লম্বা ইতিহাসও আছে। সোহানা চৌধুরীর পিতামহ অত্যন্ত শৌখিন লোক ছিলেন। অবসর জীবনটা শিকার করে কাটাবার জন্যে স্কটল্যাণ্ডে খামারবাড়ি সহ বিরাট একটা বনভূমি কিনেছিলেন তিনি। সেই বনভূমি এখনও আছে, এখন সোহানার। [illegible] সংগ্রহ করা নানান দুষ্প্রাপ্য জিনিসের মধ্যে থেকে এই ছুরিটা [illegible] উপহার

দিয়েছে সোহানা। আনুমানিক দেড়শো বছর বয়স ছুরিটার। হত্যা করার যে-কোন ভাল অস্ত্রের মত ছুরিটার গায়ে কোথাও খোদাই করা অপ্রয়োজনীয় নকশা নেই, সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে যা যা রয়েছে সেগুলোর কোন না কোন নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। হাতলের একটা দিক বেত দিয়ে বোনা উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো নকশার মত, যাতে বের করার সময় ধরতে সুবিধে হয়। অপর দিকটা সমান, মসৃণ—বের করার সময় যাতে কোথাও আটকে না যায়। ফলার ধাতুটা চার ইঞ্চি লম্বা, শরীরের যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাগাল পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। হাতলটার মাথার কাছে চকচকে কেয়ার্ণগম পাথরের যে সুদৃশ্য নকশাটা রয়েছে সেটারও একটা কাজ আছে—ছুঁড়ে মারার সময় ছুরিটার ভারসাম্য রক্ষা করে ওই পাথরের ওজনটুকু।

বাঁ পায়ের মোজার উপর, চাপা একটা চামড়ার খাপে বসবাস করে ছুরিটা। কোন কাস্টমস অফিসার ছুরির খোঁজে যদি সার্চ শুরু করে, প্রথমেই ওই জায়গাটা দেখবে, সেজন্যেই ওখানে রেখেছে রানা ওটাকে, ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলেও বলতে পারবে, ছুরিটা গোপন করার চেষ্টা করেনি ও। কাস্টমস চেকিং-এর সময় ওর ব্যাগ-ব্যাগেজ খুলে দেখা হলো না, বডি সার্চ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। মাছ শিকারের ভরা মরসুমে প্রায় প্রতি বছর আইসল্যাণ্ডে একবার আসা হয়ই রানার, সেই সূত্রে কাস্টমস অফিসাররা ওকে মোটামুটি চিনে ফেলেছে। তবে ওকে একটু বেশি খাতির করার কারণ হলো, আইসল্যাণ্ডিক ভাষায় মাত্র বিশ হাজার লোক কথা বলে পৃথিবীতে, তার মধ্যে বিদেশীর সংখ্যা অতি নগণ্য, সেই নগণ্যদের মধ্যে একজন হচ্ছে মাসুদ রানা। কোন বিদেশীকে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে দেখলে আইসল্যাণ্ডের লোকেরা তাকে পরমাত্মীয় বলে মনে করে। ভাষাটা রানা শিখেছে সোহানার কাছ থেকে। সোহানার বিদেশী বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বেশির ভাগই আইসল্যাণ্ডার, লণ্ডনে লেখাপড়া করার সময় এদের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ওর।

'আবার বুঝি মাছের লোভ হয়েছে আপনার, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল কাস্টমস অফিসার।

মৃদু হাসল রানা। 'এবার শুধু মাছ নয়, ইচ্ছে আছে হাঁস শিকার করে দেখব তোমাদের দেশটায়,' বলল রানা। 'আমার সমস্ত আর্মস সরঞ্জাম রেজিস্ট্রি করিয়ে এনেছি, এই নাও সার্টিফিকেট।' ব্রিটিশ নদীগুলোর স্যামন মাছের ছোঁয়াচে মড়ক শুরু হয়েছে, আইসল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সার্টিফিকেটটা ফেরত দিল অফিসার রানাকে। ব্যারিয়ারটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'গুড লাক।'

কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা [illegible] পেরিয়ে মেইন অ্যারাইভাল রুমে ঢুকল রানা। খুব ভিড়। দ্রুত চোখ বুলিয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিল ও। তারপর অ্যারাইভাল লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে পাশের কাফেতে ঢুকল। বাঁ পাশের সর্বশেষ টেবিলটায় বসতে বলে দিয়েছে [illegible]। 'হাই' বলল রানা। এক কাপ কফির অর্ডার দিল। একটু পরই ওর টেবিলের চেয়ারটায় এসে বসল একজন লোক। টেবিলের উপর নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর একটা কপি নামিয়ে রাখল সে। 'সাংঘাতিক!' বলল লোকটা। 'এই শীতে [illegible]!'

'দূর,' বলল রানা, 'একে আবার শীত বলে নাকি? লণ্ডনে এখন এর চেয়ে বেশি শীত।'

পাসওয়ার্ড আদান-প্রদান শেষ, এবার কাজের কথা শুরু করল ওরা।

'জিনিসটা খবরের কাগজে জড়ানো আছে,' বলল লোকটা।

একটু বেঁটে, মোটাসোটা, [illegible] চেহারার লোক। ঘন, জোড়া ভুরু। চোখ দুটো আকারে এত বড়, যেন কোটর ছেড়ে টুপ-টুপ করে পড়ে যেতে পারে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের গায়ে তর্জনী দিয়ে টোকা মারল রানা। 'জিনিসটা কি?'

'জানি না। কোথায় এটা পৌঁছে দিতে হবে, জানেন তো?'

'আকুরেইরিতে,' বলল রানা। এক সেকেণ্ড থেমে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু এই সামান্য একটা কাজের জন্যে আরেক জনকে, মানে, আমাকে দরকার হলো কেন? তুমিই তো নিয়ে যেতে পারতে।'

'না।' অপ্রতিভ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লোকটা। 'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটা আপনার হাতে তুলে দিয়ে সোজা ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হবে। ছোট হোক, বড় হোক—কাজটা আপনার। এই মুহূর্ত থেকে এ-ব্যাপারে আমার আর কোন দায়-দায়িত্ব নেই।' স্বস্তিসূচক একটা মুখভঙ্গি করল লোকটা, তার কাঁধ থেকে যেন একটা জগদ্দল পাথর নেমে গেছে।

'তোমাকে এক কাপ কফি খাওয়াই, কেমন?' বলল রানা। 'কোন তাড়া নেই তো? কিছু না, একটু কৌতূহল বোধ করছি আর কি।'

'ধন্যবাদ,' বলল লোকটা। টেবিলের উপর একটা চাবির গোছা নামিয়ে রাখল সে। 'বাইরের পার্কিং লটে একটা গাড়ি আছে—নিউ ইয়র্ক টাইমসের মেইন হেডিঙের পাশে লেখা আছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার।'

'ধন্যবাদ, অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচালে,' বলল রানা। 'আমি তো ট্যাক্সি ভাড়া করার কথা ভাবছিলাম।'

'কাউকে ঝামেলা থেকে বাঁচাবার চাকরি করি না আমি,' গম্ভীর ভাবে বলল লোকটা। 'আমি শুধু নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করি, ঠিক আপনার মত। এই মুহূর্তে নির্দেশগুলো আপনি আমার মুখ থেকে পাচ্ছেন, এই যা। মন দিয়ে শুনুন। মেইন রোড ধরে রেকিয়াভিক যেতে নিষেধ করা হয়েছে আপনাকে। আপনি ক্রিসুভিক আর ক্লিফাভাটন ধরে যাবেন।'

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল রানা, কথাটা কানে যাওয়া মাত্র বিষম খেল ও। কয়েক সেকেণ্ড লাগল নিজেকে সামলে নিতে। 'কেন?' জানতে চাইল রানা। 'ঘুরে যেতে দ্বিগুণ সময় লাগবে আমার। তা কেন যাব আমি? রাস্তাটাও ভাল নয়...'

'আমাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই,' বলল লোকটা। 'আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে আমি তাই বলছি। তবে, এইটুকু শুধু বলতে পারি যে নির্দেশটা শেষ মুহূর্তে এসেছে—তার মানে হয়তো, কেউ সম্ভবত আপনার খুলি ফুটো করার জন্যে আমবুশ পেতে বসে আছে মেইন রোডে, তাই আপনাকে ঘুর পথে যেতে বলা হয়েছে। ঠিক জানি না।' কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা।

'কিছুই দেখছি জানো না তুমি,' তিক্ত গলায় বলল রানা। খবরের কাগজের গায়ে টোকা দিল ও। 'এটার ভিতর কি আছে তা তুমি জানো না। সোজা রাস্তা না ধরে ঘুর পথে কেন যেতে হবে আমাকে তাও তোমার জানা নেই। সেটা [illegible]

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

রেইকভে-ইনস পেনিনসুলা চষে বেড়াতে হবে আমাকে। কটা বাজে জিজ্ঞেস করলেও তুমি বোধহয় বলবে, জানি না, তাই না?'

ঠোঁট বাঁকা করে একটু হাসল লোকটা। 'একটা ব্যাপার বাজি ধরে বলতে পারি আমি,' বলল সে, 'আপনি যতটুকু জানেন তার চেয়ে বেশি জানি আমি।'

'ওটা তোমার ধারণা,' বলল রানা, 'ভুলও হতে পারে।' জ্যাক লেমনের স্বভাব জানা আছে রানার, যাকে যতটা জানাবার দরকার তার চেয়ে বেশি একটা কথাও জানায় না সে। একটা কাজের সবটুকু ব্যাপার জানা না থাকায় কেউ যদি বিপদে পড়ে, তাতে কিছু এসে যায় না তার।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে লোকটা বলল, 'বাকি শুধু আর একটা কথা। রেকিয়াভিকে পৌঁছে হোটেল সাগার সামনে গাড়িটা রেখে কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে যাবেন আপনি। গাড়িটার দায়িত্ব নেবার জন্যে লোক থাকবে ওখানে। তার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই আপনার।' উঠে দাঁড়াল লোকটা, দ্রুত বেরিয়ে গেল কাফে থেকে। আশ্চর্য একটা ব্যস্ততা লক্ষ করল রানা লোকটার মধ্যে, ওর কাছ থেকে এক রকম যেন ছুটেই পালিয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে কাফের বাইরে তাকিয়ে আছে ও, মনটা খুঁত খুঁত করছে। যতক্ষণ বসেছিল লোকটা, একটা উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করেছে সে, দৃষ্টি এড়ায়নি ওর। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না। কাজটার যে বর্ণনা দিয়েছে জ্যাক লেমন, তাতে এ-ধরনের রাখ ঢাক লুকোচুরি ভাব থাকার কথা নয়। 'পানির মত সহজ কাজ,' রানাকে বলেছে জ্যাক লেমন। 'এর মধ্যে কোনরকম বিপদ বা ঝামেলা নেই। জিনিসটা শুধু হাতে করে নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দেবে তুমি।'

উঠে দাঁড়াল রানা। উঁচু হয়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করল। লুকানো প্যাকেটের ভেতর যাই থাকুক, জিনিসটা বেশ ভারি। ব্যাগ-ব্যাগেজ তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও। গাড়িটা একটা ফোর্ড কর্টিনা। কয়েক মিনিটের মধ্যে কিফলাভিক ছাড়িয়ে এল ও। দক্ষিণ দিকে ছুটছে গাড়ি। রেকিয়াভিকে যাবার কথা ওর, যাচ্ছেও তাই, কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো পথ ধরে। রেকিয়াভিক দক্ষিণ দিকে নয়, উত্তর দিকে।

ফাঁকা একটা রাস্তায় এসে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে শরীরটা বাঁকা করে হাত বাড়িয়ে পিছনের সীট থেকে তুলে নিল খবরের কাগজটা। জ্যাক লেমন যেমন বর্ণনা দিয়েছিল, প্যাকেটটা ছোট আর ভারি—আকারের তুলনায় একটু বেশিই ভারি। ঘিয়ে রঙের ক্যানভাস দিয়ে মোড়া, নিখুঁতভাবে সেলাই করা, বাইরে থেকে আকার-আকৃতি দেখে পরিচিত কোন জিনিস বলে মনে হচ্ছে না। সতর্কতার সাথে নেড়েচেড়ে, টিপে-টাপে দেখল রানা। ক্যানভাসের ভেতর সম্ভবত কোন মেটাল বক্স রয়েছে। কানের কাছে তুলে ধরে ঝাঁকি দিল ও, কিন্তু কোন শব্দ পেল না।

অন্যমনস্কভাবে কয়েক সেকেন্ড প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ও। ভাবল, ফালতু একটা জিনিস নিয়ে খামোকা সময় নষ্ট করছে সে। খবরের কাগজে মুড়ে ব্যাক সীটে আবার রেখে দিল প্যাকেটটা। ছেড়ে দিল গাড়ি।

ইতিমধ্যে থেমে গেছে বৃষ্টি। রাস্তার অবস্থাও খুব একটা খারাপ নয়—আইসল্যান্ডের তুলনায়। এই দেশটার বেশির ভাগ রাস্তার তুলনায় বাংলাদেশের গ্রাম্য পায়ে হাঁটা পথগুলোকে সুপার-হাইওয়ে বলে মনে হবে। আতঙ্কের বিষয় হলো, অনেক জায়গায় রাস্তার কোন চিহ্ন মাত্র নেই। দেশের অভ্যন্তরভাগটাকে স্থানীয় ভাষায় ওবিগদির বলা হয়, শীতকালে ওখানে রাস্তার কোন অস্তিত্ব থাকে না। গোঁয়ার টাইপের কোন অভিযাত্রী ছাড়া আর সবার কাছে গোটা অঞ্চলটাকে চাঁদের মত দুর্গম আর নাগালের বাইরে বলে মনে হবে। দেখতেও প্রায় হুবহু তাই, চাঁদের পিঠের মত খানা-খন্দে ভরা, উঁচু-নিচু। চাঁদে যাওয়ার আগে খুব সম্ভব নীল আর্মস্ট্রং এখানেই হাঁটাচলা প্র্যাকটিস করেছিলেন।

ফাঁকা রাস্তা। আগে-পিছে কোথাও জনমনিষ্যির ছায়া পর্যন্ত নেই। ক্রিসুভিকে পৌঁছে বাঁক নিয়ে ভেতর দিকে ঢুকছে রানা। কয়েক মাইল এগোবার পরই খানিক দূরে ঘন বাষ্পে ঢাকা সারি সারি অনেকগুলো চাল দেখা যাচ্ছে। জ্যান্ত আগ্নেয়গিরির খোলামুখ ওগুলো, টগবগ করে ফুটছে কাদা পানি, খনিজ পদার্থ। আধ ঘণ্টা পর দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল চালগুলো। ক্লিফারভাটন লেকের কাছাকাছি পৌঁছে সামনে একটা গাড়ি দেখতে পেল রানা। রাস্তা থেকে সরে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো মাথার উপর তুলে ঘন ঘন নাড়ছে চালক, থামতে অনুরোধ করছে রানাকে।

গাড়ি দাঁড় করাল রানা। প্রথমে ভাঙা ভাঙা আইসল্যান্ডিক ভাষায়, তারপর ইংরেজীতে নিজের বিপদের বর্ণনা দিতে শুরু করল লোকটা। সারমর্ম, গাড়িটা বিগড়ে গেছে—শত চেষ্টাতেও চালু করতে পারছে না সে।

কর্টিনা থেকে নামল রানা।

'ফ্লিনসু,' রানার দিকে লোমশ একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল লোকটা।

'মাসুদ রানা,' হাত শেক করে বলল রানা। গাল-গল্প করে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে নেই ওর, তাড়াতাড়ি ফোক্সওয়াগেনের খোলা এঞ্জিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

কোমর বাঁকা করে ঝুঁকে পড়ে এঞ্জিনটা দেখছে রানা, এই সময় ওর পিছনে চলে এল লোকটা। অকস্মাৎ নিজেকে এক নম্বরের বোকা বলে মনে হলো রানার। ঝট্ করে পিছন ফিরল ও। চামড়ার বেল্ট ধরা হাতটা মাথার উপর থেকে নেমে আসছে, দেখতে পেয়েই বিদ্যুৎগতিতে এক পাশে সরে যাবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে এরই মধ্যে। বেল্টের শেষ প্রান্তে বাঁধা লোহার বলটা খুলির উপর পড়লে ছিটকে বেরিয়ে আসত মগজ। রানার কাঁধের উপর লাগল সেটা। সাথে সাথে কাঁধ থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেল। কিন্তু এরই মধ্যে একটা লাথি ছুঁড়েছে রানা। লোকটার হাঁটুর নিচে শক্ত হাড়ের উপর জুতোর ছুঁচাল ডগা প্রায় গেঁথে গেল। তীব্র ব্যথায় আর্তনাদ বেরিয়ে এল লোকটার মুখ থেকে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছে, এক হাতে আহত জায়গাটা ধরে খোঁড়াচ্ছে। পিছিয়ে গেল দুই পা। এই সুযোগে গাড়িটার পেছনে সরে এল রানা, বাঁ পায়ে বাঁধা খাপ থেকে দ্রুত টেনে বের করে নিল ছুরিটা। ভাগ্যগুণে এটা একটা বাঁ-হাতি অস্ত্র, ডান হাতটা অবশ হয়ে গেলেও কোন অসুবিধে হবে না রানার।

আবার এগিয়ে আসছে লোকটা। কিন্তু রানার হাতে ছুরি দেখে থমকে দাঁড়াল

সে। একদিকের ঠোঁট বেঁকে গিয়ে হিংস্র একটা ভঙ্গি ফুটে উঠল চেহারায়, ভাবটা যেন—দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। চামড়ার বেল্টটা ছেড়ে দিয়ে জ্যাকেটের ভিতর হাত ভরছে সে। এবার রানার ইতস্তত করার পালা। ডগায় লোহার ভারি বল বাঁধা বেল্টটার বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছে, পাতলা চামড়া দিয়ে তৈরি একটা লুপ রয়েছে আরেক প্রান্তে, লোকটার কব্জিতে জড়ানো রয়েছে সেটা। ছেড়ে দিলেও কব্জির সাথে এখনও ঝুলছে বেল্ট। জ্যাকেটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করতে বাধার সৃষ্টি করছে সেটা। পিস্তলের বাঁটটা দেখা গেল, ঠিক এই সময় ছুরি হাতে লাফ দিল রানা সামনের দিকে।

ছুরিটা গাঁথতে হলো না রানাকে। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরতে গিয়ে ছুরির পাতটা আমূল নিজের শরীরে সেঁধিয়ে নিল লোকটা। কল-কল করে দ্রুত বেগে উষ্ণ রক্ত বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে রানার হাত। কোলাকুলি করার ভঙ্গিতে রানার বুকের কাছে সেঁটে এল লোকটা। কাঁধ দিয়ে একটা মৃদু ধাক্কা দিল রানা। ওর পা ঘেঁষে পড়ে যাচ্ছে শরীরটা।

একটু সরে দাঁড়াল রানা। ওর পায়ের সামনে পড়ল লোকটা। নিজে থেকেই বেরিয়ে এসেছে ছুরির পাত। লোকটার বুক থেকে এখনও কল-কল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত, শুকনো লাভা আর ধুলোর উপর লাল রঙের টলটলে ছোট একটা পুকুর তৈরি হচ্ছে।

দক্ষিণ আইসল্যাণ্ড। নির্জন, ফাঁকা রাস্তা। পায়ের কাছে একটা লাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। হাতে রক্তমাখা ছুরি। বোকা বোকা লাগছে নিজেকে ওর, মাথাটা এখনও পরিষ্কার কাজ করছে না। গাড়ি থেকে নামার পর থেকে খুন হওয়া পর্যন্ত সময় দু'মিনিটও পেরোয়নি।

ট্রেনিং-এর একটা গুণ আছে, সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সচেতন হবার আগেই কয়েকটা কাজ দ্রুত সেরে ফেলল রানা। দৌড়ে গিয়ে কর্টিনায় চড়ে বসল ও, গাড়িটাকে খানিক সামনে নিয়ে এল, যাতে লাশটা ঢাকা পড়ে। রাস্তাটা ফাঁকা হলেও, যে-কোন মুহূর্তে একটা গাড়ি এসে পড়তে পারে। এখন কেউ যদি হঠাৎ একটা লাশ দেখে, কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে কিছুই বলা যায় না। খুনের অপরাধে বিচার হতে পারে ওর। প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় হয়তো ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে না ওকে, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

গাড়ির ব্যাক সীট থেকে নিউ ইয়র্ক টাইমসটা বের করল রানা। নিউ ইয়র্ক টাইমসের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা হলো, দুনিয়ার আর কোন খবরের কাগজ এত ভারি হয় না, তারমানে সবচেয়ে বেশি নিউজপ্রিন্ট থাকে এই খবরের কাগজে। কর্টিনার বুটে প্রচুর নিউজপ্রিন্ট বিছিয়ে দিল রানা। গাড়িটা পিছিয়ে আনল আবার। লাশটা বুটে তুলে ঢাকনিটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিল। গাড়ি সার্চ না করলে এখন আর কেউ কলিনসকে দেখতে পাবে না। কলিনস কি ওর আসল নাম? প্রশ্নটা উঁকি দিল রানার মনে।

গরু জবাই করলে যত রক্ত দেখা যায় তার চেয়ে বেশি রক্ত জমেছে রাস্তার পাশে। নিজের জ্যাকেট আর ট্রাউজারেও প্রচুর রক্ত দেখতে পাচ্ছে রানা। পোশাকের ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিছু করার নেই ওর। শুকনো লাভা পাউডার

আঁজলা ভরে এনে রক্তের উপর ফেলছে ও। এক মিনিটের মধ্যে ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল সবটুকু রক্ত। ফোক্সওয়াগেনের ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টটা বন্ধ করে হুইলের পিছনে ড্রাইভিং সীটে চড়ে বসল ও। চাবি ঘুরিয়ে অন করল সুইচ। কলিনস শুধু যে দক্ষ খুনী ছিল তাই নয়, ভাল মিস্ত্রিও ছিল লোকটা। চাবি ঘোরাতেই স্টার্ট নিল ফোক্সওয়াগেন। গাড়িটাকে পিছিয়ে নিয়ে এসে ধুলো চাপা রক্তের উপর দাঁড় করাল রানা। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়ল ও। গাড়িটা যখন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন হয়তো রক্তটুকু আবার নজরে পড়বে, আবার নাও পড়তে পারে। যাই হোক, ভাবল রানা, এর বেশি কিছু করার নেই ওর।

অকুস্থলের দিকে শেষ একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কর্টিনায় উঠে বসল রানা। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। এই মুহূর্তে সচেতন ভাবে চিন্তা করছে ও। প্রথমেই মনে পড়ল জ্যাক লেমনের কথা। শালা!—মনে মনে গাল দিল ও। কিন্তু পর মুহূর্তে আরও বাস্তব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। লাশটাকে গায়েব করে দিতে হবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। দেশটা ইংল্যাণ্ডের চেয়ে পাঁচগুণ বড়, লোক সংখ্যা তুলনামূলকভাবে নিতান্তই কম, একটা লাশ গায়েব করার মত প্রচুর জায়গা রয়েছে আশেপাশে। কিন্তু আইসল্যাণ্ডের এই দক্ষিণ পশ্চিম এলাকাটা সবচেয়ে ঘন-বসতি পূর্ণ, নিরাপদ কোন জায়গায় ঘাড় থেকে কলিনসকে নামানো বেশ কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে রানার।

দেশটা ভালভাবে চেনে ও। একটু পরই মাথায় বুদ্ধি আসতে শুরু করল। পেট্রল চেক করে নিয়ে দূরের পথ পাড়ি দেবার জন্যে নড়েচড়ে বসল সীটে। গাড়িটা এখন বিগড়ে না গেলেই হয়, ভাবছে ও। কোথাও যদি থামাতে হয় গাড়ি, রক্তমাখা জ্যাকেট দেখে চারদিক থেকে ভিড় করে আসবে লোকজন। সুটকেসে আরও কয়েক প্রস্থ স্যুট রয়েছে রানার, কিন্তু এখন আর পোশাক পাল্টাবার সময় নেই। এরই মধ্যে দু'একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে রাস্তায়।

প্রায় গোটা দেশটা আগ্নেয়গিরির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় আগ্নেয়গিরির ছড়াছড়ি। লাভা মোড়া দুর্গম প্রান্তর, পাথর আর মাটি পোড়া ছাই দিয়ে ঢাকা আগ্নেয়গিরির মুখ, ছাই-এর দাগ আর স্তূপ ছাড়া চোখে পড়ে না কিছু। কিছু কিছু আগ্নেয়গিরি এখনও জ্যান্ত, কখন যে উত্তপ্ত লাভা উগরে দেবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এর আগে বেড়াতে এসে একটা গ্যাস ভর্তি গর্ত আবিষ্কার করেছিল রানা। কলিনসের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে জায়গাটা মন্দ নয়। সেদিকেই গাড়ি হাঁকাচ্ছে ও।

গাড়িতে দু'ঘণ্টার পথ। কাছাকাছি পৌঁছে সতর্কতা অবলম্বন করল রানা। রাস্তা থেকে সরিয়ে আনল গাড়িটাকে। উঁচু-নিচু, দুর্গম, খোলামেলা প্রান্তর। ঢেউ খেলানো লাভার ধাপের উপর ধুলো আর ছাই-এর পুরু আচ্ছাদন, ঝাঁকি খেতে খেতে পেছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ধীর গতিতে এগোচ্ছে ফোর্ড কর্টিনা। সেবারও এই পথে ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে এসেছিল রানা। ওর ধারণা, ল্যাণ্ড রোভার ছাড়া অন্য কোন গাড়ি এ দেশের জন্যে সম্পূর্ণ অচল।

যেমন দেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনি আছে জায়গাটা, দেখামাত্র চিনতে পারছে সব কিছু। ঢালের মাথায় প্রশস্ত একটা ফাঁকা জায়গা, কিনারাটা প্রকৃতির তৈরি

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

রেইলিং দিয়ে ঘেরা। ঢালের একটা দিক খাড়া। আরেক দিক মসৃণ, ক্রমশ উঠে গেছে, অনায়াসে গাড়ি নিয়ে উঠে যাওয়া যায়। রেইলিংটা জমাট বাঁধা লাভা দিয়ে তৈরি। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে কত যুগ বা শতাব্দী আগে গর্ত-মুখটা সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ আর কেউ বলতে পারবে না। মৃদু একটা আগ্নেয়গিরি এটা, জ্যান্ত, তবে গত দু'চার যুগের মধ্যে উত্তপ্ত লাভা বেরিয়ে আসতে দেখেনি কেউ। ক্রমশ উঠে যাওয়া ঢালের গায়ে গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছে রানা। সোজা উঠে আগ্নেয়গিরির প্রশস্ত মুখের কাছে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেরা প্রায়ই এক অদ্ভুত খেলায় মেতে ওঠে। সোজা পথে গাড়ি নিয়ে উপরে উঠে যায় তারা, নামার সময় কঠিন পথটা ধরে নামে। আইসল্যান্ডারদের এটা একটা জনপ্রিয় স্পোর্টস। এই ভয়ঙ্কর খেলায় আজ পর্যন্ত কেউ তার ঘাড় ভেঙেছে বলে শোনা যায়নি। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বলে মনে হয় রানার। ঢালের মাথার কাছাকাছি পৌঁছে একটা সমতল জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করাল ও। বাকি পথটা হেঁটে এল। রেইলিংয়ের একটা অংশ ভেঙে সমান করে রাখা হয়েছে, সেই জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকল, সাবধানে এগিয়ে গর্ত-মুখের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়াল ও, উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আধসের ওজনের একটা পাথর তুলে নিয়ে গর্তের ভিতর ছেড়ে দিল রানা। অনেকক্ষণ ধরে পাথরটার এখানে ওখানে ঠোকর খাওয়ার শব্দ শুনতে পেল ও। ক্রমশ দূরে, আরও দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা। জুল ভার্নের নায়ক স্নেইফেলস-জোকুল যে পথ ধরে পৃথিবীর নিচে একেবারে সেই মাঝখান পর্যন্ত নেমেছিল, ভাবছে রানা, সেই দুর্গম পথটি না ধরে এই পথে নামলেও পারত সে, তাতে সম্ভবত অনেক কষ্ট লাঘব হত তার। স্থায়ী ঠিকানায় কলিনসকে পাঠাবার আগে তাকে সার্চ করল ও। লোকটা একটা লাশ। রক্ত এখনও শুকায়নি, কাপড়চোপড়ে পুরু আঠার মত লেগে রয়েছে। উইলিয়াম কলিন্স নামে একটা পাসপোর্ট বেরুল পকেট থেকে। এ থেকে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। জাল পাসপোর্ট সংগ্রহ করা মোটেও কঠিন কিছু নয়। খুচরো আরও কিছু জিনিস বের হলো পকেটগুলো থেকে, কিন্তু সেগুলোর কোন তাৎপর্য নেই। লোহার বকলস বাঁধা চামড়ার বেল্ট আর পিস্তলটা রেখে দিল রানা। চকচকে পিস্তলটা নেড়েচেড়ে দেখল ও। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, পয়েন্ট থারটি এইট।

লাশটাকে বয়ে গর্ত-মুখের কাছে নিয়ে এল রানা। তারপর ফেলে দিল। বস্তা পড়ার মত কয়েকটা ধুপ-ধাপ শব্দ হলো, তারপর সব নিস্তব্ধ। গাড়ির কাছে ফিরে এসে পোশাক পাল্টাল ও। নতুন স্যুট পরল। রক্তমাখা স্যুটটা উল্টো করে নিল, যাতে সুটকেসের ভিতর দিকের গায়ে দাগ না লাগে। বেল্ট, পিস্তল আর জ্যাক লেমনের অভিশপ্ত প্যাকেটটাও সুটকেসে রাখল ও। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে নেমে এল ঢাল থেকে।

দীর্ঘ, দুর্গম রেকিয়াভিকের পথ ধরেছে রানা। ক্লান্তি বোধ করছে ও। কিন্তু মানসপটে একটা অনিন্দ্য সুন্দর মুখ ভেসে উঠতেই ক্লান্তি যেন এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। আইসল্যান্ডে যখনই আসে ও, সোহানার নির্দিষ্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয়। এবারও ভাড়া করেছে সোহানা সেই অ্যাপার্টমেন্টটা।

দুই

রেকিয়াভিক। ঘড়ির হিসেবে সন্ধ্যা উতরে গেছে। হোটেল সাগার সামনে এসে থামল ফোর্ড কর্টিনা।

জায়গাটা দক্ষিণ আইসল্যান্ড আর সময়টা গ্রীষ্মকাল বলে প্রখর দিনের আলোয় ঝলমল করছে শহর। সূর্যের দিকে মুখ করে গাড়ি চালিয়ে এসেছে রানা, একটানা অনেকক্ষণ রোদের আঁচ লেগে জ্বালা করছে চোখ দুটো। পাতা মুড়ে একটু বিশ্রাম দিচ্ছে ও দুটোকে।

দু'মিনিট পর ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে ফোর্ড কর্টিনা থেকে নামল রানা। জ্যাক লেমনের প্রতিনিধি যা বলে দিয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে তাই পালন করছে ও। পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে গাড়িটার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বাঁক নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এল। হাত দেখিয়ে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে চড়ে বসল তাতে।

রেকিয়াভিকের অভিজাত আবাসিক এলাকা। একটা পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে থামল ট্যাক্সি। সোহানার ভাড়া নেয়া অ্যাপার্টমেন্টটা চারতলায়।

নক করতে যা দেরি, সাথে সাথে দরজা খুলে দিল সোহানা। এ আরেক রূপ সোহানার, তাকাবার পর আর চোখ ফেরাতে পারছে না রানা। পুরোদস্তুর বাঙালী গৃহবধূ। পেঁচিয়ে লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি পরেছে ও। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, হাত দুটো ভিজে, রান্না করতে করতে এইমাত্র উঠে এসেছে। কোমরে গোঁজা শাড়ির আঁচলটা খুলে নিয়ে সেটায় হাত মুছতে মুছতে বলল, 'একটু দেরি হলো তোমার, প্লেন লেট করেছে বুঝি? এসো…খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে—শাওয়ারটা সেরে নাও, ততক্ষণে রান্না হয়ে যাবে আমার। দাও,' রানার হাত থেকে সুটকেস আর কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল ও। ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুত বেরিয়ে গেল ড্রয়িং রুম থেকে।

দশ সেকেন্ড পর আবার ড্রয়িং রুমে ফিরে এসে হতভম্ব হয়ে গেল সোহানা। দরজার কাছে এখনও দাঁড়িয়ে আছে রানা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সোহানা ড্রয়িং রুমের মাঝখানে। 'কি ব্যাপার, রানা?' রাজ্যের উদ্বেগ ফুটে উঠল ওর চেহারায়। পরক্ষণে প্রায় ছুটে চলে এল রানার সামনে। 'কি হয়েছে তোমার?'

'কিছু হয়নি,' মৃদু গলায় বলল রানা। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোহানার দিকে।

'তাহলে? দরজায় দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'তোমাকে দেখছি,' মুগ্ধ কণ্ঠে বলল রানা। 'সাংঘাতিক মানিয়েছে। ঠিক যেন কারও বউ।'

ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল সোহানার ঠোঁটে। ম্লান গলায় বলল, 'আমি কি সেই কপাল নিয়ে জন্মেছি?'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

পেছন দিকে হাত নিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'তারমানে? কি বলতে চাও?' সোহানার দুই কাঁধে হাত রাখল ও। দুজনের নাক প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে। চোখে চোখ রেখে আবার বলল রানা, 'এমন সব গুণে গুণান্বিতা সুন্দরী বিদুষী মেয়ে লাখেও তো একটা পাওয়া যাবে না। তুমি বিয়ে করবে, এই আভাসটুকু পেলে হয়, দুনিয়ার সেরা ধনকুবের, খেলার টাইগার প্রিন্স, বিশ্ববিখ্যাত ফিল্ম-স্টার এমনি কত নামকরা লোক প্রস্তাব নিয়ে ছুটে আসবে। অথচ বলতে চাইছ, তোমার কপালে বিয়ে নেই—এটা কি ধরনের ঠাট্টা, শুনি?'

'ঠাট্টা নয়,' এদিক ওদিক মাথা নেড়ে আরও ম্লান গলায় বলল সোহানা, 'দুঃখ।'

'দুঃখ? কিসের দুঃখ তোমার, সোহানা?' এখন আর হাসছে না রানা। গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে।

কাঁধ থেকে রানার হাত দুটো ধীরে ধীরে নামিয়ে দিয়ে বলল সোহানা, 'সে তুমি বুঝবে না।' রানার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। 'এ সব কথা থাক। গোসলটা সেরে ফেলো দেখি...' হঠাৎ আঁতকে উঠল সে। 'এই যা, তরকারিটা বুঝি পুড়ে গেল!' ঘুরে দাঁড়িয়ে কিচেনের দিকে ছুটল। আসলে পালিয়ে গেল, পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা।

পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল রানা, 'আমার সুটকেস কোথায়?'

'বেডরুমে,' কিচেন থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিল সোহানা। 'ওসব এখন থাক, আমি সব খুলে সাজিয়ে রাখব ওয়ারড্রোবে।' যখনই সুযোগ পায়, সেবা দিয়ে শুশ্রূষা দিয়ে রানাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে ভাল লাগে ওর।

রক্তমাখা স্যুটটার কথা মনে পড়ে গেল রানার। 'ধন্যবাদ। এটুকু কাজ আমিই করে নিতে পারব।' বেডরুমে চলে এল ও। খাটের নিচে রয়েছে সুটকেস আর ব্যাগ। ওয়ারড্রোবের কাছে নিয়ে এসে সুটকেসটা খুলছে রানা। রক্তাক্ত স্যুটটা নিয়ে কি করবে, ভাবছে। গোটা অ্যাপার্টমেন্টে এমন কোন আলমিরা বা ড্রয়ার নেই যেটায় তালা মারার ব্যবস্থা আছে। ওয়ারড্রোবের দরজা খুলে চারটে স্যুট এক লাইনে সাজিয়ে রাখল ও। মাছ ধরার ভাঁজ করা রড আর হুইলগুলো বের করে নিচের শেলফে রাখল। শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল ও, সুটকেসেই আপাতত থাক রক্তমাখা স্যুট। ওটার সাথে কলিনসের পিস্তল আর বেল্টটাও রইল। সুটকেসে তালা মেরে ওয়ারড্রোবের যে জায়গাটায় সাধারণত রাখা হয় ওটাকে সেখানেই রেখে দিল। সুটকেসে তালা দেখে একটু হয়তো অবাক হবে সোহানা, কিন্তু তাই বলে খুলে দেখার চেষ্টা করবে না। অন্তত তাই আশা করছে রানা। শার্ট খুলে পরীক্ষা করতে গিয়ে সামনের দিকে এক বিন্দু রক্ত দেখতে পেল ও। বাথরুমে ঢুকে প্রথমে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে সাবান দিয়ে ঘষে ভাল করে ধুয়ে ফেলল শার্টটা।

শাওয়ার সেরে নতুন ট্রাউজার, নতুন শার্ট পরে বেডরুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা, এই সময় ফিরে এল সোহানা।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে যাবে রানা, হঠাৎ ওর চোখের কোণে ক্ষীণ একটু নড়াচড়া ধরা পড়ল। পাথর হয়ে গেল রানা। রাস্তার ওপারে দুটো দালানের মাঝখানে ছোট্ট একটা গলি দেখা যাচ্ছে। জানালার পর্দা বাতাসে একটু নড়তেই স্যাৎ করে কি যেন সরে গেল আড়ালে। পর্দাটা পুরোপুরি সরিয়ে রাস্তার

ওপারে তাকিয়ে থাকল রানা। কিন্তু আর কিছু দেখতে পেল না ও। তাগাদা দিয়ে আবার বেডরুম থেকে বেরিয়ে গেছে সোহানা, ডাইনিং রুম থেকে হাঁক ছাড়ছে এখন। আরও কয়েক সেকেন্ড গলিটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। চোখের ভুল? ভাবছে ও। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। কপালে চিন্তার রেখা।

খাবার খেতে বসে জানতে চাইল রানা, 'একটা গাড়ি দরকার হবে আমাদের, তাই না? ল্যান্ড রোভার হলে সবচেয়ে ভাল হয়। আগেরবার তো ল্যান্ড রোভারই ভাড়া করেছিলাম আমরা।'

'আগেরটা ছিল শর্ট হুইলবেস, এটা একটা লং হুইলবেস ল্যান্ড রোভার,' বলল সোহানা।

'তারমানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

এক চামচ ভাজা মুরগী মুখে পুরে বলল সোহানা, 'জ্বী। আপনার সেবার জন্যেই তো আছি। আপনার প্রয়োজনের কথা মনে রেখে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। গ্যারেজের দরজা খুললেই দেখতে পাবেন।'

এর আগে দু'বার আইসল্যান্ডে এসেছে রানা, প্রতিবার সঙ্গে সোহানা ছিল। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র ল্যান্ড রোভারে তুলে নিয়ে সভ্যতার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে গেছে ওরা, বেশ অনেক দিনের জন্যে। দীর্ঘ অবকাশ যাপনের মাঝখানে শুধু যখন খাবারের অনটন দেখা দিয়েছে, কিছুক্ষণের জন্যে নিকটতম বাজারে ফিরে এসেছে ওরা। গ্রীষ্মের ছুটিটা সোহানাকে নিয়ে কাটাবার মধ্যে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ আর পুলক আছে, সেটা পারতপক্ষে হারাতে চায় না রানা। অন্যান্যবার রেকিয়াভিকে পৌঁছেই ল্যান্ড রোভার নিয়ে রওনা হয়ে গেছে ওরা। কিন্তু জ্যাক লেমনের প্যাকেটটা এবার বাদ সাধছে। সোহানার মনে কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না করে জিনিসটা কিভাবে আকুরেইরিতে পৌঁছে দেয়া যায় তাই নিয়ে ভাবছে রানা। জ্যাক লেমন বলেছিল, কাজটা পানির মত সহজ, কিন্তু মৃত জনাব কলিনস সাংঘাতিক জটিল করে দিয়ে গেছে গোটা ব্যাপারটাকে। আর যাই হোক, সোহানাকে এর সাথে জড়াতে চায় না সে। তবে, প্যাকেটটা তো জায়গা মত তাকে পৌঁছে দিতেই হবে। কাজটা যদি ভালয় ভালয় শেষ হয়ে যায়, তাহলে চিন্তার কিছু নেই—ছুটিটা আগের মতই পুরোপুরি চুটিয়ে উপভোগ করা যাবে। কায়মনোবাক্যে তাই চাইছে রানা। আর কোন মর্মান্তিক ঘটনা চায় না ও।

মনের কোণে আরেকটা কথা উঁকি দিচ্ছে। ছুটি যখন পেল, সেই ঢাকায় থাকতেই, মনে মনে অত্যন্ত গুরুতর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও। এই সুযোগে সোহানার সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছুবে সে। ভেবেছিল এভাবে আর কত দিন একটা মেয়েকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা যায়? কোন বাঁধনে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে তার নেই, কিন্তু তাই বলে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করারও তো কোন মানে হয় না। এ ব্যাপারে কিছু একটা না করলেই নয়। ও জানে অন্য কোন পুরুষের দিকে ফিরেও তাকায় না সোহানা। এর চেয়ে অনেক দিক থেকে অনেক উপযুক্ত পাত্র তার পাণি প্রার্থনা করেছে, পাত্তাই দেয়নি সোহানা। তার জীবনে সেই একমাত্র পুরুষ। বিয়ের কথা অনেকবারই উঠেছে। কখনও তুলেছে নিজেরাই। কখনও উঠেছে বন্ধু মহল থেকে। এমন কি, গুরুজনদের তরফ থেকেও তাগাদা এসেছে। কিন্তু সে এবং

www.murchona.com

সোহানা ব্যাপারটাকে কোন না কোনভাবে এড়িয়ে গেছে। সোহানাকে সে ভালবাসে, তাতে কোন খাদ নেই—কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানে, বিবাহিত জীবনে সোহানাকে সুখী করতে পারবে না সে। অনেক বাধার মধ্যে একটা বাধা তার পেশা। এমন একটা দায়িত্বপূর্ণ, বিপজ্জনক চাকরি করে সে, কখন কি ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না। পেশা উপলক্ষে এমন সব মেয়ের সান্নিধ্যে তাকে আসতে হয়, যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা না করলেই নয়, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার তেমন কোন মূল্য নেই সেখানে। বিবাহিত একজন লোকের পক্ষে এসব সম্ভব নয়। অন্তত ওর তাই ধারণা। স্ত্রী হয়ে এসব মেনে নিতেও কষ্ট হবে সোহানার, মুখে কিছু বলুক বা না বলুক। তাছাড়া পেশার বিপজ্জনক দিকটাও রয়েছে। এসপিওনাজ জগতে যারা রয়েছে তারা আসলে দিনের চব্বিশটি ঘণ্টা মরণপণ যুদ্ধে মেতে রয়েছে। দেশের স্বার্থ তাদের কাছে বড়, পারিবারিক স্বার্থ সেখানে তুচ্ছ। এই রকম একজন যোদ্ধার স্ত্রী হওয়া দুর্ভাগ্য নয়তো কি? পারিবারিক বন্ধনে জড়িয়ে সে-পরিবারের দেখাশোনা যদি করতে না পারা যায়, কি লাভ তাতে? সমস্ত দায়িত্ব স্ত্রীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে দূরে সরে যাওয়ায় আর যাই থাক, শান্তি নেই। বিশেষ করে স্ত্রী যখন সারাক্ষণ স্বামীর নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

এই তো গেল পেশাগত বাধার দিক। অবশ্য এই পেশায় যে থাকতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, ছেড়ে দিলেই হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু বাধা-বিঘ্নও আছে। সেগুলোই আসল। মানুষ হিসেবে আজও নিজেকে ভালভাবে বুঝতে পারে না রানা। একে একে অনেক মেয়ে তার প্রেমে পড়েছে, কিন্তু কেউ তাকে জীবন সঙ্গী হিসেবে বাঁধতে চায়নি। সে-ও তাদের বাঁধনে ধরা দেবার কথা কখনও স্থান দেয়নি মনে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল রেবেকা। কিন্তু রেবেকাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েও মনের খুঁত খুঁতে ভাব দূর করতে পারেনি সে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে বারবার ওয়ার্নিং এসেছে, কাজটা ভাল হচ্ছে না।

আসল কথা, কেউ ওকে বাঁধতে চায়নি, তার কারণ, সবাই কিভাবে যেন টের পেয়ে যায়, ওকে আসলে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। এই কথাটাই বোধহয় সত্যি। সে নিজেও টের পায়, একটা ঘরছাড়া পাগল রয়েছে তার মধ্যে, কোথাও থামতে চায় না, স্থির হতে চায় না, সদাই পালাই পালাই করে। আজ এখানে, কাল ওখানে, যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ানোই যেন তার স্বভাব। ওকে ধরে রাখবে, তেমন শক্ত বাঁধনের বোধহয় অস্তিত্বই নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। মুক্তিকামী অন্তরে শৃঙ্খল মেনে নেয়ার প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছু অনুভব করে না রানা।

কিন্তু তবু, সোহানার কথা আলাদা। সোহানা ওর জীবনের অর্ধেকেরও বেশি। ওর জন্যে মেয়েটা নিজের জীবন নষ্ট করে দেবে, তা সে চোখে দেখেও চুপ করে থাকে কিভাবে? এর একটা বিহিত করা দরকার। দরকার হলে ত্যাগ স্বীকার করবে রানা। কিন্তু তার আগে যুক্তি দিয়ে বুঝতে ও বোঝাতে হবে। সুখী হবার জন্যেই তো বিয়ে করে মানুষ। তাকে বিয়ে করলে সোহানা সুখী হবে কিনা সেটা পরিষ্কার বুঝতে হবে সোহানাকে। সোহানাকে সে ভালবাসে, এই সত্যটা অস্বীকার করতে পারে না সে কিছুতেই। তবু বিয়ের ব্যাপারে মনের ভেতর থেকে কেন বাধা আসে, বুঝতে হবে তার নিজেরও। কোনটা ওদের জন্যে ভাল, চিন্তা করে কোন কূল পায়নি

রানা। কিন্তু ঠিক করেছে, প্রসঙ্গটা তুলবে সে এবার। এবং একটা স্থায়ী নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে।

'কি ভাবছ?'

সোহানার প্রশ্ন শুনে সংবিৎ ফিরল রানার। 'কই, কিছু ভাবছি না তো।'

'কিছুই দেখছি মুখে তুলছ না তুমি,' বলল সোহানা। 'রান্না বুঝি ভাল হয়নি?'

গপাগপ কয়েক চামচ খাবার মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল রানা। 'দারুণ, অপূর্ব—তোমার রান্নার নিন্দা করবে যে, এক ঘুসিতে তার নাকটা আমি—'

হেসে ফেলল সোহানা। 'ঠাট্টা নয়, কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে তোমার চেহারা। কিছু হয়েছে, রানা?'

'আরে না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'হবে আবার কি। খারাপ রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে এসেছি, চেহারার আর কি দোষ। আমি ভাবছি, কেউ বললেই ঘাড়ে কোন দায়িত্ব নিতে নেই। তুমি তো এসব উটকো ঝামেলা ভাল লাগে না।'

ভুরু কুঁচকে উঠল সোহানার। 'কিসের ঝামেলা, রানা?'

'আকুরেইরিতে কান একজন লোকের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'এক বন্ধুর একটা উপকার করে দিতে হচ্ছে। তার মানে প্লেন ধরতে হবে আমাকে। আচ্ছা, ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে ওখানে তুমি আমার সাথে দেখা করতে পারো না? নাকি এত লম্বা পথ ড্রাইভ করে যেতে অসুবিধে হবে তোমার?'

হেসে ফেলল সোহানা। বলল, 'ল্যাণ্ড রোভার তোমার চেয়ে আমি ভাল চালাতে জানি।' সাথে সাথে হিসেব কষতে শুরু করে দিল ও। 'এখান থেকে সাড়ে চারশো কিলোমিটার। এক দিনে যাওয়া সম্ভব নয়, হাভাস-এর কাছাকাছি কোথাও রাতটা কাটাতে হবে আমাকে। পরদিন সকাল ন'টা দশটার মধ্যে আকুরেইরিতে পৌঁছে যাব আমি।'

'আরও দেরি করে পৌঁছুলেও ক্ষতি নেই, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কোন ঝুঁকি নিয়ো না,' স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল রানা চুপিসারে। ভাবছে, সোহানা আকুরেইরিতে পৌঁছুবার আগেই প্যাকেটটা হস্তান্তরের কাজ সেরে ফেলতে পারবে সে। আর কোন ঝামেলাই থাকবে না। সোহানাকে জড়াবার কোন দরকারই নেই। 'হোটেল স্টারলাইটে উঠব আমি। তুমি ফোন কোরো আমাকে।'

কিন্তু বিছানায় শুয়ে ঘুমাতে গিয়ে উল্টো আরও অনিশ্চয়তায় ছটফট করছে রানা। অন্ধকারে সোহানাকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু মনের পর্দায় ভূতের মত ঝুলছে কলিনসের মুখটা। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে সোহানাও, টের পেয়ে গেছে রানার অস্বস্তি।

'ঘুমাতে পারছ না?' কোমল গলায় জানতে চাইল ও। 'খুব ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, তাই না? মাথায় বিলি কেটে দিই, তুমি ঘুমাতে চেষ্টা করো।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানায় উঠে বসল সোহানা। রানার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে।

রাত অনেক গভীর হলো। তবু ঘুম আসছে না রানার। ঘুমের ভান করে নিঃসাড় পড়ে আছে বিছানার উপর। আরও অনেকক্ষণ পর পরম আদরে ওর কপালে

আলতো করে একটা চুমো খেল সোহানা। গালে তার গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল রানা। চাদর দিয়ে ওর পা থেকে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে শুয়ে পড়ল সোহানা। একটা হাত রাখল রানার বুকে। খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম নেই রানার চোখে। শুয়ে শুয়ে রহস্যময় দিনটার কথা ভাবছে ও। কিফ্লাভিক এয়ারপোর্টে সেই লোকটার সাথে ওর কথোপকথনের প্রতিটি শব্দ মনে পড়ে যাচ্ছে। জ্যাক লেমনের প্যাকেটটা ওকে দিয়ে লোকটা বলেছিল, 'মেইন রোড ধরে রেকিয়াভিকে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আপনাকে। আপনি ক্রিসুভিক আর ক্লিফাভাটন ধরে যাবেন।'

তার কথা মেনে নিয়ে ক্রিসুভিক ধরেই আসছিল রানা। পথে একজন লোক দাঁড় করাল ওকে। উদ্দেশ্য খুন করা। মেইন রোড ধরে গেলেও কি এই ঘটনা ঘটত? এর সাথে প্যাকেটটার কোন সম্পর্ক আছে, কি নেই? ওকে কি পরিকল্পিত ভাবে খুন করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে?

কিফ্লাভিক এয়ারপোর্টে প্যাকেটটা ওকে যে দিয়েছে সে জ্যাক লেমনের লোক, অন্তত জ্যাক লেমনের নির্বাচিত পাসওয়ার্ড জানা ছিল তার। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, ভাবছে রানা, জ্যাক লেমনের লোক ছিল না সে, অথচ পাসওয়ার্ডটা কোনভাবে জেনে নিয়েছিল—জ্যাক লেমনের আসল লোকটার কাছ থেকে তা জেনে নেয়া অসম্ভব কিছু নয়, এ-ধরনের ঘটনা হর হামেশাই ঘটছে। কিন্তু, সে-ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, লোকটা তাহলে কলিনসের মুখে ঠেলে দিল কেন তাকে? অবশ্যই প্যাকেটটার জন্যে নয়—প্যাকেটটা তো তার কাছেই ছিল। উঁহু, নিজের উপর বিরক্ত হয়ে চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল রানা।

তারপর ভাবল, ধরা যাক, লোকটা জ্যাক লেমনেরই প্রতিনিধি ছিল, এবং ইচ্ছা করেই ক্রিসুভিকের পথে যেতে বলেছিল, যাতে কলিনস্ তাকে খুন করার সুযোগ পায়—কিন্তু 'থিয়োরি'টা আরও অসম্ভব, অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রেও প্যাকেটটার কোন ভূমিকা নেই, সেটা তাকে না দিলেই তো পারত। গোটা ব্যাপারটা আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এক হতে পারে, এয়ারপোর্টের লোকটার সাথে কলিনসের কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু, ভাবছে রানা, কলিনস্ ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়। এতে কোন সন্দেহ নেই। আক্রমণ করার আগে আইসল্যান্ডিক ভাষায় ও কথা বলতে পারে কিনা কৌশলে জেনে নিয়েছিল, ওর নাম জেনে নিয়েছিল। প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কিভাবে জানল যে ওই পথ ধরে আসছে ও? প্রশ্নটার কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না রানা।

আলতো করে ধরে বুক থেকে সোহানার হাতটা নামিয়ে দিল রানা। নিঃশব্দে নামল বিছানা থেকে। কিচেনে এল ও। আলো জ্বালল না, রেফ্রিজারেটর থেকে ঠাণ্ডা পানির একটা বোতল আর একটা গ্লাস বের করল।

পানি ভর্তি গ্লাসটা হাতে নিয়ে বেডরুমে ফিরে এল ও। জানালার সামনে একটা চেয়ারে বসল। মধ্যরাত পেরিয়ে রাত এখন শেষ হয়ে এসেছে, তবে অন্ধকার এখনও তেমন ফিকে হয়নি যে সিগারেটের ধোঁয়া দেখা যাবে না।

রাস্তার ও পারের গলিটার ভিতর থেকে মাঝেমধ্যেই ঘন ঘন কয়েকবার জ্বলে উঠতে দেখল রানা আগুনটাকে। ওর উপর নজর রাখছে যে লোকটা, সে-ই সিগারেট

ফুঁকছে।

উদ্বিগ্ন করে তুলছে ওকে ওখানকার লোকটা। সোহানার নিরাপত্তা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিচ্ছে এখন ওর মনে।

দু'জনেই ওরা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আকুরেইরির উদ্দেশে রওনা হয়ে যেতে চায় সোহানা। আর রানা চায় সোহানার আগে ল্যান্ড রোভারের কাছে পৌঁছতে। সোহানাকে না জানিয়ে ল্যান্ড রোভারে কিছু জিনিস রেখে দিল ও। যেমন কলিনসের পিস্তলটা। মেইন চেসিসের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখল ওটাকে, উঁকি দিলেও বাইরে থেকে দেখা যাবে না। লোহার বল বাঁধা বেল্টটা গলাতেই থাকল রানার। কেন যেন মনে হলো, আকুরেইরিতে এটা হয়তো দরকার লাগতে পারে ওর।

গ্যারেজটা বাড়ির পিছন দিকে, তাই সামনের গেটের পাশ দিয়ে আসতে হয়নি রানাকে, ফলে ওখানকার লোকটা ওর এই গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না। কিন্তু ফেরার সময় নিচের একটা স্ন্যাকবারের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে ফিল্ড গ্লাস তুলতেই দেখতে পেল ওকে রানা।

লম্বা, একহারা চেহারা। সযত্নে ছাঁটা গোঁফ। ক্লান্তি আর ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে আছে। সম্ভবত একাই সারাটা রাত পাহারা দিয়েছে, তার মানে শুধু ঠাণ্ডায় বরফ হয়নি, খিদেতেও আগুন জ্বলছে পেটে। আবার যদি কখনও কোথাও দেখে লোকটাকে, চিনতে পারবে ও, বুঝতে পেরে চোখ থেকে ফিল্ড গ্লাস নামিয়ে নিল রানা, ফিরে এল নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে।

ব্রেকফাস্টে বসে রাস্তার ওপারে অপেক্ষারত অভুক্ত বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল রানার, সাথে সাথে সোহানার তৈরি খাবারগুলোর স্বাদ কিভাবে যেন বেড়ে গেল। ওকে নিঃশব্দে হাসতে দেখে সকৌতুকে তাকাল সোহানা।

'এত খুশির কি কারণ ঘটল হঠাৎ?'

'জাদু, জাদু,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সুরে বলল রানা।

'মানে?' অবাক হয়েছে সোহানা। 'কি বলছ?'

'তোমার হাতের কথা বলছি—মাইরি, জাদু জানো তুমি। এত সুন্দর রান্নার হাত—তোমাকে বিয়ে করব কিনা সিদ্ধান্ত নেবার সময় এই ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করবে আমাকে—কসম খোদার।'

কিন্তু রসিকতাটায় তেমন কাজ হলো না। হাসছে না সোহানা। হেরিং মাছ, চীজ, রুটি আর ডিমের প্লেটগুলোর ওপর চোখ বুলাল সে। 'রান্না? এর মধ্যে রান্নার কি দেখলে তুমি? ডিম তো যে-কেউ সেদ্ধ করতে পারে।'

'তোমার মত নয়,' পূর্ণ আশ্বাস আর নিশ্চয়তা দিয়ে বলল রানা।

হেসে ফেলল সোহানা।

আসল কথা রাতে যে অস্বস্তিবোধ করেছে রানা, এখন আর তার কোন অস্তিত্ব নেই। অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনও জানা নেই ওর, তবু কলিনসের মৃত্যুর জন্যে বিবেকের দংশন অনুভব করছে না ও আর। লোকটা তাকে খুন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থতার প্রাপ্য খেসারত দিতে হয়েছে তাকে—এর বেশি কিছু নয়।

ব্যাপারটা। কোন অপরাধবোধ নেই ওর মনে। যত দুশ্চিন্তা এখন ওর সোহানাকে নিয়ে।

'রেকিয়াভিক সিটি এয়ারপোর্ট থেকে আকুরেইরির একটা ফ্লাইট আছে সকাল এগোরোটায়,' বলল সোহানা। 'কতক্ষণই বা লাগবে পৌঁছতে, নাস্তাটা ওখানেই সেরে নিতে পারবে।' গরম কফিতে ব্যস্তভাবে ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছে সে। 'আমি আর দেরি করি কেন, এখুনি বেরিয়ে পড়ি, কি বলো?'

'ঠিক আছে,' টেবিলের প্লেট আর কাপ-পিরিচগুলো দেখিয়ে বলল রানা, 'এসব আমি ধুয়ে সাফ করে রাখব।'

'কখনও না!' এক রকম ধমকেই উঠল সোহানা। 'মেয়েদের কাজে নাক গলাতে আসবে না দয়া করে। এক মিনিটের কাজ, আমিই সেরে দে'.ব যাচ্ছি।' হঠাৎ ওর চোখ পড়ল বিনকিউলারটার ওপর। টেবিল থেকে সেটা তুলে নিয়ে বলল, 'এটা না ল্যাণ্ড রোভারে ছিল?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ফোকাস ঠিক আছে কিনা চেক করার জন্যে নিয়ে এসেছি—ঠিকই আছে।'

'তাহলে আমিই বরং সাথে রাখি এটা।'

নিচে নেমে গ্যারেজ পর্যন্ত এল রানা সোহানার সাথে। চুমো খেয়ে বিদায় দিল ওকে। একদৃষ্টিতে ওর দিকে কয়েক-সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর জানতে চাইল সোহানা, 'সব ঠিক আছে, তাই না, রানা? কোথাও কোন গোলমাল নেই, ঠিক?'

'গোলমাল? কিসের গোলমাল? হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'ঠিক জানি না,' অপ্রতিভভাবে একটু হাসল সোহানা। 'মেয়েলি কুসংস্কার সম্ভবত। হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু একটা কথা ভাবছি...'

'কি কথা, সোহানা?'

'আমার লণ্ডন অ্যাসাইনমেন্ট ব্যর্থ হয়েছে, জানো তো?'

'তাই বুঝি?' না জানার ভান করল রানা।

'হ্যাঁ। সাংঘাতিক বিপদে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমারই দোষ। টপ-সিক্রেট কিছু দলিল-পত্র আর একটু হলে প্রায় খুইয়ে ফেলেছিল ব্রিটিশ সরকার। এর জন্যে আমাকেই দায়ী করেছে ওরা, তবে ওদের হাতে তেমন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু প্রমাণ থাক বা না থাক, ইচ্ছে করলে ফাঁসাতে পারত আমাকে ওরা। যাবজ্জীবন জেলের ঘানি টানাতে পারত। সেই রকম ইচ্ছাই বোধহয় ছিল ওদের। নজর-বন্দী করে রাখা হয়েছিল আমাকে। হোটেল থেকে বেরুতে দেয়নি, কারও সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি...'

বাধা দিয়ে বলল রানা, 'এসব আমি জানি, সোহানা।'

'কিন্তু হঠাৎ ওরা আমাকে ছেড়ে দিল কেন?' [illegible] সোহানা। একটু তীক্ষ্ণ হলো ওর দৃষ্টি। [illegible] কথা আমাকে [illegible] হঠাৎ নির্দেশ দিল বাকো ফ্রাইনা মধ্যে আমি যেন ব্রিটেন ত্যাগ করি। [illegible] মাফ করে দিল আমাকে ওরা। কেন?'

ওদের মর্জি। হয়তো তোমার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ জোগাড় করতে পারবে না ভেবে...

'হতে পারে,' বলল সোহানা। 'কিন্তু, আমি ভাবছি, আমাকে ছেড়ে দেবার বিনিময়ে তোমাকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিচ্ছে না তো ওরা, রানা?'

'আরে না!' সহাস্যে মিথ্যেকথা বলল রানা। 'মিথ্যে সন্দেহ করছ তুমি।'

'যাই হোক,' বোঝা গেল রানার কথা বিশ্বাস করবে কিনা এখনও ঠিক করতে পারছে না সোহানা, 'আকুরেইরিতে দেখা হচ্ছে, কেমন?'

'অবশ্যই।'

স্টার্ট দিয়ে ল্যাণ্ড রোভার ছেড়ে দিল সোহানা। হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল রানা। গেট দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাঁক নিল গাড়িটা। রাস্তায় বেরিয়ে যতক্ষণ দেখা গেল, গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল রানা। কেউ ব্যস্ত হয়ে উঠল না, কোন বাঁক থেকে উঁকি দিল না কারও মাথা, কোন গাড়ি ধাওয়া করল না ল্যাণ্ড রোভারকে। বাড়ির গেটে ফিরে এসে আড়ালে দাঁড়িয়ে ওয়াচার লোকটাকে খুঁজছে রানা। নেই। তার ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও। এক এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ টপকে আবার উপরের ল্যাণ্ডিঙের দিকে ছুটল, যেখান থেকে ভালভাবে দেখা যায় গলিটাকে।

উপর থেকে তাকাতেই লোকটাকে দেখতে পেল রানা। গলির একদিকের দেওয়ালে অলস ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক হাত দিয়ে ডলছে অপর হাতটা।

লোকটার হাবভাব দেখে রানার মনে হলো, সোহানার চলে যাওয়াটা লক্ষই করেনি সে, অথবা লক্ষ করলেও গুরুত্ব দিচ্ছে না। হালকা বোধ করছে রানা, কাঁধ থেকে যেন মস্ত একটা বোঝা নেমে গেছে। স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল ও।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে সোজা বেডরুমে ঢুকল রানা। শো-কেসের মাথা থেকে নামাল একটা ক্যামেরা। খাপ থেকে ক্যামেরাটা বের করে রেখে দিল শো-কেসের মাথায়। হাতে থাকল শুধু খাপটা। এরপর হেলিয়ান দিয়ে নিখুঁত ভাবে মোড়া একটা মেটাল বক্স তুলে নিল রানা। ক্যামেরার লেদার ব্যাগে চমৎকার ভাবে ঢুকে গেল বাক্সটা, যেন এর মাপেই তৈরি করা হয়েছে ক্যামেরার খাপ। এখন থেকে, ভাবছে রানা, মুহূর্তের জন্যেও নিজের কাছ ছাড়া করা চলবে না জিনিসটাকে, যতক্ষণ না আকুরেইরিতে পৌঁছে হস্তান্তর করছে।

সকাল দশটার দিকে একটা ট্যাক্সি ডেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হলো রানা। এতক্ষণে গা ঝাড়া দিল প্রতিপক্ষ। ট্যাক্সিটা যখন বাঁক নিতে যাচ্ছে, পিছন ফিরে তাকাল রানা। দেখল, গলিটার মুখে একটা প্রাইভেট কার এসে থামল। চট করে তাতে চড়ে বসল ওয়াচার।

ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রেখে ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ করে এয়ারপোর্টে পৌঁছুল প্রাইভেট কার। ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা রিজার্ভেশন কাউণ্টারে চলে এল রানা। রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে বলল, 'আকুরেইরি ফ্লাইটের একটা রিজার্ভেশন আছে আমার। আমি মাসুদ রানা।'

তালিকা চেক করে মেয়েটা বলল, 'ইয়েস, মি. রানা। কিন্তু, আপনার প্লেন ছাড়তে দেরি আছে এখনও।'

'জানি,' বলল রানা। 'কফি খেয়ে সময়টা পার করে দেব।'

টাকা গুনে নিয়ে প্লেনের টিকেট দিল মেয়েটা ওকে। বলল, 'ওই ওদিকে

আপনার লাগেজ ওজন করা হবে।'

ক্যামেরা কেসটার গায়ে একটা টোকা দিয়ে বলল রানা, 'লাগেজ বলতে ব্যস, এইটা।'

হালকা, ঝরঝরে চেহারার মেয়েটা হেসে উঠল। 'তাই তো!' তারপর একটু থেমে সকৌতুকে, বলল, 'আপনি এত সুন্দরভাবে আমাদের ভাষা শিখেছেন, সেজন্যে প্রশংসা প্রাপ্য আপনার।'

'ধন্যবাদ।' ঘুরে দাঁড়াল রানা, সাথে সাথে দেখতে পেল পরিচিত একটা মুখ, কাছে পিঠে ঘুর ঘুর করছে। গ্রাহ্য না করে কফি শপের দিকে এগোল ও।

কফি শপে ঢুকে একটা টেবিল দখল করল রানা। কফির অর্ডার দিয়ে ওয়েটারকে ডেকে একটা খবরের কাগজ আনাল। ওয়াচার লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে ও। রিজার্ভেশন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রিসেপশনিস্টের সাথে দ্রুত কথা বলছে। সে-ও একটা টিকেট কিনল। তারপর ধীরে সুস্থে এসে ঢুকল কফি শপের ভিতর। একটা টেবিল দখল করে বসল। খবরের কাগজ পড়ছে রানা। লোকটাও অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দু'জনের কেউ যেন কারও সম্পর্কে আগ্রহী নয়। ওয়েটারকে ডেকে লাঞ্চের অর্ডার দিল লোকটা। টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে যেতে যা দেরি, খাবারের উপর বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। মুখ না তুলেই চোরা চাহনিতে দেখে নিচ্ছে মাঝেমধ্যে রানাকে। লোকটার খাওয়া শেষ হয়নি, এই সময় ভাগ্য একটু সদয় আচরণ করল রানার সাথে। প্রথমে ঘড় ঘড় করে উঠল লাউডস্পীকার, তারপর খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল অ্যানাউন্সার। আইসল্যান্ডিক ভাষায় বলল, 'মি. বাকনারের ফোন, তিনি যেন এই মুহূর্তে টেলিফোন বুদে চলে আসেন।' এরপর যখন প্রাঞ্জল জার্মান ভাষায় ঘোষণাটা পুনরাবৃত্তি শুরু হলো, খাবার থেকে ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ওয়াচার লোকটা। রুমালে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল কফি শপ থেকে।

তবু একটা নাম পাওয়া গেল লোকটার, ভাবছে রানা, ভুয়া হোক বা না হোক এসে যায় না। টেলিফোন বুদ থেকে ওকে দেখতে পাচ্ছে বাকনার, চোখেমুখে এমন একটা ব্যস্ততার ভাব লেগে রয়েছে, যেন ভয় পাচ্ছে, সুযোগ পেলে পালাবে রানা। আরেক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে তার ভয়টা দূর করে দিল ও। খবরের কাগজটা মেলে ধরল চোখের সামনে।

আরও পঁচিশ মিনিট পর আকুরেইরি ফ্লাইটের সময় হয়েছে বলে ঘোষণা হলো লাউডস্পীকারে। প্লেনে চড়ার সময় কিউ-এ রানার ঠিক পিছনে জায়গা করে নিল বাকনার। প্লেনে ওঠার পরও ওর ঠিক পিছনের একটা সীট বেছে নিল সে।

টেক-অফ করল প্লেন। আড়াআড়িভাবে আইসল্যান্ডের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওরা। এক এক করে পেরোল হিম-শীতল দুই গ্লেসিয়ার, লংগুজোকুল আর হফসজোকুল। এর কিছুক্ষণ পর আকুরেইরিতে নামার প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে প্লেনটা আইজাফজোরদারকে ঘেরাও করে চক্কর মারতে শুরু করল।

আকুরেইরি। নর্দার্ন আইসল্যান্ডের মেট্রোপলিটান শহর। দশ হাজার লোকের বাস।

টারমাকের ওপর থামল প্লেনটা। সীট বেল্ট খুলল রানা। উত্তরে ক্লিক করে

একটা শব্দ হলো ওর পিছনে, বাকনারও তার সীট বেল্ট খুলল।

অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করা হলো কাজটা। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথ ধরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগোচ্ছে রানা, অকস্মাৎ চারদিক থেকে ভিড় করে এল ওরা। সংখ্যায় চারজন। এক মুখ হাসি নিয়ে একজন রানার সামনে এসে দাঁড়াল, খপ করে রানার একটা হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে, ভারী মোটা গলায় উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে বলছে, এত দিন পর দেখা হওয়ায় কি যে খুশি হয়েছে সে তা আর বলে শেষ করা যায় না। তার কথায় বোঝা গেল, রানাকে সে আকুরেইরির দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে-ফিরে দেখতে সাহায্য করবে, এর আগে যে-সব জায়গা দেখা হয়নি। লোকটাকে রানা এর আগে স্বপ্নেও কখনও দেখেনি। বাঁ দিক থেকে এগিয়ে এসেছে আরেকজন লোক। রানার বাঁ হাতটা দুই হাত দিয়ে ধরে ফেলেছে সে, কানে কানে বলছে, 'গোলমাল করবেন না, মি. রানা। বাধা দিতে গেলেই মারা পড়বেন।' পরিষ্কার রাশিয়ান ভাষায় কথাটা বলল লোকটা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করল রানা ওর কথা। তার কারণ পিছনের লোকটা ওর ঘাড়ে একটা পিস্তল বা রিভলভারের নল চেপে ধরেছে।

কচ—একটা শব্দ হলো ডান দিকে। ঝট করে তাকাল রানা। চার নম্বর লোকটা ততক্ষণে সেরে ফেলেছে তার কাজ। ধারাল একটা কাঁচি দিয়ে ক্যামেরা কেসের শোল্ডার-স্ট্র্যাপটা কেটে দিয়েছে সে। ঢিল হয়ে নেতিয়ে পড়ল স্ট্র্যাপ, পর মুহূর্তে ক্যামেরা কেসটা নিয়ে দূরে সরে গেল লোকটা। তার জায়গা দখল করার জন্যে পিছন থেকে দু'নম্বর প্রতিপক্ষ রানার ডান দিকে চলে এল। রানার কাঁধে একটা হাত রাখল সে বন্ধুর মত, অপর হাতের পিস্তলটা চেপে ধরল ওর পাঁজরে।

বাকনারকে দেখতে পাচ্ছে রানা, গজ দশেক দূরে একটা ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে তাকিয়ে রয়েছে সে, কিন্তু রানার সাথে চোখাচোখি হতেই মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল ট্যাক্সিতে। সাথে সাথে ছুটতে শুরু করল গাড়িটা। রানা লক্ষ করল, ঘাড় বাঁকা করে পিছনের জানালা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বাকনার।

রানাকে ঘিরে খোশ-আলাপের সুরে কথা বলছে প্রতিপক্ষরা। এইভাবে প্রায় দুই মিনিট কাটল। ওদের সঙ্গীটা যাতে ক্যামেরা কেস নিয়ে কেটে পড়ার যথেষ্ট সময় পায়, সেই জন্যেই এই আলাপচারিতা। রানার বাঁ দিকের লোকটা আবার সেই রাশিয়ান ভাষাতেই বলল, 'মি. রানা, আপনাকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু কোন রকম চালাকি বা বোকামি নয়। বিশ্বাস করুন, আমাদের কোন রকম অসুবিধে করলেই মারা পড়বেন নির্ঘাত।'

রানাকে ছেড়ে দিয়ে তিনজনই এক পা করে সরে গেল। প্রত্যেকের চেহারায় নির্মম কাঠিন্য, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। এখন আর ওদের কারও হাতে পিস্তল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন হেরফের হচ্ছে না। ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইছে না রানা, ব্যাপারটা তা নয়, কিন্তু ক্যামেরা কেসটা নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় এখন কিছু করেও তেমন কোন ফায়দা নেই। খামোকা ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। হঠাৎ যেন কোথাও থেকে একটা সিগন্যাল পেল ওরা, তিন জন একযোগে ঘুরে দাঁড়াল, দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে, এক-এক জন একেক দিকে।

ফুটপাথের ওপর একা দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। আশপাশে আরও লোকজন

রয়েছে, কিন্তু কি ঘটে গেছে সে সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই।

ধুলো ঝাড়ার ভঙ্গিতে জ্যাকেটে হাতের কয়েকটা বাড়ি মারল রানা, টেন্টেনে গায়ে বসিয়ে নিল ভাল করে, হোটেল স্টারলাইটে যাবার জন্যে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। এছাড়া আর করার আছেই বা কি ওর?

তিন

সোহানার অনুমানে কোন ভুল ছিল না, ঠিক লাঞ্চ টাইমেই পৌঁছুল রানা স্টারলাইটে। মাটনে কাঁটা-চামচ গাঁথছে ও, এই সময় হোটেলের ডাইনিং রূমে ঢুকল হের বাকনার। চারদিকে চোখ বুলাতে শুরু করেই দেখতে পেল রানাকে, সোজা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। টেবিলের অপর দিকে এসে দাঁড়াল সে, গোঁফ নেড়ে বলল, 'মি. রানা?'

চেয়ারে হেলান দিল রানা, উপর-নিচে মাথা নাড়ল একবার, বলল, 'কি সৌভাগ্য, মি. বাকনার দেখছি বন্ধুত্ব পাতাতে চান। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে আমি?'

'আমার নাম গ্রীন,' নীরস, ঠাণ্ডা গলায় বলল লোকটা। 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'আজ সকালেও তো তুমি বাকনার ছিলে,' সম্বোধন বদলে, ব্যঙ্গের সুরে বলল রানা। 'তবে, আমার যদি অমন বিচ্ছিরি একটা নাম থাকত, আমিও বদল করতে চাইতাম।' একটা চেয়ার দেখাল ও। 'আমার মেহমান হয়ে বসে পড়ো। এখানের সুপটা খেয়ে দেখতে পারো, খুব ভাল।'

নিঃশব্দে চেয়ারে বসল লোকটা, কিন্তু শরীরটা খাড়া, টান টান, শক্ত হয়ে আছে। 'আমি আপনার ঠাট্টার পাত্র নই।' হুঁশিয়ারির মত শোনাল কথাটা। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল সে। 'এটা দেখলেই আমার পরিচয় জানতে পারবেন আপনি।' হাত বাড়িয়ে রানার সামনে এক টুকরো কাগজ রাখল সে।

কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলতেই রানা আবিষ্কার করল, সেটা একটা একশো ক্রোনর ব্যাংক নোটের অর্ধেক অংশ। পকেট থেকে নিজের ওয়ালেটটা বের করল রানা। তা থেকে একশো ক্রোনরের বাকি অর্ধেকটা বের করে অপর টুকরোটার সঙ্গে জোড়া লাগাবার ভঙ্গিতে ঠেকাতেই নিখুঁতভাবে মিলে গেল। একটা অপরটার অংশ, সন্দেহ নেই। মুখ তুলে তাকাল রানা। 'হুঁ, বোঝা গেল, তুমি আমার কন্ট্যাক্ট। তা, কি করতে পারি তোমার জন্যে এখন আমি?'

'কি করতে হবে তা আপনার ভাল করেই জানা আছে। প্যাকেটটা দিন, ওটার জন্যই এসেছি আমি।'

মুচকি হাসল রানা। 'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি, সজীব দুটো চোখ রয়েছে তোমার। বোলো না যেন তুমি অন্ধ।'

ভুরু কুঁচকে সবিস্ময়ে তাকাল লোকটা। 'ঠিক কি বলতে চান আপনি?'

'কি বলতে চাই? তুমি জানো না?'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' বাকনার ওরফে গ্রীনের কপালে চিন্তার রেখা।

'প্যাকেটটা আমার কাছে থাকলে দিতাম তোমাকে। নেই, কোত্থেকে দেব?'

মৃদু লাফিয়ে উঠল লোকটার গোঁফ, আশ্চর্য ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। 'আবার বলছি আপনাকে, মি. রানা, আমি আপনার ঠাট্টার পাত্র নই। প্যাকেটটা দিন।' রানার সামনে একটা হাত পাতল সে।

অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে রানাকে। 'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন? ওখানে ছিলে তুমি, কি ঘটেছে সবই নিজের চোখে দেখেছ...'

'আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। কোথায় ছিলাম আমি?'

'আকুরেইরি এয়ারপোর্টের বাইরে। ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিলে তুমি।'

চোখ পিটপিট করছে লোকটা। 'তাই নাকি? বলে যান।'

'আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা চেকে ধরল আমাকে, দেখলে না?' বলল রানা, 'প্যাকেটটা নিয়ে চলে গেল, কিছু করতে পারলাম না। ক্যামেরা কেসের ভেতর ছিল ওটা।'

মাথায় হাত দিল লোকটা, চোখ কপালে উঠে গেল। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আপনার কাছে নেই ওটা?'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল রানা। 'এতক্ষণে বুঝতে পারলে?' পর মুহূর্তে গম্ভীর হলো ও। 'যতদূর বুঝতে পারছি, জ্যাক লেমন তোমাকে আমার বডিগার্ড হিসেবে মোতায়েন করেছিল। দায়িত্বটা যেভাবে পালন করেছ, নির্ঘাত চড়িয়ে সে তোমার সব ক'টা দাঁত ফেলে দেবে।'

ঢোক গিলল লোকটা। তার বাঁ চোখের নিচে তড়াক তড়াক লাফাচ্ছে একটা শিরা। 'মি. লেমন খেপে আগুন হয়ে যাবেন!' ঝট করে মুখটা একটু সামনে বাড়িয়ে আনল সে, জানতে চাইল, 'ওটা তাহলে ক্যামেরা কেসের ভেতর ছিল?'

'তাছাড়া আর কোথায় থাকতে পারে? আমার সাথে ওটাই তো একমাত্র লাগেজ ছিল। ট্যাক্সি থেকে রেকিয়াভিক এয়ারপোর্টে নামা, তারপর টিকেট কাটা, প্লেনে চড়া— আমার প্রতিটি মুভমেন্ট লক্ষ করেছ তুমি। আমার সাথে আর কোন লাগেজ যে ছিল না তা তোমার চেয়ে ভাল আর কে জানে?'

চোখেমুখে বিদ্বেষ ফুটে উঠল লোকটার। 'নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করেন আপনি, তাই না?' আরও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। চাপা গলায় বলল, 'এর জন্যে ভুগতে হবে আপনাকে, এই আমি বলে রাখলাম। ভাল চান তো কাছেপিঠে থাকবেন। আবার যখন ফিরে আসব আমি, আপনাকে যেন এখানেই পাই।'

মৃদু হেসে বলল রানা, 'আর কোথায় যাবই বা আমি? রুমের ভাড়া দেয়া হয়ে গেছে, চলে গেলে টাকাটা মার যাবে—তাতে আমি রাজি নই।'

'গোটা ব্যাপারটা জগাখিচুড়ি করে দিয়েছেন আপনি, অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছুই হয়নি...'

'কি আশা করো তুমি? হাপুস নয়নে কাঁদব?' লোকটার মুখের ওপর হাসল রানা। 'সাবালক হও, গ্রীন।'

চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠল লোকটার। রানার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, তারপর হনহন করে বেরিয়ে গেল ডাইনিং রুম থেকে।

মাটন খেতে খেতে ঝাড়া পনেরো মিনিট গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করল রানা। অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল ও। সিদ্ধান্তটা হলো, কয়েক ঢোক হুইস্কি পেটে পড়া দরকার।

বার-এর দিকে যাবার সময় টেলিফোন-বক্সে বাকনার-গ্রীনকে দেখতে পেল রানা। কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হলো ওর, কাকে যেন কি বোঝাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। আজকের আবহাওয়া গরম না হলেও, দর দর করে ঘামছে লোকটা।

ঘুমটা ভেঙে গেল রানার। কে যেন ওর গায়ে হাত দিয়ে ঝাঁকি দিচ্ছে, ফিস ফিস করে বলছে, 'উঠুন, মি. রানা।' চোখ মেলে তাকাল রানা। দেখল, ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে গ্রীন।

চোখ পিট পিট করছে রানা। 'ভারি মজার ব্যাপার তো! যতদূর মনে পড়ছে, দরজা বন্ধ করেই ঘুমিয়েছিলাম আমি।'

নিঃশব্দে হাসল গ্রীন। 'তালা খোলা, এ আর এমন কি কঠিন। উঠুন। জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে। ঠাট্টা-ইয়ার্কি কতটা করতে পারেন, এবার তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।'

'ক'টা বাজে এখন?'

'ভোর পাঁচটা।'

হাসল রানা। 'গেস্টাপো টেকনিক, না? ভাল কথা, দাড়ি কামাতে হবে আমাকে।'

প্রবল বেগে এদিক ওদিক মাথা দোলাল গ্রীন, বলল, 'না, প্লীজ! উনি এখুনি এসে পড়বেন। এসে যদি দেখেন...'

'কে এসে পড়বেন?'

'এলেই দেখতে পাবেন।'

বিছানা ছেড়ে উঠল রানা। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে গরম পানিতে মুখ ভিজিয়ে নিচ্ছে। গ্রীনের দিকে না ফিরে প্রশ্ন করল, 'এই কাজে তোমার কি ভূমিকা? বডিগার্ড হিসেবে যাচ্ছে-তাই তুমি, সুতরাং নিশ্চয়ই সে-দায়িত্ব দেয়া হয়নি তোমাকে।'

'আপনি বরং আমার ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে নিজের ব্যাপারে একটু মাথা ঘামান,' বলল গ্রীন। 'ওই ভদ্রলোকের সামনে পড়ে আপনার চেয়ে অনেক শক্ত লোককে কাপড় নষ্ট করে ফেলতে দেখেছি আমি।'

ব্রাশ মেখে রেজার তুলে নিল রানা। মুখ খুলতে যাচ্ছে, এই সময় নক হলো দরজায়। যন্ত্রভাবে যা করবে তা বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'ভিতরে ঢুকতে আজ্ঞা হোক, হুজুর।'

নক করেই কামরায় ঢুকে পড়েছে জ্যাক লেমন, গ্রীনের কথার অপেক্ষায় থাকেনি। ভেতরে ঢুকে লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে, বিশাল শরীর নিয়ে কামরার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে হাত দুটো তুলে কোমরে রাখল। প্রায় ছয় ফিট লম্বা। বয়স হয়েছে পঁয়তাল্লিশ, শরীরে কিছু মেদও জমেছে। নাকটা প্রায় চোখা, প্রকাণ্ড মুখে দারুণ মানিয়েছে। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আশ্চর্য একটা ব্যক্তিত্ব আছে তার মধ্যে। যে-কোন পরিবেশে তাকেই সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে মনে হয়, তার উপস্থিতিতে আর সবাই কেমন যেন ম্লান হয়ে যায়। ক্লিনশেভড।

'এসব কি শুনছি, রানা?' কোন রকম ভূমিকা না করে প্রশ্ন করল সে। গলার আওয়াজটা ভরাট, গমগমে।

রানার কানে রূঢ় শোনাল জ্যাক লেমনের কণ্ঠস্বর। আয়নার দিকে তাকিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে ও। পেছন ফিরে তাকাল না, কোন জবাবও দিল না।

কোমর থেকে নামিয়ে ওভারকোটের পকেটে ভরল হাত দুটো জ্যাক লেমন। 'চুপ করে থেকে ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুলো না, রানা,' গমগম করে উঠল তার গলার আওয়াজ। বিছানার উপর বসল সে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল খাটটা। 'গোটা ব্যাপারটার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা চাই আমি। ঘুম থেকে উঠে এই ঠাণ্ডা নরকে আমি শখ করে ছুটে আসিনি।'

নিঃশব্দে দাড়ি কামাচ্ছে রানা। ভাবছে, লণ্ডন থেকে আকুরেইরিতে ছুটে এসেছে জ্যাক লেমন। তার মানে ব্যাপারটা সিরিয়াস না হয়ে যায় না।

'দয়া করে দাড়িটা তুমি একটু তাড়াতাড়ি কামাবে?' আগের চেয়ে একটু নরম শোনাল জ্যাক লেমনের গলা।

'তুমি আমাকে যতটা বলেছিলে,' হালকা সুরে বলল রানা, 'নিশ্চয়ই তারচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাজটা, তাই না?'

'...জানতে চাই আমি।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'কি বললে শুনতে পাইনি আমি, কানে পানি ঢুকেছিল।'

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল জ্যাক লেমন। 'প্যাকেটটা কোথায়?' চাপা, উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল সে।

'ঠিক এই মুহূর্তে তা আমার জানা নেই,' তোয়ালে দিয়ে দ্রুত মুখ ঘষছে রানা। 'গতকাল দুপুরের দিকে চারজন অপরিচিত লোক ওটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। অবশ্য এসব কথা ইতিমধ্যেই শুনেছ তুমি গ্রীনের মুখে।'

'কোন্ মুখে এ-কথা বলছ তুমি? তোমার লজ্জা করছে না?' গলা চড়ছে জ্যাক লেমনের। 'কেড়ে নিয়ে গেল—তুমি কেড়ে নিয়ে যেতে দিলে কেন?'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'দুঃখিত। সেই মুহূর্তে করার কিছু ছিল না আমার। গ্রীনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। ওরা আমার ঘাড়ে আর কিডনিতে পিস্তল চেপে ধরেছিল।' গ্রীনের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'অনধিকার চর্চা হয়ে না গেলে ওর সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি। ওর কি ভূমিকা ছিল এই কাজে?'

ওভারকোটের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করে রাখল জ্যাক লেমন। 'আমরা সন্দেহ করেছিলাম গ্রীনের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, ওর ওপর নজর রাখছে ওরা—সেইজন্যেই তোমার সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম গ্রীনকে

পাকড়াও করবে ওরা, সেই সুযোগে তুমি জিনিসটা নিয়ে নিরাপদে কেটে পড়ার সুযোগ পাবে।'

মিথ্যে কথা বলছে জ্যাক লেমন, পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। গ্রীনকে যদি চিনে ফেলে ওরা, সে তাহলে সোহানার ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে একটানা দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দৃষ্টি রানার দিকে আকৃষ্ট করছিল কেন? প্রশ্নটা ইচ্ছে করেই তুলল না রানা, জানে, জ্যাক লেমন খোঁড়া কোন যুক্তি দেখিয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে। তাছাড়া, পরে প্রয়োজন লাগতে পারে ভেবে এখুনি উত্থাপন না করে অভিযোগটা সঞ্চয়ের খাতায় তুলে রাখতে চাইছে ও।

'কিন্তু গ্রীনকে নয়, ওরা আমাকে ঘিরে ধরেছিল,' বলল রানা। ফুচকি একটু হাসল ও। 'তার কারণ সম্ভবত রাগবী ফুটবল খেলার নিয়মকানুন জানা নেই ওদের। রাশানরা তো খেলাটা জানে না।'

চোখ দুটো কুঁচকে উঠল জ্যাক লেমনের। 'রাশান মানে?'

জ্যাক লেমনের চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'এমন ভান করছ, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না। তুমিই তো বললে গ্রীনের পরিচয় জেনে ফেলেছে ওরা। ওরা কারা, জ্যাক?'

'যারাই হোক, সে ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' কঠিন সুরে বলল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেণ্ড ম্যান জ্যাক লেমন।

'হবে,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা। 'নিজের গরজেই মাথা ঘামাতে হবে আমাকে। ওরা আমার সঙ্গে রাশান ভাষায় কথা বলেছে। শুধু তাই নয়, ওরা আমাকে মি. রানা বলেও সম্বোধন করেছে। তার মানে আমার পরিচয়ও জানে।'

গ্রীনের দিকে তাকাল জ্যাক লেমন। সংক্ষেপে বলল, 'বাইরে যাও।'

গ্রীন বেজার হয়েছে বলে মনে হলো, তবে অনুগত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে এগোচ্ছে দরজার দিকে। কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

'এইবার সেয়ানে সেয়ানে কথা বলা যাবে,' বলল রানা। 'ছেলেমানুষদের সামনে কি আর সব কথা তোলা যায়? ভাল কথা, জ্যাক, আনাড়ী খোকাটাকে কোত্থেকে জুটিয়েছ তুমি? তোমাকে না আমি বলেছিলাম, আমাকে যেন নবিশদের সাথে কাজ করতে না হয়?'

'গ্রীন নবিশ? কে বলেছে তোমাকে?'

হেসে উঠল রানা। এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল ও। সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে একটা ফিল্টার টিপ ধরাল। বলল, 'ঠাট্টা কোরো না। যা ঘটে গেছে তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কোন কম্মেরই নয় ও। এসপিওনাজের ক খ-ও জানে না: নাক টিপলে দুধ বেরুবে এখনও।'

'তুমি জানো না, তোমার জানার কথাও না—অত্যন্ত বিশ্বস্ত আর ভালমানুষ ও।' অস্বস্তির সাথে বিছানার কিনারায় নড়েচড়ে বসল জ্যাক লেমন। কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকল সে। তারপর বলল, 'একটা উপকার চেয়েছিলাম, তার বদলে এমন একটা সর্বনাশ করার কি মানে, রানা? পানির মত সহজ একটা কাজ, ক-এর কাছ থেকে নিয়ে খ-এর কাছে ছোট্ট একটা জিনিস পৌঁছে দেয়া—এই সামান্য একটা

কাজে তুমি ব্যর্থ হলে? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। উপকার ছাড়া তোমাদের কোন ক্ষতি করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তাহলে?'

অনেক কথা বলার আছে রানার, কিন্তু ভাবছে, এখনও সে-সব কথা তোলার সময় আসেনি। সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল ও।

'নাকি, তোমার আগের সেই যোগ্যতা নেই?' ব্যঙ্গের সুরে বলল জ্যাক লেমন। 'আবার বলছ, ওরা নাকি তোমার সাথে রাশান ভাষায় কথা বলেছে। তোমার পরিচয় জানে! এর মানেটা কি, বুঝতে পারছ?'

'অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, জ্যাক,' বলল রানা। 'প্যাকেটটার গুরুত্ব গুজুর, গ্রীনের ভূমিকা, তোমার আচরণ—কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না আমার। ওরা রাশিয়ান তাতে কি বোঝা যায়?'

'আমার ধারণাই ঠিক,' বলল জ্যাক লেমন। 'সেই যোগ্যতা হারিয়েছ তুমি। দুর্বল হয়ে পড়েছ। তোমার মাথাও আগের মত কাজ করছে না। এসব ক্ষেত্রে কি হয় জানা আছে তোমার? অযোগ্য লোকদের কোন স্থান নেই এসপিওনাজে। হঠাৎ মারা পড়বে তুমি, দেখো, জানতেও পারবে না কোন দিক থেকে এল মৃত্যু।'

'লেকচার দেবার অভ্যাস তো তোমার ছিল না,' বলল রানা। 'এটা বোধহয় নতুন গজিয়েছে?'

'তোমার চিন্তা ভাবনা যদি আগের মত স্বচ্ছ থাকত, তাহলে সহজেই বুঝতে পারতে, ওদের রাশিয়ান ভাষায় কথা বলার মানে হলো—ওস্তাদ তাতাভস্কি। সাবধান, রানা। তোমার ভালর জন্যেই বলছি। কে.জি.বি-র ওস্তাদ বোধহয় তোমার পিছনে লেগেছে।'

'ওস্তাদ তাতাভস্কি,' বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল রানা। এক নিমেষে মনে পড়ে গেল প্রকাণ্ড গরিলার মত দেখতে সেই রাশান স্পাই-এর কথা।* 'সে কি আইসল্যাণ্ডে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাক লেমন। 'জানি না,' বলল সে। আড়চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'কিফলাভিক এয়ারপোর্টে আমার লোক কি বলেছিল তোমাকে?'

'তেমন কিছু বলেনি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'একটা গাড়ি নিয়ে ক্রিসুভিক হয়ে রেকিয়াভিকে পৌঁছুতে হবে আমাকে, তারপর হোটেল সাগার সামনে গাড়িটা রেখে কেটে পড়তে হবে ওখান থেকে। ঠিক তাই করেছি আমি।'

খুক্ করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল জ্যাক লেমন। জানতে চাইল, 'পথে কোন অসুবিধে হয়েছিল?'

'হবার কথা ছিল নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

অস্বস্তির সাথে এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে জ্যাক লেমন। বলল, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলাম আমরা, কিছু একটা ঘটতে পারে। সে জন্যেই তোমাকে রাস্তা বদল করতে বলা হয়েছিল।' সাদা মুখে অসন্তোষের ছাপ নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দরজার দিকে এগোচ্ছে। 'গ্রীন!'

'আমি দুঃখিত, জ্যাক,' বলল রানা। 'বিশ্বাস করো।'

---

* [illegible]—২ ও সাগরকন্যা—২ দ্রষ্টব্য।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'ক্ষতি যা করার তা তো করেই ফেলেছ,' ঘুরে দাঁড়িয়ে রানার দিকে তাকাল জ্যাক লেমন, 'এখন আর দুঃখ প্রকাশ করে কি হবে? এখন আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে, কতটা পূরণ করা যায় ক্ষতি। দুর্ভাগ্য আর বলে কাকে, হাতে লোক কম ছিল বলে তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম, এখন গোটা একটা দেশকে সীল করতে হবে আমাদের। শুধু তোমার বোকামির জন্যে।' ঘাড় ফিরিয়ে গ্রীনের দিকে তাকাল সে। 'লণ্ডনের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ করো, নিচ থেকে কথা বলব আমি। আর প্লেনটা যেন রেডি থাকে, পাঁচ মিনিটের নোটিশে টেক অফ করতে চাইব আমি। বলা যায় না, আমাদেরকে হয়তো ঝটিকা সফরে বেরুতে হবে।'

একটু কেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। 'আমাকেও তোমার দরকার হবে নাকি?'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল জ্যাক লেমন। রাগে লাল হয়ে আছে তার মুখটা। 'তোমাকে? আমারই অপারেশনটার সর্বনাশ করার পরও? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

হাসি দমন করে জানতে চাইল রানা, 'কি করব তাহলে আমি এখন?'

'মরে যাও,' রাগে কেঁপে উঠল জ্যাক লেমনের গলা। 'কিংবা আত্মহত্যা করো। তোমার মত অযোগ্য লোককে আর কি পরামর্শ দেব আমি! জানি, দুটোর একটা ঘটার আগে পর্যন্ত রেকিয়াভিকে ফিরে গিয়ে তোমার বান্ধবীর সাথে ফুর্তিতে মৌজ করবে তুমি। তাই করো। কিন্তু, সাবধান, এই অপারেশন সম্পর্কে কোন তথ্য যেন লিক আউট না হয়। এ-ব্যাপারে তোমাকে আমি আগেও সতর্ক করে দিয়েছি। তোমার মুখ খোলার কথা যদি জানতে পারি, তার পরিণতি ভাল হবে না।' দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে গ্রীনের সাথে ধাক্কা খেল সে। খেঁকিয়ে উঠল, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে?' ছুটে পালিয়ে গেল গ্রীন।

দরজার কাছে পৌঁছে হঠাৎ থামল জ্যাক লেমন। 'কিন্তু আত্মতুষ্টির কথা ভুলো না, রানা,' পিছন দিকে না তাকিয়েই বলল সে, কণ্ঠে পরিষ্কার শাসানি। 'মনে রেখো, আমার সর্বনাশ তুমি করেছ, তার বিনিময়ে আমি চাইব সে যেন তোমার নাগাল পায়।' যাবার সময় দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল সে।

স্তব্ধ হয়ে কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রানা। চোখের সামনে জ্বলন্ত সিগারেটটা তুলে ধরে লাল আগুনটার দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে। ভাবছে, আততায়ীর তার নাগাল পাওয়া মানে সাক্ষাৎ যমে নাগাল পাওয়া।

ব্রেকফাস্ট শেষ করেছে রানা, এই সময় ফোন এল সোহানার। যান্ত্রিক শব্দ বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারল ও, ল্যাণ্ড রোভারের রেডিও-টেলিফোন ব্যবহার করছে সোহানা।

দূরের পথ পাড়ি দিতে হয় এমন প্রায় সমস্ত গাড়িতে রেডিও টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে আইসল্যাণ্ডে। দেশটা দুর্গম, সম্ভবতঃ এটি বিশেষ সতর্কতা—ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এর অন্যতম কারণ, আইসল্যাণ্ডের লোকেরা টেলিফোন করতে এবং পেতে ভালবাসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার পর সারা দুনিয়ায় মাথা পিছু কল-এর হার আইসল্যাণ্ডেই সবচেয়ে বেশি।

'তোমার শরীর ভাল? রাতে ভাল ঘুম হয়েছে?' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিচ্ছে সোহানা। 'কোন রকম সমস্যা নেই তো?'

পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলল রানা, 'তোমার মনোরঞ্জনের জন্যে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বহাল তবিয়তে আছি আমি। খুশি হলো, তুমি কেমন আছ? ছুটিটা মাঠে মারা যাবে না তো, যা যা চাইব সব দিয়ে খুশি করতে পারবে আমাকে?'

'পরীক্ষা প্রার্থনীয়,' সংক্ষেপে জবাব দিল সোহানা।

'এখানে পৌঁছাচ্ছ কখন?' জানতে চাইল রানা।

'সাড়ে এগারোটার দিকে।'

'ক্যাম্প সাইটে দেখা হবে,' বলল রানা। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ও।

সাধাসিধে একজন টুরিস্টের মত আকুরেইরির চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে দিল রানা। ইচ্ছে করে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে, এ-দোকান সে-দোকান থেকে টুকিটাকি জিনিস কিনল, অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এল একটু আগের দোকানে ইচ্ছে করেই পথ হারাল কয়েকবার, শহরে যেন কোত্থেকে ঘুরে যাওয়া জায়গায়। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ও, কেউ ওর ওপর এক বোকা এসে জুটেছে। নজর রাখছে না। সোহানার সাথে দেখা করার জন্যে ক্যাম্প সাইটে যখন পৌঁছুল, ওকে অনুসরণ করে আসেনি কেউ। জ্যাক লেমন বোধ হয় সত্যি কথাই বলেছে, ভাবল রানা, ওকে তার আর কোন দরকার নেই।

ল্যাণ্ড রোভারের দরজা খুলে বলল রানা, 'সরে বসো। আমি ড্রাইভ করব।'

অবাক হয়ে তাকাল সোহানা। 'এখানে থাকছি না আমরা?'

'শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে লাঞ্চ খাব। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।'

আর কোন প্রশ্ন করল না সোহানা।

উপকূল ঘেঁষা উত্তরের রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে পেছনে। গাড়িও চালাচ্ছে ঝড়ের বেগে। কেউ অনুসরণ করছে না বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে পেশীগুলো ঢিল হয়ে এল ওর। কিন্তু তা লক্ষ করেও মুখ থেকে উদ্বেগের ছায়া দূর হচ্ছে না সোহানার। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, কি এক মহা সমস্যায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে রানা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর নিরবতা ভাঙল সে, 'সিরিয়াস কিছু ঘটেছে, তাই না, রানা?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রানা। 'ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করা দরকার।'

স্কটল্যাণ্ডে আলাপের সময়ই রানাকে নিষেধ করেছিল জ্যাক লেমন সে যেন এই অপারেশনে সোহানা বা আর কাউকে না জড়ায়। কিন্তু তখন জ্যাক লেমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা ছিল না ওর, তাই কথা দিয়েছিল গোপনীয়তা ভাঙবে না ও। কিন্তু পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

স্পীড কমিয়ে ল্যাণ্ড রোভারকে রাস্তা থেকে নামিয়ে আনল রানা। উঁচু ঘাসের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটা পেরিয়ে খোলা প্রান্তরে চলে এল। সামনে নুড়ি পাথরের বিস্তীর্ণ রাস্তা। শেষ মাথায় সাগর দেখা যাচ্ছে। দূরে, কুয়াশার মাঝখানে আবছা মত গ্রিমজি দ্বীপ, শূন্যে ঝুলছে যেন। নুড়ি পাথরের রাস্তা ছাড়া ওদের এবং নর্থ পোলের

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

মাঝখানে আর কিছু নেই। এটা আর্কটিক মহাসাগর।

'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেণ্ড ম্যান জ্যাক লেমনকে তো তুমি চেনো, সোহানা,' বলল রানা। বলেই চুপ করে গেল। ভাবছে, কাজটা কি সে ভাল করছে? সোহানাকে সব কথা না বললেই কি চলত না?

'বলো,' রানাকে উৎসাহ দেবার জন্যে আবেদনের সুরে বলল সোহানা।

'আমি যখন স্কটল্যাণ্ডে তোমার জঙ্গলে শিকার করছি,' বলল রানা, 'জ্যাক লেমন ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।'

'কেন, রানা?' নরম গলায় প্রশ্ন করল সোহানা।

'সে অনেক কথা,' বলল রানা। 'প্রথম থেকে শুরু করি, কেমন?'

চার

কোন শিকারই পায়নি রানা। এমন কিছু ঘটেছে, যাতে ভয় পেয়ে উপত্যকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে হরিণগুলো। বহু দূরে, ভেইন কাহানা পাহাড়ের খাড়া গায়ের কাছে চরে বেড়াচ্ছে এখন তারা। টেলিস্কোপ-সাইটে চোখ রেখে ম্লান গ্রে-ব্রাউন রঙের অনেকগুলো সচল আকৃতি দেখতে পাচ্ছে রানা। যেদিক থেকে বাতাস বইছে আজ, চুপিসারে ওদের কাছাকাছি পৌঁছুতে হলে পায়ের বদলে একজোড়া ডানা দরকার হবে ওর। গ্রীষ্মের আজই শেষ দিন, শিকার মওসুম শেষ, সুতরাং আগামী গ্রীষ্ম পর্যন্ত মাসুদ রানার কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ওরা।

জায়গাটা স্কটল্যাণ্ড। জঙ্গল আর খামার বাড়িটা সোহানা চৌধুরীর।

ঢাকা থেকে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে এক সাথেই রওনা হয়েছিল ওরা। রানা ছুটি নিয়ে, সোহানা একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে। অ্যাসাইনমেন্টটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সারা যাবে বলে ধারণা করেছিল ওরা। কাজ শেষ হলে সোহানাও ছুটি নেবে, তারপর দু'জন রওনা হয়ে যাবে আইসল্যাণ্ডে।

কিন্তু লণ্ডনে পৌঁছে সোহানা বুঝতে পারল, যা ভেবেছিল তার চেয়ে কিছু বেশি সময় লাগবে কাজটা শেষ করতে। ওদিকে রানার হাতে কোন কাজ নেই, তাকে ও সঙ্গও দিতে পারছে না। ভেবেচিন্তে সোহানা একটা প্রস্তাব করল। সে প্রস্তাবে সানন্দে রাজিও হয়ে গেল রানা। স্কটল্যাণ্ডে সোহানার বনভূমিতে শিকার করে বেড়াচ্ছে সে। কথা হয়ে আছে, হাতের কাজ শেষ হওয়া মাত্র টেলিফোন করবে সোহানা। রানা লণ্ডনে পৌঁছুলে। ওখান থেকে আইসল্যাণ্ড যাবে ওরা।

বিকেল তিনটের দিকে [illegible] পৌঁছিয়ে দিয়ে কটেজের পথ ধরল রানা। [illegible]-এর ঢাল বেয়ে নামছে [illegible] এই সময় কটেজের সামনে একটা গাড়ি দেখতে পেল। ফাঁকা জায়গাটায় কি [illegible] একটা চরেও [illegible] দূর থেকে মানুষ বলে চিনতে কষ্ট হয়। পায়চারি করছে লোকটা। সোহানার এই খামার বাড়ি এবং কটেজে পৌঁছানো চাট্টিখানি কথা নয়, ছোট্ট একটা বিমানের [illegible] মতই কষ্টসাধ্য কাজ। সোহানার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এখানে কারও আসার প্রশ্নই ওঠে

না। কারণ, সোহানা বছরে এক আধবার যদি বা আসেও, এক দু'দিনের বেশি থাকে না কখনও। বলতে গেলে রানার জন্যেই রিজার্ভ করা জায়গা এটা, অবসর কাটাবার জন্যে যখন খুশি আসে ও, যতদিন ইচ্ছা থাকে। সে সময় কেউ যদি রানার সঙ্গে দেখা করতে আসে, ধরে নিতে হয় নিতান্তই ঠেকায় পড়ে আসতে হয়েছে তাকে। একে তো দুর্গম পথ, তার ওপর রানা তার পরিচিত সব লোককে আভাস দিয়ে রাখে স্কটল্যাণ্ডের এই প্রান্তে কেউ যেন কখনও তাকে বিরক্ত করতে না আসে।

এই সব কারণে, গাড়ি এবং আগন্তুককে দেখে সতর্ক হয়ে গেল রানা। খামার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে বড় বড় পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও। কাঁধ থেকে নামাল রাইফেলটা। আবার একবার চেক করে ভাল ভাবে দেখে নিল, বুলেট নেই। তারপর গুলি করার ভঙ্গিতে চোখের সামনে তুলল সেটাকে। টেলিস্কোপ-সাইটে চোখ রাখতেই পরিষ্কার দেখা গেল লোকটাকে। পায়চারি করছে এখনও। রানার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে। একটু পরই ঘুরল সে। সাথে সাথেই চিনতে পারল রানা। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেণ্ড ম্যান, জ্যাক লেমন।

টেলিস্কোপ-সাইটের ক্রশ চিহ্নের কেন্দ্রবিন্দুটা জ্যাক লেমনের প্রশস্ত কপালের ওপর স্থির করল রানা, তারপর আস্তে করে টিপে দিল ট্রিগার। হ্যামারটা ক্লিক করে বাড়ি খেল, কোন বুলেট বেরুল না। চেম্বারে যদি বুলেট থাকত, ভাবছে রানা, তাহলেও কি ট্রিগারটা এভাবে টিপত ও? জ্যাক লেমনের মত লোক না থাকলেও দুনিয়ার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু রাইফেলে বুলেট ভরে কাউকে খুন করার জন্যে গুলি করা একটু কঠিন ব্যাপার, প্রতিপক্ষের তরফ থেকে অন্তত একটা আঘাত আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। কাঁধে রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিয়ে কটেজের পথ ধরল আবার ও। জানে না, নিজের অজান্তেই একটা ভুল করেছে ও। ট্রিগার টেপার আগে রাইফেলটা লোড করে নেয়া উচিত ছিল ওর।

কাছাকাছি পৌঁছুতে ঘুরে দাঁড়িয়ে রানার উদ্দেশে হাত নাড়ল জ্যাক লেমন, সহাস্যে বলল, 'গুড আফটারনুন।'

জ্যাক লেমনের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'আমি এখানে আছি তা তুমি জানলে কি করে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাক লেমন। 'এ আর এমন কি কঠিন কাজ? তুমি তো আমার কাজের পদ্ধতি জানোই।'

গম্ভীর হলো রানা। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তি জ্যাক লেমনকে দেখে ও যে খুশি হয়নি তা চেপে রাখার চেষ্টাও করছে না। 'কাকের ময়ূর সাজার মত শার্লক হোমস সাজার অভ্যাসটা এখনও তাহলে ছাড়তে পারোনি? কি চাও তুমি?'

হাত তুলে কটেজের দরজা দেখাল জ্যাক লেমন রানাকে, বলল, 'তুমি কি আমাকে বসতেও বলবে না?'

'তোমাকে চিনি আমি,' বলল রানা। 'জায়গাটা ইতিমধ্যে সার্চ করা হয়ে গেছে তোমার।'

কনুইয়ের কাছে ভাঁজ বেয়ে শরীরের দু'পাশ থেকে হাত দুটো উঠে এল জ্যাক লেমনের, চেহারায় কৃত্রিম আতঙ্ক ফুটে উঠল তার। 'ঈশ্বর কিরে, তোমার কোন

জিনিস ছুঁয়েও দেখিনি আমি। বিলিভ মি।'

লোকটার মুখের ওপর হাসল রানা। তার কাকা, আর সব করা যায় তাকে, কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না। লোকটা দু'মুখো সাপ। ঘুরে দাঁড়াল রানা, দরজা ঠেলে কটেজের ভিতর ঢুকল। জ্যাক লেমনও ঢুকল ওর পিছু পিছু। আশ্চর্যবোধক একটা শব্দ ছাড়ল সে জিভ আর টাকরা সহযোগে, বলল 'তালা লাগাও না কেন? মানুষকে খুব বিশ্বাস করো বুঝি?'

'চুরি করার মত কিছু নেই এখানে,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা।

'একেবারে কিছু নেই তা তুমি বলতে পারো না,' সহাস্যে বলল জ্যাক লেমন, 'তুমি অন্তত রয়েছ। তোমার প্রাণের কথা বলতে চাইছি। সবাই তো বলে, ওটার নাকি সাংঘাতিক মূল্য।' কথা শেষ করে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

কোন মন্তব্য করল না রানা। রাইফেলটা রেখে দিল র‍্যাকে।

একটা আরাম কেদারায় বসে পা দুটো লম্বা করে দিল জ্যাক লেমন। জানতে চাইল, 'হাতের টিপ খারাপ হয়ে গেছে নাকি, খালি হাতে ফিরে এলে যে?'

'এই কথা জানার জন্যে পাঁচশো মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছ তুমি?' চেহারায় ক্লান্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে জানতে চাইল রানা।

'যাই বলো, তোমাকে দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ ফিট বলে মনে হচ্ছে।'

'দুঃখিত, তোমার সম্পর্কে কিন্তু সে-কথা বলতে পারছি না আমি,' বলল রানা। 'শরীরটা বেলুন হয়ে গেছে তোমার, মেদ জমলে যা হয়।'

'প্রতিদিনই ডিনারের দাওয়াত থাকে। বড় বড় সব জায়গায়। যেতেই হয়। প্রচুর মাংসও খেতে হয়।' হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিল জ্যাক লেমন। তারপর আবার বলল, 'এসব থাক। এবার কাজের কথায় আসা যাক, রানা।'

'তোমার কাছে আমি মি. রানা,' একটু কঠিন সুরে বলল রানা।

'জানি, তুমি আমাকে পছন্দ করো না,' আহত সুরে বলল জ্যাক লেমন। 'তবে কিছু এসে যায় না—শেষ পর্যন্ত সব চুকে বুকে যাবে। আমি—আমরা তোমার কাছ থেকে ছোট্ট একটা উপকার চাইছি। জটিল কোন ব্যাপার নয়, বুঝলে? সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিপদের কোন ভয়ই নেই। পানির মত সহজ একটা কাজ।'

'গো টু হেল,' সাফ জবাব দিল রানা। 'আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোমার উপকার করতে যাব। জবাব পেয়ে গেছ, এবার বিদায় হলে বাঁচি।'

'আহা, আগে আমার সব কথা শোনোই না,' শান্তভাবে বলল জ্যাক লেমন। রানা প্রত্যাখ্যান করায় একটুও আশ্চর্য হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। 'নেহাত ঠেকায় পড়েছি বলেই না তোমার সাহায্য চাইছি। তাছাড়া, জানতে পারলাম ছুটি কাটাতে আইসল্যান্ডে যাচ্ছ তুমি...'

'কে বলল তোমাকে?'

অদ্ভুত মিষ্টি করে হাসল জ্যাক লেমন। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে তুমি কি মনে করো, রানা? তোমার মত একজন ভেজাবল লোকের গতিবিধি সম্পর্কে যদি আগাম খবর রাখতে না পারি, তাহলে আর কি একটা ছিঁড়ব আমরা?'

'অশ্লীল কথা বলার অভ্যাসটাও দেখছি ছাড়তে পারোনি,' গম্ভীরভাবে বলল রানা। 'সে যাক। আমার কাছে এসে ভুল করেছ তুমি। তোমার কোন উপকার

করার ইচ্ছে আমার নেই।'

রাগ করল না জ্যাক লেমন। এতটুকু ম্লান হলো না তার হাসি হাসি চেহারা। অপমানগুলো নির্বিকারচিত্তে হজম করছে দেখে বেশ একটু অবাকই লাগছে রানার। পরমুহূর্তে বুঝে ফেলল, লোকটার হাতে কোন অস্ত্র আছে, চাপ প্রয়োগের জন্যে নির্ঘাত সেটা ব্যবহার করবে।

'এসো, রানা,' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে শুরু করল জ্যাক লেমন, 'পুরানো দিনের একটু গল্প করি। ড. ফিলাতভ সেজে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সকে তুমি একবার নাকানিচুবানি খাইয়েছিলে, মনে আছে নিশ্চয়ই?' পকেট থেকে হাভানা চুরুটের বাক্স বের করল সে। 'সে সময় দুনিয়ার প্রায় সব সিক্রেট সার্ভিস আর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তোমার পিছু নিয়েছিল, তাদের সবাইকেও তুমি যথেষ্ট ঘোলাপানি খাইয়েছিলে—তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। কিন্তু আমার কথা থাক।' লাইটার জ্বেলে চুরুট ধরাল সে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করল, 'আমাদের মধ্যে কে.জি.বি-র প্রতিনিধিত্ব করছিল একজন উচ্চপদস্থ অফিসার—গুস্তাফ তাতাভস্কি। ভদ্রলোকের কথা মনে আছে তোমার, রানা?'

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে রানা। কিন্তু দ্রুত চিন্তা করছে ও। গুস্তাফ তাতাভস্কি... লোকটার কথা ও ভুলতে চাইলে কি হবে, লোকটা ওকে ভোলেনি, এখনও ওকে খুঁজছে সে। এই তো কিছুদিন আগে হেকটর নামের এক ডিনামাইটকে ওর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেছিল। 'মনে আছে বৈকি,' বলল রানা। 'কেন?'

'না,' নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জ্যাক লেমন, 'তেমন কিছু নয়। শুনলাম, সে নাকি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার মস্ত একটা ক্ষতি করেছ তুমি, বেচারা সে-কথাটা আজও ভুলতে পারেনি। বদলা নিতে চায় আর কি।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের?' গলার আওয়াজ নিজের অজান্তেই কঠিন হয়ে গেছে রানার। 'নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানা আছে আমার। গুস্তাফ তাতাভস্কি আমাকে খুঁজছে, এটা কোন নতুন খবর নয় আমার কাছে। বরং তোমাকে আমি একটা নতুন খবর দিতে পারি।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং! বলো দেখি, কি নতুন খবর দিতে পারো তুমি আমাকে?'

'তাতাভস্কিকে আমিও খুঁজছি,' বলল রানা। 'সম্ভব হলে কথাটা জানিয়ে দিয়ো তাকে।' শুধু খাতির নয়, জ্যাক লেমনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে গুস্তাফ তাতাভস্কির, রানা জানে। আড়াল থেকে একবার ওদের কথাবার্তা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল রানার। কে. জি. বি-র সাথে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। কিন্তু জ্যাক লেমন আর গুস্তাফ তাতাভস্কিকে নির্জনে কথা বলতে শুনে রানার মনে দৃঢ় সন্দেহ হয়েছিল এদের মধ্যে একজন বেঈমান, নিজের দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তার মানে দু'মুখো সাপ, ডাবল এজেন্ট। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কে বেঈমান সে ব্যাপারে পরিষ্কার কোন ধারণা করতে পারেনি রানা। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল গুস্তাফ তাতাভস্কিকে। ভেবেছিল, সে-ই বোধ হয় তার দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে বেশ খেটেপিটে ওদের দু'জনের ডোশিয়ে সংগ্রহ করেছিল রানা। শুধু তাই নয়, ওদের

গতিবিধির উপর একটা চোখ রেখেছিল ও। কিছুদিনের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছিল ও, তাতাভস্কি নয়, বেঈমান জ্যাক লেমন। কিন্তু তা প্রমাণ করার মত যথেষ্ট তথ্য ছিল না ওর হাতে। তা না থাকলেও ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ স্যার ডেভিড নয়ানকে কথাটা জানানো কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল ওর। জানিয়েও ছিল, তবে স্পষ্টভাবে নয়, আভাসে-ইঙ্গিতে। এসব ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে কাউকে কিছু বলা যায় না। তার অনেক কারণের মধ্যে একটা হলো, হাতে যত তথ্য-প্রমাণই থাক, অভিযোগটা যে নির্জলা সত্য তা নাও হতে পারে। এসপিওনাজ জগতে কে কার সাথে কেন কিভাবে মেলামেশা করছে, কার মনে কি উদ্দেশ্য, কোন কথার কি মানে—এসব বুঝতে পারা সহজ নয়। যাই হোক, স্যার ডেভিড নয়ানকে কথাটা আভাসে জানাবার পর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে, কই, জ্যাক লেমনের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ তো নেয়া হয়নি আজও। আগের পদেই বহাল আছে সে। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো পদোন্নতিও ঘটবে তার। এবার ব্রিটিশ-সিক্রেট সার্ভিসের চীফ-এর আসনটা দখল করবে জ্যাক লেমন। তার মানে, ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে সে।

ক্ষুরধার একটুকরো হাসি ফুটল জ্যাক লেমনের ঠোঁটে। 'তাই নাকি? তুমি গুস্তাফ তাতাভস্কিকে বুঝছ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার একটা মন্তব্য এড়িয়ে যাচ্ছ কেন তুমি, জ্যাক? তাতাভস্কির সাথে তোমার বিশেষ খাতির আছে, অস্বীকার করতে পারবে?'

'এসপিওনাজ জগতে কার সাথে কখন খাতির রাখতে হয় তার কোন ঠিক আছে নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল জ্যাক লেমন। 'জানি, আমাদের সম্পর্কটাকে সন্দেহের চোখে দেখো তুমি।'

সতর্ক হয়ে গেল রানা। বুঝতে পারছে, স্যার ডেভিড নয়ানের কাছে ও যে অভিযোগ করেছে, সে-কথা যেভাবে হোক জেনে ফেলেছে জ্যাক লেমন। 'যাই হোক, গুস্তাফের ভয় দেখিয়ে আমার সাথে সুবিধে করে উঠতে পারবে না তুমি,' বলল রানা।

'তোমার ভালর জন্যেই বলছি, রানা,' চেহারায় কৃত্রিম উদ্বেগ ফুটে উঠল জ্যাক লেমনের, 'গুস্তাফকে তুচ্ছ মনে করলে মস্ত ভুল করবে তুমি। বিশ্বাস করো, তোমাকে সে তার সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করে। তার অবশ্য সঙ্গত কারণও আছে। কখনও ভেবে দেখেছ, ধরতে পারলে তোমার কি অবস্থা করে ছাড়বে সে? ভাল কথা, জানো তো তোমার গুলি খেয়ে কি হারাতে হয়েছে বেচারাকে? মেয়েমানুষ ছিল তার সবচেয়ে বড়, একমাত্র দুর্বলতা। তুমি তাকে পুরুষত্বহীন করে ছেড়েছ। তোমার গুলি খাওয়ার পর থেকে কোন মেয়ের কাছে যেতে পারছে না সে, জীবনে কখনও পারবেও না। একজন সমর্থ পুরুষের জন্যে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? তোমার বুলেট [illegible] উড়িয়ে ফেলে দিয়েছে। তোমারও এই একই সর্বনাশ করতে চায় সে। প্রাণে মারবে না, এ-কথা ঠিক। কিন্তু ওটা হারালে বেঁচে থেকে তোমার লাভই বা কি?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, 'তাকে জানিয়ে দিয়ো, এবার যখন গুলি করব, পিস্তলের নল ঠিক তার কপালে চেপে ধরেই করব।'

'তাকে তুমি পাচ্ছ কোথায় যে গুলি করবে?' হাসছে জ্যাক লেমন। 'গা ঢাকা

দিয়ে আছে সে, একটু একটু করে এগোচ্ছে তোমার দিকে—তোমাকে ধরার সেটাই সম্ভবত সবচেয়ে সহজ রাস্তা।'

হঠাৎ বুঝতে পারল রানা, ওকে বাধ্য করার জন্যে জ্যাক লেমনের হাতে আরও মারাত্মক কোন অস্ত্র আছে। একটা কাজ করিয়ে নেবার জন্যে পাঁচশো মাইল দূর থেকে এসেছে সে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার জন্যে নয়। সেই অস্ত্রটা কি হতে পারে, অনুমান করার চেষ্টা করে বিফল হলো রানা। ভাবল, অপেক্ষা করে দেখা যাক, নিজেই মুখ খুলবে ও। বলল, 'আমি কোথায় আছি তাতাভস্কির তা জানার কথা নয়। তুমি ছাড়া আর কে জানাবে তাকে?'

'এখনও জানাইনি,' বলল জ্যাক লেমন। এবার সে গম্ভীর হয়ে উঠেছে। 'তবে দরকার মনে করলে জানাব বৈকি।'

'বেরিয়ে যাও,' হাত বাড়িয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে শান্ত, অনুত্তেজিত গলায় বলল রানা। 'যাকে ইচ্ছা যা খুশি জানাও, থোড়াই কেয়ার করি আমি।' মৃদু হেসে, ব্যঙ্গের সুরে আবার বলল, 'এখনও বসে আছ কি মনে করে?' এবার ঝুড়ি থেকে সাপ বেরুবে, ভাবছে রানা।

'জানতাম, এ-ধরনের ভয় দেখিয়ে তোমাকে রাজি করানো যাবে না,' নিঃশব্দে হাসছে জ্যাক লেমন। 'তবু একটু চেষ্টা করে দেখলাম আর কি। যাই হোক, এই শেষবার তোমাকে অনুরোধ করছি আমি, রানা। টেকার কাজটা চালিয়ে দাও আমাদের...প্লিজ।'

'মাফ করো, বাবা,' বলল রানা। 'আগে দেখো।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জ্যাক লেমনের। 'তার মানে?'

'এই কথাটা বলে বিদায় করি আমরা ফকির-মিসকিনকে,' ব্যাখ্যা করল রানা।

এখন আর হাসছে না জ্যাক লেমন। 'তুমি সিরিয়াস, রানা?'

'তা বোঝাবার জন্যে তোমার ঘাড়ে হাত দিতে হবে না কি?'

উঠে দাঁড়াল জ্যাক লেমন। রাগের কোন চিহ্ন নেই চেহারায়। তবে হাসছেও না। 'বেশ, চললাম আমি,' বলল সে। মুখটা ভাবলেশহীন। 'তুমিও ইচ্ছা করলে আমার সাথে লণ্ডনে ফিরতে পারো। এখানে আর অপেক্ষা করে কি লাভ তোমার?'

'তার মানে?'

'মিস সোহানার জন্যে অপেক্ষা করছ তো? সে আসবে না।' কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক লেমন। দরজার দিকে এগোচ্ছে।

ঝাঁৎ করে দরজার কাছে চলে এল রানা, জ্যাক লেমনের পথ আগলে জানতে চাইল, 'কি বলতে চাও? সোহানা আসবে না মানে?'

'দুঃখিত, ভাই, আমারই বোকামি,' নিজের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করল জ্যাক লেমন। 'প্রথমেই দুঃসংবাদটা জানানো উচিত ছিল তোমাকে আমার।'

'দুঃসংবাদ?' অনেক কষ্টে সংযত রাখছে নিজেকে রানা। 'কিসের দুঃসংবাদ?'

'ফেঁসে গেছে, রানা,' বাঁকা হাসি ফুটল ইংরেজ স্পাইয়ের ঠোঁটে, 'তোমার বান্ধবী মিস সোহানা ফেঁসে গেছে। বেশ কিছুদিন থেকেই আমাদের টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট চুরি যাচ্ছিল। আমরা জানতাম, কাজটা আমাদের নিজেদের কোন লোকই করছে। ডকুমেন্টগুলো কার কাছে বিক্রি করছে, তা অবশ্য আমরা জানতাম না।

এবারের ঘটনায়, একই সাথে দুটো প্রশ্নের উত্তরই পেয়ে গেছি আমরা। চোরকে আমরা ধরে ফেলেছি, তার কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো যে কিনছিল তাকেও আমরা চিনতে পেরেছি। শুধু চিনতে পারিনি, তাকে আমরা হাতেনাতে ধরেও ফেলেছি। সোহানা চৌধুরী, তোমার বান্ধবীর কথা বলছি আমি। এর মানে কি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, রানা?'

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল রানা। মনে হলো, দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। কি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে লণ্ডনে এসেছে এবার সোহানা, রানা তা জানে। এই কাজে হাতেনাতে ধরা পড়া মানে হয় মৃত্যুদণ্ড...

'সোহানা এখন কোথায়?' চোখে সর্ষে ফুল দেখছে রানা। মাথা ঘুরছে। নিজের অজান্তেই ঠোঁটের ফাঁক গলে বেরিয়ে এল প্রশ্নটা। সোহানাকে হারাতে যাচ্ছে ও, বুঝতে পেরেই সাংঘাতিক ধাক্কা লেগেছে ব্রেনে।

হাসছে জ্যাক লেমন। 'আমাদের হাতে। তবে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি ওকে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। নজরবন্দী রাখা হয়েছে ওকে। কারও সাথে কথা বলতে বা দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। ওকে নিয়ে কি করা হবে না হবে তা আমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

এখনও সোহানাকে গ্রেফতার করা হয়নি কেন? দ্রুত ভাবছে রানা। টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট সহ ধরা পড়লে গ্রেফতার করতে এক মুহূর্ত দেরি করার কথা নয়। 'কি নিয়ে ধরা পড়েছে ও?'

'দুঃখের বিষয়,' বলল জ্যাক লেমন, 'ডকুমেন্ট সহ ধরতে পারিনি আমরা ওকে। টাকা লেনদেনের সময় ধরা পড়েছে ও। যাবজ্জীবন জেলের ঘানি টানবার জন্যে এটাই যথেষ্ট। যাকে ও টাকা দিচ্ছিল, আমাদের কেউমান এজেন্ট লোকটা গড়গড় করে সব কথা স্বীকার করেছে। তার ফাঁসি হবে, ধরে নিতে পারো।'

ঘটনা যদি সত্যি হয়, ভাবছে রানা, লোকটার অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড হবে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। ডকুমেন্টগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ও। কিন্তু সোহানা ডকুমেন্ট সহ ধরা পড়েনি, এটাই যা একটু স্বস্তির ব্যাপার। বিচার হলে জেল হতে পারে ওর, এমন কি যাবজ্জীবনও হতে পারে, তবে মৃত্যুদণ্ড হবে না।

হঠাৎ সমস্ত অসুস্থতা দূর হয়ে গেল রানার। বুঝতে পারছে, সোহানার এই জীবন-মরণ সমস্যায় ওর নিজের প্রধান কর্তব্য মাথা ঠাণ্ডা রাখা।

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। আসলে জানে, এত বড় ঘটনার কথা বানিয়ে বলছে না জ্যাক লেমন। কথাটা বলল সময় ক্ষেপণের জন্যে, যাতে চিন্তা করার সময় পাওয়া যায়।

'একটা টেলিফোন করলেই তো সব পরিষ্কার জানতে পারবে,' বলল জ্যাক লেমন। 'কাকে ফোন করতে চাও, বলো। তোমাদের হাই কমিশনারের কাছে?'

একজন বিশ্বাসঘাতক এজেন্ট সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে কাউকে কঠোর শাস্তি দেয়া সম্ভব নয় কোর্টের পক্ষে, জানে রানা। সে-কথা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কর্মকর্তারাও জানে। তাই সাধারণত এসব ক্ষেত্রে অপরাধী বা অপরাধিনীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলা হয় না। কিন্তু সব সময় নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ তোলা হয়। শাস্তিও দেয়া হয় দোষী ব্যক্তিকে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ

নির্ভর করে কর্মকর্তাদের মর্জির ওপর। তার মানে সোহানার জীবন-মরণ নির্ভর করছে জ্যাক লেমনের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর। সে যদি ইচ্ছা করে, সোহানাকে যাবজ্জীবন জেল খাটাতে পারে। আবার যদি ইচ্ছা করে, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে সোহানাকে ছেড়েও দিতে পারে।

নিঃশব্দে এগোল রানা। একটু সরে গেল জ্যাক লেমন, যাবার পথ করে দিল রানাকে। হাসিটা এখনও লেগে আছে তার ঠোঁটে।

সোজা টেলিফোনের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। এমন ভাবে দাঁড়াল, যাতে ডায়াল করার সময় নাম্বারগুলো জ্যাক লেমন দেখতে না পায়। লণ্ডনে ফোন করছে রানা। বাংলাদেশ দূতাবাসে নয়, সোহানার অধীনে কাজ করে, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন এজেন্টের কাছে। নাম সায়েম ফেরদৌস।

একবার মাত্র রিং হলো অপর প্রান্তে, সাথে সাথে রিসিভার তুলল কেউ। জানতে চাইল, 'কে বলছেন?'

সায়েমের গলার আওয়াজ চিনতে পারল রানা। নিচু স্বরে নিজের পরিচয় দিল ও, 'এম. আর নাইন বলছি।'

'মাসুদ ভাই! ও মাসুদ ভাই!' অপর প্রান্তে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সায়েম। 'গত বারো ঘণ্টা ধরে আপনার খোঁজে অমন হাজার জায়গায় ফোন করেছি—সোহানা আপা ইজ ইন ডেঞ্জার, শি ইজ ইন এ সিরিয়াস ডেঞ্জার—এই মুহূর্তে লণ্ডনে দরকার আপনাকে। কোত্থেকে বলছেন আপনি?'

শান্ত, অনুত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা, 'কোথায় ও?'

'ফোনে সব কথা বলা সম্ভব নয়, মাসুদ ভাই,' অপর প্রান্তে রীতিমত হাঁপাচ্ছে সায়েম। 'আটকে রাখা হয়েছে সোহানা আপাকে। যোগাযোগ করা অসম্ভব। আপনি যদি...'

'ফোনের কাছে থেকো। দেখি কতদূর কি করতে পারি আমি,' বলল রানা। ধীরে ধীরে ক্রেডলে রেখে দিল রিসিভারটা।

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল রানা। সরাসরি তাকাল জ্যাক লেমনের দিকে। হাসছে লোকটা। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটাকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে রানার। কিন্তু প্রচণ্ড চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে রাখছে ও।

'তুমি রাজি, রানা? ছোট্ট একটা উপকার, বিনিময়ে মিস সোহানার মুক্তি।' উদার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জ্যাক লেমন। 'অবশ্য তোমাকে আমি বাধ্য করতে পারি না। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর তো আর জোর নেই আমার।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাবার সময় লক্ষ করল মৃদু কাঁপছে হাত দুটো। কিন্তু জবাব দেয়ার সময় একটুও কাঁপল না কণ্ঠস্বর। 'রাজি।'

'ভেরি গুড!' অস্বাভাবিক লম্বা একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল জ্যাক লেমন। 'তোমার সুমতি হয়েছে, সেজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'কিন্তু কাজটা তুমি ভাল করলে না, জ্যাক,' বলল রানা।

'তার মানে?'

'প্যাঁচে ফেলে একটা কাজ করিয়ে নিচ্ছ তুমি,' বলল রানা। 'কথাটা আমি ভুলব

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

না।'

'এর মধ্যে বাধ্যবাধকতার কিছু নেই,' গম্ভীরভাবে বলল জ্যাক লেমন। 'ইচ্ছা করলে এখনও তুমি কাজটা করে দিতে অস্বীকার করতে পারো, রানা।'

'তুমি ভাল করেই জানো, এখন আমি তোমার যে কোন শর্তে রাজি হব,' বলল রানা। 'সুতরাং কথার মারপ্যাঁচ মেরে আমাকে শুধু শুধু বিরক্ত কোরো না।'

'ঠিক আছে,' বলল জ্যাক লেমন, 'কাজের কথা শুরু হোক তাহলে। আমাদের একটা...'

'থামো,' বলল রানা। 'কাজটা হাতে নেবার আগে আমি দেখতে চাই সোহানা নিরাপদে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেছে। সবচেয়ে আগে সে-ব্যবস্থা করো তুমি।'

'বেশ,' রানার শর্তে এককথায় রাজি হয়ে গেল জ্যাক লেমন। 'তাই হবে। কোথায় যেতে বলব ওকে? ঢাকায়?'

'না,' বলল রানা। 'আইসল্যাণ্ডে।'

'কিন্তু,' একটু চিন্তিত দেখাল ব্রিটিশ স্পাইকে, 'ছোট হলেও সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ একটা অপারেশন এটা, রানা। এর গোপনীয়তা ভাঙা চলবে না। কাজটা আইসল্যাণ্ডে, সেখানে সোহানা গেলে তোমার সাথে দেখাও হবে, তাই না?'

'অবশ্যই হবে।'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে কথা দিতে হবে এই অপারেশনের ব্যাপারে সোহানাকে বা আর কাউকে কোনও কথা জানাতে পারবে না তুমি।'

'বেশ,' বলল রানা। 'তবে সোহানার মনে যাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয় তার ব্যবস্থাও করতে হবে তোমাকে।'

'ওকে আমরা ছেড়ে দিয়ে বলব বারো ঘণ্টার মধ্যে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করো,' বলল জ্যাক লেমন। 'তাহলেই সোজা আইসল্যাণ্ড চলে যাবে ও। ওকে আমরা বুঝতেই দেব না যে তুমি আমাদের একটা উপকার করে দিচ্ছ, তার বিনিময়ে মুক্তি পাচ্ছে ও। ও.কে.?'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সায় দিল রানা। জ্যাক লেমনের টেলিফোনে কথা শেষ হতে বলল, 'লণ্ডনে পৌঁছে ওখান থেকে আইসল্যাণ্ডে ফোন করব আমি। সোহানা নিরাপদে পৌঁচেছে কিনা জেনে নিয়ে তারপর হাত দেব তোমার কাজে।'

'বেশ।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। আবার এগোল ফোনের দিকে। ডায়াল করে লণ্ডনে সায়েমের সাথে যোগাযোগ করল ও। 'এখন থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে সোহানা,' সায়েমকে বলল ও। 'আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করেছি একথা ওকে জানিয়ো না। সম্ভবত একটা মেসেজ রেখে যেতে চাইবে ও আমার জন্যে, সেটা নিয়ে তোমার জায়গায় অপেক্ষা করবে তুমি—যতক্ষণ না আমি পৌঁছাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

রিসিভারটি ক্রেডলে রেখে দিল রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে পিছনের টেবিলের উপর বসল পা ঝুলিয়ে। 'বলো, এবার তোমার কাজের কথা বলো।'

এতক্ষণে আবার আরাম কেদারাটিতে বসল জ্যাক লেমন। 'একটা প্যাকেট। তুমি

ওটা আইসল্যাণ্ডের কিফলাভিক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে কালেক্ট করবে,' প্যাকেটটার আকার আকৃতি বোঝাবার জন্যে হাত দিয়ে একটা ভঙ্গি করল সে। 'আট ইঞ্চি লম্বা, চার ইঞ্চি চওড়া, দুইঞ্চি উঁচু। এটা তুমি আকুরেইরিতে নিয়ে গিয়ে একজন লোকের হাতে তুলে দেবে। জায়গাটা কোথায় জানো তো?'

'জানি,' বলল রানা। তারপর চুপ করে থাকল ও, যাতে জ্যাক লেমন তার কথা শেষ করতে পারে।

কিন্তু জ্যাক লেমন মুখ খুলছে না আর।

অবশেষে মুখ খুলল রানাই, 'বাস, এই তোমার কাজ?'

'হ্যাঁ,' সুবোধ, গোবেচারা একটা ভাব ছায়া ফেলল জ্যাক লেমনের চোখেমুখে। 'পানির মত সহজ। তোমার ওপর অগাধ আস্থা আছে আমার, জানি, নিখুঁতভাবে সারতে পারবে তুমি কাজটা।'

দুই চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে রানা। 'এই সামান্য একটা কাজের জন্যে ছোটলোকের মত আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে বাধল না তোমার?'

'দুঃখ পাই, মন-মন্দ কোরো না,' মুচকি একটু হাসল জ্যাক লেমন। 'আসল কথা, এই মুহূর্তে হাতে উপযুক্ত লোক নেই আমাদের। তাছাড়া, তুমি যখন আইসল্যাণ্ডে যাচ্ছই, ভাবলাম তোমাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তুমি যে এমন গোয়ারের মত বেঁকে বসবে, তা কে জানত! অগত্যা বাধ্য হয়েই একটু চাপ প্রয়োগ করতে হলো। কিন্তু, যা হবার হয়ে গেছে, ওসব তুমি মনে রেখো না, রানা। কি বলেছি না বলেছি সব ভুলে যাও।'

'কাজটা নিশ্চয়ই হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে মনোযোগ দাবি করেছে, তাই না?' জানতে চাইল রানা। 'আমার সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়েছ তুমি।'

'কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়ো না,' সাবধান করে দিল জ্যাক লেমন। 'যা বলেছি সেটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকো। হাত খালি আছে এমন লোক এই মুহূর্তে নেই আমাদের।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'আকুরেইরিতে কার হাতে তুলে দিতে হবে প্যাকেটটা?'

'সে-ব্যাপারে কিছুই ভাবতে হবে না তোমাকে,' বলল জ্যাক লেমন। 'সে-ই যোগাযোগ করবে তোমার সাথে।' ওয়ালেট থেকে একটা কাগজ বের করল সে। একশো ক্রোনারের একটা ব্যাংক নোট। মাঝখান থেকে আঁকাবাঁকা করে ছিঁড়ল নোটটা। উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এসে রানার হাতে দিল অর্ধেকটা। বাকি অর্ধেক রেখে দিল নিজের ওয়ালেটে। 'আমার অংশটা সেই লোকের কাছে পৌঁছে যাবে।' আরাম কেদারায় ফিরে এসে বলল সে। 'পুরানো নিয়মই ভাল, কি বলো? নিখুঁত আবার ঝামেলাও কম।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'ভাল কথা, এই কাজের জন্যে কিছু সম্মানীও পাবে তুমি। এক হাজার পাউণ্ড। খুব কম, তা বলতে পারবে না। অন্তত আইসল্যাণ্ডে বেড়াবার খরচ অনেকটা উঠে যাবে তোমাদের।'

'এক কাজ করো বন্ধু,' বলল রানা। 'টাকাটা তুমি জাতিসংঘের শিশু তহবিলে পাঠিয়ে দিয়ো, তাহলেই মনে করব আমি ওটা পেয়েছি।'

একটু বাঁকা হেসে জ্যাক লেমন বলল, 'বেশ, ধরে নাও, পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা জ্যাক লেমনের দিকে। লক্ষণ কেমন যেন ভাল
মনে হচ্ছে না ওর। অপারেশনটার কোথায় যেন একটা মস্ত গলদ আছে, সম্পূর্ণ
ব্যাপারটা বড় বেশি মেকি। আচ্ছা, ভাবছে রানা, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস কি তাকে
পরীক্ষা করতে চাইছে? আরও গভীর, আরও গূঢ় কোন উদ্দেশ্য আছে ওদের? তার
যোগ্যতা, উপযুক্ততা যাচাই করতে চায়? জ্যাক লেমনের যদি তেমন কোন উদ্দেশ্য
থাকে, প্রতিজ্ঞা করল রানা, শালা বাস্টার্ডকে উপযুক্ত শায়েস্তা করব আমি।

পরখ করার জন্যে বলল ও, 'জ্যাক, আমাকে যদি ঘোলাপানি খাওয়াবার উদ্দেশ্য
থাকে, তার পরিণতি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, মনে রেখো। সেক্ষেত্রে, নির্ঘাত
তুমি তোমার সোনার টুকরো কয়েকজন স্পাইকে হারাবে।'

আহত দেখাল জ্যাক লেমনকে। তাড়াতাড়ি বলল, 'ছি, ছি। তোমাকে
গোলমালে ফেলার ধৃষ্টতা কিভাবে হতে পারে আমার? তুমি কি নবিশ নাকি? এমন
একটা কথা ভাবতে পারলে তুমি?'

'বেশ। কিন্তু তখন বোলো না যে আমি তোমাকে সাবধান করে দিইনি।' একটু
থেমে জানতে চাইল রানা, 'একটা কথা, কেউ যদি প্যাকেটটা কেড়ে নিতে চেষ্টা
করে আমার কাছ থেকে, কি করব আমি?'

'বাধা দেবে, অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল জ্যাক লেমন।

'যে কোনভাবে?'

হাসছে জ্যাক লেমন। 'তুমি জানতে চাইছ, কেউ প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেবার
চেষ্টা করলে তাকে তুমি খুন করতে পারবে কিনা, তাই না?'

চুপ করে আছে রানা।

'সে রকম পরিস্থিতি হবে বলে মনে করি না। যদি হয়, নিয়ম তো তোমার
জানাই আছে, যেভাবে খুশি সেভাবে ঠেকাবে তাকে,' বলল জ্যাক লেমন। 'আমি
চাই প্যাকেটটা যেন আকুরেইরিতে ঠিকমত পৌঁছায়।'

'কিছু না, স্রেফ জেনে নিলাম আর কি,' বলল রানা। 'তোমাদের ম্যান-
পাওয়ারে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, সেই ঘাটতি আরও বাড়াতে হলে আমারই খারাপ
লাগবে। যাক, আকুরেইরিতে তো প্যাকেটটা হস্তান্তর করলাম, তারপর?'

'তারপর তোমাকে আর দরকার হবে না আমাদের,' বলল জ্যাক লেমন।
'প্যাকেটটা হস্তান্তর করার সাথে সাথে তোমার দায়িত্ব শেষ। এরপর আইসল্যাণ্ডের
যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো তুমি, বান্ধবীকে নিয়ে চুটিয়ে উপভোগ করতে পারো
ছুটিটা। কিন্তু মনে থাকে যেন, কাজটার কথা কাউকে কিছু বলা চলবে না তোমার।'

'আরেকটা কথা জানার আছে,' বলল রানা। 'ওস্তাফ তাতাতস্কির ব্যাপারটা কি
হবে?'

'না, তার ব্যাপারে তোমাকে আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না,' এদিক
ওদিক মাথা নাড়ল জ্যাক লেমন। 'সে তোমাকে খুঁজে পেতেও পারে, নাও পারে।
তবে যদি পায়, মনে করবে সেজন্যে আমি দায়ী নই। তোমার গতিবিধি সম্পর্কে
নিজের স্বার্থেই তাকে আমি কিছু জানাব না। এ-ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি
তোমাকে।

নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে রানা, লোকটার চোখ দেখে মনের কথা বোঝার চেষ্টা

করছে।

'তবে, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে একটা কথা বলতে চাই আমি,' গম্ভীরভাবে
বলল জ্যাক লেমন, 'অত্যন্ত সাবধান থেকো, রানা। যদি জানা যায় তাতাতস্কি
কাউকে খুঁজছে, এর চেয়ে মহাবিপদ তার জন্যে আর কিছু হতে পারে না। মনে
রেখো, তার সাথে তোমার বিরোধটা অফিশিয়াল নয়, সে তোমাকে ব্যক্তিগত
কারণে খুঁজছে। কারণ, তুমি তার ব্যক্তিগত ক্ষতি করেছ। তোমাকে ধরতে পারলে
ব্লেড ব্যবহার করবে সে। এই জিনিসটা সব সময় সাথে রাখে সে।'

'আমার জানা আছে সে-কথা,' বলল রানা। 'কিন্তু আমাকে নয়, বন্ধু হিসেবে
তোমার উচিত তাতাতস্কিকেই সাবধান করে দেয়া।'

ফোন থেকে হ্যাটটা তুলে নিয়ে মাথায় দিল জ্যাক লেমন। উঠে দাঁড়াল। চলে
যাচ্ছে। দরজার কাছে থেমে বলল, 'পরশু দিন লণ্ডনে এসো তুমি। প্রথমে
আইসল্যাণ্ডে ফোন করে জেনে নেবে সোহানা চৌধুরী নিরাপদে পৌঁচেছে কিনা।
তারপর রওনা হবে তুমি। তার আগেই তোমাকে আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব।'

'নির্দেশ?'

'প্যাকেটটা কোত্থেকে পাবে, কার কাছ থেকে পাবে, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি
ব্যাপারে সব জানতে হবে না তোমাকে?'

'ও, হ্যাঁ।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলল জ্যাক লেমন, 'তোমার সাথে আবার
দেখা হলে আমি খুব খুশি হব, মি. রানা।' মিস্টার শব্দটা একটু ব্যঙ্গের সাথে উচ্চারণ
করল সে।

'আমি হব না,' বলল রানা।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাক লেমন। কামরার ভিতর থেকে তার হাসির শব্দ
পাচ্ছে রানা। টেবিল থেকে নেমে বেরিয়ে এল ও। জ্যাক লেমন হাসিমুখে পিছন
ফিরে চাইতেই হাত বাড়িয়ে তাকে দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে বলল রানা, 'ওই
ওপর থেকে রাইফেলের টেলিস্কোপ দিয়ে তোমাকে দেখেছিলাম আমি, জ্যাক।
এমন কি ট্রিগারটাও টিপে দিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, রাইফেলে তখন বুলেট ছিল
না।'

রানার চোখের দিকে তাকাল জ্যাক লেমন, চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। 'বুলেট
থাকলে ট্রিগার টিপতে না তুমি। তুমি একজন সভ্য মানুষ, রানা, একটু বেশি সভ্য।
প্রায়ই চিন্তা করি আমি, আশ্চর্য একটা কোমল মন নিয়ে কিভাবে তুমি আজও
এসপিওনাজ জগতে টিকে আছ? স্বীকার না করে পারি না, ভাগ্যটা তোমার নিতান্তই
ভাল।'

'সবটুকু কৃতিত্ব ভাগ্যের নয়, তুমিও তা জানো,' বলল রানা। হাসছে ও। 'আর
কোমল হৃদয়ের কথা যদি বলো এমন অনেক লোক আছে, যারা জানে আমার
ভেতরে হৃদয় বলে কোন জিনিসের অস্তিত্বই নেই। সে যাক, একটা কথা জানার
কৌতূহল হচ্ছে আমার। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ-এর চেয়ার তোমার কাছ
থেকে আর কতটা দূরে, জ্যাক?'

'খুব বেশি দূরে নয়,' রানার প্রশ্ন শুনে খুব খুশি হয়েছে জ্যাক লেমন। 'আমাদের

anisuzzaman@yahoo.com
www.murchona.com

বর্তমান চীফ তো বুড়ো মানুষ, এই অবসর নিলেন বলে। তখন আমিই হব সর্বেসর্বা। এখনও প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করি আমি। বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত তো আমিই নিই। প্রায়ই প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ডিনার খেতে হয় আমাকে।' পরম আত্ম-তৃপ্তির একটা হাসি ফুটল তার মুখে। দরজা খুলে গাড়িতে চড়ল সে। জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বের করে আবার বলল, 'আরেকটা কথা, রানা। প্যাকেটটা...ওটা তুমি খুলো না। কৌতূহল সেই বিড়ালটার কি পরিণতি ডেকে এনেছিল মনে আছে তো?' গাড়ি ছেড়ে দিল জ্যাক লেমন।

সোজা লণ্ডনে ফিরে এল জ্যাক লেমন। এরপর কি ঘটল, স্কটল্যাণ্ডে বসে তা জানার কথা নয় রানার। কিন্তু জানার সুযোগ যদি পেত, আরও একশো গুণ সতর্কতা অবলম্বন করত ও।

জ্যাক লেমনের চেম্বার। প্রকাণ্ড একটা ডেস্ক সামনে নিয়ে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে জ্যাক লেমন। লাল, কালো আর সাদা রঙের আট-দশটা টেলিফোন, এক জোড়া ইন্টারকম, ছোট সাইজের একটা ওয়্যারলেস সেট দেখা যাচ্ছে ডেস্কের উপর। যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় জ্যাক লেমন। এই চেম্বারে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ দুনিয়ার যে-কোন জায়গা তার নাগালের মধ্যে রয়েছে বলে অনুভব করে সে।

এই মাত্র সহকারীর মাধ্যমে সোহানা চৌধুরীকে বারো ঘণ্টার মধ্যে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করার নির্দেশ পাঠিয়েছে জ্যাক লেমন। মাসুদ রানার সাথে তার সাক্ষাৎকারটা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে, মনটা সেজন্যে তা-ধিন তা-ধিন নাচছে তার। তার জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের পথে ওই মাসুদ রানাই একটা সর্বশেষ বিঘ্ন—বিষফোঁড়া, ভাবছে সে। অপারেশন করে ওটাকে সরাতে পারলেই তার সামনে থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সমস্ত বাধা।

টোপ গিলতে বাধ্য করা গেছে রানাকে, এই সুখবরটা বসকে দিতে হয়, ভাবছে জ্যাক লেমন। একটা সাদা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল সে। ঠিক সেই সময় ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল লাল টেলিফোন।

সামান্য একটু কুঁচকে উঠল জ্যাক লেমনের ভুরু জোড়া। এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত এবং অত্যন্ত গোপন কোন নাম্বার—নাম ঠিকানা সব ভুয়া। বাছাই করা মাত্র কয়েকজন লোক এই নাম্বারটা জানে। সাংঘাতিক কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করার দরকার না হলে এই নাম্বারে তারা কেউ ফোন করে না।

ধীরে ধীরে ক্রেডল থেকে রিসিভারটা তুলে কানের কাছে [illegible] জ্যাক লেমন। 'হ্যালো?'

ধীর-স্থির শান্ত কণ্ঠে অপর প্রান্ত থেকে জবাব এল, 'কে. চৌধুরী বলছি।'

কণ্ঠস্বরটা কানে যেতেই যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে [illegible] পাথর হয়ে গেল জ্যাক লেমন। দ্রুত ঢোক গিলল দু'বার। অদ্ভুত আন্তরিকতার সাথে জানতে চাইল, 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি, মি. চৌধুরী?'

জ্যাক লেমনকে হতভম্ব করে দিয়ে বিজ্ঞানী কে. চৌধুরী বলল, 'এইমাত্র সংবাদ পেলাম অপারেশনটার সঙ্গে মাসুদ রানাকে জড়িয়ে নিয়েছ তুমি। আমার জন্যে এটা

একটা আনন্দের সংবাদ।'

'আপনি খুশি হয়েছেন, মি. চৌধুরী?' সাগ্রহে জানতে চাইল জ্যাক লেমন।

'কিঞ্চিৎ,' অপর প্রান্ত থেকে বলল কে. চৌধুরী। 'কিন্তু আরও খুশি হব, তোমরা যদি ওকে আর ঘাঁটাতে চেষ্টা না করো। ওর ভয়ঙ্কর প্রকৃতি সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণাই নেই। ওকে সামলানোও তোমাদের কর্ম নয়। সুতরাং হুঁশিয়ার!'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে আর একের পর এক সিগারেট টেনে মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে রানার। শেষ একটান দিয়ে হাতের সিগারেটটা ল্যাণ্ড রোভারের জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল ও। পাথরের ফাঁকে পড়ে হারিয়ে গেল টুকরোটা, কিন্তু আগুন থেকে সরু একটা ধোঁয়ার রেখা উঠছে, নীরবে ইঙ্গিত করছে নর্থ পোলের দিকে। 'আসল কথা,' বলল রানা, 'প্যাঁচে ফেলে এর ভেতর ঢোকানো হয়েছে আমাকে।'

'হুঁ,' চিন্তিতভাবে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল সোহানা। 'সব কথা বলে ভালই করেছ। কয়েকটা ব্যাপার মেলাতে পারছিলাম না, এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার ওপর তোমার দুর্বলতার সুযোগটা নিয়েছে জ্যাক লেমন। বোকার মত আমি যদি ধরা না পড়তাম, এই ঝামেলায় পড়তে হত না তোমাকে।'

'সব অ্যাসাইনমেন্টই যে সফল হবে এমন কোন কথা নেই,' বলল রানা। 'শুধু শুধু নিজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ো না। আমি ভাবছি জ্যাক লেমনের কথা। আসলে ওর উদ্দেশ্যটা কি?'

'হয়তো খারাপ কোন উদ্দেশ্য নেই ওর,' বলল সোহানা। 'প্যাকেটটা যখন দিয়ে দিয়েছ, ঝামেলা চুকে গেছে বলেই মনে হয়।'

'না, সোহানা,' বলল রানা। 'প্যাকেটটা আমি দিইনি।' সোহানাকে কাহিনীর আরও খানিকটা অংশ শোনাল ও। আকুরেইরি এয়ারপোর্টের বাইরে চারজন লোক ওকে ঘিরে ধরে প্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে গেছে, কথাটা শুনেই ছাই-এর মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল সোহানার মুখ। 'জ্যাক লেমন লণ্ডন থেকে এখানে ছুটে এসেছে,' বলল রানা। 'সাংঘাতিক চটে গেছে সে আমার ওপর।'

'জ্যাক লেমন এখানে—আইসল্যাণ্ডে?' নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সোহানা।

'হ্যাঁ। সে অবশ্য বলে দিয়েছে, ব্যাপারটার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি তা মনে করি না।'

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো সোহানার। বলল, 'তুমি আমাকে সব কথা বলছ না, রানা। কি যেন চেপে যাচ্ছ।'

'এই ঝামেলায় তোমাকে আমি জড়াতে চাই না,' বলল রানা।

'তুমি না চাইলেও, আমি না চাইলেও, শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে,' বলল সোহানা। 'তাই নিয়ে এখুনি মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার কথা শেষ করো, রানা। আমি সবটুকু শুনতে চাই।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। তারপর বলল,

anm_suman@yahoo.com
www.murchona.com

'আইসল্যাণ্ডে তো অনেক বন্ধু-বান্ধব তোমার, এমন কোন জায়গা আছে যেখানে তুমি কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে?'

'রেকিয়াভিকের অ্যাপার্টমেন্টটা তো রয়েছেই,' বলল সোহানা। 'কিন্তু তোমার বিপদ দেখে গা ঢাকা দিয়ে থাকব, আমি কি সেই মেয়ে, রানা?'

সোহানার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলল রানা, 'অ্যাপার্টমেন্টটা চেনে জ্যাক লেমন।'

'স্ট্যানডিসিলায় হেলগা আর সুজানি আছে, ওখানে যেতে পারি আমরা।'

'ঠিক বলেছ,' বলল রানা। হেলগা সোহানার বান্ধবী, তার স্বামী সুজানি। এর আগে একবার মাত্র ওদের সাথে দেখা হয়েছে রানার, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। স্ট্যানডিসিলা জায়গাটা দুর্গম, ভাবছে রানা, সোহানা ওখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

'কি, চুপ করে আছ কেন?' তাগাদা দিল সোহানা।

'সব কথা যদি বলি তোমাকে, ওখানে গিয়ে কয়েকটা দিন থাকবে তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'কোন গ্যারান্টি দিতে পারি না। আগে ব্যাপারটা বুঝতে দাও আমাকে।'

'তাহলে দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাই তোমাকে,' বলল রানা। দরজা খুলে নেমে গেল ও। ল্যাণ্ড রোভারের পিছনে এসে হাঁটু মুড়ে বসল, হাত ঢুকিয়ে গার্ডারের সাথে টেপ দিয়ে আটকানো চ্যাপ্টা একটা মেটাল বক্স বের করে আনল। গাড়িতে ফিরে এসে বসল ও। বাক্সটা তালুতে রেখে হাতটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে দিল, বলল, 'এই জিনিসটাই যত গণ্ডগোলের মূল। তুমি নিজেই এটা রেকিয়াভিক থেকে বয়ে নিয়ে এসেছ।'

একবার রানার মুখ, আরেকবার বাক্সটা দেখছে সোহানা। তর্জনী দিয়ে মৃদু একটা খোঁচা দিল বাক্সটার গায়ে। 'তার মানে সেই চারজন লোক জিনিসটা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি?'

'তা পেরেছে,' বলল রানা। হাসছে ও। 'সেটাও একটা মেটাল বক্স, প্রায় এই একই সাইজের, কিন্তু তাতে বালি আর ধুলো ভরা। হেসিয়ান দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে সেলাই করে দিয়েছি।'

'বারবার ঢোক গিলছ কেন?' জানতে চাইল সোহানা। 'গলাটা ভিজিয়ে নেবে? গাড়িতে বিয়ার আছে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। মৃদু হাসল ও। 'বিয়ে না হতেই আমার ব্যাপারে এত খেয়াল তোমার, বিয়ে হলে না জানি আরও কত কেয়ার নেবে...'

'বাজে কথা বোলো না,' রীতিমত ধমকে উঠল সোহানা, রানা যেন মস্ত কোন অপরাধ করে বসেছে। একটু বোকা বোকা লাগছে রানার চেহারা। কেন ভাবছে, প্রশংসা করলাম অথচ ধমক খেতে হলো কেন।

গাড়ির পিছন থেকে একটা ব্যাগ টেনে নিল সোহানা। ভিতর থেকে দুটো বিয়ারের ক্যান বের করল।

'এবার বলো,' গ্লাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে জানতে চাইল সোহানা, 'প্যাকেটটা তুমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছ কেন?'

'সব কথা তোমার না শুনলেই কি নয়, সোহানা?'

'কি হয়েছে আজ তোমার, রানা?' চটে উঠলে যা হয়, মুখটা লাল হয়ে উঠছে, আরও সুন্দর দেখাচ্ছে সোহানাকে। 'আমার সাথে এমনভাবে কথা বলছ, আমি যেন কচি একটা খুকী। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমিও তোমারই মত একজন স্পাই। তোমার যে-কোন বিপদকে আমি যে নিজের বিপদ হিসেবে দেখি সেটা অন্তত এতদিনে বোঝা উচিত ছিল তোমার।'

'উত্তেজিত হয়ো না,' বলল রানা, 'ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো। কি ধরনের বিপদে পড়েছি আমি, তা আমি নিজেই এখনও জানি না। এরই মধ্যে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, সোহানা। আমি যা আশঙ্কা করছি তার দশভাগের একভাগও যদি সত্যি হয়, পৃথিবীর দুই সেরা এসপিওনাজ নেটওয়ার্কের সাথে লড়তে হবে আমাকে। নিজের নিরাপত্তাই যেখানে নিশ্চিত নয় সেখানে তোমাকে কিভাবে এর মধ্যে টেনে নিয়ে আসি আমি?'

'অসার যুক্তি,' রায় ঘোষণার সুরে বলল সোহানা। 'শত্রু যত বেশি শক্তিশালী হবে, তোমার সাহায্যও তত বেশি দরকার হবে। একাই একশো তুমি, জানি। দুটো কেন, দুই ডজন এসপিওনাজ নেটওয়ার্কের সাথে লড়ার যোগ্যতা রাখো তুমি, তাও জানি। এর আগে বহুবার তা প্রমাণ করেছ। কিন্তু আমার কথা হলো, সাথে যখন আছি আমি, এই বিপদে যাকে সেন্ট পারসেন্ট বিশ্বাস করা যায়, সেক্ষেত্রে আমার সাহায্য তুমি নেবে না কেন?' বুক ভরে বাতাস নিল সোহানা। 'এবার বলো, কে খুন হয়েছে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উইলিয়াম কলিনস্-এর দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করল রানা।

নিঃশব্দে, রানাকে একবারও বাধা না দিয়ে সব শুনল সোহানা। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। রানা থামতে বলল, 'লোকটা তোমাকে খুন করতে চায়, এ-কথা জানার পরই ওকে তুমি খুন করেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ও আমাকে প্রথমে অজ্ঞান করে নিতে চেয়েছিল, তারপর গলা টিপে বা অন্য কোন ভাবে খুন করত, যাতে শরীরে কোথাও বুলেটের গর্ত না থাকে। লাশটা আবিষ্কৃত হলেও সবাই জানত কোন দুর্ঘটনায় পড়ে মারা গেছি আমি।'

চোখের উপর কপালটা আঙুল দিয়ে ঘষছে সোহানা। 'জটিল ব্যাপার, সন্দেহ নেই,' বলল ও। 'কিন্তু একটা বিষয় পানির মত পরিষ্কার—তোমাকে খুন করার ওটা একটা পরিকল্পিত প্ল্যান ছিল।'

'এখন বুঝতে পারছ প্যাকেটটা কেন আমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছি?'

'হ্যাঁ,' মৃদু গলায় বলল সোহানা। 'আসল ব্যাপারটা কি, জানতে হবে তোমার।'

'প্রথম থেকেই খটকা লেগেছে আমার,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটাই কেন যেন ভুয়া বলে মনে হচ্ছে। জ্যাক লেমন বলতে চায়, গ্রীনকে প্রতিপক্ষরা চিনে ফেলেছিল তাই শেষ মুহূর্তে আমার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছে সে। কিন্তু হামলাটা গ্রীনের ওপর হলো না, হলো আমার ওপর। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়?'

একটু চিন্তা করল সোহানা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে।'

'আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের ওপর নজর রাখছিল গ্রীন,' বলল রানা। 'যে লোক

amrasumon@yahoo.com
www.murchona.com

জানে শত্রুরা তাকে হয়তো চোখে চোখে রেখেছে, তার পক্ষে আচরণটা উদ্ভট নয়? আমার বিশ্বাস, গ্রীনকে কেউ চিনে ফেলেনি। তার মানে একগাদা মিথ্যে কথা বলেছে আমাকে জ্যাক লেমন।'

'শত্রু বলতে কাদেরকে বোঝাতে চেয়েছে সে?' জানতে চাইল সোহানা। 'সেই চারজন লোক, তাদেরই বা কি পরিচয়?'

'তোমার দুটো প্রশ্নের একটাই উত্তর,' বলল রানা, 'রাশিয়ান।'

প্রায় চমকে উঠল সোহানা। কয়েক সেকেণ্ড রানার মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'তবে কি---তবে কি এর মধ্যে কে. জি. বি-র সেই কুখ্যাত তাতাভস্কিও---'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'সম্ভবত সে-ও জড়িত। তবে এখনও আমি ঠিক জানি না। কিন্তু জ্যাক লেমন আমাকে তার সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে, তোমাকে তো আগেই কথাটা জানিয়েছি। এটা জ্যাকের অতি চালাকির লক্ষণ হতে পারে। যার ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছে তাকেই হয়তো লাগিয়েছে আমার পিছনে—ওই বাস্টার্ডের পক্ষে সবই সম্ভব।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'আরেকটা ব্যাপার। আকুরেইরি এয়ারপোর্টের বাইরে আমি আক্রান্ত হলাম, মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখল গ্রীন। অথচ আমাকে সাহায্য করার কোন চেষ্টাই করল না সে। অন্তত যে লোকটা ক্যামেরা কেস নিয়ে পালিয়ে গেল তাকেও অনুসরণ করতে পারত, কিন্তু কিছুই করল না। এ থেকে কি বোঝা যায়?'

উত্তর দিতে পারল না সোহানা।

'এর উত্তর আমারও জানা নেই,' বলল রানা। 'সেজন্যেই গোটা ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। জ্যাকের ব্যাপারটা ভেবে দেখো। গ্রীনের কাছ থেকে খবর পেয়েছে অপারেশনটা ভণ্ডুল করে দিয়েছি আমি, সাথে সাথে লণ্ডন থেকে আইসল্যাণ্ডে ছুটে এসেছে সে—এসে কি করল? একটু গালমন্দ করে সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিল আমাকে। অথচ তাকে যতটা চিনি আমি, এই ধরনের ব্যর্থতার জন্যে কাউকে সহজে ছেড়ে দেয়ার লোক সে নয়। তার এই আচরণে রহস্য আরও জট পাকাচ্ছে।'

'হুঁ,' বলল সোহানা। 'প্যাকেটটা নিয়ে কি করতে চাও তুমি এখন?'

'এটাই তো সব কিছুর মূল,' হেসিয়ান দিয়ে মোড়া প্যাকেটের গায়ে একটা টোকা মেরে বলল রানা। 'জ্যাকের ধারণা, প্রতিপক্ষরা পেয়েছে এটা। কিন্তু পায়নি, সুতরাং ইংল্যাণ্ডের কোন ক্ষতি আমি করিনি এখনও। ওদিকে, প্রতিপক্ষরা ভাবছে, জিনিসটা তারা পেয়েছে---আমি ধরেই নিচ্ছি এখনও তারা খুলে দেখেনি নকল প্যাকেটটা।'

'খুলে দেখেনি? কিভাবে বুঝলে?'

'একটু মাথা খাটাও, তুমিও বুঝতে পারবে,' বলল রানা।

পরমুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল সোহানার কাছে। বলল, 'ও, বুঝেছি। সাধারণ এজেন্টদের সে অধিকার নেই। অফিস অবশ্যই প্যাকেটটা বসের কাছে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে ওদেরকে, সম্ভবত।' পাশের সীট থেকে মেটাল বক্সটা নিল সে। 'আল্লাই জানে কি আছে এটার ভেতর।'

হেসে ফেলল রানা। বলল, 'কে জানে, এটার ভেতরও হয়তো ধুলো-বালি আর খানিকটা তুলো আছে। ক্যান ওপেনার দিয়ে চেষ্টা করে দেখলে হয়, খোলা যায় কিনা। কিন্তু---থাক, এখনই নয়। কে জানে, ভেতরে কি আছে তা না জানাই হয়তো ভাল।'

'এখন তাহলে কি করবে ভাবছ?'

'ঘাপটি মেরে চুপচাপ পড়ে থাকব,' বলল রানা। 'এই সুযোগে কিছু ভাবনা-চিন্তা করারও সময় পাওয়া যাবে।'

'ঘাপটি মেরে চুপচাপ পড়ে থাকবে, তার মানে গা ঢাকা দেবে তুমি,' বলল সোহানা। 'তাহলে আজ রাতটা আমরা আসবিরগিতে কাটাই না কেন?' রানার চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল সে। প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখটা।

'আসবিরগি!' মুহূর্তে উৎফুল্ল হয়ে উঠল রানা। 'ওয়াণ্ডারফুল আইডিয়া!'

সীটের উপর নড়েচড়ে বসল সোহানা। 'আহ্‌, এখনও তুমি গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছ না কেন?'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। 'এবার খুশি?'

হাজার শতাব্দী আগের কথা। দেবতারা তখন বয়সে যুবা ছিলেন। দুর্গম আর্কটিক অঞ্চলে ওডিন তখন ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর ঘোড়ার নাম ছিল স্লেইপনির। একদিন তিনি স্লেইপনিরের পিঠে চড়ে বেরিয়েছেন, হঠাৎ ঘোড়াটা হোঁচট খেল, এবং তার একটা পায়ের খুর দক্ষিণ আইসল্যাণ্ডে গেঁথে গেল। যে জায়গার মাটিতে খুরটা গেঁথেছিল সেই জায়গাটাই এখন আসবিরগি নামে পরিচিত। এই হলো কিংবদন্তীর গল্প। কিন্তু রানার জিওলজিস্ট বন্ধু অন্যরকম কথা বলে।

পাথরের প্রাচীর ঘেরা খুর-আকৃতির আসবিরগি চওড়ায় দু'মাইল। উঁচু পাঁচিলের বাধা পেয়ে ভিতরে নির্দয় বাতাস ঢুকতে পারে না, সম্ভবত তারই ফলে তুলনামূলকভাবে শক্ত গাছ জন্মাতে পারে এখানে, কোন কোনটা বিশ ফুট পর্যন্ত উঁচুও হয়। সবুজ গাছ ছাড়া দেখার মত আর কিছুই নেই এখানে। কিন্তু কিংবদন্তীর গল্প আর এর ভেতরের সবুজ দৃশ্য টুরিস্টদেরকে টেনে নিয়ে আসে। আইসল্যাণ্ড একটা অনুর্বর দেশ, গাছপালা এখানে নেই বললেই চলে, তার মাঝখানে সবুজের এই সমারোহ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বৈকি। তবে টুরিস্টদের জন্যে এটা একটা আকর্ষণীয় বস্তু হলেও, রাতে তারা কেউ এখানে থাকে না। তার অনেক কারণের মধ্যে একটা হলো, মেইন রোড থেকে আসবিরগি বেশ অনেকটা দূরে।

প্রবেশপথটা অস্বাভাবিক সরু। ভিতরে ঢুকে গাছপালার মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে ল্যাণ্ড রোভার। একটু পরই বনভূমিতে পথ হারাবার অবস্থা হলো ওদের। এর আগে যে-সব গাড়ি এসেছে সেগুলোর চাকার দাগ অনুসরণ করছে রানা। আকাশ ছোঁয়া পাথরের দুটো পাঁচিল যেখানে একটার সাথে আরেকটার গায়ে মিশে গেছে সেখানে ল্যাণ্ড রোভার দাঁড় করাল রানা। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, গাছপালা কম।

ল্যাণ্ড রোভারের গায়ে একটা ক্যারিয়ার লাগানো আছে, তাতে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে রয়েছে বাতাস ভরা গদি, স্লিপিং ব্যাগ ইত্যাদি। আবহাওয়া বাদ না

সাধলে মাটিতেই শোয় ওরা। তৈজসপত্র ইত্যাদি নিয়ে সাপার তৈরি করতে বসে গেল সোহানা। রানা ওদিকে ঘাসের উপর বিছানা পাতছে। কাজটা শেষ করে গাড়ি থেকে ফোলডিং চেয়ার আর টেবিল নামাল ও। টেবিলের ওপর একটা হুইস্কির বোতল আর গ্লাস রেখে গেল সোহানা। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে সুন্দর একটা গোলাকার উনুন তৈরি করেছে সে, ভিতরে দাউ দাউ করে জ্বলছে গাছের ডালপালা। বাঁকের টুকরোগুলো আগুনে ঝলসে নেবার আগে রানার পাশের চেয়ারটায় বসে দুই ঢোক স্কচ হুইস্কি খেল সোহানা। হঠাৎ টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করল সে। লাইটার জ্বেলে সেটা ধরিয়েও ফেলল।

'সর্বোনাশ!' কৃত্রিম ভঙ্গিতে আঁতকে উঠল রানা। 'যে মেয়ে সিগারেট খায় তাকে আমি বিয়ে করব কিভাবে?'

রানার দিকে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সোহানা। 'বলো তো শুনি, আর কি কি করলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না?'

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব দেখাল রানাকে, পরক্ষণে ঝিলিক খেলে গেল চোখের দৃষ্টিতে। 'বুঝেছি,' সবজান্তার ভঙ্গিতে হাসছে ও। 'আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে অভ্যাসগুলো ছাড়তে চেষ্টা করবে তুমি, যাতে বিয়েটা হয়ই, তাই না?'

'ঠিক তার উল্টো,' সোহানার ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা নড়ে উঠল কথা বলার সময়।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'তার মানে?'

ঠোঁট থেকে নামিয়ে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রেখে দিল সোহানা। আশ্চর্য রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'আজ একটা কথা বলি তোমাকে। কথাটা অবিশ্বাস কোরো না। তুমি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, এই ভেবে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি আমি।'

এবার সত্যি সত্যি স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে—সোহানা সিরিয়াস। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। ঠিক কি বোঝাতে চাইছে সোহানা? সে ওকে ভালবাসে না আর? আর কাউকে...? কথাটা মনে আসতেই নিজেকে তিরস্কার করল রানা, ভাবল, দূর, এসব কি আজেবাজে কথা ভাবছে সে। এ-ধরনের সন্দেহ মনে জায়গা দেয়ার মানে সোহানাকে অপমান করা। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার মনে হচ্ছে, দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কোন জিনিস আছে কি? কার মন কখন কার দিকে টলে, কে বলতে পারে?

'তোমার কথা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'অত বুঝে কাজও নেই,' বলল সোহানা। 'বাই, মাংসটা...'

সোহানার একটা হাত ধরে ফেলল রানা। 'না, বসো।' আবেদনের সুরে বলল ও। 'কেমন যেন রহস্য করে বললে তুমি কথাটা, আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে চাই আমি।'

রানার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল সোহানা। 'ভয় পেয়ো না, রানা,' ফিসফিস করে বলল ও। 'আমি তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি, চিরকাল তোমারই থাকব। এর চেয়ে বেশি আর কি বুঝতে চাও তুমি?'

'কিন্তু তোমার এই কথাটার মানে...'

রানাকে বাধা দিয়ে বলল সোহানা, 'মেয়েদের সব কথার মানে পুরুষরা বোঝে না, অনেক সময় তা বুঝতেও নেই—সেটাই তো সবদিক থেকে ভাল।'

'কেমন যেন হেঁয়ালির মত লাগছে তোমার কথা...'

'ওখানেই তো ট্র্যাজেডি,' ম্লান হেসে বলল সোহানা। 'আমি আমার জীবনের গভীরতম দুঃখের কথা বলছি, আর তুমি ভাবছ হেঁয়ালি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল।

সাপার তৈরি করছে সোহানা, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। হঠাৎ আজ উপলব্ধি করছে ও, সোহানাকে আসলে এতদিনেও চিনতে পারেনি সে। মাত্র পাঁচ হাত দূরে বসে রয়েছে মেয়েটা, ওর সাথে কতদিনের পরিচয়, কত গভীর মেলামেশা, ওর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ চেনে সে, ওর জন্যে কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে তার, কত ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে দু'জনের মধ্যে, আবার ভাব হতেও বেশি সময় লাগেনি, যত না অমিল তার চেয়ে বেশি মিল খুঁজে পেয়েছে তারা পরস্পরের মধ্যে, একজন অপরজনের ব্যবহারে যত না দুঃখ পেয়েছে তার চেয়ে পরস্পরকে অনেক, অনেক বেশি ভালবেসেছে তারা—অথচ 'ওকে আমি চিনি' এই কথাটা ভাবতে সাহস পাচ্ছে না রানা।

গলাটা বুজে গেছে, খুক করে কেশে সেটা পরিষ্কার করে নিল রানা। 'আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই,' সরাসরি জানতে চাইল রানা, 'তুমি কি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে, সোহানা?'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা। শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'সবই তো তুমি জানো, তবু এসব কথা তোলো কেন?' মৃদু গলায় বলল সে। 'তোমার কোন কথায় না বলেছি আমি? তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব, সে ক্ষমতা কোথায় আমার!' একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করল সোহানা। 'তবে কি জানো, তুমি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দাও, এ আমি চাই না।' আবেদনের ভাব ফুটে উঠল ওর চেহারায়। 'এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না তুমি।'

সোহানার বলার ভঙ্গিতে এমন একটা করুণ ভাব ফুটে উঠতে দেখল রানা, কথা বাড়াতে আর সাহস হলো না ওর। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল ও।

পরিবেশটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। দু'জনের কেউই অনেকক্ষণ থেকে কথা বলছে না। কিন্তু আরও খানিক পর নিজের স্বাভাবিক মাধুর্য আর গভীর আন্তরিকতা দিয়ে পরিবেশটাকে হালকা করে ফেলল সোহানা।

মাথায় একটা গাঁট্টা খেয়ে চমকে উঠে কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে এল রানা। পর মুহূর্তে আবিষ্কার করল, নরম কোমল দুটো হাত সাপের মত জড়িয়ে ধরেছে ওর গলাটাকে। মাথার পিছনে সোহানার নরম বুকের ছোঁয়া অনুভব করছে ও, আর কপালে নরম ঠোঁটের আলতো চুমু। 'ছুটি কাটাতে এসে মন এত খারাপ কেন সাহেবের?' সকৌতুকে জানতে চাইল সোহানা।

'ছাড়ো,' একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করল রানা।

'সুখী মানুষের এই এক দোষ, সব পেয়েও মনে করে কি যেন পাইনি, তোমার

হয়েছে সেই অবস্থা,' বলল সোহানা। পরমুহূর্তে মাথায় দুষ্টামি চাপল ওর। রানার দুই কান দুই হাত দিয়ে ধরে উপর দিকে টানছে ও।

'লাগছে—আহ্, আহ্—ছাড়ো...'

'ওঠো,' আদেশের সুরে বলল সোহানা। পরক্ষণে খিল খিল করে হেসে উঠল।

'কেন?' ব্যথায় মুখ বিকৃত করে জানতে চাইল রানা। 'উঠব কেন?'

'তোমার গায়ে ঘামের গন্ধ,' বলল সোহানা। 'লেকের পানিতে গোসল করে এসো—তা না হলে তোমার সাথে শোবো না।'

মুখে হাসি, কানে ব্যথা—দেখার মত হয়েছে রানার চেহারা। 'অবিবাহিতা একটা মেয়ের মুখে এ-ধরনের কথা শোভা পায় না,' বলল ও।

'সবাই জানে আমি অবিবাহিতা,' হাসতে হাসতে বলল সোহানা, 'কিন্তু আসলে কি কথাটা সত্যি? বিয়ে তো আমি অনেকদিন আগেই করে ফেলেছি।'

'তাই নাকি?' বলল রানা। সোহানা আরও জোরে কান দুটো মুচড়ে দিতে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ও, 'খোদার কসম, লাগছে...'

'ওঠো তাহলে।'

সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল রানা। 'বিয়েটা কার সাথে হলো? কিন্তু তার আগে আমার কান ছাড়ো...'

রানার কান ছেড়ে দিল সোহানা। লেকটা এখান থেকে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সেদিকে হাত বাড়িয়ে বলল সোহানা, 'যাও আগে গোসলটা সেরে এসো।'

এক পা পিছিয়ে গেল রানা, সোহানাকে আর কোন সুযোগ দিতে চায় না ও। 'আমার প্রশ্নের উত্তর না পেলে এখান থেকে নড়ছি না আমি।'

'তোমার প্রশ্নটা যেন কি ছিল?'

'তোমার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে। জানতে চাইছিলাম, কার সাথে হলো? কে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি?'

'সে নিজেও জানে না আমার সাথে বিয়ে হয়েছে তার,' বলল সোহানা। 'সুতরাং তাকে তুমি ভাগ্যবান বলতে পারো না। ইডিয়েট বলতে পারো।' কথাটা বলেই দৌড়ে পালাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল সে।

কিন্তু রানা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে। 'কাকে গাল দিচ্ছ তুমি?'

'কাউকে না,' এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল সোহানা। 'তবে কেউ যদি মনে করে তাকেই গালটা দিয়েছি, তাহলে নিশ্চয় তাকেই দিয়েছি।'

'তবে রে—' বলেই সোহানাকে ধরার জন্যে ছুটল রানা।

কিন্তু সোহানা আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করেছে।

বনভূমির ভিতর হারিয়ে গেল ওরা। সন্ধ্যার আবছা আলোয় একজন আরেকজনকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

আধঘণ্টা পর ভিজে শরীর নিয়ে ফিরে এল দু'জন। গোসল সেরে এসেছে। লেকের পানিতে নামার পর ওদের মধ্যে কি হয়েছে কে জানে, সেই থেকে শুধু হাসছে ওরা।

সাপার সেরে পাশাপাশি [illegible] বসল দু'জন। [illegible] পর্যন্ত গল্প-গুজব চলল। দু'জনেই জ্যাক লেমন, ওদের [illegible] এবং ওয়াটার [illegible] দুশ্চিন্তার কথা ভুলে থাকতে

চাইছে। রানা গল্প করছে বটে, সেই সাথে নানা সমস্যা নিয়ে মাথার ভিতর চিন্তাও চলেছে ওর।

নিস্তব্ধ, নির্জন রাত। এই বনভূমিতে ওরা দু'জন ছাড়া আর কোন জনমানিষির ছায়া পর্যন্ত নেই। সোহানাকে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা রানার। ভাবছে, কিভাবে ওকে দূরে, নিরাপদ কোথাও সরিয়ে দেয়া যায়। যেতে রাজি হবে না, জানে ও। সমস্যার সহজ একটা সমাধান আছে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গেলেই হয়। খাবারের কয়েকটা ক্যান আর পানির বোতল রেখে যেতে হবে। স্লীপিং ব্যাগটা তো থাকবেই। দু'এক দিনের মধ্যে টুরিস্টরা কেউ না কেউ আসবে। একটা লিফট দিয়ে সোহানাকে তারা সভ্য জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। রেগে বোম হয়ে যাবে সোহানা, কিন্তু বেঁচে তো থাকবে।

আসলে গা ঢাকা দিয়ে থাকা উদ্দেশ্য নয় রানার। প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে ওকে, যাতে সবাই দেখতে পায়, এবং দেখতে পেয়ে কিছু একটা করে বসে। মোকাবিলা যখন শুরু হবে তখন কাছেপিঠে সোহানা থাকুক তা রানা চায় না।

আকাশের গা থেকে একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে আলো। মিড সামার হতে খুব বেশী দূরে নয় আর, তাই যাকে বলে অন্ধকার তা এই সময় নামে না। সূর্যও একটানা অনেকক্ষণের জন্যে অনুপস্থিত থাকবে না আকাশে।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সোহানা। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'ঘুমাবে না রানা?'

ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল রানা সিগারেটে, বলল, 'হ্যাঁ।'

ঘাসে ভরা তোশকের উপর এসে দাঁড়াল সোহানা। ঝুঁকে পড়ে চেইন টেনে খুলে ফেলল স্লিপিং ব্যাগগুলো, তারপর একটার সাথে আরেকটা জোড়া লাগিয়ে বড় একটা ব্যাগ তৈরি করল। বিছানায় বসে চারদিকে তাকাল ও। তারপর রানার মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে দু'হাত তুলে আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল। মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'কই, এসো।' মুখে আমন্ত্রণের হাসি।

এগিয়ে গেল মন্ত্রমুগ্ধ রানা।

আইসল্যাণ্ড। নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা জীপ। ড্রাইভিং সীটে বসে শক্তিশালী ওয়্যারলেসের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক কে. চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছে জ্যাক লেমন। অনর্গল কথা বলছে সে, প্রাণপণে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে কে. চৌধুরীকে।

'তুমি আশ্চর্য বাচাল প্রকৃতির মানুষ, জ্যাক লেমন,' মৃদু ধমকের সুরে বলল কে. চৌধুরী। 'সহজ সরল একটা বিষয়কে জটিল করে তোলার ব্যাপারে তুমি একটা প্রতিভা, একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। এত বাগ-বিস্তারের কোনও প্রয়োজন দেখি না। তুমি শুধু আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও, আশা করি তাতেই আমাদের দু'জনের কাছে গোটা ব্যাপারটা ঝকঝকে আয়নার মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্যাকেটটা আমার কাছ থেকে কে কিনছে? ধরো, ক কিনছে। ঠিক?'

'জ্বী,' ঢোক গিলে বলল জ্যাক লেমন। কে. চৌধুরী লোকটা সবজান্তা, ভাবছে সে, এর কাছ থেকে কিছুই বোধ হয় গোপন করে রাখা সম্ভব নয়। সব জেনে ফেলায়

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

অলৌকিক কোনও ক্ষমতা রয়েছে লোকটার।

'প্যাকেটটার মূল্য হিসেবে আমি ক-এর কাছ থেকে আমার প্রাপ্য টাকাও পেয়েছি। তাই না?'

'জ্বী, তাই।'

'কিন্তু প্যাকেটটা ক-পায়নি,' কে. চৌধুরী বলছে, 'পেয়েছে খ। তাই আমি ধরে নিচ্ছি, টাকাটা আমি খ-এর কাছ থেকেই পেয়েছি, ক-এর কাছ থেকে নয়।'

'কিন্তু...'

'থামো!' আবার ধমক মারল কে. চৌধুরী। 'কিন্তু যেহেতু আমি ক-কে কথা দিয়েছি প্যাকেটটা তাকে দেব, সুতরাং সেটা তাকে আমার দিতেই হবে। এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করে মাথার চুল পাকাবার কোনও প্রয়োজন নেই তোমার, সমস্যার সমাধান আমিই করে দিচ্ছি। ক তো টাকা দিয়েই দিয়েছে, কিন্তু প্যাকেটটা পায়নি। ওদিকে খ টাকা দেয়নি, অথচ প্যাকেটটা পেয়ে গেছে। ছোট্ট একটা কাজ করো তুমি, তাহলেই সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে। প্যাকেটটার মূল্য কত তা তো তোমার জানাই আছে, সুতরাং খ-এর কাছ থেকে মূল্যটা আদায় করে আমাকে দিয়ে দাও। বিনিময়ে আমি তোমাকে ওই রকম আরেকটা প্যাকেট দেব, তুমি সেটা ক-এর হাতে তুলে দেবে। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে আমার এই প্রস্তাবটা তোমার জন্যে সব দিক থেকেই উত্তম।'

'ধন্যবাদ,' সানন্দে রাজি হয়ে বলল জ্যাক লেমন। 'আপনার প্রস্তাবটা সত্যি খুব ভাল, মি. চৌধুরী। তবে সব ব্যবস্থা করতে একটু সময় লাগবে। বিনা পয়সায় প্যাকেটটা পেয়ে গেছে খ, সহজে কি সে টাকা দিতে চাইবে?'

'শুধু তোমার বলার অপেক্ষা,' অপরপ্রান্ত থেকে সহাস্যে বলল কে. চৌধুরী, 'সাথে সাথে টাকাটা দিয়ে দেবে ওরা। তোমার কথা শুনবে না তো কার কথা শুনবে ওঁ?'

বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে জ্যাক লেমনের। ভাবছে, এই পাগল বিজ্ঞানী হাজার মাইল দূর থেকে কি এক অলৌকিক ক্ষমতার বলে সমস্ত গোপন কথা অনায়াসে জেনে ফেলছে...না জানি কি বিপদ ঘটিয়ে বসে।

যেন জ্যাক লেমনের মনের কথা ধরতে পেরেই তাকে আশ্বাস দিয়ে অপর প্রান্ত থেকে কে. চৌধুরী বলল, 'দুশ্চিন্তা পরিহার করো, আমাকে কেউ না ঘাঁটালে আমি কাউকে ঘাঁটাতে উদ্যোগী হই না।'

স্বস্তির প্রকাণ্ড একটা হাঁফ ছাড়ল জ্যাক লেমন। 'ধন্যবাদ, মি. চৌধুরী। কথাটা মনে থাকবে আমার।'

'আরেকটা বিষয়,' বলল কে. চৌধুরী। 'আমাকে ঘাঁটাবার কোনই প্রয়োজন নেই, তবে খুব একটা খোঁচা দিতে পারো, দরকার হবে সেটা। খোঁচা খেলেই পাল্টা আঘাত করার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবে সে, তখন তাকে ধ্বংস করা সহজ হবে।'

'পরামর্শটার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. চৌধুরী,' বলল জ্যাক লেমন। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে কে. চৌধুরী।

রাত আরও গভীর এখন। মাথায় একটা বুদ্ধি এল রানার। নিজের দিকের কেবিন খুলে বেরিয়ে এল ও। 'কি করছ তুমি?' ঘুম জড়ানো গলায় জানতে চাইল সোহানা।

'প্যাকেটটা খোলা জায়গায় পড়ে রয়েছে,' বলল রানা, 'ওটাকে লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছি।'

'এই রাত দুপুরে আর কাজ খুঁজে পেলে না? কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি হত?'

লোকটার পছন্দ রানা। 'লাভ-লোকসান বুঝি না,' বলল ও। 'কিন্তু ওটার কথা ভেবে ঘুম আসছে না আমার।'

'কোথায় লুকাবে?'

'টেবিলের নিচে কোথাও।'

একটা হাই তুলল সোহানা। তারপর জানতে চাইল, 'আমি কোনও সাহায্য করতে পারব? টর্চ ধরা বা আর কিছুর জন্যে আমাকে লাগবে তোমার?'

'না, ঘুমাও তুমি।'

মেটাল বক্স, ইনসুলেটিং টেপের একটা রোল আর টর্চ নিয়ে ল্যাণ্ড রোভারের কাছে চলে এল রানা। প্রয়োজনের সময় দ্রুত খুলে নিতে সুবিধে হবে ভেবে রিয়ার বাম্পারের ভিতরে মেটাল বক্সটাকে টেপ দিয়ে আটকাল ও।

কাজটা মাত্র শেষ করেছে, এই সময় বাম্পারের ভিতরে হাতটা একটু নড়ে যাওয়ায় কিসের সাথে যেন ছোঁয়া লাগল। সাথে সাথে পাথরের মত স্থির হয়ে গেল রানা। জিনিসটা যাই হোক, রানার আঙুলের ধাক্কা খেয়ে একটু সরে গেছে।

জিনিসটা কি দেখার জন্যে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে এল রানা। হার্টবিট বেড়ে গেছে ওর। হাতের ধাক্কা লেগে সরে যেতে পারে এমন কোন জিনিস এখানে থাকার কথা নয়। টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেল রানা। আরেকটা মেটালবক্স।

তবে এটা আরও ছোট, আর গায়ে সবুজ রঙ লাগানো রয়েছে। ল্যাণ্ড রোভারের গায়ের রঙও সবুজ, কিন্তু এটা যে রোভার কোম্পানীর তৈরি কোন জিনিস নয় তা হলপ করে বলতে পারে রানা।

আস্তে করে ধরে টেনে খুলে নিল রানা মেটাল বক্সটা। ছোট্ট টিউবটার একটা দিক ম্যাগনেটাইজড, যাতে লোহার তৈরি যে-কোন জিনিসের গায়ে সেঁটে বসে থাকতে পারে। হাতের তালুতে নিয়ে জিনিসটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। বুঝতে পারছে, ওর ওপর টেক্কা মারার চেষ্টা করেছে কেউ।

রানার পরিচিত জিনিস এটা। এর ডাক নাম রেডিও ছারপোকা। এই বিশেষ টাইপের খাদের ছারপোকাটা 'বাম্পার-বিপার' নামে পরিচিত। এই মুহূর্তে চিৎকার করছে যন্ত্রটা, বলছে, 'আমি এখানে! আমি এখানে!' সাথে রেডিও ডাইরেকশন ফাইণ্ডার আছে এমন যেকোন লোক তার যখন খুশি সঠিক ফ্রিকোয়েন্সিতে সুইচ অন করলেই জানতে পারবে কোথায় পাওয়া যাবে ল্যাণ্ডরোভারকে।

গড়ান খেয়ে ল্যাণ্ড রোভারের নিচ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল রানা। ধাতব ছারপোকাটা এখনও ওর হাতের মুঠোয় রয়েছে। ইচ্ছে হলো, পায়ের তলায় ফেলে ভেঙে গুঁড়ো করে দেয়। ভাবছে, কখন থেকে ল্যাণ্ড রোভারের সাথে

রয়েছে এটা তা জানার কোন উপায় নেই—হয়তো সেই রেকিয়াভিক থেকেই। জ্যাক লেমন কিংবা তার অনুচর গ্রীন, দু'জনের একজনের কাজ এটা, সন্দেহ নেই। অপারেশনটার সাথে সোহানাকে জড়ানো চলবে না, কথাটা বারবার মনে করিয়ে দিয়েও সন্তুষ্ট হয়নি জ্যাক লেমন—ভাবছে রানা—সোহানার গতিবিধির উপর সহজে নজর রাখার জন্যে এই ধাতব ছারপোকা রোপণ করে রেখেছে সে। নাকি, জ্যাক লেমন আসলে ওকেই খুঁজে পেতে চায়?

পায়ের সামনে ফেলে দিতে যাচ্ছে জিনিসটা, এই সময় নিজেকে সামলে নিল রানা। ভাবল, এটা নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং কাজে লাগাবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

আবার শুয়ে পড়ল রানা, গড়িয়ে ঢুকে গেল ল্যাণ্ড রোভারের ভিতর। মৃদু একটা ক্লিক শব্দ করে নিজে থেকেই বাম্পারের সাথে আটকে গেল ধাতব ছারপোকাটা।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ব্যাপার ঘটল।

ঠিক কি ঘটল, বলতে পারবে না রানা, ভাল করে বুঝতেই পারেনি ও। অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটা ব্যাপার। গভীর রাতের জমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্ষীণ একটা পরিবর্তন। ধাতব ছারপোকাটা আবিষ্কার করার পর থেকে অস্বাভাবিক সজাগ হয়ে আছে সে, তা না হলে ক্ষীণ পরিবর্তনটা ধরা পড়ত না ওর কাছে। দম বন্ধ করল রানা। গভীর অভিনিবেশের সাথে শুনতে চেষ্টা করছে। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর আবার শুনতে পেল ও শব্দটা।

বহুদূর থেকে ভেসে এল ক্ষীণ আওয়াজটা। গিয়ার বদল করার যান্ত্রিক শব্দ। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ, কোথাও কোন শব্দ নেই, কিন্তু এইটুকুই রানার জন্যে যথেষ্ট।

পাঁচ

ঝুঁকে পড়ে সোহানার গায়ে হাত দিল রানা। 'উঠে পড়ো!' চাপা গলায় বলল ও।

'আবার কি হলো?' আধো ঘুমের মধ্যে কথা বলছে সোহানা। ব্যাগের ভিতর পাশ ফিরে শুলো ও।

'উঠে তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও!'

'খেপেছি নাকি! আমি এখন ঘুমাব...'

'বিপদ, সোহানা,' মৃদু গলায় বলল রানা।

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। নিমেষে ঘুম ছুটে গেল সোহানার। দুই সেকেণ্ডের মধ্যে রেইনকোট বেরিয়ে এল স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে। ইতিমধ্যে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে রানা, অনর্থক প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করল না ও—দ্রুত পোশাক পরে নিচ্ছে।

ফাঁকা জায়গায় ক্যাম্প ফেলেছে ওরা। গাছগুলো খুব দূরে না হলেও, আধো অন্ধকারে সেগুলোকে আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে রানা। কোথাও কিছু নড়ছে না

এক চুল, কোন শব্দও শুনতে পাচ্ছে না ও—রাতের নিস্তব্ধতা সম্পূর্ণ অটুট।

আসবিরগির সরু মুখ এখান থেকে মাইল খানেক দূরে, ভাবছে রানা। বোধহয় সেখানেই থেমেছে গাড়িটা। সেটাই স্বাভাবিক সতর্কতার পরিচয়—বোতলের গলায় ছিপি এঁটে দেয়া। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে পারে অনুমান করে নিশাচরেরা?—পায়ে হেঁটে আসবিরগির ভিতর ঢুকবে। সাথে নিশ্চয়ই রেডিও ডাইরেকশন ফাইণ্ডার আছে, সুতরাং দিক ভুল হবার কোন ভয় নেই। সেই সাথে সিগন্যাল স্ট্রেংথ মিটার রয়েছে, ফলে ঠিক কতটা দূরত্ব হেঁটে আসতে হবে তাও অজানা নেই। কোন গাড়িতে রেডিও ছারপোকা রোপণ করাও যা, গাড়িটাকে সার্চ লাইট দিয়ে আলোকিত করে রাখাও তাই।

'আমি রেডি,' মৃদু গলায় বলল সোহানা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'আমাদের খোঁজে লোক আসছে,' নিচু গলায় বলল ও। 'পৌঁছতে পনেরো মিনিট বা আরও কম সময় নেবে। তোমার কাছে ফায়ার-আর্মস নেই, তাই আমি চাই গা-ঢাকা দাও তুমি।' হাত তুলে বনভূমির একটা দিক দেখাল সোহানাকে, 'ওদিকে কোথাও। গাছের মাঝখানে সবচেয়ে ঘন ঝোপ যেখানে দেখবে তার ভেতর ঢুকে শুয়ে পড়ো। আমি না ডাকলে বেরিয়ো না। যাও।'

'কিন্তু রানা...'

'এখন তর্ক নয়—যা বলছি করো,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সোহানা। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল সে।

গড়িয়ে ল্যাণ্ড রোভারের নিচে চলে এল রানা। রেকিয়াভিকে থাকতেই কলিনসের পিস্তলটা টেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল গাড়ির নিচে, কিন্তু এখন নির্দিষ্ট জায়গায় হাতড়েও সেটাকে খুঁজে পাচ্ছে না ও। ধাতার মধ্যে আঠা লাগানো খানিকটা টেপ রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে ওখানেই ছিল পিস্তলটা। আইসল্যাণ্ডের রাস্তাঘাট এমনই উঁচু নিচু যে ঝাঁকি খেয়ে গাড়ির পার্টস খসে পড়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। পিস্তলটা গেছে যাক, জ্যাক লেমনের মেটাল বক্সটা যে হারাতে হয়নি এর জন্যে ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করল রানা।

অস্ত্র বলতে এখন শুধু সোহানার উপহার দেয়া ছুরিটা রয়েছে রানার কাছে। স্লীপিং ব্যাগের পাশ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ট্রাউজারের ওয়েস্ট ব্যাণ্ডে গুঁজে নিল সেটা। পিছিয়ে এসে ফাঁকা জায়গাটার এক পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল ও।

অপেক্ষা করছে রানা।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আছে রানা। কিন্তু কোথাও কিছু নড়ছে না। ফাঁকা জায়গাটার ওদিকে তাকিয়ে আছে ও। জঙ্গল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হবে, তাই রিস্টওয়াচ দেখছে না। কিন্তু বুঝতে পারছে, বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে গিয়ার বদলের শব্দটা শোনার পর থেকে।

প্রায় আধঘণ্টা পর ভূতের মত এল লোকটা। কালো একটা সচল আকৃতি। পায়ে হাঁটা পথটা ধরে আসছে। অপরূপ সতর্ক অথচ শান্ত একটা ভাব ফুটে উঠেছে তার নড়াচড়ার মধ্যে। কোনও শব্দ করছে না। আবছা অন্ধকারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাতে ধরা জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে রানা। ওটার আকৃতি আর ধরার ভঙ্গি লক্ষ করে যা বোঝার বুঝে নিল ও। প্রতিটি জিনিসকে ধরে রাখার আলাদা ভঙ্গি

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

থাকে। যেভাবে লাঠি ধরে মানুষ, সেভাবে রাইফেল ধরে না। লোকটার হাতে ওটা লাঠি নয়।

ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় পৌঁছে থামল লোকটা। এমন স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আগে থেকে জানা না থাকলে রাইফেল নিয়ে একজন মানুষ বলে মনে না হয়ে লোকটাকে আরও একটা গাছ বলে মনে হত রানার।

হয় রাইফেল, না হয় শটগান, ভাবছে রানা। তার মানে লোকটা প্রফেশনাল। খুন করার মত গুরুতর ব্যাপারে বাধ্য না হলে পিস্তল ব্যবহার করে না প্রফেশনালরা। পিস্তলকে লক্ষ্য ভেদে অব্যর্থ বলা যায় না, অন্তত কোন বোকা তা বলবে না। আর ঠিক কাজের সময় ওগুলো বিগড়ে যায়, গুলি বেরোয় না। প্রফেশনালরা আরও নিখুঁত, আরও শক্তিশালী অস্ত্র পছন্দ করে।

ওর ঘাড়ে যদি লাফিয়ে পড়তে হয়, ভাবছে রানা, ওর পিছনে পৌঁছুতে হবে তাকে। তার মানে, তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে দিতে হবে লোকটাকে। কিন্তু এতে আবার লোকটার বন্ধু বিরাট একটা সুযোগ পেয়ে যাবে রানার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার—না, ভুল হলো, ভাবছে রানা—লোকটার মত তার বন্ধুও নিশ্চয়ই রাইফেল বা শটগান নিয়ে আসবে, সুতরাং ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার ঝুঁকি না নিয়ে সোজা গুলি করবে সে। তবে, লোকটার পিছনে তার কোন বন্ধু আছে কিনা তা জানা যায়নি এখনও। জানার জন্যে অপেক্ষা করবে বলে মনস্থির করল রানা। ওদিকে একটা প্রশ্ন জাগল ওর মনে—আসবিরগিতে ওই অস্ত্র ব্যবহার করলে কি ঘটবে তা কি জানে লোকটা? না জানলে গুলি করার সাথে সাথে প্রচণ্ড একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খাবে।

ক্ষীণ একটু নড়াচড়া লক্ষ করল রানা, পর মুহূর্তে ভোজবাজির মত গায়েব হয়ে গেল লোকটা—আবছা অন্ধকার আর গাছপালার ভিতর হারিয়ে ফেলেছে তাকে রানা। নিঃশব্দে নিজেকে তিরস্কার করছে ও। প্রায় বিশ সেকেণ্ড পর ছোট একটা শুকনো ডাল ভাঙার মৃদু শব্দ হলো। সাথে সাথে বুঝতে পারল ও, গাছপালার ভিতর দিয়ে ওর ঠিক উল্টো দিকে পৌঁছে গেছে লোকটা। প্রফেশনাল, কোন সন্দেহ নেই—সাংঘাতিক সতর্ক শয়তান। সহজ রাস্তাটা ধরে আসে না কখনও, যে-পথ দিয়ে আসবে বলে মনে করা হয় সে-পথটাকে সযত্নে এড়িয়ে চলে। সেটাই সবদিক থেকে নিরাপদ। লোকটাকে এখনও দেখতে পাচ্ছে না ও। সাবধানের মার নেই ভেবে গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অপর দিক থেকে আসার জন্যে ফাঁকা জায়গাটাকে মাঝখানে রেখে একটা বৃত্ত টানার ভঙ্গিতে ঘুরছে সে।

ঘুরতে শুরু করেছে রানাও, কিন্তু উল্টোদিকে। জটিল ঝুঁকি রয়েছে এর মধ্যে, কেননা একটু আগে বা পরে মুখোমুখি হতে হবে দু'জনকে। কোমর থেকে ছুরিটা বের করে নিল রানা। একটা রাইফেলের কাছে এটা কোন অস্ত্রই নয়, ভাবছে ও, তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে ও। প্রতিবার পা ফেলার আগে পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছে সেখানে কোন মরা ডাল পড়ে আছে কিনা। অত্যন্ত কষ্টকর একটা কাজ, ধৈর্যও লাগে।

তোপা-শুকিয়া একটা বট গাছের নিচে থামল রানা। উঁকি দিয়ে আবছা অন্ধকারে কিছু নড়ছে কিনা দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু ... না। একটার সাথে আরেকটা ... কোথাও কিছু নড়ছে ... না। দম আটকে নিয়েছে

রানা, এক চুল নড়ছে না। দু'সেকেণ্ড পরই ওর দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা, দেখতে পেল ও। কালো একটা সচল ছায়া। একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে, দশ গজের মধ্যে। আরও শক্ত করে ধরল রানা ছুরিটা। আরও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করবে ও।

আচমকা ঝোপের ডাল পরস্পরের সাথে বাড়ি খেয়ে জমাট নিস্তব্ধতায় আগুন ধরিয়ে দিল। লোকটার পায়ের কাছে সাদা কি যেন একটা খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরিষ্কার বুঝল রানা, সোজা হেঁটে এসে সোহানার গায়ে পা দিয়েছে লোকটা। দিয়েই ভূত দেখার মত চমকে উঠেছে। ঝট্ করে এক পা পিছিয়ে গেল, সেই সাথে কাঁধে তুলে নিল রাইফেলটা।

'শুয়ে পড়, সোহানা!' চিৎকার করে বলল রানা।

পরমুহূর্তে ট্রিগার টিপে দিল লোকটা। মুহূর্তের জন্যে অন্ধকারকে চিরে দিল এক ঝলক আলো। সেই সাথে বিস্ময়কর ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করল।

মনে হলো, একটা ইনফ্যানট্রি কোম্পানীর সবাই একযোগে একের পর এক রাইফেলের গুলি ছুঁড়ছে। আসবিরগির চূড়াগুলোয় ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসছে গুলির আওয়াজটা, পাথরের উঁচু পাঁচিলের গায়ে টক্কর খেয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত শব্দগুলো ক্রমশ দূরে, আরও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ট্রিগার টেপার সাথে সাথে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা হতভম্ব করে দিয়েছে লোকটাকে, মুহূর্তের জন্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। এই সুযোগে ছুঁড়ল রানা ছুরিটা।

খচ করে নরম একটা শব্দ হলো। দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ, অনেকটা ডুকরে কেঁদে ওঠার মত, বেরিয়ে এল লোকটার গলা থেকে, পরক্ষণে রাইফেল ছেড়ে দুই হাত দিয়ে খামচে ধরল সে নিজের বুক। এক ঝটকায় আকাশের দিকে উঠে গেল মুখটা। হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে গেল পা দুটো, স্লো মোশন ছবির মত ধীরে ধীরে, কয়েক সেকেণ্ড সময় নিয়ে মাটিতে পড়ল সে। ঝোপের ভিতর পা ছুঁড়ছে, হাত দিয়ে মুঠো মুঠো মাটি খাবলাচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে শরীরটা।

অবহেলার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিল রানা, ছুটল সোহানার দিকে। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল ও। মাটির উপর বসে আছে সোহানা, বাঁ দিকের কাঁধের উপরটা চেপে রেখেছে দুই হাত দিয়ে। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলল, 'চিন্তা কোরো না, সিরিয়াস কিছু নয়।'

'দেখি,' সোহানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। কাঁধ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিল সোহানা, তাজা রক্তে তার আঙুলগুলো ভিজে গেছে দেখতে পেল রানা। ক্ষতটা পরীক্ষা করছে ও। শুধু চামড়া নয়, পেশীর খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে বুলেট। সোহানার কথাই ঠিক, বুঝল রানা, সিরিয়াস কিছু না, তবে পরে ব্যথা করবে এই ক্ষত, ভোগাবে। 'দাঁড়াও, এখুনি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি,' বলল ও।

'ওর দিকে নজর দাও, রানা,' মৃদু কণ্ঠে বলল সোহানা।

'আবার গুলি করবে, সে ভয় বোধ হয় নেই,' বলল রানা। টর্চের আলো ফেলল লোকটার ওপর। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিঃসাড় পড়ে আছে সে।

'মারা গেছে, রানা?' জানতে চাইল সোহানা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটার বুকের ওপর আমূল গাঁথা ছুরির হাতলটার দিকে।

'জানি না,' বলল রানা। 'এটা ধরো,' সোহানার হাতে টর্চটা ধরিয়ে দিল রানা। এগিয়ে গিয়ে বসল লোকটার পাশে। কব্জি ধরে পালস অনুভব করার চেষ্টা করছে। দ্রুত লাফাচ্ছে শিরাটা। 'বেঁচে আছে এখনও,' বলল ও। 'হয়তো···বলা যায় না, টিকেও যেতে পারে।' লোকটার মাথা ধরে নিজের দিকে ফেরাল মুখটাকে রানা। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর, বেশ অবাকই হয়েছে গ্রীনকে দেখে। মরিস, নাক টিপলে দুধ বেরুবে, গ্রীন সম্পর্কে এই সব মন্তব্য করেছিল ও—এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। ওদের ক্যাম্পের দিকে গ্রীনের এগিয়ে আসার সতর্ক ভঙ্গির মধ্যে প্রফেশনালের নিপুণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে।

'ল্যাণ্ড রোভারে ফার্স্ট-এইড বক্স আছে,' বলল রানা। 'তুমি যাও, ওকে বয়ে নিয়ে আসছি আমি।' ঝুঁকে পড়ল ও, দুই হাতের মাঝখানে তুলল নিল গ্রীনকে।

গাড়ি থেকে ফার্স্ট-এইড বক্স বের করে আনল সোহানা। গ্রীনের পাশে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল সে।

'না,' বলল রানা। 'আগে তুমি। শার্ট খোলো তোমার।' সোহানার কাঁধের ক্ষতটা পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে পেনিসিলিন পাউডার ছড়িয়ে দিল ও। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে বলল, 'কয়েকটা দিন কাঁধের চেয়ে ওপরে হাতটা তুলতে পারবে না তুমি, এই যা। তাছাড়া বাকি সব ঠিকই আছে।'

'ছুরিটা তুমি সব সময় সাথে রাখো তা তো জানতাম না,' বলল সোহানা।

'তোমার দেয়া জিনিস, কাছ-ছাড়া করতে পারি?' বলল রানা। 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ, দাঁড়াও, এটাকে আগে উদ্ধার করি।'

গ্রীনের বুকের মাঝখানে, কণ্ঠনালীর ঠিক নিচে বিঁধেছে ছুরিটা। সোজাসুজি নয়, একটু উপর দিকে মুখ করে রয়েছে। ছুরির পুরো ফলাটা ঢুকে গেছে শরীরের ভেতর। ঢোকার পথে কি কেটেছে আর কি কাটেনি অনুমান করতে গিয়ে গা শির শির করে উঠল রানার।

গ্রীনের শার্ট ছিঁড়ে ফেলল ও। 'অ্যাবজরবেন্ট প্যাড রেডি রাখো,' সোহানাকে বলল। তারপর ছুরির হাতলটা ধরে টান মারল। ছুরির পিছনের কিনারায় খাঁজ-কাটা থাকায় ক্ষতের ভিতর ঢোকার পথ পেয়ে গেল বাতাস, ফলে অনায়াসে এবং পরিচ্ছন্নভাবে বেরিয়ে এল ফলাটা। প্রায় ধরেই নিয়েছিল রানা, ছুরিটার পিছু পিছু ফিনকি দিয়ে ধমনীর রক্ত বেরিয়ে এসে একচোটে মেরে ফেলবে গ্রীনকে। তেমন কিছু ঘটল না। ছুরিটার সাথে মন্থর গতিতে রক্ত বেরিয়ে আসছে, পেট বেয়ে নেমে গিয়ে জমা হচ্ছে নাভিতে।

ক্ষতের ওপর প্যাড বসিয়ে টেপ দিয়ে সেটাকে আটকে দিচ্ছে সোহানা। গ্রীনের কব্জি ধরে আবার তার পালস দেখছে রানা। আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে।

'চেনো?' সংক্ষেপে জানতে চাইল সোহানা। [illegible] উপর বসল দেন

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'অ্যা[illegible] লোক। এ[illegible]গ্রীন।' ছুরিটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করছে ও। 'আমরা সন্ধ্যে থেকেও রাইফেলধারী লোকটা বলে ধরেছি, সোহানা। আমার বিশ্বাস গ্রীন একা আসেনি।'

উঠে দাঁড়াল রানা। জঙ্গলে ঢুকে খুঁজে বের করল গ্রীনের রাইফেলটা। ল্যাণ্ড রোভারের কাছে নিয়ে এল সেটাকে। নেড়েচেড়ে দেখছে। পাম্প অ্যাকশন রেমিংটন কারবাইন এটা, থার্টি-থার্টি-ও-সিক্স অ্যামুনিশন ব্যবহার করতে হবে। পেশাদার একজন খুনীর জন্যে এটা একটা আদর্শ অস্ত্র। ব্যারেলটা ছোট। র‍্যাপিড ফায়ার, পাঁচ সেকেণ্ডে পাঁচটা বুলেট ছোঁড়া যাবে। বুলেটের ওজন আর ভেলোসিটি যে-কোন সচল মানুষকে মুহূর্তে থামিয়ে দিতে পারবে। মাটিতে পড়ার আগেই মারা যাবে সে। অ্যাকশনটা চেক করল রানা, লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসা রাউণ্ডগুলোকে লুফে নিল শূন্যে। নরম নাকের সাধারণ হান্টিং টাইপ বুলেট। এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে এর ডিজাইন, যাতে বাধা পেলেই ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সোহানার ভাগ্য ভাল, ভাবল রানা।

গ্রীনের উপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখে পানি ছিটাচ্ছে সোহানা, কপালটা রুমাল দিয়ে মুছে দিচ্ছে। 'ওর বোধহয় জ্ঞান ফিরে আসছে রানা।'

ঠোঁট কাঁপছে গ্রীনের। কিছুক্ষণ পর আধবোজা চোখে তাকাল সে। কারবাইন হাতে রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো। উঠে বসার চেষ্টা করল সে, কিন্তু অসহ্য ব্যথা তাকে কাবু করে রাখল, মাথাটাও ভালভাবে মাটির উপর থেকে তুলতে পারল না। ঠাণ্ডা হিম রাত, অথচ জুলফি গড়িয়ে ঘামের ধারা নামছে।

'নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই,' বলল রানা। 'বুঝতে পারছ না, তোমার বুকের দিকে গভীর একটা গর্ত তৈরি হয়েছে?'

জিভ বের করে ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিল গ্রীন। 'মি. লেমন বলেছিলেন···' শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। '···বলেছিলেন আপনার তরফ থেকে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই, নাক ডেকে ঘুমাবেন···'

'আচ্ছা! তাই নাকি? আমার সম্পর্কে এই তার ধারণা বুঝি?' কারবাইনটা তুলে দেখাল রানা। 'এটা সাথে না নিয়ে যদি খালি হাতে আসতে তুমি, এই অবস্থা হত না তোমার। কি মতলবে আসা হয়েছিল?'

'মি. লেমন প্যাকেটটা ফেরত চান,' ফিস ফিস করে বলল গ্রীন।

'তার মানে? সেটা তো রাশিয়ানরা কেড়ে নিয়ে গেছে।'

'না, তারা ওটা পায়নি,' হাঁপাচ্ছে গ্রীন। 'সেজন্যেই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আমাকে মি. লেমন। তাঁর ধারণা, আপনি বেঈমানী করেছেন, আপনার উদ্দেশ্য খারাপ···'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!' ভুরু কুঁচকে বলল রানা। ঘাসের ওপর, গ্রীনের পাশে বসে পড়ল ও, কারবাইনটা রাখল কোলের ওপর। 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো কিনা ভেবে দেখো তো, গ্রীন। রাশানরা জিনিসটা পায়নি, এ-কথা জ্যাক লেমন জানল কোত্থেকে? রাশানরা তো তোমাদের প্রতিপক্ষ, তাদেরকে যদি কেউ বোকা বানায়, সে-কথা তারা নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের জ্যাক লেমনের কাছে এসে স্বীকার করবে না—অথচ ঠিক তাই ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে, তাই না?'

একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল গ্রীনের চেহারায়। বিড় বিড় করে বলল, 'মি. লেমন কোত্থেকে জেনেছেন তা আমি জানি না। তিনি শুধু আমাকে নির্দেশ দিলেন, বললেন আপনার কাছে আছে, প্যাকেটটা, সেটা আমাকে নিয়ে যেতে হবে।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'শুধু নির্দেশ নয়, সেই সাথে এটাও দিয়েছে তোমাকে সে,' হাতের কারবাইনটা দেখাল রানা। 'তারমানে আমাকে খুন করে প্যাকেটটা নিয়ে যেতে বলেছে।' সোহানার দিকে তাকাল ও। 'এই ভদ্রমহিলার কথা কি বলেছে সে? আমার মত ওকেও...'

দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছে গ্রীন, শক্তি ফুরিয়ে আসছে তার। চোখ বুজে বলল, 'আপনার সাথে আর কেউ আছে তা আমি জানতাম না।'

'হয়তো,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমার বস জ্যাক লেমন জানে। ল্যাণ্ড রোভারটা এখানে কিভাবে এল সে প্রশ্ন জাগেনি তোমার মনে?' গ্রীনের বন্ধ চোখের পাতা থরথর করে কয়েকবার কেঁপে উঠতে দেখল রানা। 'খুনের সাক্ষী রাখতে নেই এ-কথা তুমিও জানো।'

উত্তরে কিছু বলতে চেষ্টা করল গ্রীন, কিন্তু ঠোঁটের কোণ বেয়ে প্রথমে উঁকি দিল, তারপর গড়িয়ে বেরিয়ে এল খানিকটা লাল রক্ত, কোন আওয়াজ বেরুল না গলা থেকে।

'বসের অর্ডার অন্ধের মত পালন করছ, আসলে কি ঘটছে সে-সম্পর্কে কিছুই জানো না,' বলল রানা। 'যদি বুঝতাম সব জেনেশুনে এখানে এসেছ তুমি, এই মুহূর্তে খুন করতাম তোমাকে। সে যাক, তোমার সাথে আর কে এসেছে?'

ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে চেপে ধরল গ্রীন, একটা জেদের ভাব ফুটে উঠল তার চেহারায়।

'বোকার মত বীরত্ব দেখাতে যেয়ো না,' রূঢ় গলায় বলল রানা। 'এখন যদি তোমার পেটের ওপর দুই পা রেখে দাঁড়াই আমি, বুকের নিচের ওই গর্তটা থেকে নাড়ি-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসতে শুরু করবে। সব কথা খুলে বললে তোমাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব। এ যাত্রা হয়তো বেঁচেও যেতে পারো। কিন্তু আসবিরণি থেকে বেরুবার সময় কেউ যদি আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে, তোমাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব কিভাবে?'

চোখ মেলে তাকাল গ্রীন। রানাকে ছাড়িয়ে পিছন দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি, সোহানাকে দেখছে। ফিসফিস করে বলল সে, 'আমার সাথে,' কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে, 'মি. লেমন এসেছেন...মাইল খানেক দূরে গাড়িতে বসে...'

'আসবিরণিতে ঢোকার মুখে?'

'হ্যাঁ,' অস্পষ্ট গলায় বলল গ্রীন। এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ দুটো বুজে গেল তার। পালস দেখছে রানা। এত ক্ষীণ, অনুভব করা যায় কি যায় না।

'জিনিসপত্র যা পারো তুলে নাও গাড়িতে,' সোহানার দিকে ফিরে বলল রানা। 'পিছনে ফাঁকা খানিকটা জায়গা রাখো, স্লিপিং ব্যাগগুলোর ওপর গ্রীনকে যাতে শোয়ানো যায়।' উঠে দাঁড়াল ও, আরেকবার চেক করে নিল কারবাইনের লোড।

'কি করার কথা ভাবছ তুমি?'

'কাছাকাছি যদি পৌঁছুতে পারি, শয়তানের বাচ্চাটার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব,' বলল রানা। 'তা যদি সম্ভব না হয়, আমার হয়ে এটা কথা বলবে ওর সাথে।' হাতের কারবাইনটা দেখাল রানা।

'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সবচেয়ে ক্ষমতাবান কর্মকর্তা ও,' বলল সোহানা।

সাদা হয়ে গেছে তার চেহারা। 'ওকে তুমি খুন করবে, রানা? তারপর কি হবে ভেবে দেখছ?'

'জান বাঁচানো ফরজ,' বলল রানা। 'আগে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে, তারপর কি হয় না হয় ভেবে দেখা যাবে।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'জ্যাক লেমনকে খুন করব কিনা তা এখনও আমি জানি না। কিন্তু এটুকু পরিষ্কার জানা হয়ে গেছে আমার, আমাকে খুন করার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছে না সে। শুধু আমাকে নয়, সেই সাথে তোমাকেও।' কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'এর কোন ক্ষমা নেই।'

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল গ্রীন, চোখ মেলে তাকাল। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা। 'খুব খারাপ লাগছে তোমার?'

'হ্যাঁ।' গ্রীনের ঠোঁটের কোণ থেকে আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসছে রক্ত, গলা বেয়ে নেমে এসে মাটিতে জমা হচ্ছে। 'কি আশ্চর্য!' ফিস ফিস করে বলল সে। 'মি. লেমন জানলেন কিভাবে?'

'প্যাকেটের ভেতর কি আছে জানো তুমি?'

'না...জানি না... কি আছে?'

'এই অপারেশনের কথা তোমাদের চীফ স্যার ডেভিড লয়াল জানেন?'

'হ্যাঁ...'

কেউ যদি লাগাম টানতে পারে জ্যাক লেমনের, ভাবছে রানা, একমাত্র স্যার ডেভিড লয়ালের পক্ষেই তা সম্ভব। 'মনটাকে শক্ত করো,' গ্রীনকে বলল ও। 'জ্যাক লেমনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি। খানিক পরই তোমাকে আমরা এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব।'

'মি. লেমন বললেন...' হঠাৎ আবার শ্বাসকষ্ট শুরু হলো গ্রীনের। চোখ মিলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। খক খক করে কাশতে শুরু করল, কাশির সাথে মুখের ভেতর থেকে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। 'মি. লেমন বলেছেন...'

গলার ভেতর আটকে গেল গ্রীনের কাশিটা, স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে ধমনীর রক্ত। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গেল, সাথে সাথে জড় পদার্থের মত স্থির হয়ে গেল সেটা। জ্যাক লেমন আরও কি যেন বলেছে তাকে, কিন্তু চেষ্টা করা সত্ত্বেও কথাটা রানাকে জানিয়ে যেতে পারল না সে। তার বিস্ফারিত দুই চোখের পাতা আঙুল দিয়ে মুদে দিল রানা। উঠে দাঁড়াল।

'এবার তাহলে জ্যাকের সাথে কথা বলতে যেতে হয়,' বলল ও। সোহানা উত্তরে কিছু বলল না দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, দেখল দুই চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে তার। 'তুমি কাঁদছ?' বিস্মিত স্বরে জানতে চাইল ও। 'গ্রীন মারা গেছে বলে? এরই মধ্যে ভুলে গেছ লোকটা তোমাকে খুন করার জন্যে এখানে এসেছিল?'

নিঃশব্দে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা এখনও, তার চোখ থেকে পানি ঝরছে। কিন্তু কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপল না। 'আমি গ্রীনের জন্যে কাঁদছি না,' মৃদু, সংযত গলায় বলল সে, 'তোমার বিপদের কথা ভেবে পানি আসছে চোখে।'

'হায়, বঙ্গ-ললনা!' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'সত্যি তোমাদেরকে চেনা মুশকিল! একটানে ব্লাউজের টিপ্ বোতাম খোলার মত ব্রাশ ফায়ার করে

পটাপট মানুষও মারো, আবার স্বামী-সন্তান-প্রণয়ীর অমঙ্গল আশঙ্কা করে কেঁদে বুকও ভাসাও...'

'থামো!' অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক মেরে বসল রানাকে সোহানা। 'যা করার করেছ, আর কখনও বাঙালী মেয়েদের কান্না নিয়ে ব্যঙ্গ করতে এসো না আমার কাছে।'

'কেন? কেন? বাঙালী মেয়েরা ছিচকাঁদুনে এই অপবাদ তো...'

'অপবাদটা তোমাদের দেয়া—পুরুষদের,' বলল সোহানা। 'তোমরা বোঝো না, বোঝার চেষ্টাও করো না যে বাঙালী মেয়েদের এটা একটা অলঙ্কার, একটা ভূষণ। একটা ভাল জিনিসকে বিকৃত করে তুলতে জুড়ি নেই তোমাদের, যে কোন দার্শনিক বা বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করে দেখো, উত্তর পেয়ে যাবে—কান্না জিনিসটা ক্ষতিকর নয়। এটা একটা গুণ, সরলতার প্রকাশ, আত্মসমর্পণের ভাষা, নির্মলতার লক্ষণ, হৃদয়ের নির্যাস...' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সোহানা।

দুই হাত এক করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল রানা। 'ক্ষমা করে দাও, যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি,' ভয়ে ভয়ে বলল ও। 'আর কখনও...'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর ভাবে বলল সোহানা। 'মনে থাকে যেন।'

ক্যাম্প গুটিয়ে গাড়িতে তুলে নিল ওরা। লাশটাকেও ফেলে যাচ্ছে না। 'আসবিরগিতে লাশ পাওয়া গেলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে,' বলল রানা। 'টুকিটাকি অনেক জিনিসের সাথে এখানে গাড়ির চাকার দাগ রেখে যাচ্ছি আমরা, পুলিস গন্ধ শুঁকে ধাওয়া করলে বিপদে পড়ব। লাশটাকে গায়েব করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কোথায়?'

'ডেট্টিফস অথবা সেলফসে,' দুটো জলপ্রপাতের নাম করল রানা। এগুলোর একটা সারা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। যে-কোন একটাতে ফেলে দেয়া হলে এমনভাবে থেঁতলে যাবে লাশ যে চেনার কোন উপায় থাকবে না, আর ভাগ্য ভাল হলে গ্রীনকে যে ছুরি মারা হয়েছে তাও ঢাকা পড়ে যাবে। লাশটা কেউ দেখতে পেলেও মনে করা হবে নিঃসঙ্গ একজন টুরিস্ট দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গেছে।

রেমিংটন কারবাইনটা তুলে নিয়ে সোহানাকে বলল রানা, 'আধঘণ্টা পর রওনা হবে তুমি। যত দ্রুত গাড়ি চালাতে পারো।'

'গাড়ির আওয়াজে সতর্ক হয়ে যাবে না জ্যাক লেমন?'

'ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে,' বলল রানা। 'রড় তুলে বেরুবার সরু মুখটার দিকে এগোবে, হেডলাইট জেলে। আমাকে দেখতে পাবে তুমি, তখন স্পীড একটু কমিয়ো, যাতে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠতে পারি।'

'তারপর?'

'তারপর আমরা ডেট্টিফসের দিকে যাব। তবে মেইন রোড ধরে নয়। নদীর পশ্চিম দিকের রাস্তাটা ব্যবহার করব।'

'জ্যাক লেমনের ব্যাপারে কি ভাবছ?'

'এখনও কিছু ভাবিনি,' বলল রানা। 'অবস্থাটা আগে আমাকে বুঝতে হবে।'

'ডেবেচিন্তে কাজ কোরো, রানা,' সতর্ক করে দিল রানাকে সোহানা। 'বিটিশ

সরকারকে ক্ষেপিয়ে তুলো না। জ্যাক লেমন খুন হলে...'

'কে খুন হবে তা জানছ কিভাবে? আমিও তো হতে পারি।'

'সে ভয় নেই আমার,' দৃঢ়তার সাথে বলল সোহানা। 'ওকে নয়, আমি ভয় করছি তোমাকে।'

'ব্যাপারটা আমার ওপর নির্ভর করছে না। ওর ওপরও নির্ভর করছে অনেকটা।'

শান্ত হলো সোহানা।

সোহানাকে রেখে একা রওনা হয়ে গেল রানা। আসবিরগির প্রবেশ পথের দিকে এগোচ্ছে ও। আঁকাবাঁকা পাথুরে পথ, কিন্তু খুব চওড়া, গাড়িও আসা-যাওয়া করতে পারে। নিঃশব্দে এগোচ্ছে রানা। তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে সামনের দিকে। গ্রীনকে খুঁজতে আসতে পারে জ্যাক লেমন? ভাবছে ও।—মনে হয় না। গুলির আওয়াজ শুনে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই তার, গ্রীন ঝামেলা চুকিয়ে দিয়েছে মনে করে খুশি হবে সে। গ্রীনের ফিরতে দেরি হলেও আশ্চর্য হবার কথা নয় তার। জানে, প্যাকেটটা খুঁজে বের করতে সময় লাগবে। তার মানে, অনুমান করল রানা, গ্রীনকে আরও এক ঘণ্টার আগে আশা করছে না সে।

এতক্ষণ নিঃশব্দে, কিন্তু দ্রুত হেঁটে এসেছে রানা, এখন আসবিরগির প্রবেশ পথটা দূরে দেখা যেতেই হাঁটার গতি মন্থর করে আনল ও। ঝামেলা এড়াবার জন্যে গাড়িটাকে কোথাও লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে জ্যাক লেমন। উত্তরের ছোট রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আলো ফুটছে আকাশে, দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটা একটা প্রাইভেট কার।

বোকার মত ছোটখাট ভুল করার লোক নয় জ্যাক লেমন। গাড়িটাকে লুকিয়ে রাখেনি, কিন্তু এমন ফাঁকা জায়গার মাঝখানে রেখেছে, গা ঢাকা দিয়ে ওটার দিকে এগোনো অসম্ভব। পথ ছেড়ে একটা পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিল রানা। সোহানার সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও। ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে গুলি খাবার কোন ইচ্ছা নেই ওর।

একটু পরই ইঞ্জিনের আওয়াজ পেল রানা। ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে সোহানা আসছে। গিয়ার বদল করার শব্দটা বেশ জোরেশোরেই শোনা গেল। প্রাইভেট কারের ভিতর ক্ষীণ একটু নড়াচড়া লক্ষ করল রানা, কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবল চোখের ভুলও হতে পারে ব্যাপারটা। ডান কাঁধে তুলল রানা কারবাইনটা। লক্ষ্য স্থির করছে। সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল গ্রীনের, ফোরসাইটে এক বিন্দু লিউমিনাস পেইন্ট লাগাতেও ভুল করেনি। কিন্তু আকাশে আলো আসতে শুরু করছে, এখন আর ওটার কোন দরকার নেই।

প্রাইভেট কারের সামনের হুইলে লক্ষ্য স্থির করেছে রানা। পিছনে ল্যাণ্ড রোভারের আওয়াজ। ক্রমশ বাড়ছে। চলতে শুরু করল কারটা। এই সময় ট্রিগার টেনে ধরল রানা। তিনটে বুলেট, প্রতি সেকেণ্ডে একটা করে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি ওর। ঠিক যেখানে তাক করেছিল টায়ারের সেই জায়গাতেই গিয়ে আঘাত করেছে প্রথম বুলেট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলি খুব সম্ভব মিস হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা ইউ-টার্ন নিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়িটা।

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়ল রানা। শালা পালিয়ে যাচ্ছে কিভাবে? ভাবল

amrsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ও। পরমুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা, সেলফ সীলিং টায়ার রয়েছে ব্যাটার
গাড়িতে। সোজা ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে সাইড গ্লাসে গুলি করা উচিত ছিল ওর।
ভুলটা সংশোধনের কোন সুযোগই দিল না জ্যাক লেমন রানাকে। লেজ তুলে
দিকে দৌড়াচ্ছে সে, পালাচ্ছে। আরেকটু হলে অট্টহাসি বেরিয়ে আসছিল রানার
গলা থেকে। কিন্তু ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে পৌঁছে গেছে সোহানা। লাফ দিয়ে তাতে
উঠে পড়ল রানা।

'পালাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'স্পীড বাড়াও!'

সামনে জ্যাক লেমনের কার একদিকে বিপজ্জনক ভাবে কাত হয়ে বাঁক নিচ্ছে। ধুলোয় মেঘে রাস্তার তেমাথাটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু বাঁক নিতে দেখে বুঝতে পারছে রানা, মেইন রোডের দিকে ছুটছে জ্যাক লেমন।

তেমাথার কাছে পৌঁছে সোহানাও বাঁক নিচ্ছে, কিন্তু উল্টোদিকে। সেই নির্দেশই দিয়ে রেখেছে তাকে রানা। শয়তানটাকে ধাওয়া করে ধরা সম্ভব নয়, ভাবছে ও, দৌড়-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়নি ল্যাণ্ড রোভারের ডিজাইন।

দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে জোকুলসা আ' ফজোলাম-এর তীর ধরে ছুটছে ল্যাণ্ড রোভার। নদীটা বিশাল। ভ্যাটনাজোকুল থেকে বরফ গলা পানি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে উত্তর দিকে। এদিকের রাস্তাটা ভাল নয়। বাধ্য হয়ে গাড়ির স্পীড কমাতে হলো সোহানাকে। 'কি কথা হলো জ্যাক লেমনের সাথে?' জানতে চাইল ও।

'মানে?'

'জানতে চাইছি কে কথা বলল ওর সাথে? তুমি, না, তোমার প্রতিনিধি হয়ে ওই কারবাইনটা?'

'কাছাকাছি পৌঁছুতেই পারলাম না, কথা বলব কিভাবে?'

'তার মানে তুমি গুলি করেছ। নিশ্চয়ই লেগেছে?'

'ভুল করেছি চাকায় গুলি করে,' বলল রানা। 'কিন্তু সেলফ সীলিং টায়ার থাকায় এ যাত্রা পালিয়ে বেঁচে গেল ব্যাটা।'

'ওকে খুন করার জন্যে গুলি করতে তুমি, রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তোমাকে তো বলেছি, ওর অপরাধের ক্ষমা নেই। শুধু আমাকে নয়, তোমাকেও খুন করার জন্যে পাঠিয়েছিল ও গ্রীনকে।'

'মরণবাড় বেড়েছে লোকটা,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সোহানা। 'কিন্তু কেন...কেন ও তোমাকে...'

সোহানার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই উত্তর দিল রানা, 'ঠিক বলতে পারি না। [illegible] হয়নি আমার। শুধু
গোটা ব্যাপারটা জটিল, [illegible] সাক্ষী রাখতে চায় না বলে
জানি, জ্যাক লেমন আমাকে [illegible] চায়, এবং [illegible] ও সম্পর্কে এমন কিছু জানি
তোমাকেও সবাবার [illegible] আনতে পারে। সেই
আমি—অথবা ও মনে করে আমি জানি—[illegible]
ভয়েই হয়তো আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে।' একটু থেমে আবার বলল রানা,
'এই পরিস্থিতিতে তোমাকে আমি কাছে রাখতে পারি না, সোহানা।'
গাড়ি প্রায় থামিয়ে ফেলল সোহানা। সামনে প্রকাণ্ড একটা গর্ত। 'তুমি একা।

ওরা অসংখ্য। তোমার সাহায্য দরকার।' কাঁধের ক্ষতটা ব্যথা করতে শুরু করেছে, মুখ বিকৃত করে কথাগুলো ধীরে ধীরে বলল সে।

'সাহায্য দরকার, তা আমি মনে করি না।' নিজের ওপর দৃঢ় আস্থা রেখে বলল রানা। 'তাছাড়া, কিভাবে সাহায্য করবে তুমি আমাকে? তোমার কাছে তো একটা ব্লেডও নেই।'

'ব্লেড?'

কি যেন চেপে গেল রানা, সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক বলে কথাটা আর তুলল না। পরিবর্তে বলল, 'আমি বলতে চাইছি কোন অস্ত্রই তো নেই তোমার কাছে। কি দিয়ে সাহায্য করবে আমাকে?'

'সাহায্য করতে হলে অস্ত্র লাগবেই এমন কোন কথা নেই—সেটা তুমিও ভাল করে জানো। তাছাড়া, নেই বলছ কেন? কারবাইন, ছুরি, দু'জোড়া ব্রেন, দু'জোড়া হাত—এগুলো কি?' গাড়ির ঝাঁকি খেয়ে আবার কাঁধে ব্যথা পেল সোহানা।

'গাড়ি থামাও,' বলল রানা। 'আমি ড্রাইভ করব।'

উত্তর দিকে আরও দেড় ঘণ্টা এগোল ওরা। তারপর সোহানা বলল, 'ওই দেখা যায়—ডেটিফস!'

পাথুরে প্রান্তরের ওপর দিয়ে দূরে দৃষ্টি চলে গেল রানার। গভীর একটা গিরিখাদের ওপর কয়েক হাজার টন ওজনের পানির একটা চওড়া স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে, তার ওপর সাদা কুয়াশার মত জলকণার বিশাল একটা মেঘ। খরস্রোতা জোকুলসা আ' ফজোলাম পাথর কেটে তৈরি করেছে এই খাদ। 'উঁহু,' বলল রানা, 'এখানে নয়। লাশটাকে দুটো জলপ্রপাত পাড়ি দেয়াব। তাছাড়া, ডেটিফসে সব সময় ভিড় করে থাকে ক্যাম্পাররা। সেলফসে যাই চলো।'

ডেটিফসকে ছাড়িয়ে চলে এল ওরা। তিন কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তা থেকে গাড়ি সরিয়ে আনল রানা। ব্রেক কষে থামা[illegible] বন্ধ করে দিল স্টার্ট। 'এর চেয়ে কাছে যাওয়া উচিত হবে না,' বলল ও। নিজে নামল গাড়ি থেকে, কিন্তু সোহানা নামতে যাচ্ছে দেখে হাত নেড়ে বাধা দিল তাকে। 'নদীর দিকে গিয়ে দেখে আসি কেউ আছে কিনা,' বলল ও। 'সাবধানের মার নেই। তুমি অপেক্ষা করো, কিন্তু অপরিচিত লোকের সাথে কথা বোলো না।'

লাশটাকে চাদর দিয়ে মুড়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তবু ঠিক মত ঢাকা আছে কিনা দেখে নিল রানা আরেকবার। তারপর [illegible] হেঁটে হন হন করে এগোল নদীর দিকে।

এত সকালে কেউ নেই নদীর ধারে। চারদিকে দেখে একটু পরই ফিরে এল রানা। ল্যাণ্ড রোভারের পেছনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল [illegible]। চাদর সরিয়ে দিয়ে সার্চ করল গ্রীনের লাশ। তার ওয়ালেটে সামান্য কিছু টাকা পাওয়া গেল আইসল্যাণ্ডের, বাকি সব জার্মান মার্ক। একটা জার্মান মোটরিং ক্লাবের মেম্বারশিপ কার্ড রয়েছে, এতে গ্রীনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে দিয়েতর বাকনার। তার জার্মান পাসপোর্টও এই নামে। একটা ফটোয় দেখা যাচ্ছে সুন্দরী এক মেয়ের কাঁধে হাত রেখে হাসছে গ্রীন ওরফে বাকনার, পেছনে একটা দোকান, কপালে জার্মান ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস তার এজেন্টদের ছদ্ম পরিচয় নিখুঁত করার

যথাসাধ্য চেষ্টা করে, ভাবল রানা।

এক প্যাকেট রাইফেল অ্যামুনিশন পেল রানা। প্যাকেটটা খোলা হয়েছে। ওটা এক পাশে সরিয়ে রাখল রানা, বাকি সব আবার লাশের পকেটে রেখে দিল।

লাশটাকে কাঁধে ফেলে নদীর দিকে যাচ্ছে রানা। পেছনে সোহানা। খাদের কিনারায় থামল রানা। কাঁধের বোঝা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে পরিস্থিতিটা বুঝে নিচ্ছে। ঠিক এই জায়গায় হঠাৎ একদিকে খানিকটা বেঁকে গেছে খাদ, ফলে স্রোতের ধাক্কা খেয়ে এবড়োখেবড়ো পাথরের গা সমান, মসৃণ হয়ে গেছে। কিনারা থেকে খাপ করে খাড়া পানিতে নেমেছে খাদের দেয়াল। ঝুঁকে পড়ল রানা। দুই হাত দিয়ে ঠেলে কিনারা থেকে নামিয়ে দিল লাশটা। উঁকি দিয়ে দেখছে ও। হাত-পা ছড়িয়ে নেমে যাচ্ছে গ্রীন। ছলকে উঠল পানি, কিন্তু জ্যাকেটের ভিতর বাতাস আটকে থাকায় সাথে সাথে ডুবল না লাশটা। নদীর মধ্য-স্রোতে পড়ে উঠে গেল, দ্রুত ভেসে যাচ্ছে ভাটির টানে জলপ্রপাত লক্ষ্য করে। সেলফসের কিনারা থেকে পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা নিচের তুমুল আলোড়নের মধ্যে।

দুই চোখ ভরা বিষণ্ণতা নিয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'এবার কি?'

'এবার আমি উত্তর দিকে যাব,' বলল রানা। দ্রুত হেঁটে ফিরে এল ল্যাণ্ড রোভারের কাছে। সোহানা যখন ওর কাছে এসে পৌঁছুল আবার, রানা তখন একটা পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে ধ্বংস করছে ধাতব ছারপোকাটাকে।

'উত্তর দিকে কেন, রানা?' বিস্মিতকণ্ঠে জানতে চাইল সোহানা।

'কিফ্লাভিক এয়ারপোর্ট থেকে লণ্ডনের প্লেন ধরব,' বলল রানা। 'স্যার ডেভিড লয়ালের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।' রেডিও ছারপোকার গায়ে পাথরের আরেকটা ঘা বসিয়ে দিল রানা।

'কোন রাস্তা ধরব আমরা? মিভাটন হয়ে যাব?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে রানা। ছারপোকাটাকে শেষ একটা আঘাত করে উঠে দাঁড়াল ও। সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে জিনিসটা। 'মেইন রোড এড়িয়ে চলব আমি,' সোহানার দিকে ফিরে বলল। 'ওডাডাহ্‌রাউন আর আস্কজা হয়ে যাব। কিন্তু তুমি আমার সাথে যাচ্ছ না...'

রানাকে বাধা দিয়ে বলল সোহানা, 'সে দেখা যাবে।' কথাটা বলে গাড়ির চাবিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার খপ করে লুফে নিল সে।

ছয়

প্রকৃতি এখনও আইসল্যাণ্ডকে গড়ার কাজ শেষ করে উঠতে পারেনি।

গত পাঁচশো বছরে পৃথিবীর পেট থেকে উগরে দেয়া পৃথিবীর সমস্ত লাভার এক-তৃতীয়াংশ বেরিয়েছে আইসল্যাণ্ডের গা ফুঁড়ে। এ পর্যন্ত দু'শো আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হয়েছে, বিশটা এখনও জ্যান্ত। ভূ-তাত্ত্বিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে দেশটা।

লাভা উদ্গিরণের হাজার বছরের একটা জরিপ থেকে জানা যায়, গড়পড়তায় পাঁচ বছর অন্তর বড় ধরনের একটা অগ্নি-নিঃসরণের ঘটনা ঘটে আইসল্যাণ্ডে। আস্কজা—অ্যাশ ভলক্যানো—শেষবার উনিশ শো একষট্টি সালে উদ্গিরণ করেছে। সেবার দেড় হাজার মাইল দূরে, সেই লেনিনগ্রাদের কাছে গিয়ে পড়েছিল বেশ খানিকটা ছাই। আস্কজার উত্তর আর পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ এলাকা গভীর ছাই-এর স্তূপে বিবাক্ত আর বিরান হয়ে গেছে। আরও দক্ষিণের এলাকার অবস্থা মারাত্মক শোচনীয়। লাভার স্রোতে মাইলের পর মাইল ঢাকা পড়ে গেছে মাটি, সেখানে কোন আবাদ হয় না, থমকে গেছে প্রাণের উন্মেষ, জনবসতি গড়ে উঠতে পারেনি। উত্তর-পূর্ব আইসল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ নিজের মর্জির ওপর রেখেছে আস্কজা। প্রকৃতির নির্দয় মার খেয়ে নাস্তানাবুদ, জর্জরিত চেহারা হয়েছে এলাকাটার, এর মত দুর্ভাগ্য কবলিত প্রাকৃতিক দৃশ্য দুনিয়ার আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

চাঁদের মত রুক্ষ আর নির্জন, অভিশপ্ত আর দুর্গম, স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ওডাডাহ্‌রাউন, এর ভিতর দিয়েই এগোচ্ছে ওরা। শব্দটার অন্তর্নিহিত অর্থ, খুনেদের রাজ্য। প্রাচীন যুগে পলাতক অপরাধীদের গা ঢাকা দেয়ার সর্বশেষ আশ্রয় ছিল এটা।

ওডাডাহ্‌রাউনে কদাচ রাস্তার দেখা পাওয়া যেতে পারে। পরিকল্পিত কোন পথের নিশানা কোথাও নেই। ওবিগ্‌দির অর্থাৎ অভ্যন্তরে যারা যায়, ধুলোয় তাদের গাড়ির চাকার যে দাগ পড়ে, সেটাই রাস্তা। সাধারণত বিজ্ঞানীরা—জিওলজিস্ট আর হাইড্রোগ্রাফাররা—যায় ওদিকে। প্রতিটি গাড়ি পুরানো পথটাকে আরও একটু গভীর বা স্পষ্ট করে। কিন্তু শীতকালে পানির ঢল, বরফের স্খলন আর পাথরের পতন, এই তিন ধরনের হামলায় পথের নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে যায় নিঃশেষে। গ্রীষ্মের প্রথম দিকে ওবিগ্‌দিরে যাচ্ছে ওরা, কখনও পুরানো পথের ওপর আরেক দফা গাড়ির চাকার দাগ ফেলছে, কখনও পথ হারিয়ে নতুন আরেকটা তৈরি করে এগোচ্ছে।

সকালের প্রথম দিকটা বেশ ভালই কাটল ওদের। জোকুলসা আ'ফ জোলামের সাথে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছে পথটা। ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি, কিন্তু হাড়ে হাড়ে বাড়ি খাবার মত তীব্র নয়। পাশেই ফেনা তুলে গর্জনে ছুটছে নদী, বরফগলা পানির রঙ গ্রে-গ্রীন, নামছে গিয়ে আর্কটিক মহাসাগরে।

দুপুরে মোডরুডালার-এর উল্টোদিকে পৌঁছুল ওরা। নদীর ওপারে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে উঠল সোহানা: প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ...। তার কনুইয়ের একটা খোঁচা খেয়ে রানাও সুর মেলাল কিছুক্ষণের জন্যে, শেষের দিকটা হারমোনাইজ করতে গিয়ে বেসুরো করে ফেলে থেমে গেল।

সোহানাকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেবার প্ল্যানটা বাতিল করে দিয়েছে রানা। সে যে আসবিরগিতে ছিল, জ্যাক লেমনের তা অজানা থাকার কথা নয়। খুন করার চেষ্টায় গ্রীনের সাথে জ্যাক লেমনও নিজে উপস্থিত ছিল, এবং রানার সাথে সোহানাও সেই ঘটনার একজন সাক্ষী, সুতরাং সোহানাকে অরক্ষিত অবস্থায় কোথাও পেলে তার মুখ বন্ধ করার সুযোগটা নিতে ছাড়বে না সে। যা আছে কপালে, সোহানাকে নিজের সাথেই রাখবে বলে স্থির করেছে রানা।

বেলা তিনটের সময় উষ্কার ঘাঁটিতে পৌঁছুল ওরা। ঘাঁটি মানে মুখ-ঢাকা বিশাল আগ্নেয়গিরির নিচে একটা ঘর। আগ্নেয়গিরিটার নাম হারডুবারহিড, মানে বৃষস্কন্ধ। দু'জনেরই পেট চোঁ চোঁ করছে খিদেয়।

amnsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'দিনটা এখানে কাটিয়ে দিলেই তো পারি,' বলল সোহানা।

ঘরটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'না,' বলল ও। 'কেউ হয়তো ঠিক তাই আশা করে বসে আছে। আকজার দিকে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে থামব কোথাও। তবে এখানে বসে পেট-পুজোটা সেরে নেয়া যেতে পারে।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে কি করল সোহানা, টেরই পেল না রানা—ঘরের সামনে খোলা জায়গায় খাবার পরিবেশন করে ডাকাডাকি শুরু করে দিল সে। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে রানা, সোহানার ডাক শুনে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে জুতো দিয়ে পিষে আগুন নেভাল, তারপর ফিরে এসে বসল ফোলডিং চেয়ারে। হেরিং মাছের স্যাণ্ডউইচে কামড় দিতে যাচ্ছে ও, এই সময় একটা বুদ্ধি বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর মাথায়। একবার ঘরের পাশে খাড়া হয়ে থাকা রেডিও মাস্ট-এর দিকে, তারপর ল্যাণ্ড রোভারের হুইপ অ্যান্টেনার দিকে দ্রুত বার কয়েক তাকাল ও। 'আচ্ছা, সোহানা, বলতে পারো, এখান থেকে আমরা রেকিয়াভিকের সাড়া পাব কিনা—মানে, ওখানে ফোন আছে এমন কোন লোকের সাথে কথা বলতে পারব?'

মুখ তুলে রেডিও মাস্টের দিকে তাকাল সোহানা। 'কেন পারবে না! গুফনেস রেডিওর সাথে তুমি যোগাযোগ করলেই ওরা টেলিফোন সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবে তোমার।'

'ট্রান্স আটলান্টিক কেবল আইসল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে গেছে,' মহাখুশি দেখাচ্ছে রানাকে, 'সেজন্যে তাহলে আমাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়। টেলিফোন সিস্টেমে যদি নাক গলাতে পারি, তাহলে শুধু রেকিয়াভিককে কেন, লণ্ডনকেও তো কল করতে পারি আমরা।' ল্যাণ্ডরোভারের দিকে হাত তুলল ও। মৃদুমন্দ বাতাসে একটু একটু দুলছে অ্যান্টেনা। 'আমাদের ওই গাড়িতে বসেই তা সম্ভব।'

আইসল্যাণ্ডকে এবং আইসল্যাণ্ডের লোকজনকে রানার চেয়ে বেশি চেনে সোহানা। লণ্ডনে পড়াশোনা করার সময়, রানার সাথে যখন পরিচয় হয়নি ওর, বহুবার ছুটি কাটাবার জন্যে এখানে এসেছে ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে। বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে, বলল, 'এ কাজ কেউ করেছে বলে কখনও শুনিনি।'

স্যাণ্ডউইচটা শেষ করল রানা। 'করতে না পারার কোন কারণ তো দেখছি না। ভেবে দেখো, নীল আর্মস্ট্রং যখন চাঁদে ছিল প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার সাথে কথা বলেছিলেন। উপকরণ সব হাতের কাছেই রয়েছে, ঠিক মত জোড়া লাগালেই হয় এখন।'

'টেলিফোন ডিপার্টমেন্টে আমার পরিচিত এক লোক আছে...'

'তবে তো কথাই নেই,' টেবিলের উপর থেকে প্লেট সরিয়ে দিয়ে কাগজ কলম বের করে রাখল রানা। খস খস করে একটা নাম লিখে কাগজটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'এই নামে লণ্ডনের নাম্বার। স্যার ডেভিড নয়ালের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাই আমি।'

'তিনি যদি কলটা গ্রহণ না করেন?'

নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'তা হতেই পারে না। আমার বিশ্বাস বর্তমান পরিস্থিতিতে আইসল্যাণ্ডের যে কোন কল গ্রহণ করবেন তিনি।'

রেডিও মাস্টের দিকে তাকাল সোহানা। 'গাড়ি থেকে না করে ঘরের ভিতর থেকে কল বুক করি, কি বলো? ঘরের সেটটা অনেক বড়, সুতরাং পাওয়ারও বেশি।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহু,' বলল ও। 'ওটা ব্যবহার করা উচিত হবে না। জ্যাক লেমন হয়তো টেলিফোন বাণ্ডগুলো মনিটর করছে। স্যার ডেভিড নয়ালকে আমি যা বলব তা শুনতে পেলে খাক সে, কিন্তু কোত্থেকে বলছি তা তাকে কোন ভাবেই জানানো চলবে না। ল্যাণ্ড রোভার থেকে কল করলে, আমাদের পজিশন সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা পাবে না সে।'

ল্যাণ্ড রোভারে উঠে বসল সোহানা। সেট অন করে গুফনেস রেডিও স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দুর্বোধ্য যান্ত্রিক কোলাহল ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না, যেন বিদেহী অতৃপ্ত আত্মারা একযোগে হা-হুতাশ করছে। 'পশ্চিম পাহাড়ে নিশ্চয়ই ঝড় হচ্ছে,' বলল সোহানা। 'আকুরেইরি স্টেশনকে পাওয়া যায় কি না দেখব?' চারটে রেডিও-টেলিফোন স্টেশনের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে কাছে।

'না,' বলল রানা। 'আদৌ যদি মনিটরিং করে জ্যাক, আকুরেইরির ওপর বেশি মনোযোগ থাকবে তার। সেইডিসফজোরদারকে পাওয়া যায় কিনা দেখো।'

পুব আইসল্যাণ্ডের সেইডিসফজোরদারের সাথে যোগাযোগ করতে খুব বেগ পেতে হলো না সোহানাকে। রেকিয়াভিকের দিকে চলে যাওয়া ল্যাণ্ড লাইন নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ দেয়া হতেই পরিচিত লোকটাকে চাইল সোহানা। ওর এক বান্ধবীর ভাই সে। একটু পরই লাইনে পাওয়া গেল তাকে। ঝাড়া দুই মিনিট তর্ক-বিতর্ক চলল। কম করেও তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে সোহানার। অবশেষে ওর জেদই বজায় থাকল। 'এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে,' রানাকে বলল ও।

'চলবে,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল রানা। 'সেইডিসফজোরদারকে বলে রাখো, কলটা এলে আমাদের সাথে যেন যোগাযোগ করে।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। ভাবছে, এক ঘণ্টা পর ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হবে বিকেল তিনটে বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। স্যার ডেভিড নয়ালকে ধরার জন্যে সময়টা ভাল।

জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে গাড়িতে তুলল ওরা। উত্তর বরাবর, দূরের পথ, আর্টনাজোকুল-এর দিকে এগোচ্ছে ল্যাণ্ড রোভার। রিসিভারের সুইচ অন করে রেখেছে রানা, কিন্তু নব ঘুরিয়ে সাউণ্ড কমিয়ে দিয়েছে, একনাগাড়ে চাপা যান্ত্রিক আওয়াজ বেরিয়ে আসছে স্পীকার থেকে।

'স্যার ডেভিড নয়ালের সাথে কথা বলে কোন লাভ হবে?'

'ভদ্রলোক জ্যাক লেমনের বস,' বলল রানা। 'ইচ্ছে করলে আমার পেছন থেকে ডেকে নিতে পারেন কুকুরটাকে।'

'তা কি তিনি নেবেন?' সোহানার গলায় সন্দেহের দোলা। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস তোমার সহযোগিতা চেয়েছিল, তা করতে তুমি রাজিও হয়েছিলে, পরে সহযোগিতা তো দূরের কথা, ওদের সাথে বেঈমানী করেছ—প্যাকেটটা এক জায়গায় পৌঁছে দেবার কথা, তুমি দাওনি। স্যার ডেভিড নয়াল ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখবেন না।'

anmonir@yahoo.com
www.murchona.com ©

'আইসল্যাণ্ডে যা ঘটছে তা তিনি জানেন বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'জ্যাক লেমন তোমাকে আর আমাকে খুন করার প্ল্যান এঁটেছে, এরই মধ্যে একটা পরিকল্পিত চেষ্টাও নিয়েছে সে—এসব কথা জানা নেই তাঁর। আমার ধারণা নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় চলছে জ্যাক।' চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। 'অবশ্য আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। ওদের চীফ-এর সাথে কথা বলে এই ব্যাপারটাই আমি বুঝতে চাই।'

'যদি বোঝো ওদের চীফও তোমার বিরুদ্ধে রয়েছেন? তিনি যদি বলেন প্যাকেটটা ফেরত দিতে হবে জ্যাক লেমনকে? কি করবে তুমি?'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল রানা, 'জানি না।'

'কে জানে, স্যার ডেভিড লয়ালের নির্দেশেই হয়তো জ্যাক লেমন তোমাকে খুন করার চেষ্টা করছে,' বলল সোহানা। 'আমাদের জানা নেই এমন কোন কারণে তোমাকে সরিয়ে ফেলা একান্ত দরকার বলে মনে করছে হয়তো। এসপিওনাজ জগতে কেউ কারও সত্যিকার মিত্র নয়, জানোই তো।'

কোন মন্তব্য করল না রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে ও। হঠাৎ ব্রেক কষল, ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যাণ্ড রোভার। অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে সোহানা। 'কি হলো?'

'ওদের চীফের সাথে কথা বলার আগে জানা দরকার আমার হাতের তাসটা কি,' বলল রানা। 'ক্যান-ওপেনারটা বের করো, প্যাকেটটা খুলে দেখব আমি।'

'কাজটা কি ভাল হবে, রানা? তুমি নিজেই না বললে প্যাকেটের ভেতর কি আছে তা না জানাই বোধহয় ভাল?'

'এখন আমি অন্য কথা ভাবছি,' বলল রানা। 'হাতের তাসটা কি, জানা না থাকলে কিভাবে খেলব আমি? ওরা জোর করে খেলাচ্ছে আমাকে, কিন্তু তাই বলে হেরে যেতে পারি না আমি। যেটা পাবার জন্যে রাশানরা উন্মাদ হয়ে উঠেছে, দেখাই যাক না জিনিসটা আসলে কি।'

গাড়ি থেকে নেমে গেল রানা। রিয়ার বাম্পারের সাথে টেপ দিয়ে আটকে রাখা প্যাকেটটা খুলে নিয়ে আবার ফিরে এল নিজের সীটে। ইতিমধ্যে ক্যান-ওপেনার বের করে ফেলেছে সোহানা। তার কৌতূহলও রানার চেয়ে কম নয়। রানার হাতে ধরা মেটাল বক্সটার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

চকচকে যে-ধরনের মেটাল দিয়ে ক্যান তৈরি করা হয়, বাক্সটাও সেই মেটালে তৈরি, তবে আলো-বাতাস লেগে আর এটা-সেটার সাথে ঘষা খেয়ে এর গায়ে মরচে ধরার মত কিছু দাগ ফুটেছে। চারদিকের কিনারায় বর্ডারের ধাতব পাত মুড়ে দিয়ে এক-ধরনের নকশা তৈরি করা হয়েছে, ব্যাপারটা লক্ষ করে রানা বুঝল, বাক্সটার ওপর দিকটাই এর মুখ। টিপে-টুপে, চাপ দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল অপর পাঁচটা দিকের চেয়ে ওপরের দিকটা একটু বেশি নরম, চাপ দিলে সহজেই ডেবে যেতে চায়। ক্যান-ওপেনারের ব্লেডটা ওখানে ঠেকাল রানা। শোবারের মত ভাবছে, কাজটা সত্যি উচিত হচ্ছে কিনা। কোন বিপদ ঘটবে না তো? কে জানে, এর ভেতর হয়তো...

সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে গভীর একটা শ্বাস নিল রানা, তারপর চাপ দিয়ে ক্যান ওপেনারের ডগাটা বাক্সের এক কোণে ঢুকিয়ে দিল। হিস্ শব্দে ভেতরে ঢুকল খানিকটা বাতাস। ভেতরে যাই থাক, সেটাকে এয়ারপ্রুফ অবস্থায় রাখা হয়েছে। ভেতর থেকে এখন দুই পাউণ্ড পাইপ টোব্যাকো না বেরুলেই হয়, ভাবল রানা। পরমুহূর্তে গুরুতর একটা বিপদের আশঙ্কা উঁকি দিয়ে গেল ওর মনে। এমন ডিটোনেটারও আছে যেগুলো এয়ার প্রেশারের সাহায্যে অপারেট হয়। বাতাস ঢোকার পর থেকে এই মুহূর্তে বাক্সটা যদি বুম করে ওর মুখের ওপর বিস্ফোরিত হয়...

কিন্তু এখনও বিস্ফোরিত হয়নি, ভাবল রানা। আরেকটা গভীর শ্বাস নিয়ে ক্যান-ওপেনার দিয়ে ধাতব পাত কাটতে শুরু করল ও। কিনারা ধরে পরিচ্ছন্নভাবে চিরে নিচ্ছে মাথাটা। দু'মিনিটের মধ্যে বাক্সটা খুলে ফেলল ও।

ঢাকনি তুলে ভেতরে তাকাল রানা। খয়েরী রঙের চকচকে এক টুকরো প্লাস্টিক দেখতে পাচ্ছে ও, গায়ে খুদে খুদে অসংখ্য কি সব বসানো রয়েছে। ঠিক চিনতে পারছে না, কিন্তু আকার-আকৃতি আর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এটা বোধ হয় ইলেকট্রনিক কোন জিনিস। ঠিক এই জিনিস না হলেও, এই ধরনের কাছাকাছি জিনিস রেডিও মেরামতের বড় বড় দোকানে দেখতে পাওয়া যায়। বাক্স থেকে বের করে হাতের তালুতে নিল রানা জিনিসটাকে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। নিরাশ দেখাচ্ছে ওকে।

অত্যন্ত জটিল আর সূক্ষ্ম একটা ইলেকট্রনিক সার্কিটের বেস প্লেট ওই খয়েরী রঙের প্লাস্টিক টুকরোটা। রেজিস্টর আর ট্রানজিস্টরগুলো চিনতে পারছে রানা, কিন্তু আরও অসংখ্য জিনিস রয়েছে, সেগুলোর পরিচয় জানা নেই ওর। অনেক দিন আগে রেডিও সম্পর্কে উৎসাহী ছিল ও, তখন কিছু পড়াশুনাও করেছিল—কিন্তু এর মধ্যে টেকনোলজিক্যাল দুনিয়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সে-সম্পর্কে তেমন কোন খবরই রাখে না ও। আগের দিনে একটা কমপোনেন্টকে মানুষ কমপোনেন্ট হিসেবে আলাদা ভাবে চিনতে পারত, কিন্তু ইদানীং তুখোড় সব তরুণ বিজ্ঞানীরা খুদে এক টুকরো সিলিকনের ওপর সাংঘাতিক জটিল অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটা সার্কিট বসাচ্ছে যাতে ডজন ডজন কমপোনেন্ট থাকে; তবে সেগুলোকে দেখতে হলে মাইক্রোসকোপে চোখ ঠেকাতে হবে।

'কি এটা?' অগাধ আস্থার সাথে জানতে চাইল সোহানা। প্রশ্নটার মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল, রানা যেন সবজান্তা, এটার উত্তরও ওর নিশ্চয়ই জানা আছে।

'জানি না,' সরল স্বীকারোক্তি বেরিয়ে এল রানার মুখ থেকে। খুঁটিয়ে আরও মনোযোগের সাথে দেখছে ও, যদি দু'একটা সার্কিট দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ফলাফল শূন্য। জিনিসটার একটা অংশে মুদ্রাকৃতি কিছু প্লেট দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর কিনারায় প্রিন্টেড সার্কিটও রয়েছে; প্রতিটি প্লেটে গিজ গিজ করছে কয়েক ডজন কমপোনেন্ট। আর সব অংশগুলোর ডিযাইন তুলনামূলকভাবে পরিচিত বলে মনে হলো রানার, কিন্তু মাঝখানে একটা উদ্ভট ধাতব আকৃতি রয়েছে, যার পরিচয় অনুমান করা ওর সাধ্যের বাইরে।

বেসপ্লেটের শেষ দিকে দুটো সাধারণ স্ক্রু টারমিনাল দেখতে পাচ্ছে রানা,

দুয়োর ওপরই একটা করে এনগ্রেভ-করা ব্রাস প্লেট স্ক্রু দিয়ে আটকানো রয়েছে। একটা টার্মিনালের গায়ে প্লাস (+) চিহ্ন অপরটার গায়ে মাইনাস(—) চিহ্ন রয়েছে। তার ওপর এনগ্রেভ করা সংখ্যা দেয়া আছে: '110V 60~।' 'এটা মার্কিন ভোল্টেজ আর ফ্রিকোয়েন্সির হিসাব,' বলল রানা। 'ইংল্যান্ডে ওরা ব্যবহার করে দুশো চল্লিশ ভোল্ট, পঞ্চাশ সাইকেল। কিন্তু আমেরিকানরা ব্যবহার করে একশো দশ ভোল্ট, ষাট সাইকেল। এসো, ধরা যাক, এটা হলো ইনপুট-এর শেষ মাথা।'

'তার মানে,' বলল সোহানা, 'জিনিসটা কি তা জানা না গেলেও এটা যে আমেরিকান...'

'সম্ভবত আমেরিকান,' সতর্কতার সাথে বলল রানা। পাওয়ার প্যাকের কোন অস্তিত্ব দেখছে না ও, টার্মিনাল দুটোও উপযুক্তভাবে সংযুক্ত নয়—এগুলোয় একশো দশ ভোল্ট আর ষাট সাইকেলের কারেন্ট সাপ্লাই করা হলে কি ঘটবে, কিংবা আদৌ কিছু ঘটবে কিনা, কিছুই বুঝতে পারছে না ও।

জিনিসটা যাই হোক, সন্দেহ নেই, এটা একটা অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক গ্যাজেট। ইলেকট্রনিক জাদুকর সম্প্রদায় এত দূর এবং এত দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করেছে, তাদের তৈরি একটা অ্যাডভান্সড কমপিউটার, সিগারেটের প্যাকেটের চেয়ে আকারে ছোট; অনায়াসে প্রমাণ করতে পারে যে $e=mc^2$, অথবা ঠিক উল্টোটাও করতে পারে, অর্থাৎ ফর্মুলাটা ভুল বলেও প্রমাণ করে দিতে পারে।

কোন ইলেকট্রনিক বিশেষজ্ঞের অলস সময়ের ফসলও হতে পারে জিনিসটা। কিন্তু ধারণাটাকে সাথে সাথে বাতিল করে দিল রানা। চেহারাতেই লেখা রয়েছে, এটা একটা অত্যন্ত মূল্যবান দারুণ সফিসটিকেটেড বস্তু, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে। এর পেছনে প্রচুর শ্রম, অনেক বিজ্ঞানীর মেধা, অনেক কারখানার অবদান দরকার হয়েছে। যে-সব কারখানার কোন জানালা থাকে না এবং নিষ্ঠুর চেহারার সশস্ত্র গার্ডরা যার চারদিকে পাহারা দেয়।

চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। অন্যমনস্কভাবে জানতে চাইল, 'কিফলাড্রিক বেসে লী শ্লেঙ্গার এখনও আছে কিনা জানো তুমি?'

'জানি। কিফলাড্রিক এয়ারপোর্টে দেখা হয়েছিল আমার সাথে।'

আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চোখ দুটো। ইলেকট্রনিক জিনিসটার গায়ে একটা বাড়ি মারল তর্জনী দিয়ে, বলল, 'আইসল্যান্ডে সেই একমাত্র লোক, এটা সম্পর্কে হয়তো কিছু বলতে পারবে আমাদেরকে।'

'লী শ্লেঙ্গার? তাকে তুমি দেখাবে এটা?'

'উচিত হবে কিনা...হ্যাঁ, সে কথা আমিও ভাবছি,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'দেখেই হয়তো আঁৎকে উঠবে সে, বলবে এটা ...মার্কিন সরকারের একটা সম্পত্তি, কিছু দিন আগে চুরি গেছে।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'সেক্ষেত্রে ইউএস নেভীর একজন কমাণ্ডার হিসেবে তার ঘাড়ে কিছু দায়িত্ব চাপবে। হাজার হোক জিনিসটা অন্তত তোমার কাছে থাকার কথা নয়।'

'অনেক প্রশ্নের জবাব চাইবে ওরা।'

'অথচ তুমি মুখ খুলতে পারবে না।'

বাক্সের ভেতর জিনিসটা ভরে রাখল রানা। বাক্সের ওপরের অংশটা জায়গা মত বসিয়ে টেপ দিয়ে আটকে দিল। বলল, 'একবার যখন সেভ্রিক থেকে বের করে ফেলেছি, এর পরিচয় আমাকে জানতেই হবে।'

'ওই শোনো!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল সোহানা। 'আমাদের নাম্বার!'

রেডিও টেলিফোনের ভলিউম কন্ট্রোল ঘোরাল রানা, সাথে সাথে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়ে উঠল। 'সেইডিসফজোরদার কলিং সেভেন জিরো ফাইভ। সেইডিসফজোরদার কলিং সেভেন জিরো ফাইভ।'

হুক থেকে হ্যাণ্ডসেটটা নামাল রানা। 'সেভেন জিরো ফাইভ বলছি।'

'সেইডিসফজোরদার কলিং সেভেন জিরো ফাইভ। আপনার লণ্ডন কল সাড়া দিচ্ছে। সংযোগ দিচ্ছি আমি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সেইডিসফজোরদার।'

যান্ত্রিক কোলাহলের ধরন ধারণ হঠাৎ বদলে গেল, আরও অনেক দূর থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, 'ডেভিড নয়াল বলছি। জ্যাক লেমন কথা বলছ?'

রানা বলল, 'খোলা লাইনে কথা বলছি আমি, স্যার—সম্পূর্ণ ওপেন লাইন। বি কেয়ারফুল।'

কয়েক সেকেণ্ড অপরপ্রান্তে সাড়া নেই। তারপর স্যার ডেভিড নয়াল বললেন, 'বুঝতে পারছি। কে বলছেন আপনি? খুব খারাপ লাইন এটা।'

খারাপ লাইন, সন্দেহ নেই। সিক্রেট সার্ভিস চীফ-এর কণ্ঠস্বর মুহূর্তে বিস্ফোরণের মত প্রকট শোনাল রানার কানে, পরক্ষণে অস্পষ্ট হয়ে এল। 'আমি আপনার সাথে মাসুদ রানা কথা বলছি, স্যার।'

একরাশ দুর্বোধ্য চিৎকার ঢুকল রানার কানে। তার বেশিরভাগই যান্ত্রিক, কিন্তু সবটুকু নয়—রানার সন্দেহ হলো, স্যার ডেভিড নয়াল লণ্ডনে বসে তার উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ছেন। কয়েক সেকেণ্ড পর একটা প্রশ্ন শুনতে পেল ও। বাঘের গর্জনের মত শোনাল চীফ-এর কণ্ঠস্বর, 'তোমার নামে এসব কি শুনছি আমি, রানা? জানো এর পরিণতি কি হতে পারে?'

সোহানার দিকে তাকাল রানা, একটা ভুরু নাচিয়ে নিঃশব্দে বলতে চাইল, শুনলে তো? সিক্রেট সার্ভিস চীফ-এর গলার আওয়াজই প্রমাণ করছে, রানার পক্ষে নন তিনি। কিন্তু, ভাবছে রানা, ভদ্রলোক জ্যাক লেমনকে পরিচালনা বা সমর্থন করছেন কিনা সেটা জানা দরকার।

'আজ সকালে জ্যাকের সাথে কথা হয়েছে আমার,' স্যার ডেভিড নয়াল বিস্ফোরিত হচ্ছেন আবার। 'ও বলল, তুমি...মানে, ওর কন্ট্যাক্টকে তুমি বাতিল করে দেবার চেষ্টা করেছ। ফিলিপ কোথায়? কি করেছ তাকে তুমি? আমি...'

'ফিলিপ? সে আবার কে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'তুমি সম্ভবত তাকে বাকনার অথবা গ্রীন হিসেবে চেনো।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আপনি ঠিকই শুনেছেন, স্যার। জ্যাক লেমনের কন্ট্যাক্টকে আমি বাতিল করে দিয়েছি। চিরতরে।'

'ফর গডস সেক!' রানার স্বীকারোক্তি শুনে আঁৎকে উঠলেন স্যার ডেভিড নয়াল। 'তবে কি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছ তুমি?'

৩

'না,' যথাসম্ভব শান্তভাবে বলল রানা। 'চেষ্টার ত্রুটি করছে না জ্যাক, কিন্তু এখনও সে আমাকে পাগল বানাতে পারেনি। শুনুন, স্যার। জ্যাক প্রথমে আমার কন্ট্যাক্টকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। উপায় নেই দেখে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হয়েছে আমাকে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে এখানে, স্যার। জ্যাক পাঠিয়েছিল ওকে।'

'কিন্তু জ্যাক অন্য কথা বলছে।'

'তা তো বলবেই,' বলল রানা। 'সে পাগল হয়ে গেছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিপক্ষের সাথে হাত মিলিয়েছে সে। ওদের বেশ কিছু প্রতিনিধির সাথেও দেখা হয়েছে আমার···'

'অসম্ভব!' রানার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না স্যার ডেভিড নয়াল।

'কোনটা অসম্ভব বলছেন, স্যার?' জানতে চাইল রানা। 'প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে আমার···'

'না। জ্যাকের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ। কারও পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব নয় যে···'

'আমি তো দিব্যি চিন্তা করতে পারছি, সুতরাং অসম্ভব বলছেন কেন?' বলল রানা। 'এর আগেও আপনাকে আমি আভাস দিয়েছি।'

'গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন মনে করিনি। এত দিন ধরে আমাদের সাথে আছে, সবচেয়ে বড় পদটা নাগালের মধ্যে চলে এসেছে ওর। দেশের কত উপকার করেছে। না, অসম্ভব। ও বেঈমান হতে পারে না।'

'ম্যাকলিন,' বলল রানা, 'বার্জেস, কিম ফিলবী, ব্লেক, ক্রোজারবরা, মনসডেন—এরা সবাই ভাল লোক ছিল, দেশেরও যথেষ্ট উপকার করেছিল, পদস্খলন না ঘটলে এরাও কেউ কম উন্নতি করত না, তবু বেঈমানী করেছে সবাই—কেন? এদের দলে আরেকজন যোগ হলে আশ্চর্য হবার কি আছে?'

চটে উঠে স্যার ডেভিড নয়াল রুক্ষ গলায় বললেন, 'সাবধান, রানা। এটা একটা ওপেন লাইন। মুখ সামলে ভাষা ব্যবহার করো। শোনো, অপারেশনটা সম্পর্কে আদৌ কিছু জানো না তুমি, তাই সব কিছু ধোঁয়াটে লাগছে তোমার কাছে। মাথা থেকে সমস্ত সন্দেহ বের করে দাও। জ্যাক আমাকে জানিয়েছে প্যাকেটটা তুমি হাত-বদল করোনি—কথাটা সত্যি?'

'সত্যি,' স্বীকার করল রানা।

কঠিন সুরে নির্দেশ দিলেন স্যার ডেভিড নয়াল, 'যা হবার হয়েছে, রানা। অযথা নিজের ওপর বিপদ ডেকে এনো না। এই মুহূর্তে অবশ্যই আকুরেইরিতে ফিরে যেতে হবে তোমাকে। জ্যাক যাতে ওখানে তোমাকে খুঁজে পায় তার ব্যবস্থা করছি আমি। কোন শর্ত ছাড়াই প্যাকেটটা ওর হাতে তুলে দেবে তুমি।'

'জ্যাকের সাথে কোথাও যদি দেখা হয় আমার,' দৃঢ়তার সাথে বলল রানা, 'সেটাই হবে আমার বা ওর কারও সাথে তার শেষ দেখা। গ্রীনকে আমি যা দিয়েছি, ওকেও তাই দেব—প্যাকেটটা নয়।'

'তারমানে অন্য কোন প্ল্যান রয়েছে তোমার। জিনিসটা হাতে পেয়ে সেটা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করছ তুমি, রানা?' রাগে ফেটে পড়লেন স্যার ডেভিড নয়াল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'জ্যাকের হাতে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করছি। সে যখন গ্রীনকে পাঠায় তখন আমার সাথে আমার বিশ্বাসে ছিল।'

অপরপ্রান্তে খামোশ খেয়ে গেছেন স্যার ডেভিড নয়াল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর সাবধানে জানতে চাইলেন, 'কিছু ঘটেছে···মানে, তোমার বিশ্বাসে কি···?'

'শরীর ফুটো হয়েছে ওর,' অস্পষ্ট গলায় বলল রানা, ওপেন লাইন বলে ইতস্তত করল না। 'স্যার ডেভিড নয়াল, আপনাকে একটা অনুরোধ করছি আমি। মন দিয়ে শুনুন। অনুরোধটা রক্ষা না করলে পরিস্থিতির জন্যে আপনি দায়ী হবেন। শুধু জ্যাক নয়, তার সাথে আরও কিছু নির্দোষ লোক জড়-পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।'

'কি করতে চাও তুমি?' রুক্ষ সুরে বললেন স্যার ডেভিড।

'জ্যাককে আমার পেছন থেকে ডেকে নিন।'

অপরপ্রান্তে আবার অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ নেই। 'জ্যাককে তুমি তাহলে অ্যাকসেপ্ট করবে না?'

'না, ওকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করো এমন একজনের নাম বলো তাহলে। আমাদের অনেককেই তো চেনো তুমি।'

তা চেনে রানা। অনেকগুলো নাম মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। কিন্তু কার নাম প্রস্তাব করবে ভেবে পাচ্ছে না।

'টনি ফন্টেনকে বিশ্বাস করো?'

টনি ফন্টেন, চেহারাটা রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই বলা যায় টনিকে, মানুষ হিসেবে খুবই ভাল। তাকে বিশ্বাস করা যায়। 'করি।'

'কোথায় দেখা করতে চাও ওর সাথে? কখন?'

দূরত্ব আর সময়ের হিসেব কষে নিল রানা, বলল, 'গেইসারে। পরশু দিন। বিকেল পাঁচটায়।'

চুপ করে আছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ। রানার কানের পর্দায় উৎকট যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া আর কিছু ঢুকছে না। তারপর শুনতে পেল, 'তা সম্ভব নয়। অন্য জায়গায় আছে সে, আগে এখানে ডেকে পাঠাতে হবে তাকে। আরও চব্বিশ ঘণ্টা পর তোমার সাথে দেখা করবে সে।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইলেন, 'কোত্থেকে বলছ তুমি?'

সোহানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে রানা। বলল, 'আইসল্যাণ্ড, স্যার।'

যান্ত্রিক কোলাহলের মধ্যেও স্যার ডেভিডের কণ্ঠে ঝাঁঝ টের পেল রানা। 'রানা, তোমার দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্যে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অপারেশন ভণ্ডুল হয়ে যেতে বসেছে। মনে রেখো, বিষয়টা আমি তোমার বসের কানে অবশ্যই তুলব। যাই হোক, টনি ফন্টেনের সাথে দেখা করো তুমি, এবং আর কোন রকম ভাঁওতাবাজি না করে প্যাকেটটা তুলে দাও তার হাতে। এই আমি চাই। বুঝেছ?'

'কিন্তু,' বলল রানা। 'টনির সাথে জ্যাক যেন না থাকে। থাকলে আপনার

অনুরোধ আমি রক্ষা করব না। আপনি কি কুকুরটার চেইন টেনে ধরবেন, স্যার?'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন স্যার ডেভিড। 'জ্যাককে আমি ফিরিয়ে আনছি লণ্ডনে। কিন্তু তাই বলে ভেব না যে তোমার অভিযোগটাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। জ্যাক আমাদের একটা মূল্যবান সম্পদ, ওকে নিয়ে আমরা গর্বিত। প্রতিপক্ষের চোখে ও একটা মহা বিপদ। তাদের যথেষ্ট ক্ষতি করছে ও।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। 'একটা তথ্য চাই আমি,' দ্রুত বলল ও, 'প্যাকেটটা ঠিক মত ফিরিয়ে দিতে হলে তথ্যটা আমার জানা দরকার।'

'বেশ। বলো কি তথ্য চাও,' অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল চীফের কণ্ঠে।

'গুস্তাফ তাতাভস্কির ফাইলটা খুলতে হবে আপনাকে,' বলল রানা। 'সাথে কি ধরনের অস্ত্র রাখতে অভ্যস্ত সে, দেখে নিয়ে জানান আমাকে।'

'হোয়াট দ্য হেল!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ নাকি? কার কথা বলছ আমাকে?'

'কে-জি-বি-র এজেন্ট গুস্তাফ তাতাভস্কির কথা। তথ্যটা জানা দরকার আমার,' ধৈর্য ধরে বলল রানা। মনে মনে জানে ও স্যার ডেভিড নয়ান ওর প্রায় যে কোনও দাবি মেনে নেবে এখন। ইলেকট্রনিক রহস্যটা এখনও ওর মুঠোয়, এবং আইসল্যাণ্ডের কোথায় রয়েছে ও সে সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই। দর কষাকষি করার মত যথেষ্ট শক্তি পাচ্ছে ও। হালকা, গুরুত্বহীন একটা তথ্য না দিয়ে ওকে অসন্তুষ্ট করার ঝুঁকি নেবেন না তিনি। তবে তথ্যটা না দিয়ে পারা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে কসুর করলেন না।

'অনেক সময় লাগবে,' বললেন তিনি। 'তুমি বরং পরে এক সময় যোগাযোগ কোরো।'

'এখন আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন,' বলল রানা। 'আপনি যেখানে বসে আছেন তার চার ধারে অনেক কমপিউটার দেখতে পাচ্ছি আমি। কষ্ট করে একটা বোতাম টিপতে হবে শুধু আপনাকে, দু'মিনিটে পেয়ে যাবেন উত্তরটা। পুশ ইট!'

'বেশ,' অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন তিনি। 'অপেক্ষা করো।'

ঠিক দুই মিনিটের মাথায় আবার তিনি বললেন, 'পেয়েছি। কি যেন জানতে চাইছিলে তুমি?'

'জোরে কথা বলুন, প্রায় শুনতেই পাচ্ছি না।' চিৎকার করে বলল রানা। 'গুস্তাফ তাতাভস্কি নিজের সাথে কি-ধরনের অস্ত্র রাখে?'

'রিভলভার...'

'আর?'

'আর আবার কি?'

'ভাল করে দেখুন। তার সাথে আর ছোট কোন অস্ত্র থাকে না? ছুরি, ব্লেড এই ধরনের কিছু?'

কয়েক সেকেণ্ড পর আবার ডেভিড নয়ান বললেন, 'না। শুধু রিভলভার।' যান্ত্রিক গোলযোগে তাঁর কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। '...সাবধান!...খবর পেয়েছি...' বাকি কথাগুলো শুনতে পেল না রানা।

'কি বলছেন? আবার বলুন!' চিৎকার করছে রানা।

ভৌতিক, অস্পষ্ট শোনাচ্ছে স্যার ডেভিডের কণ্ঠস্বর। 'যতদূর জানা গেছে...গুস্তাফ...আইসল্যাণ্ডের...সে...'

এর বেশি কিছু কানে ঢুকল না রানার, কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট ওর জন্যে। যোগাযোগটা আবার স্বাভাবিক করে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করল ও, কিন্তু কোন ফল হলো না। সোহানা হাত তুলে পশ্চিম আকাশটা দেখাল ওকে। মেঘে মেঘে কালো হয়ে গেছে ওদিকের আকাশ।

'ঝড়টা পুব দিকে যাচ্ছে,' রানাকে বলল সে। 'বিদায় না হলে যোগাযোগ করা অসম্ভব।'

হ্যাণ্ডসেটটা হুকে ঝুলিয়ে রাখল রানা। 'শালা বাস্টার্ড জ্যাক!' বিড়বিড় করে বলল ও। 'আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।'

'কি বলছ?' জানতে চাইল সোহানা।

আকাশের দিকে তাকাল রানা। মেঘের রাজ্যে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে গোটা আকাশে। 'এই রাস্তা থেকে সরে যেতে চাই আমি,' বলল ও। 'হাতে চব্বিশ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় রয়েছে, কিন্তু সেটা এখানে কাটানো বোকামি হবে। ঝড় এসে পড়ার আগেই চলো দেখি আস্কজায় পৌঁছানো যায় কিনা।'

সাত

আসলে আগ্নেয়গিরির বিশাল গহ্বরটা একটা দর্শনীয় ব্যাপার। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে ঘুরেফিরে দেখার সুযোগ পেল না ওরা। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে লেক, খোবল মেরে তার স্থান ছাড়িয়ে নিতে চাইছে তীব্র বাতাস। আর আকাশ যেন বিশাল এক বোতল, তার ছিপি খুলে দিয়েছে বুড়ো ওডিন, পুরু মোটা চাদর বা জলপ্রপাতের মত এক নাগাড়ে বৃষ্টি পড়ছে। পিচ্ছিল ছাই না শুকানো পর্যন্ত লেকের দিকে নেমে যাওয়া অসম্ভব, তাই পথ থেকে গাড়ি সরিয়ে এনে এখানেই আস্তানা গেড়ে অপেক্ষা করছে ওরা, গহ্বর-পাচিলের ঠিক ভেতরে।

গহ্বরটা বিশাল, তাই হঠাৎ এটাকে আগ্নেয়গিরির মুখ বলে মনে হয় না। হাজার হোক এটা একটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি, এর মুখের ভিতর পৌঁছানো তো দূরের কথা, কেউ ঢুকেছে শুনলেই আঁতকে ওঠে এমন লোকের সাথে পরিচয় আছে রানার। কিন্তু উনিশশো একষট্টি সালে বিপুল পরিমাণ লাভা উদগিরণের পর এরই মধ্যে আবার বড় ধরনের কিছু ঘটিয়ে বসবে আস্কজা, সে ভয় নেই বললেই চলে। তাই নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয় ওরা। নড়াচড়া করার সুবিধে হবে, তাই ল্যাণ্ডরোভারের মাথার ঢাকনিটা আরও খানিক ওপরে তুলে দিয়েছে রানা। কালবিলম্ব না করে [illegible] চাপিয়েছে সোহানা, ফ্রিজ থেকে প্যানে ছাড়ছে। গাড়ি থেকে নামতে হয়নি এদেরকে, তাই শুকনো খটখটে রয়েছে দু'জনেই। ভেতরের পরিবেশটা উষ্ণ আর যথেষ্ট আরামদায়ক।

ইতিমধ্যে ফুয়েল পরিস্থিতি চেক করে নিয়েছে রানা। ট্যাঙ্কের ষোলো গ্যালন

ছাড়াও চারটে রবারের ব্যাগে রয়েছে আরও আঠারো গ্যালন। ভাল রাস্তা হলে ছয়শো মাইল পেরোবার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু ভাল রাস্তার নাম-নিশানা নেই আইসল্যাণ্ডে, ওদিগন্দির গাড়ি দেবার সময় প্রতি গ্যালনে দশ মাইল এগোতে পারলেও ভাগ্য ভাল বলে মনে করবে রানা। তবু গেইসারে পৌঁছুবার জন্যে যথেষ্ট ফুয়েল রয়েছে ওদের।

রেফ্রিজারেটর থেকে দুটো বোতল বের করল সোহানা। চামচ দিয়ে ডিমের ওপর মেল্টেড ফ্যাট মাখাচ্ছে সে।

'কাঁধের কি অবস্থা তোমার?' জানতে চাইল রানা।

'টান ধরেছে,' বলল সোহানা। 'হাতটা নাড়তে গেলেই ব্যথা পাচ্ছি।'

ধীরে ধীরে আরও বাড়বে ব্যথাটা, ভাবছে রানা। 'সাপার-এর পর আরেকবার ড্রেসিং করে দেব,' বলল ও। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঠাণ্ডা হিম বিয়ারের স্বাদ নিল।

ওর সামনে একটা প্লেট নামিয়ে রাখল সোহানা। 'উস্তাফ তাতাভস্কি সম্পর্কে স্যার ডেভিড লয়ালকে ওই প্রশ্নটা তখন কেন করলে তুমি?' হঠাৎ জানতে চাইল সে।

'সে অনেক কথা।'

'তবু বলো শুনি।'

মুখে রুটি আর ডিম পুরে চিবাচ্ছে রানা। খানিক পর বলল, 'কথা প্রসঙ্গে জ্যাক লেমন আমাকে বলেছে, তাতাভস্কি তার সাথে সব সময় একটা ব্লেড রাখে। তার কথার অন্তর্নিহিত মানে ছিল, ব্লেডটাকে সে একটা অস্ত্র হিসেবেই সাথে রাখে। কিন্তু আমার জানামতে তাতাভস্কির সাথে ব্লেড, ছুরি, ক্ষুর ইত্যাদি থাকে না। ওর সম্পর্কে ঢাকায় আমাদের যে ফাইলটা আছে তাতেও এই তথ্যটা নেই। এখন জানা যাচ্ছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের রেকর্ডেও তথ্যটা টোকা নেই। তাহলে জ্যাক লেমন এটা পেল কোথায়? জানল কিভাবে?'

'সত্যিই তো!'

'আমাদের বা ব্রিটিশদের ফাইলে তথ্যটা না থাকার কারণ বুঝতে পারি,' বলল রানা। 'তাতাভস্কি হয়তো অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করছে এ-ব্যাপারে। জানতে দেয়নি কাউকে। কেউ তো আর তাকে সার্চ করে দেখেনি কখনও। কিন্তু যা কেউ জানে না তা জ্যাক লেমন জানল কিভাবে? এর সম্ভাব্য একটাই উত্তর হতে পারে: তাতাভস্কির সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা আছে তার, তাই এ-ধরনের একটা ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছে।'

'কিন্তু তোমাকে কেন বলল কথাটা?'

'বলেনি, বলে ফেলেছে,' বলল রানা। 'মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে আর কি। আমাকে ভয় দেখাতে গিয়ে বেশি কথা বলছিল, নিজের অজান্তেই টুপ করে বেরিয়ে এসেছে তথ্যটা।'

'যাই বলো,' মোটেও উৎসাহ দেখাচ্ছে না সোহানা, 'এটা কিন্তু নিতান্তই একটা ছোট্ট পয়েন্ট।'

'কোন মার্ডার কেসের কাহিনী শোনার সুযোগ হয়েছে তোমার? ছোট্ট একটা পয়েন্ট একজন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে।' একটু

থেমে আরও মৃদু গলায় বলল রানা, 'আরও পয়েন্ট আছে আমার। বলছি, শোনো। রাশানরা একটা প্যাকেট ফেলে নিয়ে গেল। যেভাবেই হোক, তারা জানতে পারল প্যাকেটে আসল জিনিস নেই। এটা আবিষ্কার করার পর তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে বলে মনে করো তুমি?'

সাথে সাথে জবাব দিল সোহানা, 'ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে আসল জিনিসটার পিছু ধাওয়া করা।'

'কারেক্ট,' বলল রানা। 'কিন্তু বাস্তবে কি দেখলাম? কে এসেছে আসল জিনিসটার খোঁজে? রাশানরা নয়, এসেছে আমাদের প্রিয় বন্ধু জ্যাক লেমন।'

'তুমি বলতে চাইছ জ্যাক লেমন ডবল এজেন্ট, সে রাশানদের দলে নাম লিখিয়েছে,' বলল সোহানা। 'কিন্তু এত বড় অভিযোগ প্রমাণ করা সোজা কথা নয়, রানা।'

'সহজ নয় তা আমি জানি না ভেবেছ? কিন্তু আমাদের কোন কাজটাই বা সহজ, বলো?' একটু চিন্তা করল রানা, তারপর আবার বলল, 'জানি, গ্রীনকে খুন করে গোটা ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সকে শত্রুতে পরিণত করেছি আমি। শুধু খুন করিনি, খাকারও করেছি। আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ব্রিটিশ সরকার। চিরকাল ওদের নাগালের বাইরে থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ওদের শাস্তি এড়াবার একমাত্র উপায়, আমাকে প্রমাণ করতে হবে, জ্যাক লেমন সত্যিই একজন রাশিয়ান এজেন্ট। তা যদি পারি, আমার ওপর থেকে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেবে ওরা—শুধু তাই নয়, গোটা ব্রিটিশ জাতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে।'

'কিন্তু তুমি যদি কিছু প্রমাণ করতে না পারো?'

'পারব,' দৃঢ়তার সাথে বলল রানা।

'যদি না পারো?' সোহানাও নাছোড়বান্দা।

'তাহলে ব্রিটিশ সরকার যেভাবে পারে প্রতিশোধ নেবে, সোহানা।'

কিছুক্ষণ আর কোন কথা বলল না ওরা।

'সারাটা দিন যথেষ্ট ধকল গেছে,' এক সময় বলল রানা। 'তবে কাল আমরা পুরো দিনটা বিশ্রাম নিতে পারব। এসো, কাঁধের ড্রেসিংটা বদলে দিই তোমার।'

ড্রেসিং শেষ হতে সোহানা বলল, 'ঝড় আসার আগে স্যার ডেভিড লয়াল যা বললেন, পরিষ্কার শুনতে পাওনি, তাই না?'

'পাইনি,' বলেই চুপ করে গেল রানা। বিষয়টা সোহানাকে উদ্বিগ্ন করে তুলুক তা সে চাইছে না।

কিন্তু সোহানা আবার জানতে চাইল, 'যতটুকু শুনেছ তা থেকে কি বুঝলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'উস্তাফ তাতাভস্কি এখন আইসল্যাণ্ডে, সম্ভবত এই কথাই বলতে চেয়েছেন।'

রাতে ভাল ঘুম হলো না রানার।

অক্ষত আগ্নেয়গিরির বিশাল গহ্বরের ওপর, পশ্চিম থেকে ছুটে আসা বাতাস দানবের মত মাতামাতি করে বেড়ান। পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, তবু সারা রাত তীব্র ঝাঁকি খেল ল্যাণ্ড রোভার। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো লক্ষ-কোটি খুদে বর্শার মত

anisuman@yahoo.com
www.murchona.com©

খোঁচা মারল তার গায়ে। কয়েকবারই ঘুম ভাঙল রানার। একবার টং করে একটা ধাতব শব্দ শুনল, নাকি মনের ভুল, ঠিক বুঝতে না পেরে স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে গাড়ির চারদিকটা দেখে নিল ও। কোথাও কোন বিচ্যুতি চোখে পড়ল না। আবার ঘুম এল, কিন্তু অনেক দেরিতেত

তবে সকালে ঘুম ভাঙার পর বাইরে উঁকি দিয়ে তাকাতেই শরীর মন দুটোই ঝরঝরে, সতেজ হয়ে উঠল রানার। আকাশে ঝলমল করছে সূর্যটা, লেকের নিথর পানিতে গাঢ় নীল প্রতিবিম্ব পড়েছে মেঘমুক্ত আকাশের। পানিতে ধোয়া স্বচ্ছ বাতাসে বিশাল গহ্বরের অপরপ্রান্তটাকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে বলে মনে হচ্ছে, অথচ জানে ও, ওপারের পাঁচিলগুলো এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। গ্যাসের চুলোয় কেটলি বসিয়ে কফির জন্যে পানি ফোটাতে দিয়ে সোহানার দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। দাঁত দিয়ে আলতোভাবে তার কানের একটা লতি কামড়ে ধরল।

ঘুমের মধ্যে শিউরে উঠল সোহানা। কানে কামড় খেয়ে বিরক্ত হয়েছে। একবার চোখ মেলল কি মেলল না, পাশ ফিরে শুতে গিয়ে রানাকে দেখে চেহারা থেকে সমস্ত বিরক্তি নিঃশেষে মুছে গেল তার। ঠোঁটের কোণে মধুর একটু হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটল না। ঘুমের কোলে ঢলে পড়ছে। কিন্তু আবার কামড় খেয়ে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'আহ্, ছাড়ো।'

'কফি,' বলল রানা। সোহানার নাকের নিচে নিয়ে গিয়ে পিরিচের ওপর কাপটাকে ঠকাঠক নাচাল একবার।

সাথে সাথে আলস্যের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল সতেজ প্রাণচাঞ্চল্য, দুই হাত দিয়ে কাপটা ধরল সোহানা। এই ফাঁকে দাড়ি কামাতে বসল রানা। ভাবছে, লেকে নেমে গিয়ে একটু সাঁতার কেটে এলে হয়। ওডাডাহরাউন জায়গাটাকে দুর্গম রাজা বললেই চলে, নোংরা লাগছে নিজেকে ওর। দাড়ি কামানো শেষ করে তোয়ালে দিয়ে মুছে নিচ্ছে মুখটাকে, মনে মনে কাজের একটা তালিকা তৈরি করে নিচ্ছে এই ফাঁকে। সবচেয়ে জরুরী কাজ, স্যার ডেভিড লয়ানের সাথে আরেকবার যোগাযোগ করা। সময় বুঝে যোগাযোগ করতে হবে, যখন তিনি অফিসে থাকবেন। জ্যাক লেমনের বিরুদ্ধে ওর অভিযোগগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

গাড়ি থেকে নামল রানা। ওর পিছু পিছু কফি পট নিয়ে সোহানাও। 'আরেকটু নেবে?' জানতে চাইল সে।

'দাও,' হাতের কাপটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। বিশাল গহবরের নিচে, লেকের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'পানি খেলা করার কোন ইচ্ছে আছে?'

মুখে ব্যথার ভাব ফুটিয়ে আহত কাঁধটা একটু নাড়ল সোহানা, 'এটার যা অবস্থা, তুমি শুধু আমাকে চোবাবে, সাঁতরে পালিয়ে যাবার কোন উপায় থাকবে না।'

হেসে ফেলল রানা। 'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, আমি মনে করব আমারও একটা হাত আহত হয়েছে—মানে, ওটা তোমারই কথা না, তাহলেই তো সমান হয়ে গেল। রাজি?'

হেসে উঠে আকাশের দিকে তাকাল সোহানা। 'দিনটা বড় সুন্দর, তাই না?'

অকস্মাৎ সোহানার চেহারা বদলে যাচ্ছে, লক্ষ করে সতর্ক গলায় জানতে চাইল রানা, 'কি ব্যাপার?'

'রেডিও অ্যান্টেনা,' বলল সোহানা। 'নেই ওটা!'

চরকির মত আধপাক ঘুরল রানা। দেখল সত্যি ল্যাণ্ড রোভারে নেই রেডিও অ্যান্টেনা। ম্লান হয়ে গেল ওর চেহারা। গাড়ির ওপর উঠে কারণটা কি বোঝার চেষ্টা করল ও। পানির মত সহজ ব্যাপার। আইসল্যাণ্ডে যা হবার ঠিক তাই হয়েছে। সেন্ট্রাল আইসল্যাণ্ডের দুর্গম পথে এত বেশি ঝাঁকি খেতে হয় গাড়িগুলোকে, ওয়েল্ডিং করা নয় এমন যে কোন জিনিস নাট-বল্টু বা স্ক্রু প্যাঁচ থেকে মুক্ত হয়ে যখন তখন খসে পড়তে পারে। হুইপ অ্যান্টেনার বেলাও তাই ঘটেছে। একজন জিওলজিস্টকে চেনে ও, এক মাসে তিনটে অ্যান্টেনা বসাতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু, ভাবছে রানা, ঠিক কখন হারিয়েছে ওরা জিনিসটা?

স্যার ডেভিড লয়ানের সাথে কথা বলার সময় জায়গা মতই ছিল ওটা, তার মানে ওরা যখন ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আস্কজার দিকে ছুটে আসছিল হয়তো তখনই পথে কোথাও খসে পড়ে গেছে। কিন্তু রাতে একটা ধাতব শব্দ পেয়েছিল ও, তীব্র বাতাসই হয়তো খুলে নিয়ে গেছে, খুঁজলে কাছে পিঠে কোথাও পাওয়াও যেতে পারে। 'চারদিকটা একবার খুঁজে দেখে এসো,' সোহানাকে বলল ও।

কিন্তু যাওয়া আর হলো না ওদের। প্রথমে রানার কানেই ঢুকল শব্দটা। অত্যন্ত পরিচিত, একটা এয়ারক্রাফটের যান্ত্রিক গুঞ্জন। 'শুয়ে পড়ো!' দ্রুত বলল ও। 'নোড়ো না, তাকিয়ো না ওপর দিকে।'

ল্যাণ্ড রোভারের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। বিশাল গহবরের পাঁচিলের ওপর দেখা গেল প্লেনটাকে, নিচু দিয়ে উড়ে আসছে, পাঁচিল পেরিয়ে এসে গহবরের আরও নিচে নামছে, ওদের বাঁ দিকে। 'আর যাই করো, ওপর দিকে ভুলেও তাকাবে না,' আবার স্মরণ করিয়ে দিল সোহানাকে রানা। 'ফর্সা একটা মুখ ওপর থেকে জ্বলজ্বলে চাঁদের মত দেখায়।'

খুব নিচু দিয়ে লেক পেরিয়ে ওপারে চলে গেল প্লেনটা, তারপর দ্রুত, সংক্ষিপ্ত একটা বাঁক নিয়ে ফিরে আসতে শুরু করল, এবার একটু ডান দিক ঘেঁষে। বোঝা যাচ্ছে গহবরের ভেতরটা সার্ভে করার ধাঁচে সার্চ করছে ওরা। এক নজর দেখে প্লেনটাকে ফোর-সিটার একটা সেসনা বলে মনে হচ্ছে রানার। বড় বড় পাথরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাণ্ড রোভার, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বরফ আর গর্ত ভরা পানি। ওপর থেকে দেখে সহজে এটাকে গাড়ি বলে চিনতে পারবে না কেউ।

'তোমার মনে হয় আমাদেরকে কেউ খুঁজছে?'

'সেটাই ধরে নিতে হবে,' বলল রানা। 'আকাশ থেকে ওবিগদির দেখার জন্যে ট্যুরিস্টরাও ভাড়া করে থাকতে পারে ওটাকে, কিন্তু ট্যুরিস্টরা এত সকালে বেড়াতে বেরোয় না।'

'নটার আগে ঘুমই ভাঙে না ওদের,' সায় দিয়ে বলল সোহানা।

এই সম্ভাবনার কথা মনে পড়েনি বলে নিজেকে মৃদু একটু তিরস্কার করল রানা। ওবিগদিরে রাস্তার সংখ্যা গোনাগুনতি, আকাশ থেকে তল্লাশি চালালে অনায়াসে ওদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারবে জ্যাক লেমন। রেডিওর সাহায্যে গ্রাউণ্ড ট্রান্সপোর্টগুলোকে পরিচালিত করা পানির মত সহজ কাজ। ওদের ল্যাণ্ড রোভার লং হুইলবেস টাইপের, আইসল্যাণ্ডে খুব বেশি চোখে পড়ে না, সুতরাং দেখা মাত্র চিনবে

প্রতিপক্ষ।

গহ্বরের ভিতরটা দেখা শেষ করে ওপর দিকে নাক তুলে উঠে যাচ্ছে প্লেন, উত্তর-পশ্চিম দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। তবু নড়ছে না রানা।

'দেখতে পেয়েছে?'

'জানি না,' বলল রানা, 'আবার ফিরে আসতে পারে, নোড়ো না।'

আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল রানা। এই ফাঁকে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে নিল। লেকের পানিতে জলকেলি শিকেয় উঠেছে, সন্দেহ নেই। মেইন রোড যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখান থেকে বাঁক নিয়ে অপ্রশস্ত একটা পথ এসে ঢুকেছে আস্কজায়, গহ্বর থেকে বেরুবার মুখে কেউ যদি ব্যারিকেড দিয়ে রাখে, এর ভেতরই আটকা পড়তে হবে ওদেরকে। এক উপায় করা যায়, পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা। কিন্তু ওবিগনিরে এই ঝুঁকি নেয় না কেউ, নেয়াটা আত্মহত্যার শামিল।

'ওঠো!' বলেই লাফ দিয়ে নিজে উঠে দাঁড়াল রানা। 'এখান থেকে সরতে হবে—এক্ষুণি।'

উঠে দাঁড়াল সোহানা। 'কিন্তু ব্রেকফাস্ট?'

'পরে।'

'আর রেডিও অ্যান্টেনা?'

থমকে দাঁড়াল রানা, দ্বিধায় পড়ে গেছে ও। স্যার ডেভিড ন্যায়ালের সাথে কথা বলতে হবে, অ্যান্টেনাটা দরকার—ভাবছে রানা—কিন্তু প্লেন থেকে ওদেরকে যদি দেখে থাকে পাইলট, এতক্ষণে গাড়ি ভর্তি আর্মস-অ্যামুনিশন নিয়ে আস্কজার দিকে রওনা হয়ে গেছে জ্যাক লেমন···অথবা কে জানে, হয়তো গুস্তাফ তাতাভস্কিও···

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। 'চুলোয় যাক অ্যান্টেনা!' কে জানে, ওটা হয়তো কয়েক মাইল দূরে কোথাও পড়েছে, ভাবল ও। 'এক্ষুণি রওনা হব আমরা।'

এক মিনিট পর রওনা হয়ে গেল ওরা। সরু উঁচু-নিচু পথ বেয়ে উঠে যাচ্ছে ল্যাণ্ড রোভার, বেরিয়ে যাচ্ছে আস্কজা থেকে। মেইন রোড দশ কিলোমিটার দূরে, ওখানে পৌঁছে না জানি কি দেখতে হবে ভেবে আশঙ্কায় দুরু দুরু করছে রানার বুক।

যতদূর দেখা যায় রাস্তাটা, কোথাও একচুল নড়ছে না কিছু। ডান দিকে বাঁক নিল ওরা, উত্তর দিকে যাচ্ছে। এক ঘণ্টা পর তেমাথায় পৌঁছুল গাড়ি। ওদের বাঁ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে জোকুলসা আ' ফজোলাম, উৎসের কাছাকাছি এখন আর সেই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস আর গতি নেই তার, যেমনটা দেখা গিয়েছিল ডেট্টিফসের কাছে।

'এখানে আমরা ব্রেকফাস্ট সারতে পারি,' বলল রানা।

'ঠিক এখানেই কেন?'

সামনের তেমাথাটা দেখাল রানা। 'তিনটের যে-কোন একটা দিক বেছে নিতে পারি আমরা,' বলল ও। 'ফিরে যেতে পারি, অথবা বাকি দুটোর যে-কোন একটা ধরে এগোতে পারি। প্লেনটা যদি আবার ফিরে এসে আমাদেরকে দেখতে পায়, এক্ষুণি এসে দেখে গেলে সবচেয়ে ভাল হয়, কিংবা যতক্ষণ এখানে আমরা আছি। পাইলট তো আর চিরকাল এখানে থেকে যেতে পারবে না, এক সময় তাকে

ফিরে যেতেই হবে—তারপর আমরা আমাদের পথ বেছে নেব। কোন্ দিকে গেছি আমরা তা অনুমান করে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না তার।'

ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে বসল সোহানা। এই ফাঁকে গ্রীনের কাছ থেকে পাওয়া রাইফেলটা পরীক্ষা করে নিচ্ছে রানা। বুলেট বের করে নিয়ে বোর-এর ভেতর দিয়ে তাকাল ও। ভাল একটা অস্ত্রের সাথে যে আচরণ করা উচিত এটার সাথে তা করা হয়নি, নিয়ম হলো গুলি করার পরপরই সেটাকে পরিষ্কার করা। ভাগ্য ভাল, আগের মত সেই ভাবে ক্ষয় করার ক্ষমতা নেই আধুনিক পাউডারের, তাই পরিষ্কার করতে এতদিন দেরি হয়ে যাওয়ায় বড় ধরনের কোন অপরাধ ঘটেনি। গান অয়েল বা সলভেন্ট, কিছুই সাথে নেই, তাই ইঞ্জিন অয়েল দিয়েই কাজ সারতে হলো রানাকে।

এরপর অ্যামুনিশন পরিস্থিতি চেক করে নিল রানা। পঁচিশটার একটা প্যাকেট থেকে নিয়ে লোড করেছিল গ্রীন। একটা বুলেট ছুঁড়েছিল সে, জ্যাক লেমনকে লক্ষ্য করে তিনটে বুলেট ছুঁড়েছে রানা—একুশ রাউণ্ড রয়ে গেছে। রাইফেলের সাইট একশো গজে সেট করে রাখল ও। কিছু যদি ঘটে, ওকে এর চেয়ে বেশি দূরে গুলি করতে হবে বলে মনে করছে না। শুধুমাত্র অবাস্তব সিনেমার নায়করা অপরিচিত একটা রাইফেল তুলে নিয়ে অচেনা অ্যামুনিশনের সাহায্যে পাঁচশো গজ দূরের ভিলেন বা তাকে মিস করে তার দোসরকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে।

রাইফেলটা নাগালের মধ্যে রাখল রানা, দরকারের সময় যাতে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। লক্ষ করল আড়চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে সোহানা। চেহারায় বেজার ভাব।

'কি আশা করো তুমি?' চুপ করে থাকতে না পেরে জানতে চাইল রানা। 'কেউ এলে পাথর ছুঁড়ে ঠেকাবার চেষ্টা করব?'

'আমি কিছু বলেছি?'

'না, তা বলোনি,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, কি যেন পাকিয়ে তুলছি আমি। তা না—আমি শুধু একটু সাবধান হবার চেষ্টা করছি। গোসল করতে নদীতে গেলাম, তোমার হলে একটা হাঁক দিয়ো।'

ঢাল বেয়ে ছোট্ট একটা ঢিবির মাথায় উঠে এল রানা। এখান থেকে চারদিক ভাল করে দেখে নিচ্ছে। যত দূর দৃষ্টি যায়, কোথাও কিছু নড়ছে না। বেশ অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ও। সন্তুষ্টচিত্তে নেমে এল ঢিবি থেকে, এরপর নদীতে গেল গোসল করতে।

বরফ গলা নদীর পানিতে দুধের মত একটা ভাব রয়েছে, ধূসরের সঙ্গে সবুজের মিশেল দেয়া রঙ, আর এমন ঠাণ্ডা যে হাড়ের ভেতর মজ্জা পর্যন্ত বরফ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু পানিতে নামার একটু পরই শরীর মেনে নেয় ঠাণ্ডাটুকু, তখন খুব আরাম লাগে। শরীর, সেই সাথে মনটাও পরিষ্কার ঝরঝরে হয়ে উঠল রানার। প্রচণ্ড খিদে অনুভব করছে ও। ফিরে এসে হামলা চালাল সোহানার তৈরি ব্রেকফাস্টে।

ম্যাপ দেখছে সোহানা। 'কোন্ পথটা ধরছি আমরা?'

'হফসজোকুল আর ভ্যাটনাজোকুল-এর মাঝখানে পৌঁছুতে চাই আমি,' বলল রানা। 'তার মানে বাঁ দিকের পথটা।'

ছুঁড়ে রানার কোলের ওপর দিল ম্যাপটা সোহানা, বলল, 'কিন্তু ওটা ওয়ান-ওয়ে রোড।'

ম্যাপটা চোখের সামনে তুলে দেখছে রানা। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। চিন্তায় পড়ে গেছে। কালো রঙে ছাপা রেখাটা পশ্চিম দিকে চলে গেছে, রেখার নিচে লাল হরফে ছাপা রয়েছে—'শুধুমাত্র পুব দিকে যাওয়ার রাস্তা'। অথচ পশ্চিমে যেতে চাইছে ওরা।

নাম গ্রীনল্যাণ্ড, কিন্তু দেশটা বরফে ঢাকা, তাই অনেকে মনে করে আইসল্যাণ্ড নাম হলেও এদেশটায় আসলে তত বরফ নেই। ধারণাটা ভুল। ছত্রিশটা আইসফিল্ড দেশটার আট ভাগের এক ভাগ জায়গা বরফ দিয়ে মুড়ে রেখেছে, এবং এগুলোর মধ্যে শুধু ভাটনাজোকুল নামে একটা আইসফিল্ড একাই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া আর আল্পস-এর সমস্ত হিমবাহ-এলাকার সমষ্টির চেয়ে আকারে বড়।

বরফ ঢাকা দুর্গম ভাটনাজোকুল ওদের ঠিক উত্তরে রয়েছে, আর আইসফিল্ডের নিচে প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি ট্রোলনাদানজার ওপর দিয়ে চলে গেছে পশ্চিম দিকের রাস্তাটা। ও-পথে আগে কখনও যায়নি ওরা, কিন্তু ওটা ওয়ান-ওয়ে কেন তা ভাল করেই জানে রানা। পাহাড়ের খাড়া গায়ে সরু কারনিসের মত সেঁটে আছে রাস্তাটা, এবং চুলের কাঁটার মত ঝট করে বাঁক নিয়েছে অসংখ্য জায়গায়। উল্টোদিক থেকে গাড়ি আসছে কি না তা আগে থাকতে বোঝার কোন উপায় নেই।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে অন্যান্য সম্ভাবনা সম্পর্কে মাথা ঘামাচ্ছে রানা। ডান দিকের রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাবে ওদেরকে, ওরা যেদিকে যেতে চায় তার উল্টোদিকে। আরেকটা উপায় হলো ফেরত যাওয়া, তাতে তিনগুণ বেশি দূরত্ব পেরিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে হবে।

'যা থাকে কপালে, বাঁ দিকের রাস্তাটাই ধরছি আমরা,' বলল রানা। 'দুর্গম, জানি। ওদিক থেকে গাড়ি আসতে পারে, তাও জানি। বেড়াবার মরশুম মাত্র শুরু হয়েছে, সুতরাং খুব বড় ঝুঁকি আমরা নিচ্ছি না।' নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'কাজটা অন্যায় হয়ে যাচ্ছে, সত্যি। কিন্তু রাস্তায় ট্রাফিক পুলিস থাকবে না, সুতরাং ভয় কি?'

'পুলিস থাকবে না,' বলল সোহানা, 'কিন্তু খাদ থেকে আমাদের লাশ উদ্ধার করার জন্যে কোন অ্যাম্বুলেন্সও থাকবে না।'

'আমি একজন দক্ষ ড্রাইভার। না-ও তো পড়তে পারি খাদে।'

গা ধুতে নদীতে নেমে গেল সোহানা। আরেকবার ভাল করে চারদিকটা দেখার জন্যে ছোট টিবিটার মাথায় চড়ল রানা। সব ঠিক আছে। সোজা ফিরে গেছে রাস্তাটা আস্কজার দিকে, ধুলোর কোন মেঘ দেখা যাচ্ছে না কোথাও, তার মানে কোন গাড়ি আসছে না এদিকে। আকাশেও টহল দিচ্ছে না কোন প্লেন। কাল্পনিক ভয়ে একটু বেশি সতর্ক হয়ে পড়েছে মনে করে [illegible] মনে হাসল ও। [illegible] ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়, শুধু শুধু ভয় পেয়ে লেজ তুলে পালাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

কথাতেই আছে, চোরের মন পালাই পালাই, ভাবছে ও। কিছু না, ক্ষীণ একটা সন্দেহের বশে জ্যাক লেমনকে প্যাকেটটা ফেরত দেয়নি সে—তার সন্দেহ এক কথায় ভিত্তিহীন বলে অগ্রাহ্য করেছেন স্যার ডেভিড নয়ান। জ্যাক লেমনকে তার

চেয়ে ভাল চেনেন উনি, অন্তত সেটাই স্বাভাবিক। তার ওপর, গ্রীনকে খুন করেছে সে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের রীতি অনুযায়ী এই অপরাধের জন্যে তার বিচার এরই মধ্যে হয়ে যাবার কথা, এবং এ ধরনের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছু হয় না। কে জানে, তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্যে লণ্ডন থেকে লোক পাঠানো হচ্ছে কিনা। টনি ফন্টেন আসছে তার সাথে দেখা করার জন্যে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে, বিশ্বাস করা যায় তাকে—কিন্তু কতটা? গেইসারে দেখা হবে ওদের, কি বলবে টনি রানাকে? কিংবা কি করবে?

নদী থেকে ফিরে আসছে সোহানা, দেখতে পেয়ে টিবির মাথা থেকে নেমে এল রানা। ভিজে চুল মুছে নিয়েছে সোহানা, তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘষছে। রানার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'নতুন কোন সমস্যা নাকি?'

'না,' বলল রানা। 'শোনো, বিপদটার সাথে তুমিও এখন আমার মত জড়িয়ে পড়েছ। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেবার সময় তোমার মতামতেরও একটা দাম আছে। ইচ্ছা করলে ভোট ভেটো দুটোই ব্যবহার করতে পারো তুমি। এবার বলো, কি করা উচিত আমার?'

তোয়ালেটা মুখ থেকে নামাল সোহানা। রানার ওপর সম্পূর্ণ আস্থার ভাব প্রকাশ করে বলল সে, 'যা করবে বলে ভেবেছ সেটাই করা উচিত তোমার। প্যাকেটটা তুমি জ্যাক লেমনকে দেবে না। গেইসারে চলো, টনি ফন্টেনকে পাওয়া যাবে ওখানে, শুধু তার হাতেই তুমি তুলে দেবে ওটা।'

'কিন্তু পথে কেউ যদি বাধা দেয় আমাদেরকে?'

'কে বাধা দেবে—জ্যাক লেমন?'

'ধরো তাই।'

'কিন্তু স্যার ডেভিড লয়াল তোমাকে কথা দিয়েছেন...'

'মনে করো তাঁর কথা শুনছে না জ্যাক।'

'সেক্ষেত্রে ফাইট করব আমরা,' বলল সোহানা 'তবু জ্যাকের হাতে দেব না প্যাকেট।'

'আর কেউ বাধা দিলে?'

'আর কেউ?' ভুরু কুঁচকে উঠল সোহানার। 'তুমি ওস্তাদ তাত্তাভস্কির কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'এটা কোন প্রশ্নই নয়। তার সাথে তো ফাইট আমাদেরকে করতেই হবে, কেননা সে শুধু প্যাকেটের জন্যে নয়, আইসল্যাণ্ডে এসেছে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে।'

চেহারাটা ম্লান হয়ে গেছে রানার। বলল, 'জানো, ছুটি কাটাতে এসে আমি কিন্তু এসব চাইনি। এরই মধ্যে হাতে রক্ত লেগেছে আমার। বুঝতে পারছি, এই সবে শুরু, আরও অনেক রক্তারক্তি কাণ্ড হবে।'

'সেজন্যে তুমি দায়ী নও,' দৃঢ় গলায় বলল সোহানা।

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com

আট

রাস্তাটা তেমাথা থেকেই খারাপ। ক্রমশ আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। নদী ছাড়িয়ে দূরে সরে এসেছে ওরা। মাথার ওপর আইসফিল্ড ভ্যাটনাজোকুল। আগ্নেয়গিরি ত্রৌলাদানজার গা বেয়ে ওপর দিকে উঠছে ল্যান্ড রোভার।

কুণ্ডলী পাকানো রশির মত পাহাড় পেঁচিয়ে, চক্কর মেরে উঠে গেছে রাস্তাটা। লো-গিয়ারে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। উঠছে ওপর দিকেই, কিন্তু তাতে এগোচ্ছে নাকি পিছিয়ে যাচ্ছে, বারবার সংশয় জাগছে মনে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে পাথুরে রাস্তাটাকে ল্যান্ড রোভারের চারটে চাকা, একটু ঢিল পড়লেই যেন গড়িয়ে নেমে যাবে নিচের দিকে। একেবারে টায়ার-টায় মাপ মত তৈরি রাস্তা, ল্যান্ড রোভারকে জায়গা দেয়ার পর মাঝে মধ্যে দু'চার ইঞ্চি বেঁচে আছে কোথাও। রানার ধারণাই ঠিক, বাঁকগুলো চুলের কাঁটার মত, ঝট করে ঘুরে গেছে আরেক দিকে। প্রতিটি বাঁক নেবার সময় ঢোক গিলছে রানা, ঢিপ ঢিপ করছে বুকের ভেতরটা, প্রার্থনা করছে ঠিক এই মুহূর্তে যেন উল্টোদিক থেকে কোন গাড়ি না আসে।

চাকা ঘুরছে, কিন্তু সামনে এগোচ্ছে না গাড়ি—ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। পেছন দিকে একপাশে নুড়ি পাথরের ধস নেমেছে। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজেকে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল সোহানা। সামনের চাকা পাথর কামড়ে পড়ে আছে, কিন্তু পিছনের চাকা ঘুরছে বন বন করে, ওগুলোর নিচে ভেঙে পড়ছে নুড়ি পাথরের স্তূপ, শিলা-বৃষ্টির মত কিনারা থেকে ঝরে পড়ে যাচ্ছে খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে নিচের খাদে। এই ভাবে দুই সেকেণ্ড কাটল, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে যেতে শুরু করল ল্যান্ড রোভার। পাথরগুলোর সাথে পিছনের চাকা দুটো সরে যাচ্ছে কিনারার দিকে। এঞ্জিনে আরও পেট্রল ঢালা ছাড়া করার আর কিছুই নেই রানার। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, এই চরম বিপদের সময় সামনের চাকা দুটো অসহযোগিতা করল না। পথের ওপর দাঁত বসিয়ে আটকে রেখেছে গাড়িকে, তারপর পেছনের একটা চাকা শক্ত পাথরের একটু ছোঁয়া পেতেই তিন চাকার সাহায্যে উঠে পড়ল ল্যান্ড রোভার, হাঁ করা মৃত্যু-ফাঁদ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল ওদেরকে। এর একটু পরই সামনের খানিকটা পথ সোজা আর প্রায় সমতল দেখতে পেল রানা। হুইল থেকে এই প্রথম হাত সরাবার অবকাশ পেল ও। ভিজে গেছে তালু দুটো।

ট্রাউজারে ঘষে হাত দুটো শুকিয়ে নিল রানা। 'ভয়ই করছে, তাই না?'

'দাও, কিছুক্ষণ না হয় আমি ড্রাইভ করি,' বলল সোহানা।

এদিক ওদিক মাথা দোলাল [illegible]। 'উঁহু, [illegible] অবস্থা ভাল নয়,' বলল রানা। 'তাছাড়া, গাড়ি চালাতে ভয় করছে না। প্রতিটা বাঁক নেবার সময় উল্টোদিক থেকে কোন গাড়ি এসে পড়বে কিনা ভেবে বুক কাঁপছে।' ঝুঁকে পড়ে কিনারা আর খাদের কিনারা দেখল ও। 'তেমন কিছু ঘটলে, একজনকে পিছু হটতে হবে, তাই না? কিন্তু তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।' উল্টোদিক থেকে কোন গাড়ি

এলে-এর চেয়েও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু সে-কথা ভেবে মন খারাপ করতে চাইছে না রানা। রাস্তাটা কেন যে ওয়ান-ওয়ে তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে।

'আরেক কাজ করা যায়,' বলল সোহানা। 'পায়ে হেঁটে প্রতিটি বাঁক দেখে নিয়ে আমি তোমাকে গাইড করতে পারি।'

'পাগল নাকি! সারাটা দিন লেগে যাবে তাতে। এ কি আর দু'চারশো গজের ব্যাপার?'

'সময়ের চেয়ে প্রাণের মূল্য বেশি,' হাত বাঁকিয়ে খাদের নিচের দিকটা দেখাল সোহানা। 'ওখানে পড়ে মরার কোন ইচ্ছে নেই আমার। গাড়ি থামাও।'

ইতস্তত করছে রানা। 'তাহলে বরং তুমি গাড়ি চালাও, আমি গাইড করি।'

মুখ শুকিয়ে গেল সোহানার। 'না বাবা, সে আমি পারব না।'

'পারবে না? এই তো একটু আগে ড্রাইভ করতে চাইছিলে।'

'তুমি পাশে থাকলে আলাদা কথা,' বলল সোহানা। 'শোনো, সবটা পথ হাঁটতে হবে না আমাকে। ফ্রন্ট বাম্পারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকব আমি, বাঁকের কাছে নেমে যাব, বুঝতে পেরেছ?'

আইডিয়াটা হয়তো মন্দ নয়, ভাবছে রানা, কিন্তু সোহানার জন্যে কাজটা সাংঘাতিক কষ্টকর। 'তোমার কাঁধ এখন কেমন?' গাড়ি থামাচ্ছে ও।

'ভাল, তা বলি না,' গাড়ির দরজা খুলে নেমে যাচ্ছে সোহানা। 'কিন্তু আরেকটা হাত তো রয়েছে, সেটা ব্যবহার করব।'

বাঁকের কাছে পৌঁছে হাতছানি দিয়ে ও. কে. সিগন্যাল দিচ্ছে সোহানা। গাড়ি নিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে রানা। সোহানার পাশে এসে স্পীড কমাবার দরকার হলো না, চলন্ত গাড়িতেই উঠে পড়ল সে। সামনের সরল পথটুকু বেশ দ্রুত গতিতে পেরিয়ে এল ল্যান্ড রোভার। বাঁকের কাছাকাছি স্পীড একটু কমাতেই বাম্পার থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেল সোহানা।

রানা যা ভেবেছিল, ঠিক তার উল্টো ফল হচ্ছে। এই নিয়মে যথেষ্ট দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে ওরা। সোহানাও এতটা আশা করেনি। উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে তার। এভাবে অনেকটা পথ পেরিয়ে এল ওরা। তারপর হঠাৎ হাতছানি দিয়ে 'ওকে' সিগন্যাল দেয়ার বদলে আকাশের দিকে তর্জনী তুলে কি যেন দেখাতে চেষ্টা করল সোহানা। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না রানা। ওদিকে হন হন করে গাড়ির দিকে ফিরে আসছে সোহানা। এই সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

ত্রৌলাদানজার মাথার ওপর রঙচঙে একটা ফড়িংয়ের মত দেখাচ্ছে হেলিকপ্টারটাকে। রোদ লেগেছে রোটরে, রুপোর একটা থালা ঘুরছে যেন।

খাদের কিনারা আর ল্যান্ড রোভারের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সোহানা, দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'ওদিকে নয় ঘুরে এদিকে চলে এসো—গেট আণ্ডার কাভার!' বলেই লাফ দিয়ে দরজার বাইরে চলে এল রানা। পাহাড়ের খাড়া গা ধরে তাল সামলে নিল।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল সোহানা। 'বিপদ, রানা?'

'হতে পারে,' দরজাটা এক হাতে ধরে গাড়ির ভেতর ঝুঁকে পড়ল রানা, বের

amisuman@yahoo.com
www.murchona.com©

করে আনল কারবাইনটা। 'কোন গাড়ির দেখা নেই, কিন্তু দুটো এয়ারক্রাফট টু মেরে দেখে যাচ্ছে আমাদেরকে—ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়।'

শুধু টু মেরে দেখে যেতে আসছে হেলিকপ্টারটা, রানা তা বিশ্বাস করে না—ভাবছে সোহানা—ওর হাতের কারবাইনটাই তার প্রমাণ।

ল্যাণ্ড রোভারের পেছনে চলে এল রানা। কারবাইন আড়ালে রেখে উঁকি দিয়ে তাকাল। এখনও সোজা ওদের দিকে এগিয়ে আসছে হেলিকপ্টার, ওপর থেকে দ্রুত নিচে নামছে। কাছাকাছি এসে নাকটা তুলল একটু, ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে স্পীড, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একেবারে স্থির হয়ে গেল শূন্যে। তারপর লিফটের মত সোজা নিচে নামতে শুরু করল। ল্যাণ্ড রোভারের সাথে সমান্তরাল রেখায় থামল সেটা, ওদের কাছ থেকে শ'খানেক গজ দূরে।

কপালে ঘাম ফুটেছে রানার। কারবাইনটা আরও শক্ত করে ধরল ও। পাহাড়ের এই কারনিসে গা ঢাকা দেবার কোন উপায় নেই ওদের। কোণঠাসা, ঝোপে লুকানো এক জোড়া শেয়ালের অবস্থা ওদের, অনায়াসে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে ওদেরকে। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট আর ওদের মাঝখানে স্রেফ এই ল্যাণ্ড রোভারটা রয়েছে, এটা থাকা না থাকা সমান কথা। 'কপ্টারের নাক এদিক ওদিক দুলছে, যেন উঁকিঝুঁকি মেরে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করছে ওদেরকে। রোদ লেগে ঝিকমিক করছে ককপিটের কাঁচ, ভেতরে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না রানা।

খানিক পর ধীরে ধীরে ফিউজিলাজ ঘুরতে শুরু করল। এবার 'কপ্টারের চওড়া দিকটা দেখতে পাবে ওরা। এক সেকেণ্ড পর স্বস্তির একটা বিরাট হাঁফ ছাড়ল রানা। কারবাইনটা রেখে দিয়ে গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। 'কপ্টারের ব্রডসাইডে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, ইউ.এস.নেভী, এস-এইচ: থারটি ফোর। আর যেখানেই থাক, মার্কিন নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারে অন্তত থাকতে পারে না গুস্তাফ তাতাভস্কি।

হাত নাড়ল রানা, বলল, 'ভয় নেই, সোহানা। বেরিয়ে আসতে পারো তুমি।'

রানার পাশে এসে দাঁড়াল সোহানা। দু'জন তাকিয়ে আছে হেলিকপ্টারের দিকে। সাইডের একটা দরজা একপাশে সরে যেতেই ভেতর থেকে একজন ক্রু, মাথায় সাদা হেলমেট পরা, উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর এক হাতে কিছু একটা ধরে মাথা সহ শরীরের অর্ধেকটা বের করে দিল শূন্যে, অপর হাতটা কানের কাছে নিয়ে গিয়ে ইঙ্গিতে কি যেন বলতে চাইছে। পর পর তিন বার ইঙ্গিতটা করল সে। এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরতে পারল রানা।

'টেলিফোন ব্যবহার করতে বলছে।' ল্যাণ্ড রোভারের ছাদে চড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে রানা। 'কিন্তু তা সম্ভব নয়।' ছাদে উঠে যেখানে হুইপ অ্যান্টেনা ছিল সেই জায়গাটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে ও। ক্রু লোকটা দ্রুত বুঝে নিল রানার ইঙ্গিত, হাত নেড়ে বিদায় জানাল, শাঁ করে ঢুকিয়ে নিল মাথাটা 'কপ্টারের ভেতর। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওপরে উঠে গিয়ে পেছন ফিরল, তারপর চওড়া একটা বাঁক নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে ছুটে চলল 'কপ্টার। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে এঞ্জিনের গুঞ্জন। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল বিন্দু হয়ে।

সোহানার দিকে ফিরল রানা। 'কি বুঝলে?'

'মনে হলো খুব জরুরী কোন ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলতে চায় ওরা। সম্ভবত সামনে কোথাও ল্যাণ্ড করবে।'

'হুঁ,' গম্ভীর দেখাচ্ছে রানাকে। 'এর সাথে আমেরিকানরাও যে জড়িত তা তো কেউ বলেনি আমাকে।'

'তা নাও হতে পারে।'

'না হলেই ভাল,' গাড়ির তলা থেকে কারবাইনটা বের করে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। 'চলো, যাওয়া যাক।'

আবার সেই কঠিন পরীক্ষা। সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। বাম্পার থেকে লাফ দিয়ে নেমে হন হন করে এগোচ্ছে সোহানা। ঢিমে তালে উঠে যাচ্ছে ল্যাণ্ড রোভার, উঠছে তো উঠছেই, আবার মাঝে মধ্যে নামছেও—একঘেয়ে, বিরক্তিকর, অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। এইভাবে একসময় অ্যাটনাজোকুলের কিনারায় পৌঁছুল ওরা, এরপরই শুরু হয়েছে বরফের রাজ্য। চূড়া থেকে ডানে ঘুরে আইসফিল্ডের দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। এতক্ষণ শুধু ওপর দিকে উঠেছে ওরা, এখন শুধু নিচের দিকে নেমে যাবে। পথে মাত্র একবার বড় ধরনের একটা সমস্যায় পড়ল ওরা। এক জায়গায় ট্রোলাদানজার মস্ত পেট ফুঁড়ে আছে, সেটা পেরোবার সময় ঘেমে গোসল হয়ে গেল রানা। সরু কারনিসের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাবার সময় মনে হলো, ল্যাণ্ড রোভার শূন্যে ঝুলে আছে। ধনুকের মত বেঁকে গেছে পথ, দশ হাত দূরে কি আছে দেখার উপায় নেই। পিঁপড়ের মত শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে রানা গাড়ি নিয়ে। উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে সোহানার, হাঁপাচ্ছে, গাড়ির কাছ থেকে তিন হাত দূরে সে, এক পা এক পা করে পিছু হটছে। ল্যাণ্ড রোভারের এক দিকের চাকা খাদের কিনারা ছুঁই ছুঁই করছে, সেই সাথে বিস্ফারিত হয়ে উঠছে তার চোখ দুটো। হঠাৎ একবার আঁতকে উঠল সে। কিনারার বাইরে চলে গেছে ল্যাণ্ড রোভারের একদিকের চাকা, সবটুকু নয় অর্ধেকের কিছু কম। চিৎকার করে রানাকে সাবধান করবে, তাও অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে, কেন না ল্যাণ্ড রোভারের অপর দিকেও এক ইঞ্চি জায়গা অবশিষ্ট নেই, পাহাড়ের গা খাড়াভাবে উঠে গেছে ওপর দিকে।

ভাগ্য ভাল যে জায়গাটা সমতল, তা নাহলে কি হত বলা যায় না। দুই হাত দূরে জায়গাটা খানিক চওড়া হয়ে গেছে, কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার আগে গাড়ি ব্যাক করতে হলো রানাকে। নতুন করে এগোল ও, এবারও কিনারার বাইরে চলে গেল একদিকের চাকা, তবে শুধু পেছনের একটা। সামনের দুটো কিনারার এদিকেই থাকল। ভয় ছিল পেছনের চাকা কিনারার বাইরে ঝুলে পড়লে কাত হয়ে যাবে গাড়ি, তখন হয়তো পতন রোধ করা কোনমতেই সম্ভব হবে না। ঘটছিলও তাই, কিন্তু হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বিপদটা কাটিয়ে নিল রানা। ল্যাণ্ড রোভার দ্রুত চলে এল চওড়া রাস্তায়। এরপর আর কোন বড় সমস্যায় পড়তে হলো না ওদেরকে। গাড়িতে তুলে নিল সোহানাকে রানা।

ফেলে আসা পথটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। আজ রোদ ছিল বলে কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। কুয়াশা বা বৃষ্টি থাকলে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হত না। ম্যাপটা

চেক করল ও। ওয়ান-ওয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসেছে ওরা। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন ওর।

ক্লান্ত, অসুস্থ দেখাচ্ছে সোহানাকে। অনেক হাঁটতে হয়েছে ওকে, প্রচুর লাফ-ঝাঁপ দিতে হয়েছে, তার ওপর একটা কাঁধ আর হাত আড়ষ্ট হয়ে থাকায় অনেক বেশি শক্তি ক্ষয় হয়েছে ওর। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। বলল, 'খাদে পড়ে মরিনি বটে, কিন্তু এখন পেটে কিছু দিতে না পারলে খিদেই আমাদেরকে মেরে ফেলবে। সুতরাং এখানেই যাত্রা-বিরতি।'

একটা ভুল করে বসল রানা।

কিন্তু ভুলটা ওর কাছে ধরা পড়ল আড়াই ঘণ্টা পর। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম, এতে পুরো একটা ঘণ্টা বয়ে গেল। তারপর একটানা দেড়ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে একটা নদীর ধারে পৌঁছুল ওরা। নদীর পানি কানায় কানায় ভরাট দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা।

পানির কিনারায় ল্যাণ্ড রোভার দাঁড় করাল ও, পথটা এখানেই নদীতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমস্যাটা বোঝার জন্যে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল দুজনেই।

চারদিকের নানা লক্ষণ দেখে নদীর গভীরতা হিসাব কষে বের করল রানা। তীরের শুকনো পাথরগুলোর ওপর চোখ রেখে ম্লান গলায় বলল, 'নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে আমার এখন।'

'মানে?'

'দেখছ না, এখনও বাড়ছে পানি?' বলল রানা। 'বোকার মত কাজ করেছি, ওখানে থামা উচিত হয়নি আমাদের। এক ঘণ্টা আগে আরও অনেক নিচে ছিল পানি, অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারতাম।'

'এখন আর সম্ভব নয়,' সায় দেবার সুরে বলল সোহানা।

'ঠিক বুঝতে পারছি না...' চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে।

ভাটনাজোকুল-এর আরেক নাম 'ওয়াটার গ্লেসিয়ার', নামকরণটা সার্থক, সন্দেহ নেই। পুব আর উত্তর আইসল্যাণ্ডের সমস্ত নদীকে নিজের মর্জি আর কর্তৃত্বের অধীন রেখেছে এই আইসফিল্ড। বরফের এই বিশাল রিজার্ভয়ের-এর বিস্তৃতি তার দিগন্ত রেখাকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছে। ধীরে ধীরে গলছে এর বরফ, বরফ গলা পানি পেয়ে কানায় কানায় ভরে উঠছে অসংখ্য নদ-নদী। আজ রোদ ছিল বলে প্রকৃতির ওপর কৃতজ্ঞতাবোধ করেছিল রানা, কিন্তু এই মুহূর্তে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ওর মনে। কারণ রোদ ভরা দিন মানেই উপচে পড়া নদী। সকাল বেলাটাই গ্লেসিয়ার পেরোবার সবচেয়ে নিরাপদ সময়, তখন বরফের ওপর পানি থাকে না বা খুব কম থাকে। দিনের অন্য সময়, বিশেষ করে সেই দিনটা যদি মেঘমুক্ত আকাশ থাকে আর সূর্য ওঠে, বরফ গলা পানি ক্রমে বাড়তে শুরু করে, এবং বিকেলের দিকে ফুলে ফেঁপে উঠে তীব্র স্রোতের আকার ধারণ করে। এই বিশেষ নদীটা এখনও ফুলে ফেঁপে ওঠেনি, কিন্তু এরই মধ্যে বরফ গলা পানি যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে এর গভীরতা। পেরোনো সম্ভব কিনা সন্দেহ।

ম্যাপে চোখ রেখে জানতে চাইল সোহানা, 'কোথায় যেতে চাইছ তুমি? মানে, আজকের কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'মেইন স্প্রেংগিসানডুর রুটে পৌঁছুতে চাই,' বলল রানা। 'ওটাকে ঠিক না হোক স্থায়ী পথ বলা চলে—ওখানে পৌঁছুতে পারলে গেইসারে যাওয়া কঠিন হবে না।'

দূরত্বটা মাপল সোহানা। 'ষাট কিলোমিটার...' কথা শেষ না করেই হঠাৎ চুপ মেরে গেল সে।

রানা দেখল, ঠোঁট কামড়াচ্ছে সোহানা। 'কি ব্যাপার?'

ম্যাপ থেকে মুখ তুলে তাকাল সোহানা। 'গুনছিলাম,' বলল সে। 'ষাট কিলোমিটার রাস্তায় বারোটা নদী। ওগুলো পেরিয়ে তবে আমরা পৌঁছুব স্প্রেংগিসানডুর রুটে।'

'সেরেছে!' ম্লান হয়ে গেল রানার চেহারা। এর আগে আইসল্যাণ্ডে কোথাও তাড়াহুড়োর সাথে পৌঁছুতে চায়নি ও, পথে যদি অসংখ্য নদী পড়েও থাকে, গুনে দেখেনি কখনও। কোন নদী যখন ওর পথ আগলেছে, খুশি মনে পরাজয় মেনে নিয়ে সেখানেই ক্যাম্প ফেলেছে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি আলাদা। আজ যদি পরাজয় স্বীকার করতে হয় তাতে আনন্দের ছিটেফোঁটাও থাকবে না, থাকবে উদ্বেগ আর বিপদের ভয়।

'এখানে ক্যাম্প ফেলা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না,' বলল সোহানা।

আবার নদীর দিকে তাকাল রানা। বুঝতে পারছে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে। 'না। নদী পেরোব আমরা। অন্তত চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

'কিন্তু—কেন, রানা?' অবাক হয়েছে সোহানা। 'বাকিগুলো আজ কোনমতেই পেরোনো সম্ভব নয়, আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে...এই একটা নদী পেরিয়ে লাভ কি?'

'মনটা খুঁত-খুঁত করছে,' বলল রানা। হাত তুলে ফেলে আসা পথটা দেখাল ও। 'এলে ওদিক থেকেই আসবে কেউ। ক্যাম্প যদি ফেলতেই হয়, ওপারে ফেলব।'

নদীর মধ্যস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'সাংঘাতিক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে, রানা।' একটা ঢোক গিলল সে, শুকিয়ে গেছে মুখ।

'তারচেয়ে বড় ঝুঁকি নেয়া হবে এপারে থেকে গেলে।'

জেনেশুনে ফাঁদে পড়তে চায় না রানা। দেশটা দুর্গম, সে-কথা বিশেষভাবে মনে রেখে সতর্ক হয়ে আছে ও, এমন কোন পরিস্থিতিতে পড়তে চায় না যেখান থেকে পিছু হটার বা বেরিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। সেইজন্যেই চট জলদি আস্কজা ছেড়ে চলে এসেছে ও, একই কারণে পেরোতে চাইছে এই নদীটা। 'পনেরো মিনিট পর ঝুঁকিটা আরও বাড়বে, সুতরাং আর দেরি করার কোন মানে হয় না। গাড়িতে ওঠো।'

পথটা ডুবে গেছে, কিন্তু ওপারের তীরে আবার মুখ তুলেছে সেটা, ঠিক সোজা নাক বরাবর দেখতে পাচ্ছে রানা। গাড়িতে ওঠার আগে আরও কিছু সময় নষ্ট করল ও, দেখে নিচ্ছে পথটা ধরে নাকি অন্য কোথাও দিয়ে নিয়ে যাবে গাড়ি। নিরাশ হলো ও। উজান বা ভাটির কোথাও এমন কোন জায়গা নেই যেখানে গাড়ি নামানো যায়, হয় পানির গভীরতা নয়তো পাথরের উঁচু পাড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অগত্যা নাক বরাবর পথটা ধরেই পানিতে গাড়ি নামাল ও।

লো-গিয়ারে গাড়ি নিয়ে এগোচ্ছে রানা। খুব সাবধানে, যত ধীর গতিতে পারা

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

যায়। চাকায় ধাক্কা খেয়ে ফেঁপে উঠছে তীব্র স্রোত, একপাশে কাত করে রেখেছে ল্যাণ্ড রোভারকে। এমনিতে ঢেউ নেই নদীতে, কিন্তু ফেঁপে ওঠা স্রোত বাড়ি মারছে গাড়ির গায়ে। মাঝ নদীতে পানির গভীরতা বেড়ে গেল, দরজা দিয়ে এক-আধটু ঢুকতে শুরু করেছে। বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে স্রোতের ধাক্কাটা, নদীর তলায় রুগড়ে দিচ্ছে না চাকাগুলোকে। হঠাৎ সারা শরীরের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার, পরিষ্কার অনুভব করছে একপাশের দুটো চাকাই নদীর তলা ছেড়ে উঠে পড়েছে, কাত হয়ে উল্টে যাচ্ছে ল্যাণ্ড রোভার। ভারি স্রোতের সাথে ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে গাড়ি। এক সেকেণ্ড পর দরজা দিয়ে পানি ঢুকতে শুরু করল। একটু সুবিধে হলো এতে। নির্বাধায় এগিয়ে যাচ্ছে স্রোত গাড়ির ভিতর দিয়ে, চাপের পরিমাণ বেশ একটু কমে গেল। উল্টোদিকের পার লক্ষ্য করে এগোচ্ছে গাড়ি। সামনের চাকা দুটো নদীর তলা আঁকড়ে আছে, কিন্তু পিছনের চাকা দুটো ঠিক মত কাজ করছে না। নদীর অপর পাড়ে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে পৌছুল ল্যাণ্ড রোভার। এবড়োখেবড়ো, শ্যাওলা ঢাকা শক্ত নাভার ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে উঠে এল গাড়ি। এই মাত্র সাঁতার কেটে ফিরে আসা লোমশ একটা কুকুরের মত পানি ঝরছে গা থেকে।

উঁচু-নিচু নাভার ওপর দিয়ে হেলেদুলে এগোচ্ছে ল্যাণ্ড রোভার। খানিকটা সমতল জায়গায় এসে থামল রানা। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে তাকাল সোহানার দিকে। 'একটাই যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে, বাকিগুলো কাল পেরোলেই চলবে। ভাগ্য ভাল যে ল্যাণ্ড রোভারটা ফোর-হুইল ড্রাইভ, তা না হলে কি হত বলা যায় না।'

ভয়ের ছাপ এখনও মুছে যায়নি সোহানার চেহারা থেকে। 'আর একটু হলেই তো ভেসে গিয়েছিলাম স্রোতের সাথে।'

'কিন্তু যাইনি,' আবার এঞ্জিন চালু করল রানা। 'পরের নদীটা কত দূর?'

'ওটাও পেরোবে নাকি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সোহানা।

'না,' হেসে ফেলল রানা। 'কাল ভোরে পেরোব ওটা। আজ ক্যাম্প ফেলব ওখানে।'

ম্যাপ দেখে বলল সোহানা, 'দুই কিলোমিটারের মত।'

দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দু'নম্বর নদীর ধারে এসে পৌছুল ওরা।

ভ্যাম্পিনাজোকুল আইসফিল্ডের বরফ গলা পানিতে এটাও টইটম্বুর হয়ে রয়েছে। ল্যাণ্ড রোভার ঘুরিয়ে নিয়ে পাথরের বিরাট এক স্তূপের আড়ালে চলে এল রানা। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়ল। রাস্তা বা নদী থেকে গাড়িটাকে এখন দেখা যাচ্ছে না।

দিনের আলো এখনও থাকবে কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু নদীগুলোর জন্যে সময়টা কাজে লাগাতে পারছে না ওরা। খুব ভোরে কাল সকালে তাড়া পড়বে বরফ গলা পানিতে, তার আগে করার নেই কিছু। চাপা একটা অস্থিরতা অনুভব করছে রানা। 'ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' সোহানাকে বলল ও। 'চুপচাপ বসে থাকো গাড়িতে, তোমার আরামের ব্যবস্থা করছি আমি। বিশেষ কোন অসুবিধে থাকলে বলতে পারো আমাকে।'

হেসে ফেলল সোহানা। রানার আপত্তি সত্ত্বেও নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ডান হাতটা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে ওর। রানা ওকে দু'হাতে তুলে নিয়ে আবার বসিয়ে দিল গাড়িতে।

'কাঁধের কি অবস্থা?'

'ব্যথা,' জোর করে হাসল সোহানা।

'ব্যাণ্ডেজ খুলে আমার একবার দেখাতে হবে।'

'ব্যাণ্ডেজ খুলে আমায় একবার দেখাতে হবে।' প্যাসের চুলোয় পানি ফুটতে ল্যাণ্ড রোভারের মাথাটা গুটিয়ে সরিয়ে দিল রানা। প্যাসের চুলোয় পানি ফুটতে দিল। নদীর উঁচু পাড়ে বসে পা থেকে সোয়েটার খোলার চেষ্টা করছে সোহানা, কিন্তু ডান হাতটা তুলতে না পারায় ঘেমে ওঠাই সার হচ্ছে, খুলতে পারছে না। সাহায্য করতে এগিয়ে এল রানা। অত্যন্ত সাবধানে সোয়েটারটা খুলে নিল ও, কিন্তু তবু প্রচণ্ড ব্যথায় নীল হয়ে গেল সোহানার চেহারা, আর একটু হলে কেঁদেই ফেলেছিল। সমানুভূতিতে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার।

ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। এখনও দপদপ করছে, লাল হয়ে উঠেছে চারদিক, কিন্তু পুঁজ নেই দেখে স্বস্তি বোধ করল ও, এখনও কোন লক্ষণ নেই ইনফেকশনের। ক্ষতটা ধুয়ে ফার্স্ট-এইড বক্স থেকে মেডিকেটেড ড্রেসিং বের করে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল রানা। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে সোহানা। 'তোমার নতুন উলেন স্কার্ফটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা। 'হাতটা একটা স্লিং-এ বেঁধে রাখা দরকার।'

হাসছে দেখাল সোহানা, বলল, 'ওই দেরাজে।'

স্লিং বেঁধে দিয়ে বলল রানা, 'ঠাট্টা নয়, কোন কাজে হাত দিতে এলে হাত তোমার ভেঙে দেব আমি। লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপচাপ বসে থাকো। দেখো কী সুন্দর খাবার তৈরি করি।'

বিষয়টাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিল রানা। খুঁজে-পেতে বের করল সোহানার সংগ্রহ করে রাখা সবচেয়ে ভাল খাবারের ক্যানগুলো। অক্সটেইল সুপের পর আগুনে ঝলসানো মাংস খেয়ে রঙ ফিরে এল সোহানার চেহারায়। ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, কফির সাথে একটু ব্রাণ্ডি মিশিয়ে নিয়েছে ও।

'এই প্রথম ছুটির একটু আমেজ অনুভব করছি,' বলল সোহানা। পেইনকিলার ট্যাবলেট খেয়ে আরাম বোধ করছে ও।

'এখন তোমার ঘুমাবার চেষ্টা করা দরকার। খুব ভোরে উঠে রওনা হব আমরা।' হিসেব কষে দেখল রানা, রাত তিনটের দিকে যথেষ্ট আলো ফুটবে আকাশে। নদীগুলোতেও ওই সময় সবচেয়ে কম পানি থাকে। ঝুঁকে পড়ে বিনকিউলারটা তুলে নিল ও।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'চারদিকটা একবার দেখে আসি। তুমি ঘুমাও।'

'সত্যি, কি যে ঘুম পেয়েছে আমার!' তন্দ্রালু চোখ মেলে হাসতে চেষ্টা করল সোহানা।

বিনকিউলারের ফিতেটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে পেছনের দরজা খুলে ল্যাণ্ড রোভার থেকে নামল রানা। হাঁটতে শুরু করে কি মনে হতে পেছন দিকে তাকাল ও, সাথে সাথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে এল গাড়ির দরজার কাছে, গাড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে তুলে নিল কারবাইনটা। দেখল, চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে সোহানা, রোদহয়

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com
MASUD RANA

ঘুমিয়ে পড়েছে। পেরোতে হবে সেটা দেখে নিল রানা। এখনও দু'কূল ছাপিয়ে
প্রথমে যে নদীটা পেরোতে হবে সেটা দেখে নিল রানা। ভোরের দিকে শীর্ণ হয়ে
প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু একটু পরই কমতে শুরু করবে পানি। ভোরের দিকে শীর্ণ হয়ে
যাবে এর চেহারা, তখন সহজেই ওপারে গাড়ি নিয়ে পৌঁছুতে পারবে ওরা। এরপর
স্পেপ্রথশিলানন্দুর আর এদের মাঝখানে যতগুলো নদী পড়বে, পানি আবার বাড়তে
শুরু করার আগেই একের পর এক সবগুলো পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।
রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নদীর দিকে পিছন ফিরল রানা। ফেলে আসা
পথ ধরে হাঁটছে ও, ফিরে যাচ্ছে প্রথম নদীর দিকে, আজ খানিক আগে পেরিয়ে
এসেছে যেটাকে। এক মাইলের কিছু বেশি হাঁটতে হলো ওকে। অত্যন্ত সতর্কতার
সঙ্গে নদীটার কাছাকাছি এল ও। দেখল, কোথাও কিছু নড়ছে না, সব ঠিক আছে।
কলকল করে বয়ে যাচ্ছে নদী, অন্য কোন শব্দ নেই। চোখে বিনকিউলার তুলে
দূরের পথটাও ভাল করে দেখে নিল ও। সতর্ক হবার মত কিছুই পড়ছে না চোখে।
নদীর দিকে মুখ করে একটা পাথরের ওপর বসল ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে
টানছে।
সোহানার ক্ষতটা চিন্তিত করে তুলেছে ওকে। ভয় পাবার তেমন কোন লক্ষণ
এখনও দেখেনি ও, কিন্তু আর দেরি না করে একজন ডাক্তারকে দেখানো দরকার।
হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, এই দুর্গম পথের ঝাঁকুনি খেয়ে আরও ক্ষতি হচ্ছে ওটার
ক্ষতটা যে বুলেটের, সেটেই ধরে ফেলবে ডাক্তার, এবং ব্যাখ্যাও দাবি করবে।
তবে, ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।
পাথরটার ওপর বসে দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দিল রানা। নদীর দিকে তাকিয়ে সিগারেট
ফুঁকছে, চিন্তাভাবনা করছে। কিন্তু সমস্যার জট তাতে খুলছে না। আমেরিকানদের
হেলিকপ্টারটা রহস্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে, ধাপে ধাপে কোথাও বসাতে পারছে
না ওটাকে রানা। গোটা ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে
রিস্টওয়াচ দেখল ও। ন'টা বাজে। এবার উঠতে হয়। সিগারেটের গোড়া
টুকরোগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করল ও। মাটিতে পুঁতে ফেলল।
কারবাইনটা তুলে নিয়ে তৈরি হলো ফেরার জন্যে।
দাঁড়াচ্ছে রানা, ঠিক এই সময় আবছাভাবে কি যেন দেখতে পেল ও, নিজেকে
টান টান হয়ে উঠল শরীরের পেশীগুলো। উত্তরের রাত, আকাশে সূর্য না থাকলেও,
ঘনঘোর অন্ধকার নামে না কখনও। চোখ কুঁচকে নদীর ওপারে তাকিয়ে আছে
রানা। আবছা অন্ধকারে কিছুই পরিষ্কার নয়, তবে দূরের রাস্তায় ছোট্ট একটা
ইশারাতে ভার দিকি দিতে ... দৃষ্টিকে। হয়তো কিছুই নয়, আবার জোর
করে কিছু বলাও যায় না। কারবাইন রেখে দিয়ে চোখে বিনকিউলারটা তুলল রানা।
চোখের সামনে লাফ দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ধুলোর মেঘ, তার ওপাশে
একটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে—চিনতে ... রানার। একটা গাড়ি।
দ্রুত চারদিকে তাকাল রানা। নদীর পাড়ের কাছাকাছি গা ঢাকা দেবার কোন
জায়গা নেই। দু'শো গজ পেছনে উঁচু, পাথর আর মাটির তৈরি একটা পাঁচিল দেখা যাচ্ছে,
কারবাইনটা তুলে নিয়ে সেদিকে ছুটল রানা।

আড়াল থেকে নদীর ওপারে তাকিয়ে আছে ও। নদীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে
গাড়িটা। মন্থর হয়ে আসছে গতি। চিনতে পারছে রানা, একটা উইলিজ জীপ—দুর্গম
আইসল্যাণ্ডে একটা ল্যাণ্ড রোভারের মতই উপযুক্ত। পানির কিনারা পর্যন্ত এসে
দাঁড়িয়ে পড়ল জীপ। নিস্তব্ধ রাত, দরজার হাতল ঘোরাবার ক্লিক শব্দটা স্পষ্ট শুনতে
পেল ও। একজন লোক নামল, হেঁটে চলে এল গাড়ির সামনে। পানির কিনারায়
দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে, ড্রাইভারের উদ্দেশে কি যেন বলল।
কথাগুলো বুঝতে পারল না রানা, কিন্তু উচ্চারণ আর স্বরভঙ্গি লক্ষ করে নিঃসন্দেহ
হলো, আইসল্যান্ডিক বা ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে না লোকটা।
বলছে জার্মান ভাষায়।
জীপ থেকে নেমে এল ড্রাইভার। নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে
এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। তার পাশে আরও দু'জন লোক এসে দাঁড়াল। মোট
চারজন। নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করছে ওরা।
প্রথম জীপটার পেছনে একটা ল্যাণ্ড রোভার এসে থামল। আরও চারজন লোক
নামল সেটা থেকে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সবাই।
মাথায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে একজন লোক, শরীরটাও বিশাল, ভাব-ভঙ্গি দেখে
তাকেই দলের নেতা বলে মনে হচ্ছে রানার—একটু চেনা চেনাও লাগছে।
চোখে বিনকিউলার তুলে লোকটার দিকে তাকাল রানা। অস্পষ্ট আলো, কিন্তু
লোকটার মুখের প্রতিটি ভাঁজ, রেখা ইত্যাদি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। শিরদাঁড়া
বেয়ে হিম-শীতল একটা ভয়ের স্রোত নেমে এল। ঠোঁট জোড়া নড়ছে গুস্তাফ
তাতাতস্কির। কি বলছে, তার কিছুই শুনতে পাচ্ছে না রানা। কিন্তু আগে অনেকবার
শুনেছে তার গলা, এখনও কানে বাজছে সেই মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

নয়

হাত বাড়িয়ে কারবাইনটা ছুঁলো রানা। পর মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল হাতটা। ভাবছে।
আলো খুব কম, দ্রুত আরও কমে যাচ্ছে। এটা একটা অপরিচিত রাইফেল—
তাছাড়া, এর ব্যারেলটা এত লম্বা নয় যে নদীর ওপারে দাঁড়ানো একজন লোকের
মাথায় বাড়ি মারা সম্ভব। নদীর ওপারে দাঁড়ানো লোকগুলো ওর কাছ থেকে
মোটামুটি তিনশো গজ দূরে, অনুমান করল ও। এই দূরত্বে আর এই কম আলোয়
গুলি করে কাউকে যদি আঘাত করতে পারে, ভাগ্যের ব্যাপার হবে সেটা, লক্ষ্যভেদে
নিপুণতার জন্যে ঘটবে না তা।
হ্যাঁ, ভাবছে ও, এটা যদি ওর নিজের রাইফেল হত, একটা হরিণ ফেলে দেয়ার
মত অনায়াসে গুস্তাফ তাতাতস্কিকেও এই মুহূর্তে ফেলে দিতে পারত সে। মাত্র
কয়েক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। নরম নাকের বুলেট ছুটে গিয়ে
লাগল একটা হরিণের গায়ে, কিন্তু এক ছুটে আধ মাইল দূরে চলে গিয়ে তারপর
দড়াম করে পড়ে মরে গেল। মুঠো পাকানো হাত ঢুকে যাবে এমন একটা গর্ত করে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

বেরিয়ে গিয়েছিল বুলেটটা। কিন্তু একজন মানুষের পক্ষে গুলি খেয়ে অত ছুটোছুটি করা সম্ভব নয়, তার নার্ভাস সিস্টেম অত্যন্ত জটিল, ধাক্কা সামলে উঠতে পারে না।

এলোপাতাড়ি গুলি করার কোন মানে হয় না, তাতে কাজের কাজ হয়তো কিছুই হবে না, শুধু শুধু সতর্ক করে দেয়া হবে গুস্তাফ তাতাভস্কিকে। এখুনি সেটা চাইছে না রানা। কারবাইন ধরা হাতের আঙুলগুলো ঢিল করে দিল ও। এর পর কি ঘটে দেখার জন্যে তাকিয়ে আছে নদীর ওপারে।

গুস্তাফ তাতাভস্কি পৌঁছুবার সাথে সাথে তর্ক-বিতর্ক থেমে গেছে ওদের। একজন লোক তর্জনী দিয়ে ল্যাণ্ড রোভারের চাকার দাগ দেখাচ্ছে, যেখানে পানিতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে পথটা, তারপর হাত তুলে নদীর অপর তীর দেখাচ্ছে সে—কোথাও ল্যাণ্ড রোভারের চাকার দাগ নেই। দাগ না থাকার কারণ ল্যাণ্ড রোভার খানিক ভেসে গিয়ে পথ থেকে সরে গিয়েছিল, তীরে ওঠার সময় শক্ত লাভায় কোন দাগ পড়েনি। কিন্তু ঘটনাটা যে চাক্ষুষ করেনি তার কাছে এটা একটা রহস্যময় কাণ্ড বলেই মনে হবে।

লোকটা এবার হাত তুলে ভাটির দিকটা দেখাচ্ছে। সম্ভবত বলতে চাইছে, গাড়িটা তীব্র মধ্যস্রোতে পড়ে ভেসে গেছে ভাটির দিকে। কিন্তু এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে গুস্তাফ তাতাভস্কি, সহকারীর অনুমানে বিশ্বাস রাখতে রাজি নয়। কর্কশ সুরে কথা বলছে সে, হাত নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে একটা ম্যাপ নিয়ে এল একজন। সেটা গম্ভীর মনোযোগের সাথে দেখছে গুস্তাফ। দশ সেকেণ্ড পর ঝট করে মাথা তুলে ডান দিকটা দেখাল সহকারীদেরকে। সাথে সাথে টপাটপ লাফ দিয়ে চারজন লোক উঠে পড়ল উইলিজ জীপে। গাড়ি ব্যাক করে পিছিয়ে গেল তারা খানিকটা, তারপর পথ ছেড়ে আড়াআড়ি ভাবে ডান দিকে ছুটিয়ে দিল জীপটাকে। অসমতল লাভা আর বরফের ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে এগোচ্ছে সেটা।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল ওর, ওদিকে গাম্নেসাভোটেন নামে একটা জায়গায় ছোট লেক আছে কয়েকটা। গুস্তাফ ভেবেছে, সে হয়তো গাম্নেসাভোটেনে ক্যাম্প ফেলেছে। যাই হোক নিরাশ হতে হবে তাকে, ভাবল রানা। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয়, কি পরিমাণ সতর্কতার সাথে পেছনে লেগেছে সে।

ল্যাণ্ড রোভারের আরোহীরা পথের ঠিক পাশেই একটা তাঁবু খাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একজন লোক ছোট ছোট পা ফেলে দৌড়ে এল, হাতে একটা ভ্যাকিউম ফ্লাস্ক। গুস্তাফ তাতাভস্কির কাছে এসে দাঁড়াল সে। কাপে ধূমায়িত কফি বা চা ঢেলে দিল।

পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে গুস্তাফ। ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে কাপে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নদীর অপর তীরের দিকে—রানার মনে হলো, ঠিক যেন তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে অত্যন্ত সাবধানে মাথাটা নিচু করে নিল রানা, কোন শব্দ না করে লাভার পাঁচিল থেকে নেমে এল। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ও। মন দিয়ে ভাবছে হাঁটছে। ল্যাণ্ড রোভার যেখানে পথ ছেড়ে নেমে গেছে সেখানে এসে দাঁড়াল। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে। না, চাকার দাগ নেই কোথাও। গুস্তাফ তাতাভস্কি রাতের নদী পেরোবার চেষ্টা করবে বলে মনে

হয় না, সে চেষ্টা করলে কয়েকজন লোক হারাতে হতে পারে তাকে—তবু বলা যায় না, সমস্ত ধারণা মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে কেউ যদি নদী পেরিয়ে এখানে চলে আসেও, তার চোখে সহজে ধরা পড়তে চায় না রানা।

স্লীপিং ব্যাগের ভেতর হাঁটু ভাঁজ করে, বাঁ দিকে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে সোহানা। ঘুমাচ্ছে। ঘুমাক, ভাবল ও, ওকে জাগিয়ে কোন লাভ নেই। ক্যাম্প গুটিয়ে এখনই কোথাও যাচ্ছে না ওরা, আর নদী পেরিয়ে গুস্তাফ তাতাভস্কিও এত তাড়াতাড়ি এপারে আসছে না। হাত দিয়ে আড়াল করে পেন্সিল টর্চ জ্বালল ও, যাতে আলো লেগে সোহানার ঘুম না ভাঙে। র‍্যাকস্যাকের ভেতর টুকিটাকি নানান জিনিস রয়েছে, তার মধ্যে থেকে সুতোর একটা রীল বের করে নিল ও। সন্তর্পণে নেমে এল ল্যাণ্ড রোভার থেকে।

রাস্তাটা শ'দেড়েক গজ দূরে। কিনারায় এসে থামল রানা। টর্চের আলো ফেলে খুঁজে বের করল মাটি থেকে এক ফুট উঁচু লাভার একটা টুকরো, সেটার মাথায় সুতোর একটা প্রান্ত বাঁধল ও, তারপর রীল থেকে সুতো ছাড়তে ছাড়তে রাস্তা পেরিয়ে চলে এল এপারে, সুতোর অপর প্রান্তটাও বাঁধল এক ফুট উঁচু আরেকটা লাভার টুকরোর সাথে। সাবধানের মার নেই, তাই এই সতর্কতা। রাতে যদি নদী পেরিয়ে এসে এই রাস্তা দিয়ে যায় গুস্তাফ তাতাভস্কি, ব্যাপারটা টের পেতে চায় রানা। ভোরে ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে দ্বিতীয় নদীটা পেরোবে ওরা, ওপারে পৌঁছে অপ্রত্যাশিতভাবে শত্রুর মুখোমুখি হতে চায় না ও।

আরও একটু আগে বেড়ে নদীর সামনে চলে এল রানা। একটু কমেছে পানি, যথেষ্ট আলো থাকলে এই মুহূর্তে ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে ওপারে চলে যাওয়া যেত। কিন্তু হেডলাইট না জ্বেলে ঝুঁকিটা নেয়া উচিত হবে না। আবার হেডলাইট জ্বালাটাও ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে। আকাশে দেখা যাবে আলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাশান প্রতিপক্ষ কতই বা দূরে এখান থেকে।

রওনা হবার জন্যে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে শুলো রানা। রিস্টওয়াচে অ্যালার্ম দিয়ে রাখল রাত দুটোর ঘরে।

সোয়া দুটোয় তৈরি হয়ে গেল ওরা। মৃদু গলায় একবার মাত্র সোহানাকে ডাকল রানা, সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেল তার। 'তাড়াতাড়ি কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও,' বলল রানা, 'এখুনি রওনা হব আমরা। গুস্তাফ পৌঁছে গেছে।'

'কোথায়?'

'নদীর ওপারে,' বলল রানা। সোহানা আর কোন প্রশ্ন করল না, দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করল। 'চারদিকটা দেখে আসি একবার,' বলে ল্যাণ্ড রোভার থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

রাস্তায় চলে এল ও। কালো সুতোটা আগের মতই রয়েছে। তার মানে, রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি যায়নি। কোন গাড়িকে যদি যেতে হয়, এই রাস্তা ছাড়া উপায় নেই তার। রাস্তা ছেড়ে জমাট বাঁধা লাভার ওপর দিয়ে এই অন্ধকারে গাড়ি নিয়ে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব। তবে, পায়ে হেঁটে গেলেও যেতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনাটাকে বাতিল করে দিল রানা।

নদীর পানি অনেক কমে গেছে, এখন অনায়াসে পেরোনো সম্ভব। ল্যাণ্ড রোভারের কাছে ফেরার সময় পুব আকাশের দিকে তাকাল রানা. উত্তরের খুদে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখনও যদিও ক্ষীণ ফুটতে শুরু করেছে আলো। প্রথম সুযোগেই নদী পেরোতে চায় ও, যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে চায় প্রতিপক্ষদের কাছ থেকে।

কিন্তু সব শোনার পর সোহানা বলল, 'এখানে তো আড়ালে রয়েছি আমরা, গুস্তাফকে যদি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দিই, তাতে ক্ষতি কি? সামনে আমরা আছি মনে করে অনেক দূর চলে যাবে ওরা, তারপর যদি বোঝে যে আমরা...'

'না,' এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল রানা। 'আমরা জানি দুটো গাড়ি আছে ওদের, কিন্তু আরও বেশিও তো থাকতে পারে। ওদেরকে আগে যেতে দিলে স্যাণ্ডউইচের অবস্থা হবে আমাদের। না, এখনই নদী পেরোব আমরা।'

নিঃশব্দে এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া সম্ভব নয়। তবে আওয়াজটা কমাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সাইলেন্সার পাইপে একটা কম্বল চাপা দিয়ে নিল রানা। ফ ল স্টার্ট নেবার ধক ধক শব্দটা তেমন বিকট শোনাল না, কম্বলটা সরিয়ে নিল ও।

যতটা কম সম্ভব অ্যাকসেলারেটরে চাপ দিল রানা, ধীরে ধীরে এগোচ্ছে নদীর দিকে। নদী পেরোতে কোন অসুবিধেই হলো না। পরবর্তী নদীর দিকে ছুটছে ল্যাণ্ড রোভার।

কিছু বলতে হয়নি, পেছন দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে সোহানা। চার কিলোমিটারের মধ্যে আরও দুটো নদী পেরিয়ে এল ওরা। সামনে একটা বাঁক, রাস্তাটা বেশ অনেকদূর পর্যন্ত উত্তর দিকে চলে গেছে। এতক্ষণে স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। গুস্তাফের কাছ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে ওরা, শব্দ হবে মনে করে ভয় পাবার চেয়ে আরও দূরে সরে যাওয়াটাই এখন জরুরী।

প্রতিটি নদী পেরোতে কিছু বেশি সময় লাগছে, সেটা হিসাবের বাইরে ধরলে ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার স্পীডে এগোচ্ছে ল্যাণ্ড রোভার। পথ-ঘাটের যা হালচাল, এর চেয়ে দ্রুত গতিতে যাওয়া সম্ভব নয়। স্পেপ্রংগিসানদুর রুটে পৌঁছুতে চার ঘণ্টা লাগবে, আন্দাজ করল রানা।

কিন্তু চার ঘণ্টা নয়, লাগল ছয় ঘণ্টা। কারণ, কয়েকটা নদী অপ্রত্যাশিতভাবে দেরি করিয়ে দিল ওদেরকে।

স্পেপ্রংগিসানদুর-এর রাস্তায় পৌঁছে গেছে ল্যাণ্ড রোভার। এখন আর ওদেরকে নদী-নালা পেরোবার কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না। এর পরের সবগুলো নদী [illegible] রাস্তাটার উত্তর-পুবের বদলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হবে। [illegible] ওপর উঠল গাড়ি, [illegible] স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সোহানা। রানার একটা হাত চেপে ধরল [illegible] না তো! খালি পেটে আর এক মিনিটও গাড়ি চালাতে দেব না তোমাকে। থামাও গাড়ি!'

'ব্রেকফাস্ট?' গাড়ি থামাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না রানার মধ্যে।

'হ্যাঁ। গাড়ি থামাচ্ছ না যে?'

'উচিত হবে না, সোহানা। সীটের ওপর দিয়ে পেছনে চলে যাও, দেখো কতটুকু কি করতে পারো। পেট ভরে খাওয়ার সময় অনেক পাওয়া যাবে।'

'তার মানে তুমি ভয় করছ...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কে জানে, আমরা রওনা হবার একটু পরই হয়তো রওনা দিয়েছে ওরাও। হয়তো মাত্র পাঁচ সাত মাইল পেছনে রয়েছে।'

'রুটি, পনির আর বিয়ার হলে চলবে তোমার?'

'চলবে।'

চলন্ত অবস্থায় ব্রেকফাস্ট সারল ওরা। দশটার দিকে একবার মাত্র থামল, শেষ ব্যাগটা থেকে ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালার জন্যে. কাজটা মাত্র শুরু করেছে রানা, এই সময় গতকালের সেই যান্ত্রিক ফড়িংটা হঠাৎ উড়ে এসে ওদের মাথার ওপর চক্কর মারতে শুরু করল।

ইউ.এস. নেভীর হেলিকপ্টারটা এবার উত্তর দিক থেকে এল। বিরাট একটা বৃত্ত ধরে দু'বার চক্কর মারল সেটা, খুব একটা নিচে নামল না, যেন ল্যাণ্ড রোভারের ওপর তেমন কোন আগ্রহ নেই ওদের। দক্ষিণ দিগন্তরেখার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল খানিক পরই। সেদিকে তাকিয়ে আছে রানা এখনও। 'কিছু বুঝলে?'

'তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহানা।

'না,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি আরেকটা কথা ভাবছি।'

'কি?'

ভুরু কুঁচকে রয়েছে রানার। অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে। 'এদেশের আকাশে মার্কিন সামরিক এয়ারক্রাফট বড় একটা দেখা যায় না।'

ঠিক কি বলতে চাইছে রানা, বুঝতে পেরে সোহানার কপালেও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। 'তাই তো!'

কিফলাভিকে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির দরুন আইসল্যাণ্ডে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। বেশিরভাগ লোক মনে করে তাদের দেশের ওপর এটা একটা চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থা। মার্কিনীরা এ-ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন, উত্তেজনা যাতে না বাড়ে সেজন্যে চেষ্টারও কোন ত্রুটি নেই তাদের। পারতপক্ষে আমেরিকান নেভী প্রকাশ্যে তাদের কোন তৎপরতা দেখায় না। এই পরিস্থিতিতে আইসল্যাণ্ডের আকাশে একাধিক এয়ারক্রাফট উড়ে বেড়াচ্ছে—রীতিমত অস্বাভাবিক, বিস্ময়কর একটা ব্যাপার।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সমস্যাটাকে মাথা থেকে বের করে দিল রানা। জানে, আরও অনেক ঘটনা ঘটবে, তখন সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে পানির মত। কিন্তু একবারও মনে হলো না ওর যে এখন থেকে প্রতিটি ঘটনাই আরও বেশি জটিল আর রহস্যঘন করে তুলবে গোটা পরিস্থিতিকে।

ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালা শেষ করে পেছনের রাস্তাটা যতদূর দেখা যায় দেখে নিল রানা। কেউ আসছে না। এবার সোজা নেমে গেছে রাস্তা, কিন্তু সমতল নয়। জকুলা নদী আর বুলাব্রাহাল্স্ পাহাড়সারির মাঝখান দিয়ে ছুটছে ল্যাণ্ড রোভার। মেইন রোড আর মাত্র সত্তর কিলোমিটার দূরে।

কিন্তু একে রাস্তাটা অসমতল, তার ওপর কাদার সমস্যা। প্রাইভেট কার হলে অনেক আগেই আটকা পড়ত। কোথাও কোথাও দেড় দুই ফুট গভীর কাদা। ল্যাণ্ড রোভারকে আটকে রাখতে পারছে না ঠিক, কিন্তু প্রচুর দেরি করিয়ে দিচ্ছে। রাগ হচ্ছে রানার, কিন্তু কিছু করার নেই।

সান্ত্বনা দিয়ে বলল সোহানা, 'চিন্তা কোরো না, ওস্তাফকেও কম ভুগতে হবে না এই কাদায়।'

সকাল এগারোটায় সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটা ঘটল। একটা টায়ার ফেটে গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে ধাক্কাটা সামলে নিল রানা। সামনের একটা টায়ার গেছে। ব্রেক করে গাড়ি থামাবার আগে হুইলের সাথে একচোট লড়তে হলো ওকে। তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

'এই সুযোগে কফি খাওয়াব তোমাকে!'

সোহানার কথা যেন শুনতেই পায়নি রানা, হুইল ব্রেস নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল নিচে।

ভাগ্য ভাল, জায়গাটা শুধু সমতল নয়, কাদাও নেই বললেই চলে। পিছনে না গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জ্যাকটা। ল্যাণ্ড রোভারের সামনেটা উঁচু করে তুলে নিয়ে ব্রেসের সাহায্যে চাকাটা খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা।

অকেজো চাকা সরিয়ে তার জায়গায় স্পেয়ার একটা চাকা লাগিয়ে নিল ও। পুরো কাজটা শেষ হতে দশ মিনিটের কিছু কম সময় লাগল। কিন্তু এটুকু সময়ও এখন অতি মূল্যবান, প্রতিটি সেকেণ্ড এখন গুরুত্বপূর্ণ।

অকেজো চাকাটা ধরে খাড়া করল রানা। র‍্যাকে রেখে দেবার আগে দেখে নিতে চাইছে টায়ারটা কোথায় কতটুকু এবং কেন ফাটল।

ছোট্ট একটা ফুটো। দেখেই ছ্যাৎ করে উঠল বুক। ফুটোয় একটা আঙুল রেখে স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে রানা। ঘাড়ের কাছে চুলগুলো খাড়া হয়ে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকের বুনোঝোপ পাহাড় সারির দিকে তাকাতে যাচ্ছে ও, শেষ মুহূর্তে হঠাৎ সামলে নিল নিজেকে। আর একটু হলে এমন বুদ্ধ একটা ভুল করে বসতে যাচ্ছিল বলে নিজেকে তিরস্কার করল ও।

শুধুমাত্র বুলেটই এ-ধরনের একটা ফুটো করতে পারে টায়ারে, ভাবছে রানা। কোন সন্দেহ নেই, ওই পাহাড় সারির ওপরে কোথাও, সম্ভবত কোন ফাটলে গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে একজন স্নাইপার। ঠিক এই মুহূর্তে তার রাইফেলের সাইট ওর ওপর স্থির হয়ে রয়েছে, এ-ব্যাপারেও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর।

দশ

ওস্তাফ তাড়াতাড়ি ওদেরকে ছাড়িয়ে আগে চলে যাবে কিভাবে? রানার মনে এ চিন্তা প্রশ্নটাই প্রথম জাগল। কিন্তু অলস চিন্তায় সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না, কাজ দেখানোই এখন সবচেয়ে জরুরী।

নষ্ট চাকাটা র‍্যাকেটে তুলে স্ক্রু এঁটে ভাল করে আটকে রাখছে রানা। এই সুযোগে আড়াল থেকে পাহাড় সারির দিকে তাকাচ্ছে। রাস্তার পাশে বেশ খানিকটা ফাঁকা, সমতল জায়গা রয়েছে, তারপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পাহাড়। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে খাড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে, তা নয়। কোথাও ক্রমশ উঠে গেছে। কোথাও পাথরের প্রথম টুকরোটার চেয়ে পরেরটা আরেকটু উঁচু, আরেকটু মোটাসোটা—এইভাবে একের পর এক অনেক পাথরের বিশাল সমাবেশ, সবশেষে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়।

রাস্তা থেকে দুশো গজ দূরে শুরু হয়েছে পাহাড়। স্নাইপার লোকটা যদি খুব কাছাকাছিও থাকে, ভাবছে রানা, কমপক্ষে চারশো গজের এদিকে কোথাও থাকতে পারে না সে। চারশো গজ, মানে প্রায় সিকি মাইল। অত-দূর থেকে একটা চলন্ত গাড়ির চাকা ফুটো করতে পারে যে লোক, লক্ষ্যভেদে তার দক্ষতার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই—ইচ্ছা করলেই যখন খুশি তার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারে সে। কিন্তু তা করেনি লোকটা, এখনও করছে না—কেন? সম্পূর্ণ খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, অসুবিধেটা কোথায়? নাট-বল্টুতে শেষ একটা প্যাঁচ দিয়ে পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরল ও। পর মুহূর্তে শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে শির শিরে একটা ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করল। বুলেট যদি আসে, ওখানেই আঘাত করবে ওকে।

লাফ দিয়ে রাস্তার ওপর নামল রানা। সযত্নে সন্ত্রস্ত ভাবটা গোপন করে রেখেছে চেহারা থেকে। জ্যাক আর ব্রেসটা রেখে দিল জায়গা মত। শুধু শুধু হাসছে সোহানার দিকে ফিরে, যেন রসিকতা করছে। ও যেন কিছুই টের পায়নি, সেটা আরও সুন্দরভাবে বোঝাবার জন্যে রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে পাহাড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়াল ও, ট্রাউজারের বোতাম খুলে ছড় ছড় করে প্রস্রাব করছে।

হাতের তালু দুটো ঘামে ভিজে গেছে ওর। ফিরে এসে ল্যাণ্ড রোভারের পিছনে দাঁড়াল ও, খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। 'আচ্ছা, সোহানা, আমি কি শুনতে ভুল করেছিলাম?' জানতে চাইল ও।

অবাক হয়ে মুখ তুলল সোহানা। 'কি?'

'সেই কবে যেন তুমি আমাকে বলেছিলে কফি খাওয়াবে—কি হলো তার?'

হেসে ফেলল সোহানা। 'আমি জানি তোমার খিদে লেগেছে। তাই এক হালি ডিমও পোচ করছি। একটু সবুর করো, এই হয়ে গেল বলে।'

'জীবনের সবচেয়ে ভুল জানা তোমার ওটা,' সহাস্যে বলল রানা, 'আর যাই হোক খিদে পায়নি আমার!'

রুটিতে মাখন লাগাচ্ছে সোহানা। ধমকে উঠল সে, 'বাজে কথা বোলো না, এত খাটাখাটনিতে না খেলে টিকবে কেন শরীর?'

'আর শরীর!' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ল্যাণ্ড রোভারে উঠে বসল রানা। স্বল্প পরিসর নামকাওয়াস্তে হলেও খানিকটা ঘেরাও রয়েছে, সম্ভবত সেজন্যেই বিপদহীন একটা আশ্রয় বলে ভ্রম হয়। কিন্তু আসলে ওটাই ঠিক, ভাবছে রানা—ভ্রম। ল্যাণ্ড রোভারটা যদি আর্মার্ড কার হত, তবু একটা কথা ছিল। যেখানে বসে আছে ও, কারও মনে কোন রকম সন্দেহ না জাগিয়েও সেখান থেকে পাহাড় সারির ঢালগুলোর ওপর চোখ বুলানো যায়। সুযোগটা পুরো সদ্ব্যবহার করল রানা।

পাথরগুলোর রঙ কোথাও লালচে কোথাও ধূসর। কিছুই নড়ছে না ওখানে, দুই বাহু মাথার ওপর তুলে উল্লাসে কেউ নেচে উঠছে না বা হাতছানি দিয়ে কেউ ডাকছে না ওকে। কেউ যদি ওখানে থেকেও থাকে, কোন ফাটলে মড়ার মত পড়ে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আছে সে, এক চুল নড়ছে না। সেটাই স্বাভাবিক। কেউ যখন কাউকে গুলি করতে চায় তখন পাল্টা গুলি হতে পারে ভেবে নিজেকে যথাসম্ভব গুটিয়ে ছোট করে রাখাই নিয়ম।

কিন্তু এখনও কি পাহাড়ে আছে কেউ? ভাবছে রানা। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে করে বুঝল, নিশ্চয়ই আছে। একটা গাড়ির চাকা ফুটো করে সাথে সাথে ফিরে গেছে এখান থেকে, এ হতে পারে না। ওখানেই আছে। দেখছে ওকে। অপেক্ষা করছে। কিন্তু সুযোগ পেয়েও ওকে মারল না কেন? এর কি উত্তর? জানা নেই ওর। ধাঁধার মত লাগছে। এক হতে পারে, লোকটা হয়তো রেঞ্জঅচল করে দিতে চেয়েছে ল্যাণ্ড রোভারকে, সেটাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

সোহানার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। ভাবছে। তাই যদি হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে ওদেরকে ধরার জন্যে ওদিক থেকেও রওনা হয়েছিল প্রতিপক্ষরা। এর আয়োজন করা এমন কিছু কঠিন নয়, যদি ওদের অবস্থান সম্পর্কে আগেই পরিষ্কার ধারণা পেয়ে থাকে গুস্তাফ তাতাভস্কি। তা পাওয়া খুবই সম্ভব, রেডিও কমিউনিকেশন-এর সাহায্যে। কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে?

গুস্তাফ তাতাভস্কি জীবিত ধরতে চায় ওকে। পাহাড়ের ওপর যে লোকটা রয়েছে তাকে সে নির্দেশ দিয়েছে, শুধু ল্যাণ্ড রোভারটাকে অচল করে দিয়ো।

এখন যদি ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসে ও, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দেয় গাড়ি—কি ঘটতে পারে? উত্তরটা পানির মত সহজ। আরেকটা বুলেট ফুটো করবে আরেকটা টায়ার। আগের বারের চেয়ে এবার সহজ হবে কাজটা, কেননা ল্যাণ্ড রোভার এখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি ঠিক তাই ঘটবে কিনা পরীক্ষা করে দেখার কোন ইচ্ছে নেই রানার। স্পেয়ার টায়ার ওই একটাই ছিল।

এবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবছে রানা। যেভাবে হোক স্নাইপারের রাইফেলের মুখ থেকে সরে যেতে হবে ওকে। উইলিয়াম কলিনসের সেই লোহার বল বাঁধা চামড়ার বেল্টটা কার্পেটের তলা থেকে বের করে চুপিসারে পকেটে ভরল ও।

'হয়ে গেছে, এসো,' বলল সোহানা।

'কোন প্রশ্ন কোরো না,' আশ্চর্য ভরাট কিন্তু স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল রানা। 'এমন ভাব দেখাও যেন কিছুই জানো না তুমি। আমরা বাইরে বসে কফি খাব।'

কোন্ সময় কি আচরণ করতে হয়, জানা আছে সোহানার। রানার নির্দেশ বিনা তর্কে মেনে নিল ও। এমনকি চোখে প্রশ্ন নিয়ে মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। একটা ট্রের ওপর রুটি, পোচ করা ডিমের প্লেট আর কফিপট সাজিয়ে দিল ও, ঝপ্ করে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নিচে নামল রানা, দুই হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ট্রেটা। কারবাইনটা সাথে নিতে পারলে ভাল হত, ভাবছে ও, কিন্তু তা সম্ভব নয়। ওটা দেখামাত্র সতর্ক হয়ে যাবে স্নাইপার ব্যাটা। কফি খাবার জন্যে সশস্ত্র অবস্থায় কোথাও যায় না কেউ। অতই যদি বিপদের ভয় থাকে, গাড়িতে বসে কফি খেলেই তো হয়। অথবা না খেলেই পারে।

ট্রেটা বাম্পারের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল সোহানাকে। তার ডান হাতটা এখনও স্লিং-এর সাথে ঝুলছে, তবে বাঁ হাতে চাকু

আর দুটো কাপ ধরে আছে সে।

বাম্পার থেকে ট্রেটা তুলে নিল রানা, সেটাকে একদিক থেকে আরেক দিকে দুলিয়ে সাধারণ ভঙ্গিতে পুরো পাহাড় সারিটাকে ইঙ্গিতে দেখাল ও। 'চলো, পাহাড়ের পায়ের কাছে কোথাও বসে একটু জিরিয়েও নিই।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে হাঁটতে শুরু করে দিল ও।

দুই হাত দিয়ে ট্রেটা ধরে আছে রানা, নিরস্ত্র আর নিরীহ একটা লোকের ছবি যেন। ফাঁকা জায়গাটা পেরোচ্ছে ওরা, ধীরে ধীরে এগোচ্ছে পাহাড় সারির দিকে। পকেটে কলিনসের বেল্ট ছাড়াও বাঁ পায়ের মোজার কাছে ছুরিটা রয়েছে রানার, কিন্তু দুটোর কোনটাই বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। যত কাছে এগোচ্ছে ওরা, খুদে একটা খাড়া পাঁচিল ক্রমশ আড়াল করে ফেলছে ওদেরকে। পিছনের পাহাড়ে অপেক্ষারত স্নাইপার ব্যাটা অস্বস্তি বোধ করছে, ভাবছে রানা। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে তার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাবে ওরা। ঠিক এখনই ওদেরকে আরও কিছুক্ষণ চোখে রাখার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে সে।

পেছন দিকে তাকাল রানা, যেন সোহানার সাথে কথা বলতে চায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই দ্রুত ঘাড় সোজা করে সামনে তাকাল ও, এই সুযোগে পাহাড়ের ওপর দিকটায় নজর বুলিয়ে নিল। কাউকে দেখতে পেল না রানা। কিন্তু কৌশলটা বিফল হলো না, পুরোপুরিই কাজে লাগল। ছোট একটি বিন্দুর মত কি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল রোদ লেগে—ফাঁকা জায়গায়, শূন্যে। চকচকে লাভাও হতে পারে ওটা, কিন্তু রানার ধারণা তা নয়। ঠাণ্ডা লাভা কখনও লাফ দিয়ে শূন্যে চড়ে না।

জায়গাটা চিনে রেখেছে রানা, কিন্তু আর একবারও মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল না।

পাহাড় সারির শুরুতেই, অতি কর্তব্যপরায়ণ প্রহরীর মত আগেভাগে এসে দাঁড়িয়ে আছে খাড়া পাঁচিলটা। ওটার গোড়ায় এসে থামল ওরা। বিশ ফিটের কিছু বেশি উঁচু হবে। এক ফুট উঁচু ঘন ঝোপ-ঝাড় চারদিকে। ফাঁকা একটা জায়গা বেছে হাতের ট্রেটা নামিয়ে রাখল রানা, ট্রাউজার তুলে খাপ থেকে বের করছে ছুরিটা।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল সোহানা। 'কি করছ তুমি?'

'আত্মরক্ষার চেষ্টা,' বলল রানা। 'আস্তে কথা বলো। পাহাড়ের ওপর একজন স্নাইপার আছে, টায়ারের ফুটোটা তারই হাতের কাজ।'

'কারবাইনটা...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'আনতে পারলে ভাল হত।' হাতের ছুরিটা দেখাল ও। 'ব্যবহার করতে জানলে এটাও কম নয়।'

'তোমার সাথে যাব আমি?'

'না। এখানে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না লোকটা, কিন্তু সেজন্যে ব্যস্ত হবে বলে মনে হয় না। ওর উদ্দেশ্য আমাদেরকে রাস্তায় আটকে দেয়া, গুস্তাফ না আসা পর্যন্ত। ল্যাণ্ড রোভারটা তো দেখতেই পাচ্ছে, সুতরাং উদ্বিগ্ন হবে না—জানে, ওটা ছেড়ে বেশি দূর যাব না আমরা।' ট্রাউজারের ওয়েস্টব্যাণ্ডে ছুরিটা আটকে নিল ও।

'তুমি শিওর, রানা?'

'পজিটিভ,' বলল রানা। 'নতুন একটা টায়ারের সাইড-ওয়ালে এমন নিখুঁত

একটা ফুটো আর কোন কারণে হতে পারে না।' পাহাড় সারির দুই দিক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছে ও। 'শালাকে একটু শিক্ষা দিতে হয়। কোথায় ঘাপটি মেরে আছে, জানি।' পাঁচিলের শেষ দিকে একটা চারফুট উঁচু ফাটল দেখাল সোহানাকে ও। 'ওখানে ঢুকে অপেক্ষা করো আমার জন্যে। তোমার নাম ধরে ডাকলে তবে বেরুবে—আমিই ডাকছি কিনা সেটা আগে ভাল করে জেনে নেবে।'

'কিন্তু...'

'আর, আমি যদি না ফিরি, সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই থেকে যাবে তুমি। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলে ল্যাণ্ড রোভারের কাছে পৌছুতে চেষ্টা করবে। আমার কি হলো, তা দেখতে যেয়ো না। একা একটা হাত নিয়ে ওদের সাথে পেরে উঠবে না তুমি। সোজা সবচেয়ে কাছের কোন শহরে চলে যাবে। গুস্তাফ যদি এসে পড়ে, কোনভাবেই তার চোখে ধরা দেবে না।'

'উপদেশ দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' নির্বিকার চিত্তে বলল সোহানা। রানার একটা কথাও রক্ষা করবে না সে। ওর ফিরতে দেরি হলে এই একটা হাত নিয়েই রওনা হয়ে যাবে। রানার কোন ক্ষতি হলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে সে। 'আরেকবার ভেবে দেখো, তোমার সাথে যাব আমি?'

'না।'

'তোমারও কি একাই যাওয়া দরকার?'

'নয়? আর কোন স্পেয়ার টায়ার নেই আমাদের।'

রানা কি বলতে চাইছে বুঝতে পেরে চিন্তিতভাবে ওপর নিচে মাথা দোলাল সোহানা। 'বেশ, তবে যাও,' মৃদু গলায় বলল ও। 'সাবধানে থেকো, কেমন?'

হাসল রানা। 'কথা দিয়ে যেতে হবে ফিরে আসবই?'

'কথা তুমি অনেক আগেই দিয়ে রেখেছ আমাকে,' রানার ওপর অগাধ আস্থার সাথে বলল সোহানা।

ফাটলটার মুখ পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিল রানা। দেড় ফুট চওড়া প্রবেশ মুখ, চার ফুট উঁচু—ভিতরে ঢুকে কুঁজো হয়ে থাকতে হচ্ছে সোহানাকে।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। পাহাড়সারির গায়ে অসংখ্য নালা দেখা যাচ্ছে, সবগুলো শুকনো খটখটে। নরম পাথরের ওপর দিয়ে যুগ যুগ ধরে পানি নেমে আসায় এই গভীর নালাগুলো তৈরি হয়েছে। গা ঢাকা দিয়ে ওপরে ওঠার জন্যে এগুলোর তুলনা হয় না। রোদ লেগে একটা বিন্দু যেখানে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল সেই জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে আরও খানিক ওপরে উঠে যেতে চায় রানা। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা ওপরের দিকে থাকে তাদেরই জেতার সম্ভাবনা বেশি।

রওনা হয়ে গেল রানা। পাথরের গা ঘেঁষে হাঁটছে। বাঁ দিকে বিশ গজ এগোবার পর একটা নালা দেখল পাশে। নালা বেয়ে ওপরে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে ওর। উঁহুঁ, ভাবল ও, এটা দিয়ে কাজ হবে না। খানিক দূর উঠেই গভীরতা কমে গেছে নালাটার। পরের নালাটা আরও পনেরো গজ দূরে। পাহাড় চূড়ার প্রায় কাছাকাছি চলে গেছে এটা। আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি গভীর, এখানে সেখানে গভীরতা কমেছে বা বেড়েছে—কিন্তু কোথাও একেবারে সমান হয়ে যায়নি। নালা বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে ও।

নিচের দিকে নালার দু'পাশের পাঁচিল ফিট দশেক উঁচু। কারও চোখে পড়ার ভয় নেই, দ্রুত উঠে যাচ্ছে রানা। কিন্তু শেষের দিকে পাঁচিলগুলো বড় জোর দুই ফিট করে উঁচু। সাপের মত বুকে হেঁটে উঠছে এখন ও। এক সময় মনে হলো, স্নাইপারের চেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। এক জোড়া লাভা স্তূপের মাঝখানে মুখটা তুলে সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকাল ও।

অনেক নিচে, রহস্যময় ভাবে একাকী, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ল্যাণ্ড রোভার। আন্দাজ দুশো ফিট ডান দিকে আর একশো ফিট নিচে স্নাইপার লোকটা গা ঢাকা দিয়ে আছে বলে অনুমান করল রানা। তাকে দেখতে পাবার কোন উপায় নেই, কারণ পাহাড়ের বালুময় গা ফুঁড়ে মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে নানান আকৃতির পাথর। সুবিধেই হবে, ভাবল ও। স্নাইপারকে দেখতে পাচ্ছে না সে, তার মানে লোকটাও দেখতে পাচ্ছে না তাকে। পাথরগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ওর কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে।

কিন্তু তাড়াহুড়ো করল না রানা। সন্দেহ করছে, স্নাইপার একা নয়, সাথে আরও লোক থাকতে পারে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে যত পাথর দেখা যাচ্ছে তার প্রত্যেকটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে ও।

কোথাও কিছু নড়ছে না। একটু শব্দ না করে নালা থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল রানা। কর্কশ পাথরের খোঁচা লেগে কনুইয়ের চামড়া ছড়ে গেল একটু, জ্বালা করছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনেটা দেখে নিয়ে এগোচ্ছে ও। মন্থর গতি। ঝাড়ু দেয়ার ভঙ্গিতে এক হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে থেকে নুড়ি পাথরগুলো সরিয়ে তারপর এগোচ্ছে, তা না হলে ঠোকাঠুকি লেগে শব্দ করবে ওগুলো। গজ বিশেক এগিয়ে থামল রানা, হাঁপাচ্ছে। ধুলো মেখে ধূসর ভূত হয়ে গেছে ও। মাথা তুলে শুধু সামনেটা নয়, নিজের দু'দিকে যতদূর দেখা যায় দেখে নিচ্ছে। সামনে বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে বেশ বিরাট একটা জায়গা জুড়ে। শুধু দূরের নদী থেকে কলকল শব্দ ভেসে আসছে, একঘেয়ে, অন্য কোন আওয়াজ সেই একঘেয়েমিতে ভাঙন ধরাচ্ছে না। বড় সাইজের পাথরগুলোর সামনে এসে আবার থামল ও। ভুরু থেকে চোখের কোণ বেয়ে একফোঁটা ঘাম গড়িয়ে নামছে। দুটো কনুই-ই সাংঘাতিক জ্বালা করছে এখন। পকেট থেকে লোহার বল বাঁধা চামড়ার বেল্ট বের করে হাতে নিল ও। তারপর মাথা তুলে একটা পাথরের ওপর দিয়ে সামনে তাকাল।

পঞ্চাশ ফিট নিচে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। দশ ফিট উঁচু পাথরের একটা পাঁচিলের নিচে খানিকটা জায়গা ডেবে গেছে, তার ভেতর উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। সামনে একটা রাইফেল। ভাঁজ করা একটা জ্যাকেটের ওপর নির্দোষ ভিজে বিড়ালের লেজের মত চুপচাপ শুয়ে আছে ব্যারেলটা।

পাথরের ওপর থেকে নিঃশব্দে মাথা নামিয়ে নিল রানা। জোরে একটা হাঁচি দিয়ে দেখবে নাকি, কেমন চমকে ওঠে ব্যাটা? নিজের সাথে রসিকতা করছে মনে মনে। এই ধরনের শিশুসুলভ ছেলেমানুষি বুদ্ধি প্রায়ই গজায় ওর মাথায়। সোহানা একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে তোমার মাথায় এ-ধরনের পিলে চমকানো চিন্তা কিভাবে আসে ভেবে পাই না। তবে এ-থেকে দুটো সত্য বেরিয়ে

আসে। এক, নিজের ওপর অগাধ আস্থা রয়েছে তোমার। মানে, তুমি কতটা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ তার কিছুটা লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই, এ-থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, নিষ্পাপ এক শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে এখনও তোমার মধ্যে, মাঝে মাঝে জেগে উঠে তোমার চরিত্রে আশ্চর্য সরলতার ছাপ ফেলে। সেজন্যেই বোধহয় চট করে ভালবেসে ফেলে মেয়েরা।

কাছাকাছি চলে এসেছে, সুতরাং আরও সাবধানে এগোচ্ছে রানা। পাঁচ ফিট এগোতে পাঁচ মিনিট সময় নিল ও। মনের মত একটা জায়গা পেয়ে গেছে। দুটো পাথর প্রায় জোড়া লেগে রয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি নয়—লম্বা, চিকন একটা ফাটল রয়েছে মাঝখানে। সেই ফাটলে চোখ রাখল ও।

পৌনে ছয় ফিটের মত লম্বা, মেদহীন একহারা শরীর। নিঃসাড় শুয়ে আছে, যেন নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না। আশ্চর্য ধৈর্য লোকটার। কাজের প্রতি মনোনিবেশ, গভীর একাগ্রতা ফুটে রয়েছে তার অপেক্ষা করার ভঙ্গির মধ্যে।

পাহাড়ের নিচে কি যেন নড়ে উঠল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রানা। ঝট করে সেদিকে তাকাতেই বুকের রক্ত ছলকে উঠল ওর। শুয়ে থাকা লোকটাও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। এই প্রথম জ্যান্ত একটা মানুষ বলে মনে হলো তাকে, পেশীতে টান পড়ায় ক্ষীণ একটু নড়ে উঠল তার শরীর। পাহাড়ের নিচে দেখা যাচ্ছে সোহানাকে। রুদ্ধশ্বাসে তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

পাঁচিলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সোহানা। ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে দ্রুত হাঁটছে। সোজা ল্যাণ্ড রোভারের দিকে।

প্রতিটি সেকেণ্ড যেন এক একটা যুগ। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে রানা। ব্যাপারটা কি? ভাবছে ও। কি করতে চাইছে সোহানা? রাইফেলটা বের করবে নাকি!

ধীর, শান্ত ভঙ্গিতে কিন্তু শক্ত ভাবে রাইফেলের বাঁটটা নিজের কাঁধে রাখল স্নাইপার লোকটা। লক্ষ্যস্থির করল। টেলিস্কোপ সাইটে নির্নিমেষ জ্বলজ্বলে একটা চোখ রেখে সোহানাকে অনুসরণ করছে তার দৃষ্টি। সমস্ত মনোযোগ দিয়ে তার ট্রিগার পেঁচিয়ে থাকা আঙুলটা দেখছে রানা। লোকটা যদি ট্রিগার টিপতে চেষ্টা করে, ভাবছে ও, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই মুহূর্তে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

ল্যাণ্ড রোভারের কাছে পৌঁছে গেছে সোহানা। ছোট একটা লাফ দিয়ে গাড়িতে চড়ল সে। এক মিনিটের মধ্যে আবার দেখা গেল তাকে। গাড়ি থেকে নেমে ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে দ্রুত ফিরে আসছে আবার। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসে চিৎকার করে কি যেন বলল সে, শব্দটা এতদূর পৌঁছুলেও, কি বলল বোঝা গেল না। চিৎকার করে উঠেই শূন্যে কি যেন ছুঁড়ে দিয়েছে সোহানা। এখন সেটা নেমে আসছে তার দিকে, লুফে নেবার জন্যে মাথার ওপর একটা হাত তুলে রেখেছে সে। জিনিসটা কি, এত দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। মনে হলো, একটা সিগারেটের প্যাকেট হতে পারে। স্নাইপার লোকটা নিশ্চই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, অত্যন্ত শক্তিশালী একটা টেলিস্কোপ ফিট করা রয়েছে তার রাইফেলে।

নিচের পাঁচিলটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সোহানা। স্বস্তির পরশ অনুভব করছে রানা শরীরে, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে ভারি হয়ে ওঠা বুকটাকে হালকা

করছে। সোহানার এই আচরণের কারণটা বুঝতে পারছে এখন। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দর অভিনয় দেখিয়ে গেল। পাহাড়ের ওপর ঘাপটি মেরে বসে থাকা সশস্ত্র লোকটাকে বুঝিয়ে দিল সোহানা, তার বয়ফ্রেণ্ড আড়ালে থাকলেও নিচেই আছে। ছোট্ট একটা চাতুরী, কিন্তু কাজ হলো। পেশীতে ঢিল পড়ল স্নাইপার লোকটার। রাইফেল নামিয়ে রাখল সে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। স্নাইপার লোকটা এদিক ওদিক কোন দিকে তাকাচ্ছে না, তার একাগ্র মনোযোগ শুধু সামনের দিকে। সম্ভবত কারও জন্যে অপেক্ষা করছে না সে, বা কাছে-পিঠে তার কোন সঙ্গী নেই।

লোহার বল বাঁধা কেস্টা পকেটে রেখে দিল রানা। কোমর থেকে বের করল ছুরিটা। এখন শুধু বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ানো। লোকটাকে নো ম্যানস ল্যাণ্ড বললেও বেশি বলা হয় না, তাই লোকটার কোন ধারণাই নেই যে পিছন থেকে কেউ আসতে পারে।

ভারি এক কৌতুকের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে রানার। লোকটার পাঁজরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ও, কিন্তু কিছুই জানে না সে। দুই সেকেণ্ডের মধ্যে কত বিচিত্র ধরনের—সোহানার ভাষায় পিলে চমকানো—চিন্তা ভাবনা খেলে গেল রানার মাথায় তার ইয়ত্তা নেই। ফুটবলের মত কিক মারতে পারে লোকটাকে ও। ভাবছে, ম্যাও করে একটা বিড়ালের ডাক ছাড়তে পারে। উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে লোকটা, এক ঝটকায় ছোঁ মেরে তার সামনে থেকে কেড়ে নিতে পারে রাইফেলটা। অথবা লোকটার পিঠের ওপর দুই পা রেখে উঠে দাঁড়াতে পারে।

অবশ্য এসব কিছুই করল না রানা। সমস্ত পিলে চমকানো চিন্তা বাতিল করে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ও, লোকটার চুলের নিচে, ঘাড়ের ওপর ছুরির ডগাটা ঠেকাল শুধু। 'নোড়ো না!' কোমল কণ্ঠে বলল ও।

নড়ল লোকটা। পিঠের সমস্ত পেশী কুঁচকে, কেঁপে উঠল তার নিজের অজান্তে। পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

'রাইফেল থেকে হাত সরাও,' চোস্ত রাশিয়ান ভাষায় নির্দেশ দিল রানা।

নড়ল না লোকটা। যেন বুঝতে পারেনি রানার কথা। একই নির্দেশ, কিন্তু এবার ইংরেজিতে দিল রানা। '...তারপর হাত দুটো তোমার দু'দিকে ডানার মত মেলে দাও, যেন ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েছ।'

'কে তুমি?' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে জানতে চাইল লোকটা।

'প্রশ্ন আমি করব। পরে। যা বলছি করো।' লোকটার ঘাড়ের চামড়া চিরে ছুরির ডগাটা সামান্য একটু ভেতরে ঢুকেছে, ক্ষীণ একটু লালচে রক্ত দেখতে পাচ্ছে রানা। ছুরি ধরা হাতটা ইচ্ছা করে একটু নাড়ল ও, লোকটা আবার শিউরে উঠল। এ থেকে অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না। ভাবছে রানা। সোহানা যখন তার ঘাড়ের ওপর চুমো খায় সে-ও তখন নিজের অজান্তে শিউরে ওঠে। হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিয়েছে লোকটা। আরও একটু ঝুঁকে পড়ে সতর্কতার সাথে তার সামনে থেকে রাইফেলটা তুলে নিল রানা। অভিজ্ঞ চোখে এক নজর রাইফেলটাকে দেখেই একাধারে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হলো ও। বুঝল, এটা একটা অসাধারণ আগ্নেয়াস্ত্র। নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে দেখার লোভটা অতি কষ্টে সংবরণ করল ও। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে রাইফেলের

মাজলটা হালকাভাবে ঠেকাল লোকটার শিরদাঁড়ার ওপর। 'বুঝতেই পারছ, এটা তোমার রাইফেল,' বলল রানা। 'ট্রিগার টিপলে কি হবে সেটা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই, কি বলো? ঝটপট উত্তর দেবে, হাতে আমার বেশি সময় নেই।'

এক দিকে কাত হয়ে আছে লোকটার মাথা, ঘামের একটা পাতলা স্তর চিক চিক করছে মুখে।

'তোমার সাথের লোকেরা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'সাথের লোক?' অবাক দেখাচ্ছে লোকটাকে। 'কেউ নেই আমার সাথে। আমি একা।'

'বটে!' কথাটা যেন বিশ্বাস হয়নি রানার। 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

উত্তর নেই।

জুতোর ডগা দিয়ে লোকটার পাঁজরে একটা খোঁচা মারল রানা। গাল দুটো কুঁচকে উঠল লোকটার। 'আমাকে খুন করে পালাতে পারবে না তোমরা,' মুখের একটা দিক পাথরের গায়ে সেঁটে রয়েছে, কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে। 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে ওরা।'

'ওরা?' তার মানে ওস্তাদ তাতাভস্কি আর তার দল?'

'কে?'

'ভান কোরো না,' রূঢ় গলায় বলল রানা। 'ওস্তাদ তাতাভস্কি তোমাকে পাঠিয়েছে। এখানে এলে কিভাবে তুমি? নিশ্চয়ই আকাশ থেকে পড়োনি?'

'ওই নামের কাউকে চিনি না আমি।'

আরও জোরে লাথি মারল রানা। হুস্ করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে এল লোকটার নাক থেকে। 'ভেবেচিন্তে কথা বলো।'

'বললাম তো, ওই নামের কাউকে চিনি না আমি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি সেটা পালন করছি। এর ভেতরের ব্যাপার আমার জানা নেই।'

'তাই? জানা নেই? কিছু না জেনেই আমাদেরকে গুলি করলে?'

'তোমাদের কাউকে গুলি করিনি আমি,' দ্রুত প্রতিবাদ করল লোকটা। 'গুলি করেছি টায়ারে। তোমরা এখনও বেঁচে রয়েছ।'

'তার মানে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ল্যাণ্ড রোভারটাকে থামাতে হবে,' বলল রানা। 'কে দিয়েছে নির্দেশ?'

উত্তর নেই।

'এখন থেকে একটা প্রশ্ন একবারই করব। উত্তর না পেলে মুখে লাথি মেরে থেঁতলে দেব নাকটা,' দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সুরে বলল রানা।

'মি. জ্যাক লেমন।'

সারা শরীরে একটা উত্তাপ অনুভব করল রানা। ক্ষোভ আর রাগে কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারল না। 'এখানে এলে কিভাবে?' জানতে চাইল ও। 'নিশ্চয়ই আকাশ থেকে পড়োনি।'

বোঝা গেল, নিজের নাকের ওপর দরদ আছে লোকটার, চটপট উত্তর দিচ্ছে এবার। 'হেলিকপ্টার পৌঁছে দিয়ে গেছে আমাকে।'

'হেলিকপ্টার?' রানার চোখের সামনে ইউ.এস. নেভীর 'কপ্টারটা ভেসে

উঠল। 'জ্যাক লেমন 'কপ্টার পেল কোথায়?'

'ইউ.এস. নেভীর 'কপ্টার ওটা। মি. লেমন ওদের কাছ থেকে ধার করেছেন।'

'আর কি জানো? সব কথা খুলে বলো আমাকে।' আমেরিকানরা ব্যাপারটার সাথে কিভাবে, কতটুকু জড়িত জানতে চায় রানা।

'কিফলাতিকে মার্কিনীদের নৌ-ঘাঁটি আছে। ওদের কমাণ্ডারের সাথে যোগাযোগ করেন মি. লেমন। চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একটা 'কপ্টার ধার চান তিনি কমাণ্ডারের কাছ থেকে।'

'নিশ্চয়ই কারণ দেখাতে হয়েছে,' বলল রানা। 'কি কারণ?'

'কমাণ্ডারকে সব কথা খুলে বলেননি মি. লেমন। শুধু বলেছেন, ব্যাপারটার সাথে মার্কিন স্বার্থও জড়িত। ঠিক হয়, 'কপ্টারে ওদের একজন পাইলট থাকবে আর আমি থাকব।'

'ঠিক কি নির্দেশ দেয়া হয় তোমাকে?'

'বং হাইলবের একটা ল্যাণ্ড রোভারকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়া হয় আমাকে,' গলা শুকিয়ে গেছে লোকটার, থেকে থেকে ঢোক গিলছে। 'খুঁজে পাবার পর সুবিধে মত একটা জায়গায় নেমে অপেক্ষা করতে হবে। আমাকে নামিয়ে দিয়ে 'কপ্টার নিয়ে চলে যাবে পাইলট।'

'তারপর?'

'তারপর দূর থেকে চাকা ফুটো করে দিয়ে অচল করে দিতে হবে ল্যাণ্ড রোভারকে।'

'ঠিক তাই করেছ তুমি,' বলল রানা। 'তারপর?'

'ল্যাণ্ড রোভারকে অচল করাই আমার একমাত্র কাজ,' বলল লোকটা। 'এরপর স্রেফ এখানে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে আমাকে, যতক্ষণ না আমাদের দলের লোকেরা পেছন দিক থেকে ল্যাণ্ড রোভারের কাছে এসে পৌঁছায়।'

'পেছন থেকে তোমাদের লোক আসছে?'

'আসছে কিনা জানি না, আমাকে তাই বলা হয়েছে।'

'তারা এসে কি করবে?'

'তোমাদের দায়িত্ব নেবে,' বলল লোকটা। 'তার মানে, তোমাদেরকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নেবে ওরা। তারপর চলে যাবে।'

'কোন্ দিকে?'

'তোমরা যেদিকে যাচ্ছিলে।'

'আর তুমি?'

'তোমাদের ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে উল্টোদিকে যাব আমি।'

'কিভাবে? ল্যাণ্ডরোভার তো অচল। আমি চাকা বদলে চলতে শুরু করলেই ফুটো করে দিতে আরেকটা চাকা। তখন এই গাড়ি নিয়ে উল্টোদিকে যেতে কি করে?'

'আমাদের লোকদেরও ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে আসার কথা। যাবার সময় রাস্তায় একটা স্পেয়ার চাকা আর কয়েক জেরিক্যান ভর্তি পেট্রল ফেলে রেখে যাবে,' এই রকম কথা হয়েছিল।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সবটা ব্যাপার পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। ল্যাণ্ড রোভারকে অচল করে দেবার আয়োজন শুধু একটা উদ্দেশ্যেই করছে জ্যাক লেমন, গুস্তাফ তাতাভস্কি যাতে জীবিত অবস্থায় তাকে আর সোহানাকে ধরতে পারে। নিজের সহকারীকে মিথ্যে তথ্য দিয়ে বলেছে, রাস্তা থেকে ওদেরকে যারা ধরে নিয়ে যাবে তারা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোক। তারা যে রাশিয়ান তা যাতে এই স্নাইপার বুঝতে না পারে সেজন্যে উল্টোদিকের পথ ধরে ফিরে যেতে বলা হয়েছে তাকে। দূর থেকে সাদা চামড়ার লোক দেখে বোঝা সহজ নয় তারা ব্রিটিশ, জার্মান নাকি রাশিয়ান।

'তোমার নাম?'

'অ্যালান স্টুয়ার্ট।'

হঠাৎ একটা তাড়া অনুভব করল রানা। একের পর এক নদী পেরিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে গুস্তাফ তাতাভস্কি। 'ঠিক আছে, অ্যালান, পেছন দিকে ক্রল করতে শুরু করো। ধীরে ধীরে। পাথর আর তোমার তলপেটের মাঝখানে সিকি ইঞ্চি আলো দেখতে পেলেই কিন্তু ট্রিগারটা টিপে দেব—সাবধান।'

কিনারা থেকে ধীরে ধীরে ক্রল করে পিছু হটছে অ্যালান স্টুয়ার্ট। ডেবে যাওয়া জায়গাটার মাঝখানে নেমে থামল সে।

'নার্ভাস টাইপের মানুষ আমি,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'তাই চাই না হঠাৎ কিছু একটা করে বসো তুমি। নোড়ো না, গুলি বেরিয়ে গেলে তার জন্যে আমি দায়ী হব না।'

ঘুরে লোকটার পেছনে চলে এল রানা। রাইফেলের বাটটা তুলে ধরল ও। বাট দিয়ে ক্রিকেটের বলে হিট করার ভঙ্গিতে তার মাথায় প্রচণ্ড এক বাড়ি মারল।

সম্ভবত খুলিটা ফেটে গেছে। অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টার আগে হুঁশ ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। জ্যাক লেমনই একে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করবে, ভাবল রানা। ল্যাণ্ড রোভারকে রাস্তার ওপর অচল অবস্থায় দেখতে না পেলে গুস্তাফই তাকে জানাবে অ্যালান স্টুয়ার্ট তার দায়িত্ব পালন করেনি। কারণটা বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না জ্যাকের।

এগিয়ে এসে ভাঁজ করা জ্যাকেটটা তুলে নিল রানা। অ্যালান এটাকে গান রেস্ট হিসেবে ব্যবহার করছিল। ওজন অনুভব করে ধারণা করল রানা, পকেটে পিস্তল আছে। কিন্তু তা নয়। পকেট থেকে এক বাক্স রাইফেলের বুলেট বেরুল। খোলা হয়নি।

দ্রুত রাইফেলটা চেক করে নিল রানা। একজন পেশাদার খুনীর লং রেঞ্জ রাইফেল এটা। প্রয়োজনের খাতিরে কিংবা শখের বশে এর নানা অংশে শুধু পরিবর্তনই করা হয়নি, অনেকগুলো জোড়াও লাগানো হয়েছে, ফলে এর আসল চেহারা বদলে গিয়ে জন্ম নিয়েছে সম্পূর্ণ নতুন আকের আগ্নেয়াস্ত্র। প্রথম জীবনে সম্ভবত একটা ব্রাউনিং ছিল রাইফেলটা, কিন্তু একজন দক্ষ গানস্মিথ প্রচুর মেধা আর সময় নষ্ট করে নিজ কেরামতি এমন সব ছাপ রেখেছে এর গায়ে, দেখলে বিস্মিত হতে হয়। টার্গেট বাছাই করে নিয়ে তারপর গুলি করবে, এবং একবার গুলি করার পর দ্বিতীয় গুলি করার জন্যে তত ব্যস্ত হয়ে উঠবে না, এই রকম একজন লোকের

জন্যে তৈরি করা হয়েছে এটা। তাই এটা একটা বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল। এর চেম্বারে শুধু পয়েন্ট থ্রী সেভেনটি ফাইভ ম্যাগনাম, ভারী তিনশো গ্রেইন বুলেট থাকবে, পেছনে থাকবে প্রকাণ্ড একটা চার্জ—হাই ভেলোসিটি, লো ট্র্যাজেক্টরি। দক্ষ একজন লোকের হাতে পড়লে এই রাইফেল আধমাইল দূরের টার্গেটকে নির্ঘাত ধরাশায়ী করতে পারবে, যদি প্রচুর আলো থাকে আর বাতাসে তেমন তেজ না থাকে।

টেলিস্কোপটাও অসাধারণ। থারটি ম্যাগনিফিকেশনের টেলিস্কোপে নিজস্ব রেঞ্জ ফাইণ্ডিং সিস্টেম রয়েছে। সাইটের কাঁটা স্থির হয়ে রয়েছে পাঁচশো গজ রেঞ্জে। পাঁচ-হাজার ফুট-পাউণ্ড এনার্জি রয়েছে এর প্রতিটা বুলেটের।

ম্যাগাজিনে পাঁচটা বুলেট ধরে, এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছে চারটে। বাকি একটা বেরিয়ে আসার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ব্রীচে।

জ্যাকেটের পাশে বুলেটের আরেকটা খোলা বাক্স দেখা যাচ্ছে। গুনে দেখল রানা, উনিশটা বুলেট রয়েছে এখনও।

অ্যালানকে সার্চ করল রানা। একটা জার্মান পাসপোর্ট পাওয়া গেল, ছবিটা অ্যালানের কিন্তু নাম হ্যাপ্টি গুফনার। ট্রাউজারের পকেট থেকে বেরুল একটা অটোমেটিক পিস্তল, স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসেন পয়েন্ট থারটি এইট। সাথে দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন, কোনটা থেকেই কিছু খরচ হয়নি।

অ্যামুনিশনের বাক্স দুটো পকেটে ভরল রানা। ট্রাউজারের ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখল পিস্তলটা, তার আগে ব্রীচ থেকে বুলেট বের করে নিতে ভুল করল না। গুস্তাফের মত পুরুষত্ব হারাতে চায় না ও।

ক্রল করে নয়, হাতে রাইফেল নিয়ে পায়ে হেঁটে ফিরে এল রানা। নিচে নামার আগে পাহাড়ের আরও খানিকটা ওপরে চড়ল ও। তারপর থামল এক জায়গায়। এখান থেকে নিচের পথটা অনেক দূর অবধি দেখা যায়। রাইফেল তুলে টেলিস্কোপে চোখ রাখল ও।

সাথে সাথেই ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। পথের শেষ প্রান্তে, অনেক দূরে, কালো একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে। গুস্তাফ! আসছে সে! ভাবছে ও। দ্রুত আন্দাজ করল, এখনও তিন মাইল দূরে জীপটা। প্রচুর কাদা পেরিয়ে আসতে হবে ওটাকে, ঘণ্টায় দশ মাইলের বেশি স্পীড তোলা সম্ভব নয়, তার মানে পনেরো মিনিট সময় পাওয়া যাচ্ছে। হাতে রাইফেল।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। পাহাড়ের ওপর থেকে ছুটে নেমে এল ঝড়ের বেগে।

চিৎকার শুনেই ফাটলের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল সোহানা। কোন কথা নয়, ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে। সোহানাকে নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল রানা, কোন রকমে সামলে নিল। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ওকে সোহানা, তারপর ওর গায়ে হাত ঘষতে শুরু করল, যেন পরীক্ষা করছে অক্ষত অবস্থায় রানা ফিরে আসতে পেরেছে কিনা। একই সাথে হাসছে সোহানা, কাঁদছে। মুখ ঘষছে ওর বুকে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বলল রানা, 'খুব বেশি দূরে নয় গুস্তাফ। চলো।'

সোহানার হাত ধরে ছুটল রানা ল্যাণ্ড রোভারের দিকে।

'ট্রে!' আঁতকে উঠল সোহানা, রানার হাত ছাড়িয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কফি পট! এগুলো···'

'চুলোয় যাক ওসব!' আবার খপ করে সোহানার হাতটা ধরে ফেলল রানা। ছুটছে। এই তাড়াহুড়োর মধ্যেও হাসি পাচ্ছে ওর, ভাবছে—মেয়ে মানুষের জাত! আজব চীজ ওরা! ট্রে, কফিপট অনেক বেশি গুরুত্ব পায় ওদের কাছে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। তীব্র ঝাঁকি খাচ্ছে ল্যাণ্ড রোভার, সীটের সাথে থেঁতলাচ্ছে শরীর, কিন্তু আরামের কথা ভাবলে এখন চলবে না।

তুঙ্গনা নদী পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তায় স্পীড ক্রমশ বাড়িয়েই গেল রানা। এর মধ্যে একটা মাত্র গাড়ি দেখল ওরা, ওদের পাশ ঘেঁষে উল্টোদিকে চলে গেল। ওদিক দিয়ে যতক্ষণ ধরে রয়েছে, ওদের দেখা এটাই প্রথম গাড়ি। লক্ষণ খারাপ, ভাবল রানা। ওস্তাফ নিশ্চয়ই গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করবে, লং হুইল বেসের কোন ল্যাণ্ড রোভারকে দেখেছে কিনা। প্রতিপক্ষ ঠিক কোথায়, কত দূরে তা জেনে অনুসরণ করা এক কথা, আর না জেনে তাকে ধরার জন্যে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

তবে, গাড়িটাকে দেখে অন্য এক কারণে খুশিও হয়েছে রানা। এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে তুঙ্গনা নদীর কার ট্রান্সপোর্টার এপারেই আছে, ওদেরকে অপেক্ষা করতে হবে না। ফেরী নয়, ওটা একটা কন্ট্রাপশন। ওভারহেড কেবল-এর সাথে একটা প্ল্যাটফর্ম ঝুলছে। গাড়ি নিয়ে উঠে যেতে হয় প্ল্যাটফর্মে, তারপর নিজেকেই উইঞ্চ অপারেট করে সচল করতে হয় ওটাকে।

যা আশা করেছিল রানা, নদীর তীরে এসে তাই দেখল। কন্ট্রাপশনটা নদীর এ পারেই রয়েছে। প্ল্যাটফর্মটা নিরাপদ কিনা পরীক্ষা করে গাড়ি নিয়ে উঠে এল ওরা। সোহানা সীট থেকে নামতে যাচ্ছে দেখে তাকে বাধা দিল রানা। 'এক হাত দি উইঞ্চ অপারেট করা তোমার কম্মো নয়—ওখানেই বসে থাকো চুপচাপ।'

অনেক নিচে নদী, রোদ লেগে পানির তলায় সাদা বরফ ঝলমল করছে। উই অপারেট করছে রানা, কিন্তু তাকিয়ে আছে ছেড়ে আসা পথের দিকে। যে কো মুহূর্তে নদীর ধারে পৌঁছে যেতে পারে ওস্তাফের গাড়ি।

তুঙ্গনা পেরোতে পনেরো মিনিট সময় লাগল। প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি নিয়ে নে এল ওরা। 'এইবার ব্যাটাকে থামিয়ে দিতে পারব!' সীটের ওপর শিরদাঁড়া খাড়া করে বলল সোহানা।

'কিভাবে?'

'সহজেই। প্ল্যাটফর্মটাকে তার দিয়ে বেঁধে রাখব এপারে, ওপার থে টানলেও কোন কাজ হবে না।'

রাস্তা থেকে গাড়ি সরিয়ে আনল রানা। টুল কিট থেকে প্রচুর তামার তার নেমে এল ও। ঢাল রাস্তা বেয়ে ছুটল।

প্ল্যাটফর্মটাকে এপারের উইঞ্চের সাথে তার দিয়ে বাঁধল ও। সময় লাগল মিনিট, কিন্তু খুলতে গেলে আধঘণ্টার ওপর লাগবে। কাজটা শেষ করেছে, এই নদীর ওপারে দেখা দিল ওস্তাফ তাতাভস্কি। এইবার মজা হবে, ভাবল রানা। মনে নিঃশব্দে হাসছে ও।

ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা, ঝপাঝপ লাফ দিয়ে নামল চারজন লোক, সবার আগে বিশালদেহী ওস্তাফ তাতাভস্কি। প্ল্যাটফর্মের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে রানা, প্রথমে কেউ ওকে দেখতে পেল না। কেবল-এর দিকে তাকিয়ে আছে ওস্তাফ, তারপর উইঞ্চ অপারেট করার নিয়মটা পড়ল—একটা বোর্ডে। ইংরেজি আর আইসল্যাণ্ডিক ভাষায় লেখা রয়েছে। তার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সহকারীরা চেইন ওঠাবার হাতলটা ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করছে, নদীর এপারে দুলছে প্ল্যাটফর্ম, তাছাড়া আর কোন লাভ হচ্ছে না।

একজন লোক চিৎকার করে কি যেন বলল, তারপর নদীর পাড় ধরে ছুটল আরেক দিকে, যেখান থেকে দেখা যাবে কিসে আটকেছে প্ল্যাটফর্ম। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, দেখে ফেলেছে রানাকে। ঝট করে রিভলভার বের করে লোকটা গুলি করছে দেখে হাসল রানা। পয়েন্ট থারটি-এইট রিভলভার, ওটা থেকে কোন বুলেট নদী পেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবে, সে সম্ভাবনা একেবারেই কম। একটা বুলেট রানার কাছ থেকে দুই গজ দূরে এসে খানিকটা ধুলো ওড়াল, সবচেয়ে কাছে এল ওটাই, বাকিগুলো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এক ছুটে ঢালু রাস্তা ধরে ল্যাণ্ড রোভারের কাছে চলে এল রানা।

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা, চোখেমুখে উদ্বেগ।

'তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধতে যাচ্ছে,' হাসিমুখে বলল রানা, 'তা দেব না।' হাত বাড়িয়ে ল্যাণ্ড রোভার থেকে আল্লানের রাইফেলটা তুলে নিল ও। 'এটা দিয়ে ওদেরকে একটু ভয় দেখাব, তার বেশি কিছু নয়।' বলেই ছুটল আবার রানা, বাধা দেবার কোন সুযোগই দিল না সোহানাকে।

গা ঢাকা দিয়ে নদীর ধারে পৌঁছুল রানা। শুয়ে পড়ল ও। ম্যাগনিফিকেশন সিক্স-এ নামিয়ে আনল টেলিস্কোপের পাওয়ার, একশো গজ দূরত্বের জন্যে এটাই যথেষ্ট, অবশ্য এর চেয়ে নিচে নামাবার ব্যবস্থা নেই। কাঁধে বাট ঠেকিয়ে আইপীসে চোখ রাখল ও।

কাউকে খুন করার ইচ্ছে নেই রানার, অন্তত এই মুহূর্তে নয়। দু'একজনকে স্রেফ আহত করতে চাইছে ও। নিহত লোক যেমন বিপদের কোন কারণ হয় না, তেমনি আহত লোকও অকেজো হয়ে যায়। রেকিয়াভিক বন্দরে রাশিয়ানদের ট্রলার আছে, আহত ব্যক্তিকে সেখানে পাচার করা কঠিন হবে না ওস্তাফের জন্যে। মাছ ধরে না এমন ট্রলারের সংখ্যা রাশিয়ানদেরই সবচেয়ে বেশি।

ওস্তাফকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও, সম্ভবত গাড়ির ভেতর বসে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছে সে, গাড়ির ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখে তাই মনে হলো রানার। ছোট্ট সমস্যাটা নিয়ে ওস্তাফের তিন সহকারী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। ত্রিশ সেকেণ্ডে পাঁচটা গুলি করল রানা। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনের একজনের হাঁটুতে লাগল প্রথম বুলেট। চোখের নিমেষে বাকি দু'জন ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে গায়েব হয়ে গেল।

আহত লোকটা মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে। যদি বেঁচে থাকে, ভাবল রানা, একটা পা কম নিয়েই বাকি জীবন সন্তুষ্ট থাকতে হবে ওকে।

সাইটে চোখ রেখে আবার লক্ষ্য স্থির করল রানা। এবার গাড়ির সামনের একটা

ঢাকায়।

টিচ্‌-চ্‌ করে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো। টায়ার পাংচার হয়ে গেছে। রাইফেলটার তুলনা হয় না, ঠিক যেখানে লাগাতে চেয়েছে রানা সেখানেই গিয়ে লেগেছে বুলেট।

ঠাস ঠাস করে দু'বার শব্দ হলো রিভলভারের। গ্রাহ্য না করে ধীরে আরেক রাউণ্ড আনল রানা। টেলিস্কোপের ক্রশ চিহ্নটা গাড়ির রেডিয়েটরের সামনে স্থির করে আবার ট্রিগার টিপল।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল গাড়ি। গণ্ডার মারার জন্যে তৈরি এই রাইফেল, এঞ্জিনের ক্ষতি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। একই জায়গায় আরও দুটো গুলি করল রানা। ভাবছে, গাড়িটাকে সম্ভবত অচল করে দেয়া গেছে।

ক্রল করে পিছিয়ে এল রানা। তারপর উঠে দাঁড়াল। গা ঢাকা দিয়ে চলে এল ল্যাণ্ড রোভারের কাছে। রাইফেলটা সোহানাকে দেখিয়ে বলল, 'খুব ভাল জিনিস—তুলনা হয় না।'

একটু নার্ভাস দেখাচ্ছে সোহানাকে। 'মনে হলো কার যেন চিৎকার শুনলাম।'

'ভুল শোনোনি,' বলল রানা। 'এখনও কাঁদছে লোকটা—দুঃখে। একটা পা কমে গেছে ওর।' ড্রাইভিং সীটটা দেখাল সোহানাকে। 'ওঠো। খানিকক্ষণ ড্রাইভ করে আমাকে একটু বিশ্রাম দাও।'

রওনা হয়ে গেল ল্যাণ্ড রোভার নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। পালাচ্ছে রানা। কি ঘটতে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎই জানে! তবে এটুকু রানার কাছে পরিষ্কার—সহজে ছাড়বে না গুস্তাফ তাতাভস্কি, কিংবা তার দোসর জ্যাক লেমন।

ভবিষ্যতে আরও সাবধান হতে হবে ওর।

পালাবে কোথায়-২

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮০

এক

রবিশুদির হেড়ে সন্ত্রস্ত শেয়ালের মত মেইন রোডে উঠে এল ল্যাণ্ড রোভার।

এক হাতে গাড়ি চালাচ্ছে সোহানা চৌধুরী। স্লিং-এর সাথে আড়ষ্টভাবে ঝুলছে বাঁ হাত, দপ্‌-দপ্‌ করছে কাঁধের ক্ষতটা। চেহারায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। হিম বাতাসে পতাকার মত উড়ছে মাথার চুল। অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই ওর, রাস্তার ওপর চোখ রেখে একাগ্র মনে গাড়ি চালাচ্ছে। জানে, পেছনেই কোথাও আছে গুস্তাফ তাতাভস্কি। কত দূরে, তা নিশ্চিত ভাবে বলার কোন উপায় নেই।

পাশের সীটে বসে রয়েছে মাসুদ রানা।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে রানাকে। লাল হয়ে আছে চোখ দুটো, মাথার চুল এলোমেলো, ধুলো-বালি লেগে যাচ্ছেতাই নোংরা হয়ে গেছে কাপড়চোপড়। সীটের ওপর প্রায় পেছন ফিরে বসে আছে ও, ফেলে আসা রাস্তা যতদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

এখন আর তত ঝাঁকি খাচ্ছে না গাড়ি। মেইন রোড ধরে আরও কিছুক্ষণ যাবে ওরা, তারপর ঢুকে পড়বে যে-কোন একটা সাইড রোডে। গুস্তাফকে ফাঁকি দেবার সেটাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

নিরাপদ, কিন্তু সেটা সমস্যার সাময়িক সমাধান মাত্র। শুধু পালিয়ে বেড়ালে চলবে না, গুস্তাফ যাতে ওদেরকে খুঁজে বের করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

'এবার কোন দিকে?' নির্দেশ চাইছে সোহানা।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভাবে বলল রানা। 'প্রথম কাজ এই গাড়িটাকে লুকিয়ে ফেলা। এনি সাজেশন?'

'কাল রাতে পেইসারে পৌঁছুতে হবে তোমাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ল্যারডাটনে অনেক বান্ধবী আছে আমার··· হিলির কথা মনে আছে তোমার?'

কৃত্রিম ভয়ে আঁতকে উঠল রানা। 'এই সেরেছে!'

'তার মানে?'

'সেই কালো মেয়েটার কথা বলছ তো, যার স্বামী স্কুলের মাস্টার, ভনভেয়োর না কি যেন নাম···'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'ভনভেয়ার স্কুলে মাস্টারী করে—কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'মনে নেই তোমার? গত বার এই হিলিই তো আর একটু হলে আমাদের বিয়েটা পড়িয়ে দিয়েছিল! কাছেপিঠে কোথাও মৌলবী পাওয়া গেল না বলে···'

হেসে ফেলল সোহানা। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু শুধু মৌলবীর অভাবে নয়, আমাদের দু'জনের একজনকেও রাজি করাতে পারেনি বলে বিয়েটা হয়নি। একজন যদি রাজি হতাম, ওকে ঠেকানো মুশকিল হত।'

'আমি ভাবছি···' ইতস্তত করছে রানা, '···মানে, জানতে চাইছি, গতবারের মত এবারও কি আমরা একই ভূমিকা পালন করব? মানে, ধরো বিয়ের জন্যে এবারও যদি চেপে ধরে হিলি, কি বলবে তুমি তাকে?'

'এখনও ভেবে দেখিনি,' হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে উঠল সোহানা। তারপর জানতে চাইল, 'তুমি কি বলবে?'

'আমি?' সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রানাকে। 'আমিও।'

'আমিও মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল সোহানার।

'মানে, আমিও এখনও ভেবে দেখিনি।'

'তাহলে তো ভালই হলো,' বলল সোহানা। 'সমস্যাটা যদি দেখা দেয়ই, এক সাথে বসে ভাবব আমরা। সমাধান একটা বেরিয়েই যাবে।'

'ঠিক আছে,' একটু হাঁফ ছেড়ে বলল রানা, 'চলো লগারভাটনেই যাওয়া যাক।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা। ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে একটা সাইড রোডে ঢুকে পড়েছে সোহানা। মেইন রোড থেকে গাছের ডালপালার মত এই রকম আরও অনেক রাস্তা বেরিয়েছে, এগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে পথ হারাবার সমূহ সম্ভাবনা। রানা অবশ্য কোন রকম উদ্বেগ বোধ করছে না। ও নিজে এ-দিকের রাস্তাঘাট খুব ভাল না চিনলেও সোহানার সব নখদর্পণে।

গুস্তাফ ওদেরকে সরাসরি অনুসরণ করছে না, এটুকু বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। সে সম্ভবত এখনও তুরুনা নদীর ওপারে আটকা পড়ে আছে, ভাবল রানা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর, সাথে সাথে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'কিছু মনে করো না,' বলল ও। 'একটা ভুল হয়ে গেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'মানে?'

'বুদারহান পাহাড়ে আমি উঠে যাবার পর তুমি যে ছোট্ট অভিনয়টা করলে, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে তোমার।'

'ও, সেই কথা!' হাসছে সোহানা। 'ওদের মনোযোগ অন্য দিকে সরাবার জন্যে এর চেয়ে ভাল কোন বুদ্ধি মাথায় আসেনি তখন।'

'বুদ্ধিটা তোমার ভালই ছিল,' বলল রানা। 'কিন্তু শুধু ওর নয়, আমার মনোযোগও কেড়ে নিয়েছিলে। যতক্ষণ আড়ালের বাইরে ছিলে, ততক্ষণ একটা রাইফেলের নল তোমাকে অনুসরণ করছিল, তা জানো? ট্রিগারে আঙুল আর টেলিস্কোপে চোখ ছিল লোকটার। ভয় লাগেনি?'

'অস্বস্তি বোধ করছিলাম,' স্বীকার করল সোহানা। নিজের অজান্তে শিউরে উঠল একবার। 'কি ঘটল ওখানে?'

'ব্যাটার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি,' বলল রানা। 'ভয় নেই, মরবে না। সময় মত উদ্ধার করে জ্যাক লেমন তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।' পুরো

ঘটনাটার বিশদ বর্ণনা দিল ও।

সব শুনে উদ্বেগ ফুটে উঠল সোহানার চেহারায়। 'তার মানে, সরাসরি তোমার সাথে লাগতে আসছে না জ্যাক লেমন। আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে সে, যাতে গুস্তাফ তোমাকে ধরতে পারে।'

'সম্ভবত গুস্তাফকে কথা দিয়েছে সে।'

'কি কথা?'

'আমাকে তার হাতে তুলে দেবে।'

একটু পর জানতে চাইল সোহানা, 'জ্যাক লেমন এখনও আইসল্যাণ্ডে রয়েছে তাহলে? স্যার ডেভিড লয়্যাল ওকে ইংল্যাণ্ডে ডেকে নেননি?'

'না নিলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এরই মধ্যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন লোককে খুন করেছি আমি। প্যাকেটটাও ফিরিয়ে দিচ্ছি না। তার ওপর ওদের দু'নম্বর কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি সে একজন ডাবল এজেন্ট। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ এসব মেনেই বা নেবেন কেন, বিশ্বাসই বা করবেন কেন? প্যাকেটটা আদায় করার জন্যে আমার প্রস্তাবে তিনি বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছেন, তার মানে এই নয় যে সত্যি সত্যি তিনি জ্যাক লেমনকে আমার পিছন থেকে সরিয়ে নেবেন। আরেকটা কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছি আমি।'

'কি?'

'কাল রাতে টনি ফর্চুনকে প্যাকেটটা দেব? নাকি দেব না?'

'জিনিসটা ওদের,' বলল সোহানা। 'তুমি কথাও দিয়েছ ফিরিয়ে দেবে।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু টনিকে যদি প্যাকেটটা দিইও, সে-কথা কি গুস্তাফ জানতে পারবে?'

'টনির কাছ থেকে লেমন যদি জানে, লেমনের কাছ থেকে গুস্তাফও জানবে।'

'ধরো টনি বলল না লেমনকে।'

'তাহলে গুস্তাফ জানবে না।'

'না জানলে আমার বিপদের মাত্রা একটুও কমছে কি? গুস্তাফ যদি আমাকে ধরতে পারে, প্যাকেটটা চাইবে সে। না পেলে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভাবে বলল সোহানা।

এই প্যাকেটটাই সমস্ত রহস্যের জড়, ভাবছে রানা, এটাকে হাত ছাড়া করা উচিত হবে না।

লগারভাটন। বিশাল গ্রাম্য এলাকার মাঝখানে এটা একটা জেলা শহর। গ্রামে কোথাও কোন স্কুল নেই, সব ছাত্র-ছাত্রীকেই ক্লাস করার জন্যে এই জেলা শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে হয়। এলাকাটা প্রকাণ্ড, সেই অনুপাতে লোকবসতি নেই বললেই চলে, যাও বা আছে তা এমন ভাবে ছড়ানো-ছিটানো যে বাধ্য হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের মত করে গড়ে নিতে হয়েছে, যা আপাত দৃষ্টিতে বেশ একটু অদ্ভুত লাগে। প্রায় সব স্কুলেই বোর্ডিং আছে, শীতকালে ছাত্র-ছাত্রীরা পালা বদল-এর নিয়মে ক্লাস করে—পনেরো দিন থাকে বাড়িতে পনেরো দিন থাকে বোর্ডিঙে। যাদের বাড়ি স্কুল থেকে অনেক দূরে তারা পুরো শীতকালটা বোর্ডিঙে কাটিয়ে দেয়। গ্রীষ্মে সব স্কুল

বন্ধ হয়ে যায়, তখন পরবর্তী চার মাসের জন্যে হোস্টেলে পরিণত হয় ওগুলো।

নগারভাটেন ঘোড়ার জন্যে খুব বিখ্যাত। টুরিস্টদের এখানে ভিড় করার সেটা একটা কারণ। তাছাড়া টুরিস্টদের আকর্ষণ থিংভেল্লির, গেইসার, গালফস ইত্যাদি জায়গা নগারভাটনের কাছাকাছি বলে বিদেশীদের ভিড় লেগেই আছে এখানে। আইসল্যান্ডের এক-রঙা ঘোড়ার চেয়ে বহু-রঙা ঘোড়াগুলো শক্তিশালী, দেখতেও অনেক ভাল। এর আগে যে ক'বার এসেছে ওরা, আর সব টুরিস্টদের মত ঘোড়ায় চড়ে শহর চষে বেড়িয়েছে। কিন্তু এবার চোখে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ওদেরকে, ঘোড়ায় চড়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানোর ঝুঁকি নেবে না।

পশু এবং মনুষ্য সন্তান, দুটোকেই জ্ঞান দান করার ব্রত নিয়েছে গুনার ভলতেয়ার। শীতকালে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ঠেঙায়, আর গ্রীষ্মকালে ঘোড়া ঠেঙায়। ঘোড়া সম্পর্কে সে একজন বিশেষজ্ঞ, সারাটা গ্রীষ্ম ওদেরকে খেলা শেখাবার কাজে কাটিয়ে দেয়। শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত, বসে থাকতে জানে না আইসল্যান্ডের লোকেরা। শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয় প্রতিটি মানুষকে। কর্ম-বিমুখ কোন লোকের জায়গা নেই আইসল্যান্ডে।

বাড়িটা বেশ বড়সড়। ওরা যখন পৌঁছুল, গুনার ভলতেয়ার তখন নগারভাটনে নেই— ঘোড়াদের ক্লাস নিতে অন্য এক জেলায় গেছে সে। তবে তার স্ত্রী, সোহানার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হিলি বাড়িতেই রয়েছে।

বছর তিনেক হলো বিয়ে হয়েছে ওদের, কিন্তু এখনও সন্তান চাইছে না ওরা। স্বামীর মত হিলিও শীতকালে সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকে, মেয়েদের একটা টেকনিক্যাল স্কুলের উপ-প্রধান সে। গ্রীষ্মকালটা বাড়িতেই কাটায়, তবে কুঁড়েমি করে নয়, প্রতিটি গ্রীষ্মে কিছু না কিছু শেখে হিলি। গত তিন বছরে তিনটে সার্টিফিকেট পেয়েছে সে। একটা ন্যাশনাল গার্ড হিসেবে, একটা নার্স হিসেবে, আরেকটা মাছের বংশ বৃদ্ধি করার ট্রেনিং শেষ করে।

রানা এবং সোহানা সম্পর্কে সব কথা না জানলেও, ওদের দু'জনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা খুব ভাল করেই জানে হিলি। জানে, বিয়ের ঘণ্টা বাজব বাজব করছে। সেই বাজনাটাকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যে সাংঘাতিক উৎসাহী সে। ব্যাপারটা বড় মজা লাগে রানার কাছে। কোন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই অমনি সে তার আর সব বান্ধবীকে এই ফাঁদে ফেলার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। অনেক কারণের মধ্যে গুরুত্ব তাৎক্ষণিক একটা কারণ, যার জন্যে নিকট ভবিষ্যতে বিয়ের ঘণ্টা বাজতে যাচ্ছে না ওদের। কারণগুলো ব্যাখ্যা করে হিলিকে বলা সম্ভব নয়, তাই প্রসঙ্গটা যদি ওঠেই, কৌশলে এড়িয়ে যেতে হবে প্রশ্নটাকে। তবে, ভাবছে রানা, বিয়ের ব্যাপারে সোহানার সাথে একটা ফাইনাল সিদ্ধান্তে আসতে হবে তাকে। সোহানাকে নিয়ে আইসল্যান্ডে বেড়াতে আসার সেটাই অন্যতম কারণ। অনেক দিন ধরে ঝুলে আছে ব্যাপারটা, এবার এর একটা সমাধান না করলেই নয়।

গুনার ভলতেয়ারের বাড়ির গ্যারেজে ল্যান্ড রোভারটাকে ঢুকিয়ে রাখল রানা। স্বস্তি বোধ করছে ও। নিশ্চিতভাবে জানে, ওদেরকে অনুসরণ করে নগারভাটনে আসেনি কেউ। ওরা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

স্মল আর্মসগুলো আরেকবার দেখে নিল রানা। ল্যান্ড রোভারেই থাকছে সব,

কিন্তু লুকানো অবস্থায়, খোঁজাখুঁজি না করলে কারও চোখে পড়বে না।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে আসছে রানা। হলঘরে ঢুকে সিঁড়ির দিকে এগোবে, এই সময় সিঁড়ির মাথায় দেখা পেল হিলিকে। তরতর করে নেমে এল সে নিচে। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। হাসছে, কিন্তু সেটা কেমন যেন আড়ষ্ট। 'হ্যালো, মাসুদ রানা—আগের চেয়ে সুপুরুষ দেখাচ্ছে তোমাকে! তোমার বয়স বাড়ে, নাকি কমে?'

'বাড়েও না, কমেও না,' হাসছে রানা। 'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। তোমাদের সব খবর ভাল তো?'

'ভাল। তোমাদের?' তীক্ষ্ণ হলো হিলির দৃষ্টি।

'ভালই,' বলল রানা।

'ভালই যদি হবে,' মৃদু একটা ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল হিলি, 'তোমাদের পোশাক-আশাকের এই অবস্থা কেন?' তারপরই আসল প্রসঙ্গে এল সে। 'সোহানার কাঁধে কি হয়েছে?'

সতর্ক হয়ে গেল রানা। 'ও কিছু বলেনি তোমাকে?'

'বলেছে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে পড়ে গিয়েছে।'

সমর্থনসূচক একটু শব্দ করল রানা, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না। হিলির সন্দেহ হয়েছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও। গুলির আঘাত কিনা তা ক্ষতটা দেখেই বলে দিতে পারে অনেকে। হিলি তাদের দলে পড়লেও পড়তে পারে। প্রসঙ্গ বদলের জন্যে দ্রুত বলল রানা, 'দু'একদিন আমরা এখানে থাকলে তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না তো, হিলি?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলল হিলি। 'সোহানা আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। বিয়ের আগে আমার জীবনের অর্ধেক ছিল ও। সেই অর্ধেকে ভাগ বসিয়েছে ভলতেয়ার, কিন্তু দু'জনকে আমি সমান ভালবাসি। এ-থেকেই আশা করি বুঝতে পারছ সোহানাকে দেখে কতটুকু খুশি হয়েছি আমি?'

'পারছি,' মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল রানা। 'তুমি পুরুষ মানুষ হলে বিপদই হত দেখছি। ভাগ্যিস···'

ঠাট্টা করার কোন সুযোগই দিল না রানাকে হিলি, ওর একটা হাত ধরে টানল সে, বলল, 'কিচেনে এসো, কফি খাওয়াব তোমাকে। তোমার সাথে আমার কিছু কথাও আছে।'

ভিজে বিড়ালের মত চুপচাপ হিলির সাথে কিচেনে ঢুকল রানা।

ইলেকট্রিক হিটারে কফির জন্যে পানি চড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল হিলি, মুখোমুখি হলো রানার। 'তোমাদের দু'জনকেই সাংঘাতিক ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা কি, জানতে পারি?'

'দুর্গম গিরিপথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে আমাদেরকে। জানোই তো···'

'সোহানার কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাই না,' শান্ত কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বলল হিলি। 'ওর কাঁধের ওই ক্ষতটা···'

'হ্যাঁ, কি হয়েছে?' দীর্ঘাঙ্গী হিলির চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল রানা।

'পাহাড় থেকে পড়ে গেছে···কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি।' বলেই চুপ করে

গেল হিলি। চাইছে, এবার নিজে থেকে যা বলার বলুক রানা।

অপরূপ নীলচে চোখ দুটোর পিছনে বুদ্ধি রাখে হিলি, ভাবছে রানা। 'না,' বলল ও, 'কথাটা ঠিক নয়। পাহাড় থেকে পড়েনি সোহানা।'

'কিফলাভিকে নার্স হিসেবে কাজ করেছি গত গ্রীষ্মে,' বলল হিলি। 'এ-ধরনের ক্ষত দেখলে এখন আমি চিনতে পারি। একজন আমেরিকান নাবিককে দেখেছিলাম, নিজের রাইফেল পরিষ্কার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে। ঠিক এই রকমই একটা ক্ষত দেখেছিলাম আমি তার কাঁধে।' রানার চোখে চোখ রেখে এরপর জানতে চাইল হিলি। 'কার রাইফেল পরিষ্কার করছিল সোহানা?'

টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল রানা। 'আইসল্যান্ডে পা দিয়েই আমি বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি হিলি,' সাবধানে কথা বলছে রানা। 'কিন্তু এ-বিষয়ে তোমাকে আমি কিছু জানাতে পারি না। যদি জানাই, না চাইলেও তুমি আর তোমার স্বামী বিপদটার সাথে জড়িয়ে পড়বে। তোমাদের ভালর জন্যেই তা আমি হতে দিতে পারি না। সোহানার কথা যদি বলো, প্রথম থেকেই ওকে আমি বিপদের কথা বলে সাবধান করে দিতে চেয়েছি, কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়তে কোনভাবেই রাজি করতে পারিনি ওকে।'

মাথা ঝাঁকাল হিলি। বলল, 'জানি সাংঘাতিক জেদী মেয়ে ও।'

'কাল সন্ধ্যায় গেইসারে একটা কাজ আছে আমার,' বলল রানা। 'আমি চাই যেভাবে হোক সোহানাকে তুমি এখানে আটকে রাখবে। কথা দিতে পারো?'

'একবার যখন সোহানা আমার হাতে এসে পড়েছে, কোন বিপদ ওকে ছুঁতে পারবে না আর।' একটু চিন্তা করল হিলি, তারপর আবার বলল, 'কিন্তু কি ধরনের বিপদ তা জানতে পারলে ভাল হত। সাবধান হতে হবে আমাকে। জেলার পুলিস অফিসারদের মধ্যে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন রয়েছে আমাদের। তোমার যদি সাহায্য দরকার হয়, তাও আমাকে বলতে পারো। তাছাড়া, বুলেটের ক্ষত, রিপোর্ট করা দরকার থানায়।'

'জানি,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'কিন্তু আমি যে বিপদের সাথে জড়িয়ে পড়েছি তার সাথে তোমাদের দেশের কোন সম্পর্ক নেই। এটা এমন একটা পরিস্থিতি, তোমাদের পুলিস বিভাগ কোনভাবেই সামলাতে পারবে না। ব্যাপারটা তাদের গোচরে না এলেই সবদিক থেকে ভাল। একটা নয়, অনেক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারে—তাছাড়া, গোটা ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক পলিটিক্সের হীন এবং বিপজ্জনক চক্রান্ত, এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক সুপার পাওয়ার। পরিস্থিতিটা খুব সতর্কতার সাথে সামলানো না গেলে নিরীহ লোকজন মারা যেতে পারে। তোমাদের পুলিস বিভাগের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই বলছি, এ-বিষয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আইসল্যান্ডের জন্যে বিপদ ডেকে আনবে তারা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল হিলি। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, 'বুঝতে পারছি, এসবের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক তা জানার জন্যে মাথা কুটলেও তুমি মুখ খুলবে না। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতেই হবে।'

'বলো।'

'আমার দেশের কোন ক্ষতি হতে যাচ্ছে না তো?'

'না। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি।'

'সোহানাকে তুমি এসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাও?'

'যদি তোমার সাহায্য পাই তবেই তা সম্ভব।'

'বেশ। ওকে আমি নিজের কাছে রাখব। যতদিন না তোমার বিপদ কেটে যায়।'

'পারবে তো?' মনে করিয়ে দিল রানা, 'আমি কিন্তু পারিনি।'

'পুরুষদের চেয়ে আরও অনেক বাস্তব বুদ্ধি রাখে মেয়েরা,' বলল হিলি। 'সোহানাকে আমি কড়া মেডিক্যাল সুপারভিশনে রাখব। ঝগড়া করবে আমার সাথে ও, জানি, হয়তো এক-আধটু হাতাহাতি মারামারিও হয়ে যেতে পারে,' হাসছে সে, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার জেদের কাছে হার মানতে হবে ওকে। গেইসার থেকে কবে ফিরবে তুমি?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বলল রানা।

'আমি কি আশা করব সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসবে তুমি?'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব, হিলি। কথা দিলাম।'

পরদিন। ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসেছে রানা আর হিলি।

খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে হিলি, হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে সব্বোনাশ! কাণ্ড দেখেছ। তুঙ্গনা নদীর কেবল ট্রান্সপোর্টটাকে কে যেন তার দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। নদীর ওপারে একদল ট্যুরিস্ট কয়েক ঘন্টার জন্যে আটকা পড়েছিল। এমন একটা বিদঘুটে কাজ কে যে করতে পারে!'

মনে মনে খুশি হলো রানা। একদল ট্যুরিস্ট মানে গুস্তাফ ভাভাডস্কি আর তার দলবল, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। 'আমরা যখন এলাম তখন তো ওটা ঠিকই ছিল,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'ট্যুরিস্টদের ব্যাপারে আর কিছু লিখেছে নাকি? কেউ আহত হয়েছে?'

টেবিলের ওদিক থেকে ভুরু কুঁচকে তাকাল হিলি। 'কেন, কেউ আহত হবে কেন? কই, সে-কথা কিছু লেখেনি তো।'

প্রসঙ্গ বদলে দ্রুত বলল রানা, 'সোহানার ব্যাপারটা কি? এখনও যে ঘুম ভাঙছে না ওর?'

'আমি না, সেজন্যে ঘুমের ওষুধ দায়ী,' হাসছে হিলি। 'কফির সাথে খাইয়ে দিয়েছিলাম, টের পায়নি। তোমার সাথে যাবার জন্যে গোঁয়ার্তুমি করলে এবার ডবল ডোজ খাইয়ে দেব।'

হেসে ফেলল রানা। ষড়যন্ত্রটা চমৎকার। একেই বলে মেয়েদের বাস্তব বুদ্ধি, মনে মনে স্বীকার করল ও। জানতে চাইল, 'গ্যারেজ খালি দেখলাম, তোমাদের গাড়িটা কোথায়?'

'আভবলে,' বলল হিলি। 'ভলতেয়ার ভুল করে ওখানেই রেখে চলে গেছে, আমিও সময় করে নিয়ে আসতে পারিনি।'

'কখন ফিরবে তোমার সাহেব?'

'তিন দিন পর।'

'গাড়িটা ধার দেবে আমাকে?' বলল রানা। 'ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে গেইসারে

যেতে চাই না আমি।'

'নেবে নাও,' বলল হিলি, 'কিন্তু দু'টুকরো করে নিয়ে এসো না ওটাকে । আমরা গরীব মানুষ, আরেকটা গাড়ি কিনতে জান বেরিয়ে যাবে।' গাড়িটা কোথায় আছে তা জানাল সে রানাকে। 'গ্লাভ লকারে পাবে চাবি।'

ব্রেকফাস্ট শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল রানা। টেলিফোনের ওপর চোখ, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে। স্যার ডেভিড নয়ালকে অনেক কথা বলার আছে ওর ।এখুনি টেলিফোন করবে তাকে ? নাকি টনি ফন্টেনের কি বলার আছে শুনবে আগে?

টনি ফন্টেনের কথা শোনা দরকার। সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্যারেজে চলে এল রানা। ল্যাণ্ড রোভার থেকে অ্যালান স্টুয়ার্টের রাইফেলটা বের করে পরিষ্কার করতে শুরু করল।

যতবার দেখছে, ততবারই মুগ্ধ করে ছাড়ছে ওকে রাইফেলটা। দুনিয়ায় কিছু লোক থাকে যারা নিজেদের শখের জিনিসকে নিখুঁত আর অতুলনীয় করে তোলার জন্যে রীতিমত সাধনা করে। এরা সাধারণত একটু পাগলাটে হয়, এবং প্রায়ই পাগলামিটা সীমা ছাড়িয়ে যায়। একজন লোকের সাথে কোথায় যেন মিল আছে অ্যালান স্টুয়ার্টের । লোকটার শখের জিনিস ছিল হাই-ফাই। সত্তেরোটা শক্তিশালী স্পীকার ছিল তার, কিন্তু টেস্ট রেকর্ড ছিল একটা। রেকর্ডের গানগুলো সাংঘাতিক প্রিয় ছিল তার, সত্তেরোটা স্পীকার থেকে বিকট শব্দে গানগুলো না বেরুলে তাতে মজা পেত না সে। গানের মত, গোলাগুলির ব্যাপারেও উন্মাদ জিনিসের লোকের কোন অভাব নেই। অ্যালান স্টুয়ার্ট সেই দলেরই একজন। এদেরকে গান-নাট বলে।

দোকানে যত ভাল আর আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রই থাকুক না কেন, একজন গান-নাট সেগুলোকে তার জন্যে যথেষ্ট ভাল বলে কখনোই মেনে নেবে না। দোকান থেকে সবচেয়ে ভালটাই কিনবে সে, কিন্তু বাড়িতে নিয়ে এসে নিজের মেধা, বুদ্ধি, রুচি, অধ্যবসায় ইত্যাদি প্রয়োগ করে অস্ত্রটার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলবে।

রাইফেলটা পরিষ্কার করার পর অ্যামুনিশন নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামাল রানা। দুটো বাক্স, পঞ্চাশ রাউণ্ড বুলেট । পাকা হাত অ্যালানের, তাতে কোন সন্দেহই নেই, তবু সে এত রাউণ্ড সাথে রাখল কেন? বুলেটের খোলা বাক্সটা থেকে রাইফেল লোড করেছিল সে। এগুলো সাধারণ হান্টিং অ্যামুনিশন, নরম নাকের—ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ার ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্সটা খুলে দেখতে হয় একবার।

দ্বিতীয় বাক্স থেকেও পঁচিশ রাউণ্ড বেরুল। জ্যাকেট পরানো অ্যামুনিশন এগুলো—মিলিটারি লোড।

শিকার করতে গিয়ে পশু মারা আর যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ মারা, এর মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য না থাকলেও জেনেভা কনভেনশনের অধীনে হিংস্র পশুকে খুন করার জন্যে যে ধরনের বুলেট ব্যবহার করা হয় সে-ধরনের বুলেট কেউ যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষ খুন করার জন্যে ব্যবহার করে সেটা হবে বেআইনী একটা কাজ । কাউকে লক্ষ্য করে হান্টিং বুলেট ছুঁড়লে ডামডাম বুলেট ব্যবহার করার অভিযোগ

আনা হবে ওটা আইনত নিষিদ্ধ। ব্যাপারটা শুধু বিদঘুটে নয়, হাস্যকর বলে মনে হয় রানার। কামানের গোলা ছুঁড়ে মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া চলবে, মাইন ফাটিয়ে তাকে সহস্র টুকরো করার মধ্যেও কোন অন্যায় নেই, কিন্তু যে বুলেট দিয়ে একটা হরিণকে পরিচ্ছন্ন ভাবে খুন করা যায়, সেই বুলেট দিয়ে কিছুতেই একজন মানুষকে মারা চলবে না।

হাতের তালুতে নিয়ে কার্ট্রিজটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, ভাবছে, কেকেল ছাড়া বাক্সগুলোয় দু'ধরনের বুলেট রয়েছে তা আগে জানলে ভাল হত । যে নরম নাকের বুলেট ব্যবহার করেছে তার বদলে এই মিলিটারি লোড ব্যবহার করলে গুণ্ডাদের গাড়ির ইঞ্জিনটাকে স্থায়ীভাবে অচল করে দেয়া যেত। একশো গজ দূর থেকে ছুঁড়লে ম্যাগনাম চার্জ সহ একটা জ্যাকেট পরানো পয়েন্ট থ্রী-হানড্রেড-সেভেনটি ফাইভ বুলেট একটা গাড়িকে হয়তো এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করবে না, কিন্তু বাজী জেতার জন্যে সেই গাড়ির পিছনে দাঁড়াতেও রাজি হবে না রানা।

ম্যাগাজিনে দু'ধরনের বুলেটই ভরল ও । তিনটে নরম নাক, দুটো জ্যাকেট পরা—এটা একটা, ওটা একটা, এই ভাবে সাজাল । তারপর স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন অটোমেটিক পিস্তলটা পরীক্ষা করল ও । এর কোথাও কোন গলদ নেই দেখে নিয়ে স্পেয়ার ক্লিপসহ পকেটে ভরল। ইলেকট্রনিক প্যাকেটটা ফ্রন্ট সীটের তলায় যেখানে আছে সেখানেই থাকল, টনি ফন্টেনের সাথে দেখা করতে যাবার সময় এটাকে সাথে করে নিয়ে যাবে না ও।

বাড়িতে ফিরে এল রানা। নিচে কোথাও হিলিকে দেখতে না পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে, ওই সময় সোহানার গলা ঢুকল কানে। ঝাঁঝের সাথে কথা বলছে সোহানা, সমান ঝাঁঝের সাথে পাল্টা জবাব দিচ্ছে হিলি— দুই বান্ধবী কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে নিজের কামরায় চলে এল রানা। পাশেই সোহানার কামরা। দুই কামরার মাঝখানের দরজাটা ভিড়ানো রয়েছে। নিঃশব্দ পায়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল ও। কান পাতার দরকার নেই, রীতিমত উঁচু গলায় তর্ক করছে ওরা।

দরজার দুই কপাটের মাঝখানে একটু ফাঁক রয়েছে, সেই ফাঁকে একটা চোখ রেখে ভেতরে তাকাল রানা। দেখল সোহানা স্লিপিং গাউন পরে কামরার এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করছে, উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে তার মুখের চেহারা। 'তুই আমার সেই স্কুল লাইফের বন্ধু, হিলি, তোর কাছ থেকে আমি এ-ধরনের ব্যবহার কখনও আশা করিনি!' কামরার মাঝখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে হিলি, ভাবের লেশমাত্র নেই চেহারায়। 'অন্তত আমার সাথে একটা পরামর্শ করা তো উচিত ছিল! এত বড় বিপদ খুব কমই এসেছে রানার জীবনে—ওর এই বিপদে এখন যদি ওকে সাহায্য করতে না পারি, আর খোদা না করুন খারাপ যদি কিছু একটা ঘটেই যায়, নিজেকে ক্ষমা করতে পারব কোনদিন? ছি-ছি, তুই আমার দিকটা ভেবে দেখলি না? রাতে কফির সাথে ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়েছিলি, সেটা তবু না হয় মেনে নেয়া যায়, কিন্তু আজ আবার কোন্ সাহসে তুই সেই একই কাজ করতে গেলি? রাতারাতি তুই আমার শত্রু হয়ে গেলি নাকি? ভাগ্যিস ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, দেখে ফেললাম ব্যাপারটা, তা না হলে তোর ওই কফি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম, ঘুম

জাগ্রত সেই রাতে, তখন দেয়ালে ঠুকে মাথা ফাটালেও নাগাল পেতাম না রানার।' উত্তেজনায় কাঁপছে সোহানা। 'তোকে আমি আর এক বিন্দু বিশ্বাস করি না! তুই আমার শত্রু।' থমকে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকাল সে। তারপর নড় স্বরে জানতে চাইল, 'রানা কোথায়?'

নিঃশব্দে পিছিয়ে এসে দরজার দিকে এগোবার পথটা আগলে দাঁড়াল হিলি। 'ধ্যারেজে গেছে। কেন?'

মুচকি হেসে সরে এল রানা, দাঁড়াল গিয়ে জানালার সামনে, তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, কিন্তু মন পড়ে রয়েছে পাশের ঘরে।

'ওর সাথে কথা বলতে হবে আমাকে,' বলল সোহানা।

'কি কথা?'

'ব্যক্তিগত। তোকে বলতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'নিজের ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় আছে ও,' বলল হিলি। 'ওকে এখন একা থাকতে দেয়া দরকার। ওকে এই মুহূর্তে কেউ বিরক্ত করুক তা আমি চাই না।'

মুখের হাসিটা বিস্তৃততর হলো রানার। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল হিলির কথায়।

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সোহানা। 'কি বলতে চাস তুই, হিলি? ভেবেছিস আমার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখবি ওকে?' তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠল ওর কথার ভঙ্গিতে, 'মায়ের চেয়ে দেখছি মাসীর দরদ বেশি! তোর চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে যায় শুনি? মনে হচ্ছে আমি নই, তুই-ই প্রেমে পড়েছিস ওর।'

'পড়েছিই তো,' বলল হিলি, 'তবে ওর নয়, তোর। এই কামরা থেকে তোর বেরোনো চলবে না। আমি তোর বন্ধু, এ-কথাটা ভুলে যা, মনে কর আমি তোর নার্স, আমার অধীনে চিকিৎসা চলছে তোর। কথা না শুনলে, যা নিয়ম তোকে আমি বেঁধে রাখব।'

দুই কোমরে হাত রেখে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরল সোহানা। 'তোর মত পঞ্চাশটা মেয়েকে একা সামলাতে পারব আমি, তা জানিস? কলেজ-লাইফের কথা ভুলে গেছিস? দল বেঁধে লেগেও আমার সাথে পেরেছিস কখনও তোরা?'

'তা জানি, তুই একটু মারকুট্টি আছিস। কিন্তু বাঁধার দরকার হলে অন্যের সাহায্য নেব আমি।'

'সাহায্য নিবি? কার সাহায্য নিবি?'

'এরকম পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে তা আমি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলুম,' বলল হিলি, 'তাই আলোচনা করে সব ঠিক করে রেখেছি। রানা আমাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে।'

'কি! কি বললি?'

'ঘুমের-ওষুধ খাওয়াবার বুদ্ধিটাও আমার নয়, রানার,' বলল হিলি। 'তোকে ও সেইনারে নিয়ে যেতে চায় না।'

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল সোহানা। ভাবছে, হিলির চাপের মুখে গোপনীয় কিছু বলে ফেলেনি তো রানা? 'আর কি বলেছে ও?' মৃদু গলায় জানতে চাইল।

'বিপদটা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে তোকে। প্রচুর হাঙ্গামা হবার আশঙ্কা আছে, তাই তোকে সাথে নিয়ে কোথাও যেতে চায় না ও। বলেছে,

তুই সাংঘাতিক জেদী মেয়ে, যুক্তি দিয়ে তোকে বোঝানো ওর কম্মো নয়। সেজন্যেই আমার সাহায্য চেয়েছে ও। আমিও সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছি। তুই যতই হম্বিতম্বি করিস না কেন, জেনে শুনে তোকে আমি বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।'

কোন জবাব দিল না সোহানা। আবার পায়চারি শুরু করেছে ও, কিন্তু এখন চেহারায় উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই, উদ্বেগে কাতর দেখাচ্ছে ওকে।

হিলির চেহারায় ভাবের লেশমাত্র নেই, দৃষ্টি দিয়ে বান্ধবীকে অনুসরণ করছে শুধু।

হঠাৎ ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সোহানা, এগিয়ে দ্রুত চলে এল হিলির সামনে। আবেদনের সুর ফুটে উঠল ওর কথায়, 'তোর দোহাই লাগে, হিলি, আমাকে তুই বাধা দিস না! আমার মন বলছে, সেইনারে সাংঘাতিক বিপদ ওত্ পেতে রয়েছে রানার জন্যে, ওখানে ওর একা কোনমতেই যাওয়া চলে না। না, একা আমি যেতে দেব না ওকে।' দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠল ওর চেহারায়।

'কি করবি তাহলে?' জানতে চাইল হিলি।

'ওর সাথে আমিও যাব।'

'ওখানে কত রকম হাঙ্গামা ঘটতে পারে, সে-কথা ভেবে দেখেছিস?'

'এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে বিপদে পড়তে যাচ্ছে রানা, আর আমি প্রাণের ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকব, এ হতে পারে না, হিলি।' দরজার দিকে এগোল সোহানা। 'পথ ছাড়। রানার সাথে কথা বলতে হবে আমাকে।'

পথ ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই হিলির মধ্যে। 'মাথা ঠাণ্ডা কর, সোহানা,' শান্ত গলায় বলল ও। 'ভেবে দেখ, রানাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবি কিনা। যেতেই হবে ওকে? কাজটা কি এতই জরুরী?'

'হ্যাঁ, যেতে হবে ওকে।'

'ওর সাথে কেন যেতে চাইছিস তুই?'

'ওর বিপদ, তাই,' ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে সোহানা। 'আমার সাহায্য দরকার ওর, তাই।'

'তুই একটা মেয়ে হয়ে কি সাহায্য করতে পারবি? যতদূর বুঝতে পারছি, সেইনারে প্রচণ্ড হাঙ্গামা হবে বলে ভাবছিস তোরা।'

'সাহায্য করতে পারব জানি বলেই যেতে চাইছি,' চরম বিরক্তি প্রকাশ করল সোহানা। 'আমার মাথা ধরেছে, তোর এত কথার জবাব দিতে পারব না আমি।'

'কিন্তু একটা কথার জবাব তোকে দিতেই হবে,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে হিলি। 'আচ্ছা, বল তো সোহানা, ওই ভদ্রলোককে সাহায্য করার এত কিসের গরজ তোর?'

'মানে? কার কথা বলছিস তুই?'

'রানা, মি. মাসুদ রানার কথা বলছি আমি,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল হিলি। 'জানতে পারি, ওই ভদ্রলোকের প্রতি এত কেন দরদ তোর? জীবনের ঝুঁকি রয়েছে বুঝতে পেরেও ওকে সাহায্য করার জন্যে একেবারে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিস— কেন?'

'তুই জানিস না কেন?'

'না,' দৃঢ় স্বরে বলল হিলি। 'জানি না।'
'ওকে আমি ভালবাসি, তাই।'
এই রে!—চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল রানা। আর থাকা গেল না। এসব কথা শুনে ফেলা মোটেই উচিত হচ্ছে না। এদিক ওদিক চাইল, শেষে বাথরুমটা পছন্দ হওয়ায় ঢুকে পড়ল তার ভেতর, বন্ধ করে দিল দরজা। কিন্তু দুই দরজা ভেদ করেও কানে এসে বিঁধল হিলির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। নিরুপায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে।
'তাই নাকি?' তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলছে হিলি। 'ভালবাসিস?' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি। খুব সম্ভব সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'হতেও পারে!' যেন নিজের সাথে আপন মনে তারস্বরে কথা বলছে। 'ভালবাসা তো আবার অনেক রকম হয়! তা তোর এই এক তরফা ভালবাসার যে কোন ভবিষ্যৎ নেই, সে-কথা কেউ বলেনি তোকে?'
অস্বাভাবিক গম্ভীর সোহানার কণ্ঠস্বর। 'তোর এসব কথার মানে কি, হিলি?'
'কচি খুকী নাকি তুই যে মানে বুঝিয়ে দিতে হবে?'
নিচে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। যাবার আগে আর একবার চোখ রাখল দরজার ফাঁকে। একমাথা সোনালী চুল নেড়ে বলছে হিলি। 'মায়ের কোলে পড়ে এখনও দুধ খাচ্ছিস ? আশ্চর্য! তুই যে এত বোকা মেয়ে তা আমি কল্পনাও করিনি! বছরের পর বছর ধরে চরকির মত ঘোরাচ্ছে তোকে, বিয়ের নামটাও মুখে আনছে না, অথচ এখনও নির্লজ্জের মত বলছিস ওকে তুই ভালবাসিস! বলি, কখনও কি ভেবে দেখেছিস, তোকেও ও ভালবাসে কিনা? নাকি প্রেমে এমনই হাবুডুবু খাচ্ছিস যে সে-কথা ভেবে দেখার সময়ও পাসনি?'
অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সোহানা, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর। তারপর হিলি থামতেই বদ্ধ উন্মাদিনীর মত খিলখিল করে হাসতে শুরু করল ও। হাসির দমকে সারা শরীর কাঁপছে, মাথাটা হেলে পড়েছে পিছন দিকে, চোখের কোণে পানি বেরিয়ে এসেছে।
সোহানাকে এভাবে আগে কখনও হাসতে দেখেনি হিলি। ভুরু কুঁচকে, মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে ও।
'কি হলো, এত হাসছিস কেন? আমার কথার জবাব দে!'
হাসি থামাতে চাইছে সোহানা, কিন্তু পারছে না। কি যেন বলার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু হাসির বাঁধ ভাঙা প্লাবনে শব্দগুলো ভেসে যাচ্ছে। মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকা মাতালের মত টলছে। পড়েই যাচ্ছিল, তাল সামলে নেবার জন্যে সামনে বাড়িয়ে দিল হাত দুটো, ঝাপটে ধরল হিলিকে, তারপর তাকে নিয়েই পড়ে গেল বিছানার ওপর।
'মরে গেছি!' ব্যথায় ককিয়ে উঠল হিলি।
গড়িয়ে হিলির ওপর থেকে নেমে বিছানার ওপর উপুড় হলো সোহানা। হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠছে পিঠ।
'ঢং দেখে বাঁচিনে!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল হিলি। 'এবার থামবি কিনা বল, নইলে মাথায় আয়না এক গাট্টা মারব...'
জাদুর মত কাজ হলো। হিলির লম্বাচওড়া আঙুলের গাট্টা কি জিনিস, সাথে

সাথে মনে পড়ে গেছে সোহানার। ধড়মড় করে উঠে বসল ও।
'বল এবার।'
'তোর তাহলে ধারণা আমি রানাকে ভালবাসি, কিন্তু রানা আমাকে ভালবাসে না?' এখনও হাসছে সোহানা। 'তোর এই সৃষ্টিছাড়া ধারণার কারণ কি?'
'ভালই যদি বাসে, এখনও বিয়ে করছে না কেন?'
'বিয়েটা শুধু ওর ইচ্ছায় হবে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু থাকতে নেই?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহানা।
বাহ! ইন্টারেস্টিং! এই কলালাপ ছেড়ে যাই কি করে!—ভাবছে রানা।
'ও তোকে বিয়ে করার জন্যে মরে যাচ্ছে, কিন্তু তুই রাজি হচ্ছিস না—এ-ধরনের কিছু বলতে চাইছিস মনে হচ্ছে?'
'না, তা নয়,' বলল সোহানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের জন্যে মনে মনে ও কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা তা আজও আমি জানি না। শুধু জানি, এখন, এই মুহূর্তে ওকে যদি ডেকে বলি আমি, আমাকে তুমি বিয়ে করো—স্রেফ মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হয়ে যাবে ও, টুঁ-শব্দটিও করবে না।'
'আমি বিশ্বাস করি না।' এদিক ওদিক মাথা দোলাল হিলি। 'তাই যদি হবে, এখনও বিয়ে করছিস না কেন তুই?'
'ইচ্ছে নেই, তাই।'
'তার মানে? তুই কি চিরকাল আইবুড়ি থাকতে চাস?'
'সেটাই বা মন্দ কিসের!' হাসছে সোহানা।
'কি যে হাসছিস, দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে!' কয়েক সেকেণ্ড গুম মেরে থাকল হিলি। তারপর সোহানার পিঠে ধাক্কা মারল, 'এই, আসল ব্যাপারটা কি, খুলে বল তো আমাকে? বিয়ে করছিস না কেন তোরা?'
'ভালবাসলে বিয়ে করতেই হবে, এমন কোন আইন আছে?'
'আচ্ছা!' হঠাৎ অন্য একটা সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠল হিলির মনে। 'তবে কি, উল্টো ধারণা করছি আমি? ও তোকে ঘোরাচ্ছে, নাকি তুই ওকে ঘোরাচ্ছিস? কে কাকে বোকা বানাচ্ছে?'
'মানে?'
'এতক্ষণে বুঝেছি!' সবজান্তার মত মাথা নাড়ল হিলি। 'দোষ রানার নয়, তোর। তুইই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিস ওকে। যদ্দিন পারা যায় ফুর্তি করে নিচ্ছিস, কিন্তু বিয়ে করবি আরেকজনকে, তাই না?'
'এই শালা, ফের যদি হাসাবি, তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে স্রেফ ফেলে দেব নিচে—এমনিতেই পেটে ব্যথা ধরে গেছে আমার।'
প্রচণ্ড অভিমান হলো হিলির। কিছুক্ষণ সোহানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'আসল কথাটা আমাকেও তাহলে বলা যায় না?'
'বললেও তুই বুঝবি না,' মৃদু, শান্ত গলায় বলল সোহানা।
'কেন বুঝব না, আমি মানুষ নই?'
'শোন তাহলে,' অন্যমনস্কভাবে বলল সোহানা। আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, একটা বালিশ টেনে নিয়ে চেপে ধরল বুকের সাথে। মাথা তুলে তাকিয়ে আছে

জানালার বাইরে। বহু দূরে চলে গেছে ওর চোখের দৃষ্টি।

'চুপ করে আছিস কেন?'

তবু কথা বলছে না সোহানা। ওর চেহারায় এমন একটা প্রশান্ত ভাব ফুটে উঠেছে, দেখে কেমন যেন থমকে গেল হিলি। তাগাদা দিতেও আর সাহস হলো না ওর।

আরও কয়েক মুহূর্ত পর নিচু গলায় নিজে থেকেই কথা বলতে শুরু করল সোহানা, 'ভালবসা মানে খুন করা নয়, হিলি। ভালবাসা মানে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা নয়,' এই ক'টা কথা বলতেই রীতিমত হাঁপিয়ে উঠল সোহানা, দম নেবার জন্যে থামল সে।

কথাটা শুনে কেন যেন দম বন্ধ হয়ে এল রানারও। এ কি!

কি বলছে সোহানা, মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না হিলি।

'রানাকে ভালবাসি, কিন্তু সেই ভালবাসার দাবি নিয়ে ওর সর্বনাশ করার কোন অধিকার আমার নেই।'

শিউরে উঠল রানা।

'তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

মৃদু একটু হাসল সোহানা। জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে এখনও। 'জানিস হিলি, রানাকে কেন ভালবাসি আমি?'

'কেন?' নিজের অজান্তেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল হিলির মুখ থেকে।

'ঠিক আকাশের মত বিশাল আর দুর্ভেদ্য একটা ব্যক্তিত্ব আছে ওর,' আরও খাদে নেমে গেছে সোহানার কণ্ঠস্বর। 'প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোনের মত স্বাধীনচেতা ও। ওর মধ্যে যে মহত্ত্ব আর উদারতা দেখেছি তা আর কোন মানুষের মধ্যে দেখিনি আমি। সত্যিই দেখিনি। ওর দেশপ্রেমের কোন তুলনা হয় না, হিলি। কিছু পাবার লোভে নয়, শুধু দেশকে ভালবেসে নিজেকে এভাবে অকাতরে বিলিয়ে দিতে আর কাউকে দেখিনি আমি।' একটু থামল ও, তারপর যেন নিজেকে শোনাল, 'ওকে ভালবাসতে পেরে আমি ধন্য হয়ে গেছি, রে। আমার জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই। চিরকাল ওকে যদি ভালবাসতে পারি, তাহলেই আমার জীবন সার্থক।'

কেন যেন দুলে উঠল রানার বুকটা। নিজের অজান্তেই দু'ফোঁটা পানি এসে গেছে চোখে। চট্ করে মুছে নিল হাতের পেছনে।

'বুঝলাম,' বলল হিলি। 'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো পেলাম না।'

'আরেকটু শোন তাহলে,' ম্লান একটু হাসল সোহানা। 'সমুদ্রকে ভালবাসা যায়, কিন্তু তাকে বন্দী করা যায় কি? বোতলে ভরে খানিকটা লোনা পানি ঘরে নিয়ে এসে রাখা যায়, কিন্তু তাতে সমুদ্রকে পাওয়া যায়, হিলি? বল্?'

'তোর এই সব হেঁয়ালি—'

'এখনও বুঝলি না?' বলল সোহানা। 'গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসে যত দামী ফুলদানীতেই ফুল সাজা তুই, হিলি, তার সৌন্দর্য ম্লান হবেই। বাঁচায় নয়, জঙ্গলেই সবচেয়ে ভাল মানায় বাঘকে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা। 'যদি জানতাম... থাক।'

'থাকবে কেন, বল্।' জেদ ধরল হিলি। 'ঠিক কি বলতে চাস...'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রানা।—বৃথা চেষ্টা করছ, হিলি। বাঙালী মেয়ের মনের কথা বুঝবে না তুমি!

'এখনও যদি বুঝে না থাকিস, কোনও দিনই বুঝতে পারবি না,' বলল সোহানা। হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল ও। 'এই, হিলি, নিচে এতক্ষণ ধরে কি করছে রানা?'

'হিলি, তুমি কোথায়?' দরজার ওপাশ থেকে রানার গলা শোনা গেল, তিন সেকেণ্ড পর দরজা ঠেলে কামরায় ঢুকল ও। 'ও, তোমরা এখানে।' সোহানার দিকে তাকাল। 'খুব লম্বা ঘুম দিয়েছ একটা। কেমন লাগছে শরীর?'

'সম্পূর্ণ ফিট,' বলল সোহানা। বিছানা থেকে নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে হিলি, তার দিকে আড়চোখে একবার তাকাল ও। 'তোমার সাথে এখন আমি অনায়াসে গেইসারে যেতে পারব।'

'একবার গুলি খেয়ে শখ মেটেনি বুঝি?'

প্রায় চমকে উঠল সোহানা। সতর্ক চোখে তাকাল হিলির দিকে।

হিলি ওদের দিকে পিছন ফিরে ফুলদানীতে ফুল সাজাচ্ছে।

'তুমি যে পাহাড় থেকে পড়ে যাওনি সে-কথা হিলি জানে,' বলল রানা। 'জানে গুলি খেয়েছ, কিন্তু কিভাবে বা কেন তা জানে না। ওর নিরাপত্তার কথা ভেবেই সব কথা জানাইনি ওকে।' হিলির দিকে তাকাল ও। 'তুমি কিছু মনে করো না, হিলি।'

ঘুরে দাঁড়াল হিলি। রানার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। 'না, মনে করার কি আছে? কৌতূহলী হয়ে উঠে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে আমিও চাই না।' এগিয়ে এসে বিছানার পাশে দাঁড়াল সে। বালিশগুলো জায়গা মত রেখে সোহানার দুই কাঁধ ধরে চাপ দিয়ে শুইয়ে দিল তাকে। 'খবরদার, বিছানা থেকে নামা তো দূরের কথা, দুটো দিন বালিশ থেকে মাথা পর্যন্ত তুলতে পারবি না তুই।'

'তার মানে? রানার সঙ্গে গেইসারে যাব না আমি?'

উত্তর দিল রানা, 'হিলি তোমার চিকিৎসা করছে, ও যদি অনুমতি না দেয়...'

'আমার পেশেন্টের অবস্থা ভাল নয়,' মুচকি হেসে বলল হিলি। 'অনুমতি দেবার প্রশ্নই ওঠে না।' সোহানা রেগে মেগে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে আবার বলল সে, 'আমি চলে যাচ্ছি, তারপর যত ইচ্ছা ঝগড়া করো তোমরা।' ঘুরে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। কথা বলছে না।

'তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে,' রানাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'কিন্তু তা এখনই নয়। এখনও অনেক রহস্য পরিষ্কার নয় আমার কাছে। আরও বুঝতে চাই আমি। আইসল্যাণ্ডের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে আমাকে ওরা। আমি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি, সোহানা। কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র ঘুরে দাঁড়াব আমি, এতে কোন ভুল নেই। ঘুরে দাঁড়াব এবং ধাওয়া করব ওদেরকে। তখন তোমার সাহায্য একান্তভাবে দরকার হবে আমার।'

জেদের মুখোশটা ধীরে ধীরে খসে পড়ল সোহানার মুখ থেকে। 'কিন্তু আমার

মন বলছে বিপদ তোমার জন্যে ওত পেতে আছে গেইসারে।'

'আইসল্যাণ্ডের প্রতিটি ইঞ্চিতে বিপদ ওত পেতে রয়েছে আমার জন্যে,' বলল রানা। 'সে-কথা ভেবে উতলা হলে চলবে কেন? তাছাড়া, তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবার ব্যাপারে একটা টেকনিক্যাল অসুবিধে রয়েছে, সে-কথা ভেবে দেখেছ?'

'কি?'

'তুমি সাথে থাকলে মুখই খুলবে না টনি ফন্টেন,' বলল রানা।

'কিন্তু তোমার যদি বিপদ হয়...'

'হোক না, আমি তো আর অসতর্ক থাকব না। তাছাড়া কি বিপদ হতে পারে আমার? যে জিনিসটা দরকার ওদের সেটা আমি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি না। ওটা না পাওয়া পর্যন্ত আমার গায়ে একটা টোকাও মারতে পারবে না কেউ।' এ কথা শুধু সোহানাকে নিরস্ত করার জন্যে বলা। যা বলছে তার সবটুকু নিজেও বিশ্বাস করে না রানা।

'বেশ,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল সোহানা, 'তবে তাই হোক।'

দুই

বিকেল পাঁচটায় টনি ফন্টেনের সাথে দেখা করার কথা রানার। কিন্তু একটা ওপেন রেডিও সার্কিটের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করা হয়েছে, কথাটা ভুলে যায়নি ও। টনি ফন্টেন ছাড়া অন্য আর কেউ যদি ওর অপেক্ষায় থাকে, তার ঐতিহ্য ঘটাতে চায় বলে ইচ্ছে করে দেরি করল। লগারডাটন থেকে গুনার উলফেয়ারের ফোক্সওয়াগেন নিয়ে রওনা হলো তিন ঘণ্টা পর। রাত আটটায়।

গেইসারে পৌঁছে সাগার হোটেলের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। অল্প কিছু লোক ফুটন্ত পানি ভরা পুলগুলোর কিনারা ঘেঁষে হাঁটা-চলা করছে, হাতে রেডি রয়েছে ক্যামেরা। শহরে গরম ফুটন্ত পানির অসংখ্য ঝর্না রয়েছে, সব চেয়ে বড় দুটোর একটা অনেকদিন আগেই নির্জীব হয়ে গেছে। শহরের নামে নাম এটার, গেইসার। গেইসার পুলে প্রচুর গরম পানি থাকলেও, সে আর ওপর দিকে পানি ছোঁড়ে না। পাথর ফেলে ঝর্নাটাকে উত্তেজিত করে তোলার অভ্যাসটাই এর জন্যে দায়ী। অসংখ্য পাথরে ঢাকা পড়ে গেছে গ্রেশার চেম্বার। দ্বিতীয় ঝর্নাটার নাম স্ট্রোক্কুর। প্রতি সাত মিনিট অন্তর সাদা পালকের মত গরম পানি ছিটকে উঠছে আকাশের দিকে।

গাড়ির ভেতর অনেকক্ষণ বসে থাকল রানা। চোখে নিকন গ্লাস তুলে চারদিক দেখে নিচ্ছে। এক ঘণ্টা কেটে গেছে, এর মধ্যে পরিচিত কোন মুখ চোখে পড়েনি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে সামান্য কিছু লোক যারা রয়েছে তাদের কারও আচরণই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে না। গাড়ি থেকে নেমে হোটেল গেইসারের দিকে পা বাড়াল ও। একটা হাত পকেটে ঢোকানো, পিস্তলের বাঁট ধরে আছে।

লাউঞ্জে ঢুকেই টনি ফন্টেনকে দেখতে পেল রানা। এক কোণে বসে আছে, মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগের সাথে একটা পেপারব্যাক পড়ছে। সোজা এগিয়ে এল রানা, সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যালো, টনি! আরে, রোদ লাগিয়ে ছালটাকে চমৎকার ঝলসে নিয়েছ দেখছি!'

মুখ তুলে তাকাল টনি ফন্টেন। 'স্পেনে ছিলাম কিনা। তুমি এত দেরি করলে যে?'

'হয়ে গেল,' মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা। পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছে ও, এই সময় বাধা দিল টনি।

'এখানে বড় বেশি লোকজন,' বলল সে। 'চলো আমার কামরায় যাওয়া যাক। স্কচ হুইস্কির বোতল আছে একটা, এখনও খোলা হয়নি।'

'চলো,' সংক্ষেপে বলল রানা।

টনির পিছু পিছু তার কামরায় ঢুকল ও। দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল টনি, রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, 'পকেটটা ফুলে থাকায় তোমার স্যুটের মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে। শোল্ডার হোলস্টার ব্যবহার করো না কেন?'

নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'পিস্তলটা যার কাছ থেকে নিয়েছি তার সঙ্গে শোল্ডার হোলস্টার ছিল না। কেমন আছ, টনি? অনেক দিন পর দেখা, আনন্দ লাগছে আমার।'

গম্ভীর হয়ে উঠল টনি। তিক্ত গলায় বলল, 'বেশিক্ষণ লাগবে না।' এক ঝটকায় সুটকেসের ডালা খুলে ভেতরে হাত ভরল সে, বের করে আনল স্কচ হুইস্কির একটা বোতল। বোতল খুলে দুটো লম্বা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। একটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। দুই বন্ধু পরস্পরের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'তুমি দায়িত্বজ্ঞানহীন, তা কখনও ভাবিনি আমি, রানা। কিন্তু এসব কি শুনছি? স্যার ডেভিড লয়ালকে খেপিয়ে তুলেছ একেবারে। ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপারটা? ব্যাপারটা কিছুই নয়,' গ্লাসে চুমুক দিল রানা, 'ধাওয়া করা হচ্ছে আমাকে, আর প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি।'

দ্রুত জানতে চাইল টনি, 'এখানে কেউ তোমার পিছু নিয়ে এসেছে নাকি?'

'না।'

'চীফ বললেন, গ্রীনকে খুন করেছ তুমি। কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি।'

'ভুল করেছ,' বলল রানা।

'তার মানে?' অবাক হয়ে গেল টনি।

'তোমাদের চীফ ঠিকই বলেছেন, গ্রীনকে খুন করেছি আমি।'

স্তম্ভিত দেখাচ্ছে টনিকে, 'স্বীকারও করছ?'

একটা চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিল রানা। মৃদু হাসি লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে। 'তোমাদের চীফকে এর আগেই কথাটা জানিয়েছি। একটা কাজ করে সেটা করিনি বলে অস্বীকার করব কেন? লোকটা অন্ধকারে রাইফেল নিয়ে খুঁজতে গিয়েছিল আমাকে।'

'কিন্তু জ্যাক কেমন অন্য কথা বলছে। তুমি নাকি তাকে লক্ষ্য করেও গুলি ছুঁড়েছ।'

'সেটাই উচিত ছিল,' বলল রানা। 'ওকে নয়, ওর গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলি

করেছিলাম। কিন্তু সেটা গ্রীনকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার পর। ওরা দু'জন একসাথেই গিয়েছিল।'

'জ্যাক লেমন জানিয়েছে সে আর গ্রীন একটা গাড়িতে ছিল, তুমি অতর্কিতে অ্যামবুশ করেছ।'

হেসে উঠল রানা। 'কি দিয়ে?' মোজার কাছ থেকে ছুরিটা বের করে কব্জি ঝাঁকিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে দিল ও। বন বন করে ডিগবাজি খেয়ে কামরার আরেক প্রান্তে চলে যাচ্ছে ছুরিটা। ঠক্ করে ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ল সেটা, গেঁথে গেল, কাঁপছে। 'এটা দিয়ে?'

'জ্যাক লেমন বলছে তোমার কাছে রাইফেল ছিল।'

'রাইফেল আমি পাব কোথায়? একটু পরই পেয়েছিলাম, তা ঠিক। এই ছুরিটা দিয়ে গ্রীনকে থামাবার পর তার রাইফেলটা আমার হাতে আসে। ওটা দিয়েই জ্যাকের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ি।'

'গড! চীফ যে খেপে আগুন হয়ে উঠেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, রানা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'টনি, স্যার ডেভিড তোমাকে কোন মেয়ের কথা বলেছেন?'

'তোমার বান্ধবী নাকি সে-সময় তোমার সাথে ছিল। কিন্তু চীফ কথাটা বিশ্বাস করেননি।'

'বিশ্বাস করা উচিত ছিল,' বলল রানা। 'মেয়েটা কাছাকাছি এক জায়গায় আছে। গেলেই তার কাঁধে বুলেটের ক্ষত দেখতে পাবে তুমি। আরেকটু হলে গ্রীন ওকে মেরেই ফেলেছিল, স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'জ্যাক বলছে আমি তার গাড়িকে অ্যামবুশ করেছি। তোমার কি মনে হয়, যাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি তার সামনে এ-ধরনের একটা কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব? তাছাড়া, কারণটা কি, কেন তাকে অ্যামবুশ করতে যাব আমি?' ঠোঁট বেঁকে গেল রানার, হাসছে, 'আমার গুলি খেয়ে গাড়িতেই যদি মরে থাকে গ্রীন, লাশটা কোথায়? লাশের সন্ধান দিতে পারবে জ্যাক?'

ভুরু কুঁচকে উঠল টনি ফন্টেনের। 'প্রশ্নটা সম্ভবত তোলা হয়নি।'

'তোলা হলেও লাশের সন্ধান দিতে পারবে না জ্যাক,' বলল রানা। 'আমি গুলি করছি দেখে লেজ তুলে পালিয়ে যায় সে, তার গাড়িতে তখন গ্রীনের লাশ ছিল না। লাশটা পরে এক জায়গায় ফেলে দিই আমি।'

'কিন্তু এসব ঘটেছে অনেক পরে,' ভুরু কুঁচকে বলল টনি। 'কথা ছিল আকুরেইরিতে পৌঁছে গ্রীনের হাতে প্যাকেটটা তুলে দেবে তুমি। তাকে সেটা দাওনি তুমি। জ্যাককেও না। কেন?'

'গোটা ব্যাপারটা ভুয়া,' বলল রানা। 'আমার বিরুদ্ধে···আরও সহজ ভাষায়—আমাকে খুন করার এটা একটা ষড়যন্ত্র।'

'হোয়াট!'

'বলছি, শোনো,' ওর অভিযোগ এবং যা যা ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল রানা।

ঝাড়া বিশ মিনিট একাই কথা বলে গেল রানা। ও যখন থামল, চোখ জোড়া কপালে উঠে গেছে টনি ফন্টেনের। ঘন ঘন ঢোক গিলছে সে।

'রানা! তুমি জানো, এত বড় অভিযোগের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে?' বেসুরো শোনাচ্ছে টনির কণ্ঠস্বর। মাথায় হাত দিল সে। 'মাই গড! সত্যি তুমি বিশ্বাস করো জ্যাক লেমন, আমাদের দ্বিতীয় প্রধান, একজন রাশিয়ান এজেন্ট?'

'শুধু বিশ্বাস করি তাই নয়,' বলল রানা। 'সুযোগ পেলে আমি প্রমাণ করতেও পারব।'

'মাই গড! মাই গড!' বিড় বিড় করছে টনি ফন্টেন। 'জীবনেও এমন অসম্ভব কথা শুনিনি! স্যার ডেভিড লয়াল এসব শুনলে···সম্ভবত হেসেই খুন হয়ে যাবেন, তা জানো?'

'তোমাদের চীফকে আগেও আমি আভাস দিয়েছি,' বলল রানা। 'কিন্তু তিনি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেননি। যেভাবেই হোক, জ্যাকের কানে কথাটা যায়। সেজন্যেই পথের কাঁটা সরাবার জন্যে এমন উন্মাদ হয়ে উঠেছে সে। জানে, একমাত্র আমিই ইচ্ছে করলে তার মুখোশ খুলে দিতে পারি।'

'কিন্তু···'

টনিকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই, টনি। আরও ভালভাবে চিন্তা করে দেখো ব্যাপারটা। রিফলাভিকে পৌঁছে একজন লোকের কাছ থেকে জ্যাকের নতুন নির্দেশ পেলাম আমি। ঘুর-পথে রওনা দিলাম রেকিয়াভিকের দিকে। পথে উইলিয়াম কলিনস আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। স্রেফ ভাগ্যের জোর, তাই সে আমাকে খুন করতে পারেনি। তারপর আসবিরগির ঘটনা। রাইফেল দিয়ে গ্রীনকে পাঠাল সে আমার ব্যবস্থা করার জন্যে—জ্যাক জানল কিভাবে রাশিয়ানরা আসল প্যাকেটটা পায়নি? তারপর ধরো ব্লেডের কথাটা। ধরো···'

হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল টনি ফন্টেন। 'সব মনে আছে আমার, নতুন করে শোনার দরকার নেই,' বলল সে। 'কলিনসকে ওই রাস্তায় জ্যাক দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তা নাও হতে পারে। তুমি একজন স্পাই, রানা, তোমার শত্রুর কোন অভাব নেই। হয়তো রিফলাভিক থেকে বেরুবার সবগুলো রাস্তাতেই তোমার জন্যে একজন করে লোক অপেক্ষা করছিল। এর সাথে জ্যাকের কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। আর আসবিরগির কথা যদি বলো, জ্যাক বলছে, সে বা গ্রীন ওখানে তোমার কাছে যায়নি। আর ব্লেডের ব্যাপারটা···' হাত নেড়ে বাতিল করে দিল বিষয়টা। 'এ-ব্যাপারে তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট নয়।'

'তোমার ভূমিকাটা কি, টনি?' গম্ভীর হয়ে জানতে চাইল রানা। 'উকিল, জুরি, বিচারক—নিজেকে সব কিছু ভাবছ নাকি? নাকি এরই মধ্যে বিচার হয়ে গেছে আমার, তোমাকে পাঠানো হয়েছে জল্লাদের দায়িত্ব দিয়ে?'

'প্রলাপ বকো না,' উদ্বিগ্ন, অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে টনি ফন্টেনকে। 'আমি শুধু বোঝার চেষ্টা করছি মন-গড়া একটা কাহিনীকে কতখানি জটিল করে তুলেছ তুমি। আসবিরগি ত্যাগ করার পর কি করলে তুমি?'

'দক্ষিণের ওবিগুদিরে ঢুকে পড়ি,' বলল রানা। 'এরপরই উদয় হলো গুস্তাফ আতাভস্কি। কিন্তু আমরা কোন্ পথে আছি তা জানার কথা ছিল না তার। তবে

amimul@yahoo.com
www.murchona.com

জ্যাক জানত। আসবিরগি থেকে বেরুবার পর কোন্ দিকে যাচ্ছি আমরা তা সে দেখেছিল। গুস্তাফকে সে-ই কথাটা জানিয়েছে।'

চিন্তিতভাবে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে টনি। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'বিশ্বাস করাবার আশ্চর্য একটা গুণ আছে তোমার, রানা। ভয় হচ্ছে সাবধান না হলে তোমার এই গাঁজাখুরি গল্প পুরোটা বিশ্বাস করে ফেলব আমি। যাই হোক, রাশানরা তোমাকে যে ধরতে পারেনি তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু পেরে ওঠেনি আমার সাথে,' বলল রানা। একটা সিগারেট ধরাল ও। 'ওদিকে আমেরিকানরাও আমার পক্ষে নয়।'

'হোয়াট! এর মধ্যে আমেরিকানরা কোত্থেকে এল?'

পকেট থেকে অ্যালান স্টুয়ার্টের পাসপোর্টটা বের করল রানা, ছুঁড়ে দিল কামরার আরেক দিকে। লুফে নিল সেটা টনি ফর্স্টেন। 'এ ব্যাটা লং রেঞ্জ থেকে গুলি করে আমার ল্যাণ্ড রোভারের একটা টায়ার ফুটো করে দেয়। গুস্তাফ পৌঁছুবার মিনিট দশেক আগে ওখান থেকে সরে পড়ার সুযোগ পাই আমি।' যা যা ঘটেছে ওখানে, সব বলল রানা টনিকে।

গম্ভীর, থমথম করছে টনির চেহারা। ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসল সে। 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝছি না। এর আগে পর্যন্ত বলছিলে জ্যাক লেমন রাশানদের এজেন্ট। এখন কি তুমি বলতে চাইছ সে সি.আই.এ-রও একজন এজেন্ট? গুস্তাফ যাতে তোমাকে ধরতে পারে তার জন্যে আমেরিকানরা কেন তোমার গাড়ি থামাবে?'

'জ্যাকের অনুরোধ রক্ষা করেছে ওরা, জায়গামত পৌঁছে দিয়েছে স্টুয়ার্টকে,' বলল রানা। 'জ্যাক ওদেরকে ভেতরের ব্যাপার কিছুই বলেনি।'

পাসপোর্টটা খুঁটিয়ে দেখল টনি ফর্স্টেন। 'অ্যালান স্টুয়ার্ট আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক, রানা।'

'সেজন্যেই হয়তো জ্যাক তাকেও কিছু বলেনি,' বলল রানা। 'আমার ধারণা জ্যাক তাকে বুদারহালস পাহাড় থেকে উদ্ধার করে...' হঠাৎ থমকে গেল ও। 'আমার ধারণা ভুলও হতে পারে, টনি। স্টুয়ার্টের মুখ বন্ধ করার জন্যে তাকে জ্যাক মেরেও ফেলতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার খোঁজ নাও তোমরা।'

চিন্তিতভাবে জানতে চাইল টনি, 'তারপর কি ঘটল?'

'গুস্তাফকে একটু পিছনে রেখে তুঙ্গনা নদী পেরিয়ে এপারে চলে এলাম আমরা,' বলল রানা। 'নদীর ওপারে কয়েক ঘণ্টা আটকা পড়েছিল ওরা। আমার ধারণা, কাছে পিঠেই কোথাও আছে সে।'

'প্যাকেটটা তাহলে এখনও তোমার কাছেই রয়ে গেছে?'

'সাথে নেই, টনি,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'সাথে করে নিয়ে আসিনি ওটা। তবে কাছাকাছি আছে।'

'তোমার কাছ থেকে ওটা আমি চাইছি না,' জোরে জোরে উঠে দাঁড়াল টনি। এগিয়ে এসে খালি গ্লাসটা নিল রানার হাত থেকে—'প্ল্যান একটু বদলে গেছে। প্যাকেটটা রেকিয়াভিকে পৌঁছে দিতে হবে তোমাকে।'

'দিতেই হবে?' বলল রানা। 'যদি রাজি না হই?'

'বোকার মত কথা বলো না। একটা দায়িত্ব যখন নিয়েছ, সেটা তোমার সুষ্ঠুভাবে পালন করা উচিত। এমনিতেই আমাদের চীফ তোমার ওপর রেগে কাঁই হয়ে আছেন...'

'দায়িত্বটা আমি স্বেচ্ছায় নিইনি, টনি,' গম্ভীর হয়ে বলল রানা। 'নিতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে। আমার হেড অফিস কিছুই জানে না এ ব্যাপারে। তোমরা আমাকে জোর করে...'

'কিন্তু সে-কথা স্যার ডেভিড জানেন না। আর জানলেও তিনি কথাটা বিশ্বাস করবেন বলে মনে হয় না। তুমি গোটা অপারেশনটার বারোটা তো বাজিয়েছই, তার ওপর অক্ষমণীয় অপরাধ হলো, টনিকে খুন করেছ। এরপরও, এখনও যে তিনি তোমাকে খুন করার জন্যে লোক পাঠাননি, এটাই তো বিস্ময়কর! কে জানে, হয়তো তুমি মাসুদ রানা বলেই অন্যের বেলায় যা এতক্ষণে ঘটে যেত, তা তোমার বেলায় ঘটেনি। ঠেকায়-বেঠেকায় ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনেক উপকার করেছ তুমি, সেটাই হয়তো দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে তাঁকে।'

'এবারও তোমাদের মস্ত একটা উপকার করতে যাচ্ছি আমি, টনি,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'স্যার ডেভিড তা মনে করছেন না। তিনি একটা মেসেজ দিয়েছেন, আমি সেই মেসেজটা জানাতে এসেছি তোমাকে—প্যাকেটটা রেকিয়াভিকে পৌঁছে দাও।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু নেই। ওখানেই তোমার দায়িত্ব শেষ।'

'হুঁ,' বলল রানা। মাথা নিচু করে হাতের নখ পরীক্ষা করছে সে। 'এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্যাকেটটার গুরুত্ব কতখানি। দাঁড়াও, হিসেব করি—দু'জন লোককে খুন করেছি আমি, জ্যাক লেমনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছি, আরেকজন লোকের হাঁটু ভেঙে দিয়েছি, সবশেষে বুগারহালসে মাথা ফাটিয়েছি একজন স্নাইপারের। এত কিছু করলাম, অথচ শাস্তি পেতে হবে না আমাকে? স্যার ডেভিড লয়াল সব ভুলে গিয়ে মাফ করে দেবেন? শুধু আমি বাংলাদেশী বলে?... অবিশ্বাস্য!'

'কেউ কাউকে ক্ষমা করে না, রানা,' মৃদু কণ্ঠে বলল টনি ফর্স্টেন। 'ক্ষমা অর্জন করতে হয়। আমার কথার ভুল অর্থ করো না। তোমার দায়িত্ব শেষ মানে এই নয় যে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'সবটা ব্যাপার আমিও জানি না, রানা। তুমি যাতে নিজের দিকটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতে পারো, সেজন্যে তিনি হয়তো তোমাকে কিছুটা সময় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—ঠিক জানি না। তবে, এটুকু জানি যে প্যাকেটের ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ অমান্য করে তুমি যদি কিছু করতে যাও, এক সেকেণ্ড দেরি না করে তোমার স্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্যে লোক পাঠাবেন তিনি। এটা বাংলাদেশ নয়। মনে রেখো...'

'এটা ইংল্যাণ্ডও নয়। সাহসে কুলালে কথাটা জানিয়ে দিয়ো তোমার বস কে। জানিয়ে দিয়ো, যদি প্রয়োজন বোধ করি, বি. সি. আইকে জানাব আমি আদ্যোপান্ত সব ব্যাপার। এবং তারা আমার প্রতিটা কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করবে। যাই হোক, জ্যাক এখন কোথায় জানো?'

ঘুরে দাঁড়াল টনি ফর্স্টেন। টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। গ্লাসে হুইস্কি

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

চলছে। 'জানি না। আমি যখন লণ্ডন ছাড়ছি, চীফ তখন তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন।'

'তার মানে, এখনও সম্ভবত আইসল্যাণ্ডেই আছে সে,' বলল রানা। 'তার মানে তোমাদের চীফ আমার অনুরোধ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না, টনি।'

চরকির মত আধপাক ঘুরে রানার দিকে ফিরল টনি ফন্টেন। 'তোমার পছন্দ অপছন্দে এখন আর কিছু এসে যায় না, রানা! ফর গডস সেক, তোমার হয়েছেটা কি? রেকিয়াভিক এখান থেকে মাত্র একশো কিলোমিটার দূরে, ওখানে পৌঁছুতে বড়জোর দু'ঘণ্টা লাগবে তোমার। প্যাকেটটা নিয়ে ভাগো এখান থেকে—যাও!'

'এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব দিচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'প্যাকেটটা নিয়ে এসে দিই তোমাকে, তুমি ওটা রেকিয়াভিকে নিয়ে যাও।'

মাথা দোলাল টনি। 'উপায় নেই, নির্দেশ আছে স্পেনে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

হেসে উঠল রানা। 'বাজে কথা একটু গুছিয়ে বলতেও শেখোনি! কিফলাভিক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার সবচেয়ে সহজ রাস্তাটা রেকিয়াভিক হয়ে এগিয়ে গেছে। যাবার পথেই প্যাকেটটা তুমি যাকে দেবার দিয়ে যেতে পারো। প্যাকেটটা যে আমাকেই নিয়ে যেতে হবে তার কি মানে?'

কাঁধ ঝাঁকাল টনি। 'মানে জানি না। আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে, আমি তোমাকে তাই বলছি। প্রশ্ন কোরো না আমাকে, কারণ উত্তর জানা নেই আমার।'

'কি আছে প্যাকেটে?'

'তাও জানি না,' বলল টনি। 'অপারেশনটার যা চেহারা দাঁড়াচ্ছে, আমি জানতেও চাই না।'

'টনি, এক সময় তোমাকে আমি বন্ধু বলে ডেকেছিলাম। তাই বিশ্বাস ছিল, ছেলে-ভুলানো কথা বলে নিজেকে তুমি অন্তত আমার কাছে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। অথচ ঠিক তাই করলে তুমি। স্পেনে ফিরে যাবার কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে তোমার। তবে তুমি যে কিছু জানো না, এ-কথা বিশ্বাস করি। এই অপারেশনের সাথে যারা জড়িত তারা কেউ কিছু জানে না, শুধু একজন বাদে।'

মাথা ঝাঁকাল টনি ফন্টেন। 'হ্যাঁ। সব সুতো স্যার ডেভিডের হাতে।'

'না, স্যার ডেভিডের কথা বলছি না আমি,' বলল রানা। 'আমার বিশ্বাস, কি থেকে কেন কি ঘটছে তা তিনিও জানেন না। আমি জ্যাক লেমনের কথা বলছি, একমাত্র সেই সবটুকু জানে। সে তার নিজস্ব কায়দায়, নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে গোটা অপারেশনটাকে নতুন করে সাজিয়েছে।'

'আবার সেই জ্যাক লেমন ফিরে এল!' গম্ভীর হলো টনি। 'মাথা থেকে বের করে দিতে পারো না ওকে?'

'না, পারি না,' বলল রানা। 'যে লোক আমার অস্তিত্বের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে কিভাবে ভুলে থাকি, টনি?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, তোমাদের চীফকে জানিয়ে দাও প্যাকেটটা রেকিয়াভিকে পৌঁছে দেব আমি। কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে?'

'এই তো কাজের কথা!' খুশি হয়ে উঠল টনি ফন্টেন। হাতের গ্লাসটার দিকে তাকাল সে। ভুলে ছিল এতক্ষণ, রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সেটা এবার। 'নরডি ট্রাভেল এজেন্সীটা কোথায় জানো তুমি?'

'জানি,' বলল রানা। এক সময় সোহানার এক বান্ধবী চাকরি করত ওখানে।

'আমি জানি না,' বলল টনি। 'তবে আমাকে বলা হয়েছে এজেন্সী অফিসের সাথেই বড়সড় একটা স্যুভেনির শপ আছে।'

'আছে।'

'ওই স্যুভেনির শপের নাম ছাপা একটা এনভেলাপ আছে আমার কাছে। প্যাকেটটা এনভেলাপে ভরে ওখানে নিয়ে যাবে তুমি। দোকানের পিছন দিকে উলেন কাপড়চোপড় বিক্রি হয়, সোজা সেখানে চলে যাবে। আমাদের একজন লোক থাকবে ওখানে, তার বগলে দেখতে পাবে এক কপি নিউইয়র্ক টাইমস্। আর হাতে থাকবে ওই একই ধরনের এনভেলাপে মোড়া একটা প্যাকেট। আলাপ শুরু করবে তুমি এভাবে, বলবে, সব্বোনাশ! এই শীতে মানুষ বাঁচে!…'

'জানি,' বলল রানা। 'উত্তরে লোকটা বলবে—এর চেয়ে বেশি শীত এখন লণ্ডনে!'

'হ্যাঁ। এরপর টুকরো কিছু আলাপের পর তুমি তোমার প্যাকেটটা কাউন্টারে নামিয়ে রাখবে, সে-ও তারটা নামিয়ে রাখবে ওটার পাশে। এর পর রেফ বদলাবদলির ব্যাপার।'

'বেশ। রেফ বদলাবদলির ব্যাপারটা ঠিক কখন ঘটতে যাচ্ছে?'

'কাল দুপুরে।'

'ধরো, যদি আমি ওই সময় ওখানে না যাই? সন্দেহ করছি, রাশানরা হয়তো এজেন্সীর বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'রোজ দুপুর বেলা একজন লোক থাকবে দোকানে,' বলল টনি। 'যেদিনই পৌঁছাও তুমি, তাকে দেখতে পাবে।'

'আমার ওপর দেখছি স্যার ডেভিডের অগাধ আস্থা! ধরেই নিয়েছেন, কাজটা করতে রাজি হব আমি। আরেকটা ব্যাপার। জ্যাক বলেছিল, লোকের নাকি খুব অভাব তোমাদের। কিন্তু এখন দেখছি ঠিক তার উল্টো ব্যাপার। আচ্ছা, ধরো, ওই দোকানে যদি আমি এক বছরেও না পৌঁছাই?'

হাসছে না টনি। 'সাতদিন অপেক্ষা করা হবে তোমার জন্যে,' বলল সে। 'তারপর তোমার ব্যবস্থা করার জন্যে লোক পাঠানো হবে। সেটা আমি চাই না, রানা। বন্ধুত্বের প্রশ্ন তুলে তুমি খোঁটা দিলেও, এখনও তোমাকে আমি ভালবাসি, ইউ সিলি বাস্টার্ড!'

'হাসি মুখে কথাটা বলো, পরদেশী!'

নিঃশব্দে হাসল টনি, আবার বসল নিজের চেয়ারে। 'ফের বলো তো দেখি সব, একেবারে গোড়া থেকে—সেই জ্যাক লেমন যখন স্কটল্যাণ্ডে দেখা করতে গেল তোমার সাথে।'

আবার প্রথম থেকে শুরু করল রানা। মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করে আরও বিশদ ব্যাখ্যা চেয়ে নিচ্ছে টনি। অনেকক্ষণ কথা বলল ওরা। সব শেষে অস্বাভাবিক

গাম্ভীর্য এবং গুরুত্বের সাথে বলল টনি, 'তোমার অভিযোগ যদি সত্যি হয়, সত্যি যদি জ্যাক লেমন রাশানদের দলে ভিড়ে গিয়ে থাকে, আমাদের জন্যে সেটা হবে সাংঘাতিক একটা আঘাত। এই আঘাতে যে ক্ষতি হবে, তা কাটিয়ে উঠতে বিশ বছর সময় লাগবে আমাদের।'

'জ্যাক রাশানদের দলে ভিড়েছে তা আমি মনে করি না,' বলল রানা। 'আমার বিশ্বাস, প্রথম থেকেই সে একজন রাশান এজেন্ট।'

দুশ্চিন্তার ভারে টনির মাথাটা যেন নুয়ে পড়তে চাইছে। থমথম করছে মুখের চেহারা। 'জ্যাক লেমন আমাদের টপ বসদের একজন। প্ল্যানিং আর পলিসি মেকিং-এর প্রধান কর্তা বলতে তাকেই বোঝায়। সত্যি সে যদি বেঈমান হয়, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।' উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'জেসাস! রানা, আমাকেও তুমি কাত করে ফেলেছ! তোমার উদ্ভট গল্প এরই মধ্যে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছি আমি। এ স্রেফ পাগলামি, রানা! এ হতে পারে না।'

'গ্লাসটা আরেকবার ভরে দেবে নাকি?' বলল রানা। 'বারবার শুকিয়ে যাচ্ছে গলা।' এগিয়ে এসে রানার হাত থেকে গ্লাস নিল টনি, হুইস্কি ভরে ফিরিয়ে দিল আবার। 'আমার একটা পরামর্শ আছে, টনি,' আবার বলল রানা। 'নিজের দেশকে যদি সত্যিই ভালবাস, জ্যাক লেমনের বিরুদ্ধে আমি যা বলেছি তোমাকে তার সবটুকু স্যার ডেভিডকে জানাও। যত তাড়াতাড়ি পারো। তোমার বলার মধ্যে কোন গলদ না থাকলে আমার অভিযোগের যথার্থতা বুঝতে অসুবিধে হবে না তাঁর। তিনি অ্যাকশন নিতে বাধ্য হবেন, না নিয়ে পারবেন না। জ্যাককে তিনি মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখার ব্যবস্থা করবেন। ব্যস, তাহলেই হবে। তীক্ষ্ণ নজরকে ফাঁকি দেবার সাধ্য জ্যাকের নেই।'

'ঠিক আছে,' বলল টনি। 'নিলাম তোমার পরামর্শ। কিন্তু আর শুধু একটা কথা, রানা। মনে রেখো, বিশেষ, বিশেষ ভাবে মনে রেখো, জ্যাকের বিরুদ্ধে তোমার হাতে যে প্রমাণগুলো রয়েছে সেগুলো মোটেও জোরাল নয়। তোমার অভিযোগটা মারাত্মক। জ্যাক যদি প্রমাণ করতে পারে তোমার অভিযোগের ভিত্তি নেই, সে নির্দোষ—তাহলে কপাল পুড়বে। প্লেটে সাজানো অবস্থায় তোমার মুণ্ডু দাবি করবে সে। এবং পাবেও।'

'পাওয়া উচিতও হবে তার,' বলল রানা। 'কিন্তু সমস্যাটা দেখাই দেবে না, টনি। আমি জানি, জ্যাক লেমন একজন ডাবল এজেন্ট।' কথাটা দৃঢ়তার সাথে বলল বটে রানা, কিন্তু সন্দেহে একটু দুলছে ওর মন। ভয় হচ্ছে, যদি তার ভুল হয়ে থাকে? দ্রুত গোটা ব্যাপারটা আরেকবার খুঁটিয়ে স্মরণ করল ও। না, ভুল তার হয়নি, হতে পারে না।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'সাড়ে এগারোটা। এবার আমাকে উঠতে হয়, টনি।' চেয়ার ছাড়ল ও। এগিয়ে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল। ছুরিটা তুলে নিয়ে বাঁ পায়ের মোজার ওপর চামড়ার খাপে ভরে রাখল। 'টনি, সত্যি তুমি জানো না অপারেশনটা আসলে কি?'

'জানি না। কোন ধারণাই নেই আমার। প্লেন থেকে লণ্ডনে পৌঁছে দেখলাম স্যার ডেভিড উত্তেজনায়, রাগে খাঁচায় বন্দী বাঘের মত পায়চারি করছেন। সব রাগ তাঁর তোমার ওপর। সেজন্যে তাঁকে আমি দোষ দিতে পারি না। আমাকে বললেন, জ্যাক লেমনের সাথে কোন রকম লেনদেন বা সহযোগিতা করতে রাজি নও তুমি। তুমি কোথায় আছ তাও তাঁকে জানাতে রাজি হওনি। তবে আমার সাথে এখানে দেখা করতে আপত্তি নেই বলে জানিয়েছ। সেজন্যেই এখানে আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি, স্রেফ একটা মেসেজ দিয়ে। এর বেশি কিছু জানার সুযোগ হয়নি আমার।'

'তাড়া খেয়ে হাঁপিয়ে গেছি আমি, টনি,' বলল রানা। 'অন্ধের মত আর দৌড়াতে পারি না, তীব্র ক্লান্তি লাগছে। মরিয়া হয়ে এবার যদি রুখে দাঁড়াই, তোমরা আমাকে দুষো না।'

'সে পরামর্শ তোমাকে আমি দিই না, রানা,' গম্ভীর হয়ে বলল টনি ফন্টেন। 'স্যার ডেভিডের অনুরোধটা রক্ষা করো, রেকিয়াভিকে নিয়ে যাও প্যাকেটটা—অন্তত এইটুকু সুবুদ্ধির পরিচয় দাও একবার।' গায়ে জ্যাকেট চড়াল সে। 'চলো, গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই তোমাকে। কোথায় ওটা?'

'রাস্তার শেষ মাথায়।'

দরজার তালা খুলতে যাচ্ছে টনি, পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল রানা। টনির পেশীতে টান পড়ল, লক্ষ করল ও। 'টনি, পরিষ্কার বুঝেছি আমি, কয়েকটা বিষয় সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছ তুমি আমার কাছ থেকে। কেন, তা আমি জানি না। এর আগে তোমাদের একজন সশস্ত্র লোক আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। কথাটা আমি ভুলতে পারছি না। ভুলতে পারছি না বলেই একটা ব্যাপারে তোমার সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাতে চাই। রেকিয়াভিকের পথে আমাকে সম্ভবত বাধা দেয়া হবে। তা হোক, আমিও তৈরি থাকব। কিন্তু ওই বাধা দেয়ার মধ্যে তোমার যদি কোন ভূমিকা থাকে, বন্ধুত্বের নিকুচি করব আমি, তোমার গলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে টেনে ছিঁড়ে আনব কলজেটা। পরিষ্কার?'

হাসল টনি, বলল, 'ফর গডস সেক, রানা, তুমি দুঃস্বপ্ন দেখছ।'

কিন্তু টনির হাসিটা কেমন যেন আড়ষ্ট। মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল, যার অর্থ বুঝতে পারছে না রানা। ফলে উদ্বেগ বোধ করছে ও।

টনি ফন্টেনের মুখের ওই ভাব কি অর্থ প্রকাশ করছে তা আরও অনেক পরে আবিষ্কার করতে পারল রানা। বুঝতে পারল, টনির মুখে সহানুভূতি আর করুণার ছায়া পড়েছিল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তিন

হোটেল পেট্রিসার থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

গ্রীষ্মের রাত। চাঁদ নেই আকাশে। বাষ্প আর কুয়াশা অলস অন্ধকারের গায়ে জড়িয়ে উঠে ভুতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশটাকে। চারদিকে গরম পুলিগুলো কোমল শব্দে বিস্ফোরিত হচ্ছে, কোথাও টগবগ করে ফুটছে পানি। দূরে দেখা যাচ্ছে

স্ট্রোক্কুর-এর উত্থান। অদ্ভুত একটা দৃশ্য, ভয় এবং বিস্ময় জাগায় মনে। লম্বা একটা পাঁচিলের মত হঠাৎ মাথা তুলতে শুরু করেছে, নিচের প্রান্তটা পুল থেকে শূন্যে উঠে পড়েছে, ওপরের প্রান্তটা বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মত। তারপর পতন শুরু হলো। মাঝ পথে এসে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে পানির প্রাচীর, মুষলধারে বৃষ্টির মত ঝমঝম আওয়াজ এসে লাগছে কানে। বাতাসে সালফারের গন্ধ।

'দেখার মত একটা ব্যাপার, তাই না?' মৃদু গলায় বলল টনি ফন্টেন।

'ওই বৃষ্টির মধ্যে পড়তে দেখেছ কাউকে?' বলল রানা। 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা গায়ে ফোসকা পড়ে যায়, মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খাবার সময় উঠে আসে গায়ের ছাল। এমন একটা বীভৎস ব্যাপার, সাহায্য করার জন্যে কাছে যেতেই সাহস পায় না কেউ। শুনেছি, এরপরও এক দেড় ঘণ্টা বেঁচে থাকে কেউ কেউ।' নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টনি ফন্টেন।

'গাড়িটা ওই ওদিকে,' বলল রানা। 'বেশ হাঁটতে হবে তোমাকে।'

'চলো।'

রাস্তার ওপর কাঁকরের মত ছড়িয়ে রয়েছে শুকনো লাভার গুঁড়ো। দু'পাশে সাদা রঙ করা কংক্রিটের থাম, রাস্তা থেকে দু'পাশের পুলগুলোকে আলাদা করে রেখেছে। গরম পানি ফুটছে, তার শব্দ পাচ্ছে ওরা। সালফারের গন্ধ এদিকে আরও তীব্র। দিনের বেলা পুলগুলোর দিকে তাকালে হরেক রকম রঙ দেখা যায়। কোথাও কাচের মত স্বচ্ছ পানি। কোথাও সবুজাভ বা নীলচে। অনেক পুলের পানি ফুটছে না, স্থির হয়ে আছে, কিন্তু হাত দিলে গরম ছ্যাঁকা লাগবে। অন্ধকারেও চারদিক থেকে সাদা বাষ্প উঠতে দেখছে ওরা।

খানিক দূর এসে মুখ খুলল টনি ফন্টেন, 'জ্যাকের ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না। আচ্ছা, রানা, বলতে পারো...'

প্রশ্নটা আর শোনা হলো না রানার। অকস্মাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল গাঢ় রঙের তিনটে কালোমূর্তি। লোহার মত শক্ত একজোড়া হাত জড়িয়ে ধরল রানাকে। পাঁজরে কঠিন ধাতব বস্তুর নির্দয় খোঁচা অনুভব করল ও। 'সেফটি ক্যাচ অন করা আছে, মি. রানা,' কানের কাছে একটা মুখ ফিসফিস করে বলল রাশান ভাষায়। 'সাবধান!'

দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। প্রতিপক্ষরা ঠিক তাই চেয়েছে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাটা ওদের কল্পনারও বাইরে ছিল। চোখের পলকে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢিল করে ছেড়ে দিল রানা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে ওর। অসাড় জড় পদার্থের মত পড়ে গেল নির্জীব শরীরটা রাস্তার ওপর। স্তম্ভিত, বিমূঢ় লোকগুলো চাপা গলায় বিস্ময় প্রকাশ করছে নিজেদের মধ্যে। ওদেরকে বলা হয়েছে, প্রচণ্ড বাধা আসবে মাসুদ রানার তরফ থেকে, অথচ ছুঁতে না ছুঁতেই লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

রানার গায়ে এখন কারও হাত নেই। পিস্তলটাও সরে গেছে পাঁজরের ওপর থেকে। হাঁটু ভাঁজ করার পর দুই সেকেন্ডও কাটেনি, মাটিতে বসা অবস্থা থেকেই বিদ্যুৎগতিতে ডান পা চালাল রানা। পিস্তলধারীর হাঁটুর সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো, তীব্র ঘষা খেয়ে জায়গা বদল করল একটা হাড়, সেই সাথে পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল

লোকটা। ট্রিগারে আঙুলের চাপ লেগে বিকট আওয়াজ করে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। ইতিমধ্যেই গড়াতে শুরু করেছে রানা। একটা থামের গায়ে বাধা পেয়ে স্থির হয়ে গেল ও। মাথা তুলল না, শোয়া অবস্থায় বাঁক নিয়ে আবার গড়াতে শুরু করে নেমে এল রাস্তা থেকে। অন্ধকারে ক্রল করে এগোচ্ছে, পকেট থেকে বের করে হাতে নিয়েছে পিস্তলটা। পিছনে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। একটা ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। কে যেন হোটেলের দিকে দৌড়াচ্ছে।

মাথা তুলে পিছনে, রাস্তার দিকে তাকাল রানা। ম্লান আকাশের গায়ে একটা কালো আকৃতি দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। রাস্তা থেকে নেমে আসছে কেউ। সেদিকে হাত তুলল ও, একটা গুলি করেই সটান উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল।

ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। অন্ধকারে দৃষ্টি বেশি দূর চলছে না, যে-কোন একটা পুলের ফুটন্ত পানিতে পা পড়লে অতলতলে তলিয়ে যেতে পারে ও। ছুটছে, কিন্তু পা ফেলছে গুনে গুনে। এর আগে দিনের বেলায় দেখা উষ্ণ প্রস্রবণগুলো খুঁজছে। ছয় ইঞ্চি থেকে ষাট ফুট ডায়ামিটার আকারের অসংখ্য পুল ছড়িয়ে রয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে। মাটির নিচে ভলকানিক অ্যাকটিভিটির কল্যাণে গরম পানি সারাক্ষণ উপচে পড়ছে পুলগুলো থেকে, কখনও ঝর্নার মত সবেগে বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে চারদিক।

একশো গজ ছুটে এসে থামল রানা, একটা হাঁটু মাটিতে রেখে সামনেটা পরীক্ষা করে নিচ্ছে। বিশ গজ দূরে উথলে ওঠা পানির গা দেখতে পাচ্ছে ও, দ্রুত চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ওটাই বোধ হয় গেইসার। তার মানে স্ট্রোক্কুর ওর বাঁ দিকে এবং একটু পিছনে কোথাও হবে। ওটার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে ওকে।

পিছন দিকে তাকাল ও, কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে। যে-পথ ধরে এসেছে ও, ঠিক সেই পথ ধরে আসছে একজন। ওর ডান দিকেও পায়ের শব্দ একাধিক। ক্রমশ কাছে চলে আসছে। রাস্তার বাইরে এই এলাকার সাথে ওদের পরিচয় আছে কিনা কে জানে। জেনে হোক বা না জেনে, রানাকে ওরা গরম ঝর্নার ফাঁদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ডান দিকের একজন লোক মস্ত বড় একটা টর্চ জ্বালল। সার্চলাইটের খুদে সংস্করণ ওটা। লাভ হলো এই যে টর্চের আলোয় এলাকাটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে কোথায় কি আছে দেখে নিল রানা। কিন্তু আলোটা ক্রমশ ওর দিকে এগিয়ে আসছে। হাত তুলল ও, অত দূরে লক্ষ্য ভেদ করতে পারবে না জেনেও পরপর তিনটে গুলি করল। সাথে সাথে নিভে গেল আলো। সেই সাথে বাঁ দিকের লোকটা গুলি করল পরপর দু'বার। একেবারে কাছে চলে এসেছে লোকটা, পিস্তলের মাজল থেকে বেরুনো আগুনটাকে মাত্র দশ গজ দূরে দেখতে পেল রানা। দুটো গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। একটাও খবর বলতে পারবে না ও, দ্বিতীয়টা গেইসারে গিয়ে পড়ল, ছলকে উঠল পানি।

পাল্টা জবাব না দিয়ে বাঁ দিকে ছুটছে রানা। পুলের কিনারা ধরে একটা বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। হঠাৎ গরম পানির ছ্যাঁকা অনুভব করল পায়ে, ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে পানিতে পা পড়ার। শিউরে উঠল ও, কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝল পুলের পানিতে পা পড়েনি ওর, ছুটছে পুল থেকে উপচে পড়ে যাওয়া পানির উপর দিয়ে।

ছ্যাঁকা লাগার সাথে সাথে, নিজের অজান্তেই, গতি বেড়ে গিয়েছিল ওর। দ্রুত পা ফেলে পানি থেকে উঠে এল ও। মাত্র ইঞ্চি দুয়েক গভীর ছিল পানিটা, শারীরিক কোন ক্ষতি হয়নি বুঝতে পেরে স্বস্তির শীতল একটা পরশ অনুভব করল।

আইসল্যান্ডের মানুষ নিরীহ শান্তিপ্রিয়, হাঙ্গামা বা গোলযোগের সাথে তেমন পরিচয় নেই। গুলির আওয়াজ শুনে হোটেল গেইসারের বোর্ডাররা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। এক তলা থেকে ছয় তলা পর্যন্ত প্রায় সবগুলো জানালা খুলে উঁকি দিয়ে তাকাচ্ছে লোকজন।

কর্কশ আওয়াজে চারদিক সচকিত করে দিয়ে স্টার্ট নিল একটা গাড়ি। সাথে সাথে জ্বলে উঠল একজোড়া হেডলাইট। তেমন মনোযোগ দিল না রানা। এখনও ছুটছে ও, কোনাকোনিভাবে এগোচ্ছে রাস্তার দিকে।

যেই স্টার্ট দিক গাড়িটায়, এর মধ্যে একটা চাতুর্য রয়েছে। স্যাৎ করে ঘুরিয়ে নিল গাড়ি, রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়াল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করল। রাস্তা থেকে নেমে সোজা পুলগুলোর দিকে আসছে ধীর গতিতে। দুটো হেডলাইট আলোকিত করে রেখেছে পুরো এলাকাটাকে।

সরাসরি রানার গায়ে এসে পড়ছে না আলোটা। এতে বরং সুবিধেই হলো প্রথমদিকে। আলোর আভা লেগে চিক চিক করছে পুলগুলো, শেষ মুহূর্তে তা দেখতে পেয়ে কোন রকমে ব্রেক কষে নিজেকে থামাচ্ছে রানা, ঘুরে যাচ্ছে অন্য দিকে।

একবার ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। শেষ মুহূর্তেও পুলটাকে দেখতে পায়নি ও। যখন দেখল তার আগেই পুলের কিনারায় পা ফেলে দিয়েছে, বিপজ্জনক কয়েকটা সেকেণ্ড। কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও, ঝুঁকে পড়ে যেতে চাইছে শরীরটা, ঠিক এই সময় ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল একজন। গুলিটা এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পুলের উল্টোদিক থেকে। অবশ্য আওয়াজটাই শেষ রক্ষা করল। গুলির শব্দ কানে ঢুকতেই নিজের অজান্তে একটা ঝাঁকি খেল শরীরটা, কিনারা থেকে সরে এল রানা। বুলেটটা পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। জ্যাকেটের আস্তিনে নিমেষের জন্যে একটা টান অনুভব করেছে ও।

হেডলাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে রানা। কিন্তু পিস্তলধারী লোকটার পজিশন আরও খারাপ, রানা আর আলোর মাঝখানে চলে এসেছে সে। খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে আসছে, গতি কমাবার কোন লক্ষণই নেই। হাত তুলেই গুলি করল রানা। একটা ঝাঁকি খেল লোকটা কিন্তু তারপরও দুপ-দাপ পা ফেলে এগিয়ে এল কয়েক পা। দাঁড়াল, কিন্তু ঘুরল না, পিছিয়ে যাচ্ছে। যেন লোকটার নিরাপত্তার কথা ভেবেই হঠাৎ করে ঘুরে গেল গাড়িটা, সেই সাথে দূরে সরে গেল হেডলাইটের আলো। এই সুযোগে আবার ছুটতে শুরু করল রানা। কিঁৎ করে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট, এক সেকেণ্ড দেরি করলে খুলি ফুটো হয়ে যেত রানার।

আলো ফিরে আসছে আবার, দেখতে পেয়েই ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা। ফিরে এসে স্থির হলো আলোটা। টলছে লোকটা, এখনও পিছিয়ে যাচ্ছে। মাথাটা এদিক ওদিক দুলছে তার। হঠাৎ পায়ের গরম পানির ঝর্নায় পড়ে আকাশের দিকে মুখ তুলল সে। বিকট একটা আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে রানা, গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে ওর।

ছয় ইঞ্চি গভীর ঝর্নায় পা পড়েছে লোকটার, সাথে সাথে পায়ের চামড়া তুলে নিয়েছে ফুটন্ত পানি। অসহায় পশুর মত খোঁড়াচ্ছে লোকটা, জায়গাটা থেকে দ্রুত সরে আসতে পারছে না। এখন অবশ্য দৌড় দিলেও লাভ নেই কোন। কারণ গ্যাসের বড় বড় বুদ্বুদ দেখা যাচ্ছে পুলে, লোকটার ঠিক পিছনেই। এক সেকেণ্ড পরই মাথাচাড়া দিতে শুরু করল স্ট্রোকুর। মাটি ফুঁড়ে একটা প্রকাণ্ড দানব উঠে আসছে যেন।

বিস্ফোরণের আওয়াজ এল একটু পরই। থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি। প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ষাট ফুট উঁচুতে উঠে গেছে ফুটন্ত পানি। বিশাল একটা প্রাচীরের মত দেখাচ্ছে। একটু পরই ভাঙন ধরল পাচিলে। শুরু হলো ঝম ঝম বৃষ্টি।

বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে লোকটার গলা থেকে, কিন্তু স্ট্রোকুরের গর্জনে তা চাপা পড়ে গেছে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। পানির তীব্র স্রোত ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে পুলের দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ছুটল রানা। আলোর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ও, ঘুর পথে এগোচ্ছে রাস্তার দিকে। ইতিমধ্যে হোটেলের বাইরে ভিড় জমে গেছে বহু লোকের। আরও কয়েকটা গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়েছে রাস্তার ওপর, হেডলাইটের আলো ফেলে তাকিয়ে আছে স্ট্রোকুরের দিকে। ছোট্ট একটা দল রাস্তা থেকে নেমে সাবধানে এগোচ্ছে সেদিকে।

মাঝামাঝি একটা পুলের সামনে এসে থামল রানা। অ্যামুনিশনের স্পেয়ার ক্লিপসহ পিস্তলটা ফেলে দিল পানিতে। আজ রাতে সশস্ত্র কোন লোককে পুলিসে যদি ধরতে পারে, বাকি জীবন জেলে কাটাতে হবে তার।

রাস্তায় উঠে এল রানা। কেউ দেখেনি ওকে। শান্তভাবে হেঁটে ভিড়ের মধ্যে চলে এল ও। প্রকাণ্ডদেহী একজন বিদেশী লোক পথ আগলে দাঁড়াল। 'কি ঘটেছে জানেন কিছু?'

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিয়ে লোকটাকে পাশ কাটাল রানা। ভিড় থেকে বেরিয়ে গাড়িগুলোর পিছনে চলে এল ও। ফোক্সওয়াগেনের দিকে হাঁটছে। একশো গজ এগিয়ে আবার একবার থামল, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল পিছন দিকে। এখনো হৈ-চৈ করছে লোকেরা, হাত নেড়ে পুলের দিকটা দেখাচ্ছে পরস্পরকে। উষ্ণ ঝর্নার ওপর বাষ্প উড়তে দেখা যাচ্ছে। হেডলাইটের আলোয় লম্বা লম্বা ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্ট্রোকুরের কাছে সেই ছোট্ট দলটা প্রায় পৌঁছে গেছে, খুব সাবধানে এগোচ্ছে এখন তারা। জানে, মাত্র সাত মিনিট অন্তর মাথাচাড়া দেয় স্ট্রোকুর। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল জ্যাক লেমন।

একটা গাড়ির সামনে, হেড লাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে সে। সবার মত তাকিয়ে আছে স্ট্রোকুরের দিকে, পাশের লোকটাকে তার সঙ্গী বলেই মনে হচ্ছে। কি যেন বলল সে, হেসে উঠল জ্যাক লেমন। পরমুহূর্তে লোকটা ঘুরল। মুখটা দেখতে পেয়েই প্রচণ্ডভাবে আঁতকে উঠল রানা। জ্যাক লেমনের সঙ্গে হাসাহাসি করছে টনি ফক্সটন।

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। কাঁপছে বুক। দ্রুত হাঁটছে গাড়ির দিকে। কিন্তু কাঁপুনিটা থামছে না।

গাড়িতে উঠে বসল ও। স্টার্ট দিল। এখনও কাঁপছে হাত দুটো। হুইলের ওপর রেখে বিশ্রাম দিচ্ছে ও-দুটোকে। মাথার ভেতর থেকে টনি কস্টেলকে সরাতে পারছে না ও। শেষ পর্যন্ত···নিজেকে চিন্তা করার সুযোগ না দিয়ে গিয়ার দিল, ঠিক ওই সময় ঘাড়ে ঠাণ্ডা লোহার ছোঁয়া অনুভব করল রানা। পরিচিত মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এল মাথার পিছন থেকে। 'সেই তো ধরা দিতেই হলো, খামোকা এত ভোগালে কেন, বাছা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, বন্ধ করে দিল এঞ্জিন। বলল, 'হ্যালো, ওস্তাফ তাতাতস্কি! ঘা শুকাতে কদিন লেগেছিল তোমার?'

চার

ছোট ফোক্সওয়াগেনটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দুলে উঠল। পিছনের সীটে একদিক থেকে আরেক দিকে প্রকাণ্ড শরীরের ভার বদল করল ওস্তাফ তাতাতস্কি। 'অনেকদিন,' রানার প্রশ্নের খেই ধরে বলল সে। 'কিন্তু বড় কথা হলো প্রতিশোধ নেবার জন্যে আজও আমি বেঁচে আছি— আত্মহত্যা করিনি।' পিস্তলের মাজল দিয়ে রানার ঘাড়ে খোঁচা মারল সে। 'স্টার্ট বন্ধ করলে কেন?'

আবার স্টার্ট দিল রানা। পুলগুলোর দিক থেকে এখনও শোরগোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। 'তোমার লোকজনদের জন্যে অপেক্ষা করবে না?' জানতে চাইল ও।

'অকম্মার ধাড়ী, একদল অকম্মার ধাড়ী!' সখেদে বলল ওস্তাফ তাতাতস্কি। 'ওদের কাজে সূক্ষ্ম চাতুর্যের বড় অভাব। হাতে পিস্তল থাকলেই যে গুলি ছুঁড়তে হয় না, এই সাধারণ ব্যাপারটা জানা নেই। বানচোতরা ডোবাবে আমাকে।' একটু থামল সে। 'ওদের কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। পথ চিনে ঠিক জায়গায় ফিরে যাবে ওরা। চলো।'

'কোন দিকে?'

'লগারভাটিনের দিকে।'

গেইসার থেকে অত্যন্ত ধীর গতিতে, সতর্কতার সাথে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ওর ঘাড়ে এখন আর পিস্তলটা ঠেকে নেই, কিন্তু জানে, খুব বেশি দূরেও নেই সেটা। ওস্তাফকে চেনে সে, ঝুঁকি নেবার লোক নয়, একটু এদিক ওদিক হতে দেখলেই ট্রিগার টিপে দেবে।

হালকা আলাপের সুরে কথা বলছে ওস্তাফ। রাগ, ঈর্ষা, দ্বেষ—এসব সহজে প্রকাশ পায় না তার আচরণে। 'বাপরে বাপ! কম ভোগানটাই না ভোগালে তুমি আমাকে! কিন্তু, তবু বলতেই হয় আমি ভাগ্যবান, তাই না? শেষ দিকে তো প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভাবছিলাম, এবারও বোধহয় হাত ফসকে বেরিয়ে গেলে তুমি। সে যাই হোক, একটা রহস্যের কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না, একটু সাহায্য করো তো আমাকে। থ্যাডিউস গেল কোথায়? কি ঘটেছে ওর কপালে?'

'থ্যাডিউস? সে আবার কে?'

'তুমি যেদিন ফিফলাডিকে নামলে সেদিনই তোমাকে রাস্তায় থামাবার কথা ছিল ওর।'

'আচ্ছা! ওকে তুমি থ্যাডিউস বলছ— কিন্তু, সে তার নাম বলেছিল উইলিয়াম কলিন্স। থ্যাডিউস— নামটা পোলিশ মনে হচ্ছে?'

'লোকটা রাশিয়ান,' বলল ওস্তাফ। 'ওর মা সম্ভবত পোলিশ।'

একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'মায়ের বুকটা খালি হয়ে গেছে!'

'বুঝলাম।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ওস্তাফ তাতাতস্কি। তারপর বলল, 'আজ সকালে বেচারা ইউরির একটা পা কেটে ফেলে দিতে হয়েছে, রানা।'

'জানতাম হবে,' বলল রানা। 'আমার কাছে রাইফেল ছিল, সুতরাং পিস্তল দিয়ে ঢুঁশ-ঠাঁস করতে যাওয়া উচিত হয়নি তার।'

'তোমার কাছে রাইফেল আছে তা সে জানত না,' বলল ওস্তাফ। 'অন্তত ওই রাইফেলটার কথা জানত না। সত্যি কথা বলতে কি, ওটা দিয়ে গুলি ছুঁড়ে আমাদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছিলে তুমি।' আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সামলে নিল। রাইফেলের প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। 'আমার গাড়িটার ওপর নির্দয় ব্যবহার করেছ তুমি। কাজটা উচিত হয়নি তোমার।'

অন্তত ওই রাইফেলটার কথা জানত না! ওস্তাফের কথাটা রানার কানে ভোঁ ভোঁ করছে এখনও। তার কাছে একটা রাইফেল থাকবে বলে আশা করেছিল ওরা, কিন্তু সেটা অ্যালান স্টুয়ার্টের রাইফেল নয়। থীনের কাছ থেকে রাইফেল নিয়েছে রানা, তা জানল কিভাবে ওরা? নিশ্চয়ই জ্যাক লেমনের কাছ থেকে? আরেক টুকরো প্রমাণ?

'নিশ্চয়ই তোমার গাড়ির এঞ্জিন ঝাঁঝরা হয়ে যায়নি?' জানতে চাইল ও।

'ব্যাটারি ফুটো করে দিয়েছিল একটা বুলেট,' বলল ওস্তাফ। 'আর কুলিং সিস্টেম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সবটুকু পানি বেরিয়ে গিয়েছিল। রাইফেল বটে একখানা!'

'তা বটে। আবার ওটা ব্যবহার করার ইচ্ছে রাখি।'

'সে সুযোগ তুমি পাবে বলে মনে করি না। জানো, তুঙ্গনা নদীর ওপারে কী সাংঘাতিক ফ্যাসাদে ফেলেছিলে তুমি আমাদেরকে? দু'জন স্থানীয় লোক এসে পৌঁছুল ওখানে, আর এমন সব প্রশ্ন করতে শুরু করল যে উত্তর দিতে গিয়ে জান বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো আমার। কেবল প্লাটফর্ম কে বাঁধল তার দিয়ে, কেন বাঁধল, গাড়ির এমন অবস্থা হলো কি করে— এই রকম অস্বস্তিকর প্রশ্ন। তার ওপর, গাড়ির ভেতর চেঁচাচ্ছে ইউরি, কোনমতে থামানো যাচ্ছে না তাকে...'

'হ্যাঁ, খুব ভুগতে হয়েছে তোমাদেরকে,' প্রায় দুঃখ প্রকাশের সুরে বলল রানা।

'এবারও কি কম ভোগালে তুমি?' মেয়েলি অভিমানের সুরে বলল ওস্তাফ তাতাতস্কি। 'এবার তো প্রকাশ্যে লোকজনের সামনে হাঙ্গামা সৃষ্টি করলে। তুমি ভয়ঙ্কর লোক, জানতাম; কিন্তু কতটা ভয়ঙ্কর, সে ধারণা ছিল না আমার। যাই হোক, ওখানে আসলে ঘটনাটা কি?'

'মনে হয় স্ট্রোক্কুরের বৃষ্টিতে তোমার একজন লোক পুড়ে মরেছে।'

'বলেছি না, অকম্মার ধাড়ী শালারা! একজনকে ধরার জন্যে তিনজনকে পাঠালাম, ধরতে তো পারলই না, উল্টে কেমন প্রাণ হারাচ্ছে দেখো! কাজে ব্যর্থ হয়ে আমার শাস্তি এড়াবার জন্যে মরে যায় ওরা, বহুত চালাক!'

একজনকে নয়, দু'জনকে ধরার জন্যে তিনজনকে পাঠিয়েছিল ওস্তাফ···কিন্তু টনি ফন্টেনের ব্যাপারটা কি? রানাকে সাহায্য করার জন্যে একটা আঙুলও তোলেনি সে।

মনের পর্দায় এখনও জ্বলজ্বল করছে দৃশ্যটা। জ্যাক লেমনের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে টনি। প্রচণ্ড ঘৃণায় শিউরে উঠল রানা। এসপিওনাজ, এ বড় আশ্চর্য জগৎ! কাউকে বিশ্বাস করার উপায় নেই। বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়। কিন্তু তাই বলে টনি ফন্টেন···

গ্রীনের ব্যাপারটা বুঝতে পারে রানা, মেনে নেয়া যায়। জ্যাক ওকে বোকা বানিয়েছিল। কিন্তু টনি ফন্টেন রানার মুখে সব শুনেছে, ওর সন্দেহ আর অভিযোগের কথা সব তাকে বলেছে ও। অথচ তা সত্ত্বেও ওস্তাফের লোকেরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর, ওকে সাহায্য করার কোন চেষ্টাই করেনি সে। দশ মিনিট পর দেখা গেল জ্যাক লেমনের সাথে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সবাই ডাবল এজেন্ট হয়ে গেছে নাকি? স্যার ডেভিড ছাড়া একমাত্র এই টনি ফন্টেনকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যেতে পারে বলে ভেবেছিল রানা। শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে বলেই নয়, মানুষ হিসেবে টনিকে সত্যিকার একজন আদর্শ পুরুষ হিসেবে জানত ও। বিশ্বাসটা ভেঙে গেল। প্রিয় কোন জিনিস হারালে বা ভাল লাগত এমন কোন লোক মারা গেলে বুকটা যেমন ফাঁকা হয়ে যায় ঠিক তেমনি একটা শূন্যতা অনুভব করছে ও।

'তোমাকে কখনও ছোট করে দেখি না আমি, রানা,' পিছন থেকে বলল ওস্তাফ তাত্তাভক্কি। 'প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম, অকম্মার ধাড়ীগুলোকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তুমি। তাই তোমার এই গাড়িতে এসে বসেছিলাম। সাবধান হলে ভাল ফল পাওয়া যায়, কি বলো?'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'বিশদ জানার দরকার নেই তোমার। এমনভাবে গাড়ি চালাও যেন তোমার মত ভালমানুষের ছা দুনিয়ায় আর একটাও নেই—তা না হলে, তোমার অকাল মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী হব না। অবশ্য অকম্মার ধাড়ীগুলোর মত তুমিও যদি আমার শাস্তি এড়াবার জন্যে মরে যেতে চাও···'

'বেশি কথা বলছ তুমি,' বলল রানা। 'একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকো, আপাতত মরার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

'ওখানেই তো ট্র্যাজেডি,' জানাল ওস্তাফ। 'ইচ্ছে থাকে না, কিন্তু তবু মরে যেতে হয়। যাই হোক, খুব সাবধান করে দিচ্ছি—লগারফ্লাটিনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় প্রতিটি ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে তোমাকে। হঠাৎ হর্ন বাজিয়ে বা স্পীড লিমিট অমান্য করে কারও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা কোরো না।' মুহূর্তের জন্যে রানার ঘাড়ে ঠাণ্ডা ইস্পাতের ছোঁয়া লাগল। 'পরিষ্কার?'

'পরিষ্কার,' বলল রানা। স্বস্তির পরশ অনুভব করছে ও। ভেবেছিল, গত

চব্বিশটা ঘণ্টা কোথায় কাটিয়েছে ও তা বোধহয় জানে ওস্তাফ, ওরা বোধহয় গুনার ভলতেয়ারের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে। এখন বোঝা গেল তা নয়, অন্য কোথাও যাচ্ছে ওরা। কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে গুনার ভলতেয়ারের বাড়ি চেনে না ওস্তাফ। অনেক ব্যাপারই জানার কথা নয় তার, তবু জানে। গেইসারে পা ঢাকা দিয়ে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। শুধু অপেক্ষা করছিল, এমন মনে করার কারণ নেই। চারদিকে লোক পাঠিয়ে ওর খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা অবশ্যই করেছে সে। সোহানাকে ধরে নিয়ে গেছে কিনা, হিমির কি অবস্থা করেছে—ভাবতে গিয়ে স্বস্তিবোধ উবে গেল রানার।

লগারভাটন পেরিয়ে এসে রেকিয়াভিকের রাস্তা ধরে থিংভেল্লির-এর দিকে যাচ্ছে ওরা। থিংভেল্লির ছাড়িয়ে আট কিলোমিটার দূরে এসে মুখ খুলল আবার ওস্তাফ। গাড়ি নিয়ে একটা সাইড রোডে ঢুকল রানা।

রাস্তাটা পরিচিত ওর, থিংভাল্লাভাটন্ লেক-এর দিকে চলে গেছে। ওদিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওস্তাফ তাকে?

একটু পরই জানা গেল ব্যাপারটা। ওস্তাফের কথায় আবার বাঁক নিল ও। রাস্তা ছেড়ে উঁচু নিচু মেঠো পথে নেমে এল ফোক্সওয়াগেন, ঝাঁকি খেতে খেতে লেক আর ছোটো একটা আলোকিত বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। থিংভাল্লাভাটন-এর তীরের এই বাড়িগুলো একটার কাছ থেকে আরেকটা বেশ খানিক দূরে, অভিজাত ধনীলোকদের অবকাশ যাপনের আদর্শ জায়গা। নতুন বাড়ি তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে বাড়িগুলোর মূল্য এবং আভিজাত্য কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল রানা। 'হর্ন বাজাও,' বলল ওস্তাফ।

হর্ন বাজাল রানা। প্রায় সাথে সাথে বেরিয়ে এল একজন।

রানার মাথার পিছনে পিস্তল ঠেকাল ওস্তাফ। 'সাবধান, রানা,' বলল সে। 'খুব, খুব সাবধান!'

ওস্তাফ নিজেও অত্যন্ত সাবধান হয়ে আছে। কোনরকম কৌশল করার সামান্যতম সুযোগও পেল না রানা, বাড়ির ভেতর নিয়ে আসা হলো ওকে। কামরাটা ছিমছাম ভাবে সাজানো। বেশ বড় সড় কাঠ-কয়লার চুল্লি দেখে অবাক হলো রানা। পাথুরে বা খনিজ কয়লা নেই আইসল্যাণ্ডে, গাছও নেই যে কাঠ-কয়লা পাওয়া যাবে। ঘরের ভেতর এই রকম আগুন কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সাধারণত প্রকৃতির উষ্ণ পানির সাহায্যে বাড়ি-ঘর গরম রাখা হয়। তাছাড়া সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম তো আছেই।

পিস্তল নাড়ল ওস্তাফ। 'আগুনের ধারে বসো, রানা। গা-গতর গরম করে নাও। বহুত খারাবি আছে তোমার কপালে, তার আগে একটু আরাম করে নিলে আমার ঈর্ষা হবে না। দাঁড়াও আগে তোমাকে সার্চ করে নিক ইলিইচ।'

প্রায় চারকোনা একটা কাঠামো, মুখটা চ্যাপটা ইলিইচের। রানার গায়ে চাপড় মেরে সার্চ করল সে, তারপর ওস্তাফের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল।

'পিস্তল রিভলভার কিছু নেই?' জিজ্ঞেস করল ওস্তাফ। তার প্রকাণ্ড মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল। আবার এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ইলিইচ। এবার রানার দিকে

ফিরল গুস্তাফ। 'তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে? সব ক'টা অকম্মার ধাড়ী। ট্রাউজারটা তুলে বাঁ পা-টা বের করো তো, রানা। ইলিইচকে তোমার বিখ্যাত ছুরিটা একটু দেখাও।'

ছুরিটা দেখে ছানাবড়া হয়ে উঠল ইলিইচের চোখ। অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে আসছে গুস্তাফের মুখ থেকে। তাতে কিছু মনে করছে না ইলিইচ, অন্তত চেহারায় বিরূপ কোন ভাব ফুটছে না। নির্বিকারচিত্তে ছুরিটা খাপ থেকে বের করে নিয়ে রানার পিছনে চলে গেল সে।

হাত নেড়ে রানাকে বসতে ইঙ্গিত করল গুস্তাফ। 'দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে যার, তার সাথে ভদ্রতা দেখানো উচিত— কি দিয়ে গলা ভেজাবে, বলো, রানা।'

'স্কচ থাকলে দিতে পারো।'

'আছে বৈকি, ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল গুস্তাফ। একটি কাবার্ড খুলে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল 'নির্জলা? সোডা নেই বলে দুঃখিত।'

'একটু পানি মেশাও,' বলল রানা। 'কড়া যেন না হয়।'

হাসছে গুস্তাফ তাতাভস্কি। 'ও হ্যাঁ, অবশ্যই— মাথাটা ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার রাখতে হবে তোমাকে,' একটু বাঁকা সুরে বলল সে। 'সেকশন ফোর, রুল থারটি ফাইভ।...প্রতিপক্ষ তোমাকে অফার করলে হালকা ড্রিঙ্ক চাইবে।' গ্লাসে একটু পানি ঢেলে নিয়ে এল রানার কাছে। চুমুক দিয়ে দেখো ঠিক আছে কি না।'

সাবধানে ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল চলবে। কাবার্ডের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের জন্যে পুরো এক গ্লাস হুইস্কি ঢালল গুস্তাফ, পানি মেশাল না, এক ঢোকে গিলে নিল অর্ধেকটা। ফিরে এসে রানার সামনে একটা চেয়ারে বসল সে। 'তোমার গুলি খাওয়ার পর এই প্রথম মদ স্পর্শ করলাম। বলতে পারো, উৎসব করছি। আমাদের যা পেশা, পুরানো বন্ধুর সাথে কদাচ দেখা হয়। দীর্ঘদিন এক রকম নির্বাসনেই ছিলাম আমি, তা জানো? গুলি খাবার পর সুস্থ হয়ে উঠলাম, অমনি পাঠিয়ে দেয়া হলো আমাকে— আস্কাবাদে। জায়গাটা কোথায় জানো?'

'তুর্কেমেনিস্তান।'

'হ্যাঁ,' বিশাল একটা থাবা দিয়ে নিজের বুকে চাপড় মারল গুস্তাফ। 'আমি, গুস্তাফ তাতাভস্কি— নারকোটিক স্মাগলারদের পিছু ধাওয়া, আর টেবিল-ওয়ার্ক করে মূল্যবান কয়েকটা বছর নষ্ট করেছি। সে জন্যে কে দায়ী, রানা?'

'আমি?' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'হ্যাঁ, তুমি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে হেড অফিসে ফিরে এসেছি আবার। অনেক সাধনার পর এই অপারেশনটা হাতে পেয়েছি আমি।'

'সেই সাথে আমাকেও পেয়েছ,' বলল রানা। 'তোমার ওপর-ওয়ানারা জানে এই অপারেশনের সাথে আমি জড়িত?'

'না,' বলল গুস্তাফ। 'জানলে অপারেশনটা আমার কপালে জুটত কি জুটত না বলা মুশকিল। তোমার ওপর আমার আক্রোশটা ব্যক্তিগত, রানা। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি করেছ তুমি, প্রতিশোধটাও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিতে চাই। অফিশিয়াল ব্যাপার হলে এদ্দিনে কবে খতম হয়ে যেতে তুমি। সে যাক, সময় নষ্ট করার মানে

হয় না। তোমার হাতে বিশেষ একটা ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট পড়েছে। কোথায় সেটা?'

'আছে কোথাও।'

'ওটা আমার দরকার,' পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করল গুস্তাফ। 'আমাকে তুমি দেবে ওটা।'

'না,' গুস্তাফের কথার ভঙ্গি নকল করে বলল রানা, 'তোমাকে আমি দেব না ওটা।'

কেস থেকে লম্বা একটা রাশিয়ান সিগারেট বের করল গুস্তাফ। 'দেবে, রানা। তোমাকে দিতে হবে।' কেসটা রেখে দিয়ে পকেটগুলো হাতড়াচ্ছে গুস্তাফ লাইটারের খোঁজে। 'একটা কথা জানা দরকার তোমার। এটা সাধারণ কোন অপারেশন নয়। জিনিসটা পাবার জন্যে দরকার হলে ম্যাসাকার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাকে। দরকার হলে, এমনকি ব্লেড পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারব আমি, রানা। এবং ব্যবহার করব।'

নিজের অজান্তে শিউরে উঠল রানা।

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল গুস্তাফ, লাইটারটা খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও। রানার পিছন থেকে এগিয়ে এল ইলিইচ, হাতে একটা লাইটার। ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিল গুস্তাফ। কিন্তু শুধু আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে ইলিইচের লাইটার থেকে, আগুন ধরছে না।

আরও কয়েকবার চেষ্টা করল ইলিইচ, কিন্তু কাজ হলো না।

'সরে যা, বানচোত!' হুঙ্কার ছাড়ল গুস্তাফ। 'তোর ওটায় গ্যাস নেই।' পিছিয়ে গেল ইলিইচ, ঘুরে দাঁড়াল। সামনের দিকে ঝুঁকে ফায়ারপ্লেসের এক ধারে পড়ে থাকা একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে আগুনের দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরল গুস্তাফ। সিগারেট ধরাচ্ছে সে।

আগ্রহের সাথে ইলিইচকে লক্ষ করছে রানা। ওর পিছনে ফিরে না গিয়ে কাবার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে, গুস্তাফের পিছনে।

সিগারেটে কষে এক টান দিল গুস্তাফ, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকাল চোখ তুলে। ইলিইচকে সামনে দেখতে না পেয়ে দ্রুত পাশ থেকে তুলে নিল পিস্তলটা। 'ইলিইচ, কি করছ তুমি?' রানার বুক লক্ষ করে পিস্তল ধরে আছে সে।

হাতে একটা নিউপোর্ট গ্যাস রিফিল সিলিন্ডার নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইলিইচ। 'গ্যাস ভরছি, কমরেড।'

'আর সময় পেলে না?' ধমক দিয়ে উঠল গুস্তাফ। 'যাও বাইরে গিয়ে ফোক্সওয়াগেনটা সার্চ করো। কি খুঁজতে হবে জানোই তো।'

'গাড়িতে সেটা নেই, গুস্তাফ,' বলল রানা।

'আছে কি নেই ইলিইচের কাছে জানব।'

কাবার্ডে বিউটেন সিলিণ্ডারটা রেখে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ইলিইচ।

'দেখলে তো?' বলল গুস্তাফ। 'একদল খচ্চরকে সাথে দিয়ে পাঠিয়েছে আমাকে। কিন্তু, তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ, রানা। সুবর্ণ সুযোগ পেলে, কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলে না যে?'

'কামরায় তুমি রয়েছ,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'তা ঠিক। পরস্পরকে ভাল করেই চিনি আমরা।' অ্যাশট্রেতে সিগারেট নামিয়ে রাখল ওস্তাফ। 'তোমার উপর ব্লেড চালাবার সময় আরও ভাল করে চিনব। তোমার অন্য এক রূপ দেখব আমি, আমার অন্য এক রূপ দেখবে তুমি।' ঢক ঢক করে গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু গিলে নিল সে। 'আমার জীবন—এটার কোন মূল্য নেই, রানা। তুমি এর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ। এখনও কেন বেঁচে আছি তা কি জানা আছে তোমার?'

'প্রতিশোধ নেবার জন্যে।'

'নাহ! তোমার বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা না করে পারি না।' মেয়েলি কণ্ঠে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল। তারপর একেবারে মিহি গলায় জানতে চাইল, 'তোমার সেই প্রেমিকার খবর কি? সত্যি তাকে ভালবাস তুমি?'

সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে গেল রানার। 'এর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

হাসল ওস্তাফ। 'ভয় পেয়ো না। মিস সোহানার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই আমার। কথাটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো?'

পারে না রানা, তবু বলল, 'পারি।' কিন্তু বিশ্বাস না করলেও জানে, জ্যাক লেমন আর ওস্তাফ তাতাভস্কির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। জ্যাক লেমনের পক্ষে সবই সম্ভব, স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে যে-কোন নীচ কাজ করতে বাধবে না তার। সেই তুলনায় ওস্তাফ অনেক ভাল। প্রকৃতিটা নিষ্ঠুর, কিন্তু ভদ্রলোক। কথা দিলে কথা রাখতে পারে।

'তাহলে আমার কৌতূহল মেটাতে আপত্তি কিসের?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ভালবাসি ওকে। আমরা সম্ভবত বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'আদর করো ওকে, রানা? ওর সাথে শোও? ওর উত্তেজনা আর তোমার উত্তেজনা যখন চরমে পৌঁছায়, তোমরা পরস্পরকে জাপটে ধরে ভালবাস? তোমাদের দুজনের শরীরের ঘাম মিলে মিশে একাকার হয়? পুলক অনুভব করো, রানা?' ফিসফিস করে কথা বলছে এখন ওস্তাফ। ঝুঁকে পড়েছে রানার দিকে। চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে। কপালে চিক চিক করছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'মজা পাও? মিষ্টি-মধুর সুরে পরস্পরের নাম ধরে ডাকো, রানা?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা।

'সেদিন তুমি আমার বুকে কিংবা মাথায় গুলি করলে না কেন? অনেক দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল আমাকে। ডাক্তাররা তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে প্রাণ বাঁচান আমার। কিন্তু যেটা হারিয়েছি সেটা সেলাই করে জোড়া লাগাতে পারল না। পুরুষত্ব ফিরে পেলাম না আমি। সেজন্যেই, এযাত্রা যদি প্রাণে বেঁচেও যাও তুমি—এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি এ-ব্যাপারে—মিস সোহানা চৌধুরীর কাছে আর কোন মূল্য থাকবে না তোমার। তার কাছে বা অন্য কোন মেয়ের কাছে যেতে পারবে না তুমি। এটুকু ব্যবস্থা আমি করব।'

'আরেক ঢোক হুইস্কি...'

'অবশ্যই!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওস্তাফ। 'এবারেরটা একটু কড়া দিই, কেমন?' এগিয়ে এসে রানার হাত থেকে গ্লাসটা নিল সে, পিছিয়ে কাবার্ডের পাশে

গিয়ে দাঁড়াল। পিস্তলটা হাতে রেখেই হুইস্কি ভরল গ্লাসে, একটু পানিও মেশাল। ফিরে এসে বলল, 'ফ্যাকাসে লাগছে তোমার চেহারা, আশা করি এটুকু খেলে খানিকটা রঙ ফিরে আসবে মুখে।'

গ্লাসটা ওস্তাফের হাত থেকে নিল রানা। 'তোমার তিক্ততার কারণটা আমি বুঝি, ওস্তাফ,' বলল ও। 'কিন্তু এটা এমন এক জীবন, আহত হবার সম্ভাবনা সবারই থাকে। তাই বলে রাগ পুষে রাখা ঠিক নয়। তাছাড়া একটা কথা ইচ্ছে করে ভুলে থাকছ তুমি।'

'কি কথা?'

'তোমাকে পুরুষত্বহীন করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার, ওস্তাফ,' বলল রানা। 'তুমি ভাল করেই জানো, গুলিটা আমি করিনি—করেছ তুমি নিজে। পিস্তলটা হাত থেকে ছেড়ে না দিয়ে বোকার মত আমার সাথে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে নিজের গুলিতে আহত হয়েছ নিজেই—সেজন্যে আমাকে দোষ দিয়ে কি লাভ? আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুষে রেখেছ, প্রতিশোধ নিতে চাইছ, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন, ও. কিলাভড হিসেবে—'

ওস্তাফকে একটা হাত তুলতে দেখে থেমে গেল রানা।

হাসছে ওস্তাফ। পিছিয়ে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল। 'কার দোষ তা নির্ণয় করে এখন আর কোন লাভ নেই। আসল কথা, তোমার জন্যে আমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তুমি হলেও মেনে নিতে পারতে না।'

'ঘটনাটা অনেক দিক থেকে বিচার করে তোমাদের প্রতিষ্ঠান কে. জি. বি-ও আমার বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন না নেবার সিদ্ধান্ত নেয়,' বলল রানা। 'সেজন্যেই আমার পেছনে লাগার কোন সুযোগ এত দিন পাওনি তুমি। এবারও পেতে না, কিন্তু জ্যাক লেমন তোমাকে একটা সুযোগ দেবে বলে কথা দিয়েছিল। সে তার কথা রেখেছে।'

'জ্যাক লেমন? কে সে? এই নামের কাউকে তো আমি চিনি না?'

হো হো করে হেসে উঠল রানা। তারপর বলল, 'আইসল্যান্ডে তার কাছ থেকেই তো সব রকম সাহায্য পাচ্ছ তুমি। একটা অ্যাসাইনমেন্টে শুধু ব্যর্থ হওনি, মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলে, তার অনেক দিন পর একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠানো হয়েছে তোমাকে—কিন্তু সর্বময় কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি। এই অপারেশনের কমাণ্ডে রয়েছে জ্যাক লেমন, তোমাদেরই এজেন্ট। তাকে চেনো না বললে যে তোমার ইমিডিয়েট বসকে অস্বীকার করা হয়ে যায়!'

উজ্জ্বল আলো পড়ল জানালার পর্দায়। একটা গাড়ির আওয়াজ থামল বাড়ির উঠানে।

পাথরের মত নিষ্প্রাণ, স্থির হয়ে আছে ওস্তাফ তাতাভস্কির চোখ জোড়া। 'প্রলাপ বকছ তুমি, রানা। এই নামের কাউকে আমি চিনি না।' একটু বিরতি দিল সে, তারপর বলল, 'পাগলামি করে কোনফায়দা হবে না। তোমার কপালের লিখন খণ্ডাবে না...'

দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়াল দুজন লোক। ধৈর্য হারিয়ে তাদের দিকে ফিরল গুস্তাফ। 'কি চাও?'

দুজন রাশান। একজন প্রকাণ্ডদেহী, আরেকজন বেঁটে। কথা বলল প্রকাণ্ডদেহী, 'এইমাত্র ফিরে এলাম আমরা, কমরেড।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' নীরস রুক্ষ স্বরে বলল গুস্তাফ। একটা হাত তুলল রানার দিকে। 'পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি মাসুদ রানা—একেই এখানে নিয়ে আসার জন্যে পাঠানো হয়েছিল তোমাদেরকে। কি বলার আছে তোমাদের? কেনিকিন কোথায়?'

পরস্পরের দিকে দ্রুত একবার তাকাল ওরা, তারপর প্রকাণ্ডদেহী বলল, 'স্ট্রোক্লুর থেকে তার লাশ তুলে নিয়ে গেছে পুলিস।'

'বাহ! চমৎকার!' রানার দিকে তাকাল গুস্তাফ। 'দেখছ, কি ধরনের অযোগ্য লোকদের নিয়ে কাজ করতে হয় আমাকে? একটা লাশ পর্যন্ত গায়েব করে দিতে পারে না! কেনিকিনের পকেটে পাসপোর্ট ছিল, অস্ত্র ছিল—এই নিয়ে কম কেলেঙ্কারি হবে নাকি! বলো, অকম্মার ধাড়ীগুলোকে নিয়ে কি করি আমি?'

নিঃশব্দে হাসছে রানা। বলল, 'গুলি করে সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে ফেলো একেবারে।'

'ওদের যা মোটা মাথা, বুলেট ঢুকবে কিনা সন্দেহ আছে আমার,' তিক্ত গলায় বলল গুস্তাফ। প্রকাণ্ডদেহীর দিকে তাকাল সে। 'গোলাগুলি শুরু করলে কি মনে করে? আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল আইসল্যাণ্ডে একটা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটে গেছে।'

লোকটা রানার দিকে একটা হাত তুলল। 'ওই তো প্রথম শুরু করল!'

'শুরু করার সুযোগ পেল কেন ও? তিনজন লোক যদি একজনকে সামলাতে না পারে...'

'ওরা দু'জন ছিল'।

'কি!' দ্রুত একবার রানার দিকে তাকাল গুস্তাফ। ঝট্ করে তাকাল আবার বিশাল দেহীর দিকে। 'কোথায় সে?'

'জানি না— ছুটে পালিয়ে গেল।'

'আশ্চর্য হবার কিছুই নেই,' সহজ ভাবে বলল রানা। 'হোটেলের একজন নিরীহ বোর্ডার সে।' প্রচণ্ড রাগে মনে মনে ফুঁসছে ও। ওকে বিপদে ফেলে রেখে এখন কেটে পড়েছিল টনি, এটুকু অন্তত জানা গেল। টনির পেছনে গুস্তাফকে লেলিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু না, তা দেবে না ও। এই বিপদ থেকে যদি মুক্ত হতে পারে, টনি ফন্টেনের ব্যবস্থা নিজের হাতে করতে হবে ওকে।

'ইলিইচ কি করছে?' জানতে চাইল গুস্তাফ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'একটা গাড়ি ভাঙ-চুর করছে।'

'যাও, ওকে সাহায্য করো।'

বিশাল এবং বেঁটে, দু'জনই ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি থাকো, বাকায়েভ,' বেঁটেকে বলল গুস্তাফ। 'রানার ওপর নজর রাখো।' এগিয়ে গিয়ে বাকায়েভের হাতে পিস্তলটা ধরিয়ে দিল সে।

'আরেকটু হুইস্কি হলে ভাল হত,' বলল রানা।

'যত ইচ্ছা খাও, আপত্তি নেই। একে দেখো বাকায়েভ।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল গুস্তাফ। বাইরে থেকে টেনে দিয়ে গেল দরজাটা।

ভিড়ানো দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল বাকায়েভ, ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

মেলে দেয়া পা দুটো ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বাকায়েভ ওর দিকে পিস্তল তুলছে দেখে হাসল ও, হাতের খালি গ্লাসটা দেখিয়ে বলল, 'বস্ কি বলে গেল, শুনলে না? যত ইচ্ছা মদ খেতে পারি আমি।'

পিস্তলের মাজল নিচু হলো। 'আপনার ঠিক পেছনে থাকব আমি,' হুমকির মত শোনাল কথাটা।

ধীরেসুস্থে কাবার্ডের দিকে এগোচ্ছে রানা। কথা বলছে অনর্গল। 'তোমার কথার টান শুনেই বলে দিতে পারি কোথাকার লোক তুমি। ক্রিমিয়ার, তাই না? এ-লাইনে কদ্দিন থেকে? বিদেশে এই প্রথম, নাকি এর আগেও দু'একবার সুযোগ হয়েছে?'

বাকায়েভ হুঁ-হ্যাঁ-ও করছে না।

কাবার্ডের সামনে দাঁড়াল রানা। 'দুর্ভাগ্য, এখানে কোন ভদকার বোতল দেখছি না। কড়া জিনিস দরকার এখন আমার। সব ভুলে যেতে চাই কিনা। স্কচ হুইস্কি রয়েছে শুধু— এই দিয়ে চালাতে হবে।'

টুন-টুন শব্দে বোতল নাড়াচাড়া করছে রানা। ঘাড়ে বাকায়েভের নিঃশ্বাস অনুভব করছে। গ্লাসে হুইস্কি আর পানি ঢালতে প্রচুর সময় নিল।

কানায় কানায় হুইস্কি ভরা গ্লাসটি নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। গ্লাস ধরা হাতটা অনেক উঁচুতে, প্রায় নাকের সামনে তুলে রেখেছে। দেখল, প্রায় এক গজ পিছিয়ে গেছে বাকায়েভ, সোজা ওর নাভীর ওপর তাক করে আছে পিস্তলটা। বোকার মত এখন কিছু করতে গেলেই শিরদাঁড়া দু'টুকরো করে দেবে।

গ্লাস ধরা হাতটা ওপরে তুলে রেখে চেয়ারের দিকে এগোচ্ছে রানা, হাতটা নিচু করলেই বিউটেন গ্যাসের সিলিণ্ডারটা আস্তিনের ভেতর থেকে পড়ে যাবার ভয়ে আছে। অত্যন্ত সাবধানে চেয়ারে বসল ও। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে বাকায়েভ। পেশীতে টান পড়েছিল, ওকে বসতে দেখে ঢিল পড়ল। হুইস্কিতে চুমুক দিল রানা, তারপর এক হাত থেকে অপর হাতে নিল গ্লাস। এই ফাঁকে চেয়ারের হাতল আর কুশনের মাঝখানে চালান হয়ে গেছে সিলিণ্ডার। বাকায়েভের দৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করে চোখ বুজল ও, যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। একটু ঢুলু-ঢুলু চোখে তাকাল আগুনটার দিকে।

বিউটেন গ্যাসের প্রতিটি রিফিল সিলিণ্ডারে একটা সতর্কবাণী লেখা থাকে— 'সাংঘাতিক দাহ্য পদার্থ। আগুন বা আগুনের শিখার সামনে ব্যবহার করা নিষেধ। ছোটদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। সিলিণ্ডার ফুটো করবেন না বা এর গায়ে বেশি চাপ দেবেন না।' কমার্শিয়াল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের তৈরি জিনিসের গায়ে এ-ধরনের সতর্কবাণী শখ করে লেখে না, লেখে আইনের চোখ রাঙানিতে বাধ্য হয়ে।

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

তার মানে, সতর্কবাণীতে যা বলা হয়েছে তা বর্ণে বর্ণে সত্য।

কাঠ-কয়লার গনগনে আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছে রানা। সিলিণ্ডারটা আগুনে ফেলে দিলে সম্ভবত দুটোর একটা ঘটনা ঘটবে— হয় বোমার মত বিস্ফোরিত হবে, নয়তো রকেটের মত উঠে এসে ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াবে। দুটোর কোনটাই মন্দ নয়। কিন্তু অসুবিধে হলো, কিছু একটা ঘটতে কতক্ষণ সময় নেবে সেটা জানা যাচ্ছে না। আগুনে এটাকে সঁপে দেয়া হয়তো তেমন কঠিন কাজ হবে না, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি আছে এমন এক জন লোক যদি সাথে সাথে আগুন থেকে তুলে নেয়? বাকায়েভই হয়তো সেই বুদ্ধির পরিচয় দেবে। গুস্তাফ নিজের লোকদের যতই অকম্মার ধাড়ী বলুক, আসলে হয়তো তারা তা নয়। অন্তত ততটা নয়।

কামরায় ফিরে এল গুস্তাফ। 'সত্যি কথাই বলেছ তুমি, রানা।'

'সব সময় তাই বলি। কোন্ কথাটা বলো তো? জ্যাক লেমনকে তুমি চেনো?'

ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল গুস্তাফ। 'ওসব বাজে গল্প নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। যা খুঁজছি সেটা তোমার গাড়িতে নেই। কোথায় আছে বলো।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়াল রানা। পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করল গুস্তাফ। 'এর ভেতর আনকোরা নতুন একটা সেভেন-ও-ক্লক ব্লেড আছে।' নিষ্ঠুর হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'মত বদলাবে, রানা?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা।

কোথাও টেলিফোনের বেল বাজছে।

'কার্পেটটা দামী। এতে আমি রক্ত লাগাতে চাই না,' বলল গুস্তাফ। 'দাঁড়াও।'

ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলছে কেউ।

হাতের গ্লাসটা দেখাল রানা। মৃদু হেসে বলল, 'এটুকু অন্তত শেষ করতে দাও।'

হাতের তালু ঘামছে ওর। ধড়ফড় করছে বুকের ভেতরটা।

দরজা খুলে কামরার ভেতর উঁকি দিল ইলিইচ। ইশারা করল গুস্তাফকে।

'ফিরে এসে যেন দেখি গ্লাস খালি হয়ে গেছে,' রুক্ষ গলায় কথাটা বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল গুস্তাফ।

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল বাকায়েভ। প্রচণ্ড অস্থিরতা বোধ করছে রানা, কিন্তু চেহারা থেকে সমস্ত ভাব লুকিয়ে রেখেছে মনে মনে বাকায়েভকে অভিশাপ দিচ্ছে ও। শালা হার্টফেল করে মরুক। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আগুনে গ্যাস সিলিণ্ডারটা ফেলবে কি ভাবে সে। কপালে হাত দিল ও, ঘামে পিচ্ছিল হয়ে গেছে।

কামরায় ফিরে এল গুস্তাফ। মাথা নাড়ছে সে। গম্ভীর। নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'সেইসারে তোমার সাথে যে লোকটা ছিল—হোটেলের একজন নিরীহ বোর্ডার, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'টনি ফন্টেন নামটা কখনও শুনেছ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। এই মাত্র।'

হাসল গুস্তাফ। 'অথচ তুমি নাকি সব সময় সত্যি কথা বলো!' নিজের চেয়ারে বসল সে। 'যতটুকু বুঝতে পারছি, তোমার কাছ থেকে যেটা চাইছিলাম সেটার এখন আর কোন গুরুত্ব নেই। আরও একটু ব্যাখ্যা দিই—ওটার চেয়ে তোমার গুরুত্ব এখন বেড়ে গেছে। এর অর্থ বুঝতে পারছ তুমি?'

'একটুও না,' সত্যি কথা বলল রানা। নতুন একটা প্যাঁচ বলে মনে হচ্ছে।

'তথ্য আদায়ের জন্যে তোমার ওপর ব্লেড চালাতে যাচ্ছিলাম আমি,' দুঃখের সাথে বলল গুস্তাফ। 'কিন্তু আনন্দ লাভের সুযোগটা কেড়ে নেয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে। নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে তোমার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো যাবে না। সুতরাং দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলো, রানা।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। বলল, 'ধন্যবাদ।'

সমবেদনার সাথে এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে গুস্তাফ তাভাভস্কি। 'ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই মুহূর্তে খুন করতে হবে তোমাকে।'

পাঁচ

ক্রিং! ক্রিং! টেলিফোনের বেল বাজছে আবার।

দু'বার ঢোক গিলল রানা। গলাটা একটু কেঁপে গেল, 'কেন?'

'পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছ, তাই,' মস্ত কাঁধ ঝাঁকাল গুস্তাফ। 'দুঃখিত, রানা। চলো ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলা যাক।'

'ফোনটা ধরবে না?' ঢোক গিলল রানা। শোলডার ব্লেডের মাঝখান দিয়ে সড় সড় করে ঘাম নামছে। 'হয়তো নতুন কোন নির্দেশ এসেছে...'

করুণার দৃষ্টিতে তাকাল গুস্তাফ। 'বাঁচতে ইচ্ছে করছে, তাই না? বুঝি! কিন্তু উপায় নেই, রানা।' প্রকাণ্ড মুখটা শোকে-দুঃখে থম থম করছে।

এখন আর টেলিফোনের বেল বাজছে না।

হাসছে গুস্তাফ। 'কিভাবে ব্লেড চালাব, অনেকদিন ধরে ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখেছিলাম, কিন্তু সব ভেস্তে গেল। তবে এই যে দরদর করে ঘামতে দেখছি তোমাকে, এতেও কম আনন্দ পাচ্ছি না।'

দরজায় দেখা গেল ইলিইচকে। 'রেডিয়াডিক,' বলল সে।

বিরক্তির সাথে হাত নেড়ে বিদায় করে দিল ইলিইচকে গুস্তাফ। উঠে দাঁড়াল। 'এখুনি ফিরছি। ততক্ষণ মৃত্যুর কথা ভাবো, রানা। আর ঘামো।'

একটা হাত পাতল রানা। 'সিগারেট হবে একটা?'

মাঝ পথে থমকে দাঁড়াল গুস্তাফ 'ওহো, ভুলটা আমারই,' বলল সে। 'তোমার শেষ ইচ্ছা কি তা আমারই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।' সিগারেট কেস থেকে একটা সেভেন-ও-ক্লক ব্লেড বের করে নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে রাখল সে তারপর কেসটা

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com

ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। 'আর কোন ইচ্ছা আছে তোমার?'

'আছে,' বলল রানা। ভয়াবহ চরম বিপদ গ্রাস করবে ওকে, আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরই, তবু চেহারায় এবং আচরণে স্বাভাবিক হাসিখুশী ভাব ফুটিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও। 'দুই হাজার খ্রিষ্টাব্দের ঈদের দিনে ঢাকার বায়তুল মোকাররমে সশরীরে উপস্থিত থাকতে চাই।'

'দুঃখিত,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ওস্তাফ।

কেস খুলে ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট গুঁজল রানা। লাইটারের জন্যে পকেট হাতড়ে চেহারায় একটা অসহায় ভাব ফুটিয়ে তুলল। অত্যন্ত সাবধানে, ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। ওস্তাফ যে কাগজটা দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল সেটা ফায়ারপ্লেসের ধারে পড়ে রয়েছে, সেদিকে এগোচ্ছে। বাকায়েভকে বলল, 'ভুল বুঝে গুলি করে বোসো না। সিগারেটটা ধরাতে যাচ্ছি আমি।' কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে বাকায়েভের দিকে পিছন ফিরল ও, শরীর দিয়ে আড়াল করল আগুনটাকে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা করছে দরজার কাছ থেকে বামুন ব্যাটা যেন সরে না আসে।

বাঁ হাতে কাগজটা ধরে আগুনের দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। কোমর বাঁকা করে যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। ডান হাতের মুঠো থেকে বিউটেন গ্যাসের সিলিণ্ডারটা ছেড়ে দিল আগুনের মাঝখানে, একই সাথে জ্বলন্ত কাগজটা নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল। স্বাভাবিকভাবে হেঁটে ফিরে এল নিজের চেয়ারের কাছে। হাতের কাগজটা সামান্য একটু দোলাচ্ছে যেন আগুনে আগুন লাগার ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। প্রচুর সময় নিয়ে সিগারেটটা ধরাল রানা। বাকায়েভের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল এক মুখ। কাগজটাকে ইচ্ছে করে পুড়ে শেষ হয়ে যেতে দিচ্ছে ও।

'উফ!' আঙুলে আগুনের ছোঁয়া লাগতেই ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা। কাগজটা পুড়তে সিকি ইঞ্চি বাকি থাকতে হাত ঝাপটা মেরে ছেড়ে দিল সেটা। চামড়া পুড়ে গেছে দুটো আঙুলের, কিন্তু এটুকু কষ্ট স্বীকার করার ফল হলো চমৎকার। বাকায়েভ ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, ফায়ারপ্লেসের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না।

কি হচ্ছে ফায়ারপ্লেসে? সিলিণ্ডারটার অবস্থা কি? কত বিকৃত করছে প্রশ্নগুলো রানাকে। কিন্তু সমস্ত ইচ্ছাশক্তির জোরে সেদিকে একবার তাকাবার প্রচণ্ড তাগিদটাকে দমন করে রেখেছে ও।

খটাশ করে আওয়াজ হলো একটা। ক্রেডলে টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রাখল কেউ। একটু পরই ঝড়ের বেগে কামরায় ঢুকল ক্রোধোন্মত্ত দানব ওস্তাফ তাতাভস্কি। 'জ্বালিয়ে মারল আমাকে! একেই বলে কূটনীতির ঝামেলা!'

'আমার জন্যে কোন ভাল খবর?' আগ্রহে জানতে চাইল রানা।

'জানি না!' রাগে ফেটে পড়ল ওস্তাফ। 'কি ভাবো, শুনলে আমার মত পাষাণের কলজে পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে যায়! বলে কিনা, সকাল বেলার ব্রেকফাস্টের জন্যে মাসুদ রানাকে চাই আমি!'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। 'কে...আমি কেমন?'

'দুত্তোরী ছাই!' খেঁকিয়ে উঠল ওস্তাফ। 'আবার সেই প্রলাপ বকছ?' কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর জানতে চাইল, 'কে, চৌধুরী নামটা আগে কখনও শুনেছ?'

'কে, চৌধুরী?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'না তো!'

'কবীর চৌধুরীকে চেনো না তুমি?'

যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল রানার। বোকার মত চেয়ে আছে ও। ঢোক গিলে বলল, 'চিনি...কি হয়েছে?'

'আসছে সে। রাতটা নাকি তোমার সাথে খোশ-গল্প করে কাটাবে। তারপর সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট করতে বসে উপভোগ করবে তোমার যন্ত্রণা—মানে মৃত্যু...'

ছোট্ট পরিসর, সিলিণ্ডার বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ কাঁপিয়ে দিল কামরাটাকে। কানে তালা লেগে গেল রানার, বাকায়েভ এবং ওস্তাফের আর্ত চিৎকার যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। তৈরি ছিল রানা, তাই সবার আগে বিস্ফোরণের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল ও। ঘাড়ের ওপর ঝুলে একটা কয়লার টুকরো আটকে গেছে, ভীষণ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে সারা শরীরে, কিন্তু সেটাকে সরাতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না। বাকায়েভের কব্জির ওপর রিস্টওয়াচের লাল ডায়ালের মত এক ছটাক ওজনের একটা জ্বলন্ত কয়লা আটকে রয়েছে, চেঁচিয়ে উঠে হাতের পিস্তলটা ছেড়ে দিল সে। তার আগেই ডাইভ দিয়েছে রানা। পিস্তলটা কার্পেটে পড়তেই সেটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে পর পর দুটো গুলি করল বাকায়েভের বুকে। শোয়া অবস্থা থেকেই বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে গেল রানা। ওস্তাফকে কোন সুযোগ দেয়া চলবে না।

জ্যাকেট আর কনুই থেকে জ্বলন্ত কয়লার টুকরো ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত ওস্তাফ, দু'হাত দিয়ে সারা শরীরে চাপড় মারছে সে। চেঁচাচ্ছে, বিকৃত হয়ে আছে প্রকাণ্ড মুখটা। গুলির শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাচ্ছে সে।

সটান উঠে দাঁড়াল রানা। পিস্তলটা তুলছে। খপ করে টেবিল ল্যাম্পটা তুলেই রানার দিকে ছুঁড়ে মারল সেটা ওস্তাফ। মাথা নিচু করে নিল রানা, সেই সাথে গুলি করল। লাগল না।

রানার মাথার ওপর দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল টেবিল-ল্যাম্পটা, দরজা খুলে ভেতরে তাকাতেই সোজা ইলিইচের কপালে গিয়ে লাগল সেটা। ঠাশ করে বালব ভাঙার শব্দ হলো।

দরজা খোলার ঝামেলাটা পোহাতে হলো না রানাকে। কাঁধের এক ধাক্কায় ইলিইচকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে হলঘরে চলে এল ও। সামনের দরজা খোলা, ঝড়ের বেগে ছুটছে সেদিকে। ওস্তাফকে শায়েস্তা করার একটা সুযোগ হারাচ্ছে ও, কিন্তু প্রাণ বাঁচানো ফরজ এখন, সুযোগ আরও অনেক পাওয়া যাবে। হলঘর থেকে বেরিয়ে ফোক্সওয়াগেনের পাশ ঘেঁষে ছুটছে ও, প্রকাণ্ডদেহী রাশিয়ান আড়াল থেকে মাথা তুলতে যাচ্ছে দেখেই গুলি করল। নাদুসনুদুস শরীরটা নিয়ে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লোকটা। অন্ধকারে গা ঢাকা দেবার আগে লক্ষ করল রানা ফোক্সওয়াগেনের চারটে চাকাই

খুলে ফেলা হয়েছে।

এলাকাটা উঁচু-নিচু লাভা দিয়ে মোড়া। অন্ধকার ফিকে হয়ে এলেও তিন হাত দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছে না ও। দিনের উজ্জ্বল আলোয় ঘণ্টায় খুব বেশি হলে হাত-পা না ভেঙে এক মাইল দৌড়ানো সম্ভব। অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে রানা, কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না। জানে, কঠিন লাভার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে যদি পা ভাঙে, দশ মিনিটের মধ্যে গুস্তাফের লোকেরা তুলে নিয়ে যাবে ওকে। অথবা তুলে নিয়ে যাবার কষ্টটুকুও স্বীকার করবে না। মাথায় গুলি করে ঝামেলা চুকিয়ে দেবে।

লেকের তীর থেকে তির্যক একটা রেখা রচনা করে চারশো গজ পেরিয়ে এসেছে ও, ছুটছে রাস্তার দিকে। পেছনে পায়ের শব্দ নেই। একবার থামল ও। পেছন দিকে তাকাল। কামরাটা দেখতে পাচ্ছে ও, জানালার পর্দাগুলোয় আগুন জ্বলছে এখনও। ক্ষীণ শোরগোল ভেসে আসছে কানে। একটা জানালার সামনে দিয়ে ছুটে গেল কে যেন। তবে ওকে অনুসরণ করে কেউ আসছে বলে মনে হচ্ছে না। কোনদিক ধরে এসেছে ও তা বোধহয় জানতেই পারেনি ওরা।

সামনে উঁচু একটা ঢিবির মত দেখা যাচ্ছে, ওটার ওপারেই সম্ভবত রাস্তা। দ্রুত এগিয়ে এল রানা, ঢিবির গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে। চূড়ায় উঠল ক্রল করে, যাতে দূর থেকে আকাশের গায়ে ওকে দেখা না যায়। চূড়া থেকে খানিকটা নেমে এসে আবার দাঁড়াল ও। তরতর করে নেমে এল ঢিবির নিচে। বেশ খানিকটা দূরে আবছাভাবে একটা সরল রেখা দেখা যাচ্ছে। ওটাই রাস্তা। সামনে একটা ঝোপ, পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে ও, এই সময় ওর ঘাড়ে লোহার মত কঠিন একটা হাত পড়ল। একই সাথে পিস্তল ধরা হাতের কব্জি ধরে ফেলে প্রচণ্ড চাপ দিল লোকটা। 'পিস্তল ছাড়!' কর্কশ গলায় বলল সে। ভাষাটা রাশিয়ান।

পিস্তলটা ছেড়ে দিল রানা, পরমুহূর্তে বুকের ওপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল দুই হাত দূরে। চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে জ্বলে উঠল একটা টর্চ। টর্চের পেছনে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাতের চকচকে নলচে পিস্তলটা দেখা যাচ্ছে। 'আরে! রানা, তুমি!' বলল টনি ফস্টেন।

'আলোটা নেভাও!' এক হাত দিয়ে ঘাড় ডলছে রানা, উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। 'সেইসাথে আমাকে ফেলে উধাও হয়ে গেলে যে?'

'আমি দুঃখিত, রানা,' বলল টনি। 'কাছে পিঠে ছিল ও, তাই...'

'কে?'

'জ্যাক লেমন,' বলল টনি। 'আমি পৌঁছে দেখি আমার আগেই মোটেলে এসে উঠেছে সে...'

'কিন্তু তুমি আমাকে বললে...'

অসহায় একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল চেহারায় টনি, বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু মিথ্যে কথা না বলে উপায় ছিল না আমার। ওর ওপর এমন খেপে ছিলে তুমি, মোটেলে আছে শুনলে ওকে মেরেই ফেলতে।'

'চমৎকার! একেই বুঝি বন্ধু বলে?' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'ঠিক আছে, এ ব্যাপারে পরে কথা হবে তোমার সাথে। গাড়ি নিয়ে আসোনি?'

'রাস্তায় রেখে এসেছি,' পিস্তলটা পোশাকের হোলস্টারে রেখে দিল টনি।

নিজেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে দিল না রানা। টনি বা আর কাউকে এখন আর বিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বলল, 'টনি, স্যার মেডিভককে তুমি জানিয়ে দিয়ো প্যাকেটটা রেকিয়াভিকে পৌঁছে দেব আমি।'

'ঠিক আছে। চলো, এখান থেকে কেটে পড়া যাক।'

এক পা এগিয়ে এল টনির দিকে রানা। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না টনি,' টনির সোনার প্লেক্সাস বরাবর তিনটে খাড়া আঙুল ঢুকিয়ে দিল ও, হুস করে বেরিয়ে এল ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস। সেই সাথে কোমর বাঁকা হয়ে গেল টনির, বুকে পড়েছে সামনের দিকে। তার মাথার পেছনে, ঘাড়ের ওপর ডান হাতে একটা কারাতে চপ মারল রানা। ওর পায়ের কাছে পড়ে গেল অজ্ঞান শরীরটা। আনআর্মড কমব্যাটে কেউ কারও চেয়ে কম যায় না ওরা, বিপদটা আসছে টের পায়নি বলেই এত সহজে কাবু করা গেল টনিকে।

দূর থেকে ভেসে এল একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ। ডানদিকে হেডলাইটের আলো দেখতে পেয়েই দ্রুত শুয়ে পড়ল রানা। লাভা মোড়া উঁচু-নিচু পথ দিয়ে মোটেলের দিকে এগিয়ে আসছে গাড়িটা। দেখতে পাচ্ছে না ও, শব্দ শুনছে। কিন্তু বাঁক নিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল সেটা—থিংভেলির থেকে যে-পথ ধরে এসেছিল ও।

এঞ্জিনের আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর হাত ঢোকাল টনি কর্স্টেনের পকেটে। চাবির গোছা আর পোলারয়েড ক্যামেরার সাথে পিস্তলটা বের করে নিল ও। বালাক্লেভের সিল্ক থেকে আঙুলের ছাপ মুছে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা। দ্রুত, কিন্তু সতর্কতার সাথে রাস্তায় উঠে এল ও, হাতে পিস্তল নিয়ে এগোল টনির গাড়ির দিকে।

গাড়িটা ভলভো। বোতামে চাপ দিতেই স্টার্ট নিল সেটা।

আলো না জ্বেলেই গাড়ি চালাচ্ছে রানা। লগারভাটন অনেক দূরের পথ, সারাটা রাস্তা একজনের কথাই শুধু ভাবছে ও।

কবীর চৌধুরী। নাম এবং চেহারা মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা শিরশির করে রানার। লোকটা মরেনি তাহলে! কিন্তু তার সাথে এই অপারেশনের সম্পর্ক কি? এ যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া, ধাঁধার ভেতর আরেক ধাঁধা।

তবে, দুয়ে দুয়ে চারের মত সহজেই একটা হিসাব মিলিয়ে ফেলল রানা। জ্যাক লেমনের দেয়া প্যাকেটটা একটা সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট, এবং কবির চৌধুরী একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী—অনুমান-নির্ভর হলেও ধীরে ধীরে ব্যাপারটা এখন একটা চেহারা লাভ করছে।

সে যাই হোক, কবীর চৌধুরী তার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে আবার উদ্যোগ নিয়েছে, ভয়ের কথা সেটাই। ওকে সে খুন করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কথাটা ভোলেনি ও।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ছয়

ভোর পাঁচটা। লগারভাটিন। গুনার ভলতেয়ারের বাড়ি। উঠানে গাড়ি থামিয়ে নামছে রানা, দেখল জানালার একটা পর্দা কেঁপে উঠল একটু। দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই কবাট দুটো ফাঁক হয়ে দু'পাশের দেয়ালে দড়াম করে বাড়ি খেল, সিঁড়ির ধাপ তিনটে লাফ দিয়ে টপকে এসে রানার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহানা।

'তোমাকে জ্যান্ত দেখে যার-পর-নাই আনন্দ হচ্ছে, সোহানা।' দুই হাতে সোহানার কাঁধ ধরে তাকে একটু সরিয়ে দিয়ে হাসল রানা।

চোখেমুখে উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা নিয়ে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'তোমার মুখে রক্ত, রানা!'

নাকের পাশে আঙুল বুলাল রানা, এক ফোঁটা জমাট রক্ত ঠেকল তর্জনীতে। কখন কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে জানতেই পারেনি। 'চলো, ভেতরে যাই,' বলল ও। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে হবে এখান থেকে।'

হলঘরে দেখা হলো হিলির সাথে। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, 'তোমার জ্যাকেট পুড়ল কিভাবে?'

জ্যাকেটের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা ফুটো দেখতে পেল রানা। হেসে ফেলল ও। বলল, 'তোমাদের দেশটা তো আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গরম লাভা তাড়া করেছিল আমাকে।'

'এড়িয়ে যাচ্ছ যাও, তাতে আমার আপত্তি নেই,' বলল হিলি। 'তোমাকে আমি শুধু একটা অনুরোধই করব—আমার বান্ধবীটাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা কোরো না!'

'এসব কথা তোমার আর সময় পেলি না?' চোখ গরম করে হিলির দিকে তাকাল সোহানা। তারপর রানার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসাল ওকে। 'সব কথা বলো আমাকে, রানা,' বলল সে। হাঁটু ভাঁজ করে বসল রানার পায়ের কাছে, রানার হাঁটু দুটো দু'হাত দিয়ে ধরে আছে। 'ওয়াক···'

'পরে,' দ্রুত বলল রানা।

হেসে ফেলল হিলি, 'ঠিক আছে বাবা, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি সময় পাবি না তুই, সোহানা। রানার চেহারা কি হয়েছে দেখছিস? ঠিক পাঁচ মিনিট পর এসে ওকে আমি ওপরের বিছানায় দিয়ে আসব।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে রানা। 'না, হিলি। আমি···আমরা চলে যাচ্ছি।'

সোহানা আর হিলি দৃষ্টি বিনিময় করল।

'এভাবে? বিনা নোটিসে?'

'উপায় নেই, হিলি,' বলল রানা। 'পরে এক সময় সবটা খুলে ব্যাখ্যা করে বলব তোমাকে।'

'বেশ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল হিলি। 'কিন্তু কফি খেয়ে যাও, তৈরি করাই

আছে। সারারাত ধরে ওই খেয়েই তো জেগে আছি আমরা। কথা শেষ করে কিচেনে এসো তোমরা।' হলঘর থেকে বেরিয়ে গেল হিলি।

'এবার বলো কি হয়েছে!' ব্যস্তভাবে জানতে চাইল সোহানা।

'নষ্ট করার মত সময় নেই, সোহানা,' বলল রানা। 'এই বাড়ি নিরাপদ নয় আমাদের জন্যে। পরে সব বলব, এখন শুধু এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকো—শত্রু আরও একজন বেড়েছে আমার। সে একাই একশো।'

'কে? আমি চিনি এমন কেউ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কবীর চৌধুরী।'

শিউরে উঠল সোহানা। হাইবেন্ডের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখের চেহারা। 'কি···কি বললে? সে-ও এর মধ্যে···কিভাবে···'

'জানি না,' একটা সিগারেট ধরাল রানা। সোহানা দেখল, হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে ওর। 'হিলিরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এসো।'

কিচেনে ঢুকে টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল রানা। ওর সামনে এক কাপ কালো কফি রাখল হিলি। তারপর ধীর পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সাথে সাথে দেখতে পেল গাড়িটা। ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

'ফোক্সওয়াগেনটা কি হলো?'

'ওটা আর ফিরে পাচ্ছ না তুমি,' বলল রানা। তার বদলে নতুন একটা গাড়ি কিনে দেবে তোমাকে সোহানা।'

সোহানার দিকে ফিরল ও। 'আইসল্যান্ডে একটা ফোক্সওয়াগেনের দাম কত জানো?'

'জানি,' বলে কিচেন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সোহানা।

'কোথায় যাচ্ছিস?' জানতে চাইল হিলি।

'চেক বইটা নিয়ে আসি।'

'সে পরে হলেও চলবে,' বলল হিলি। 'অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এখন তোরা যাচ্ছিস যা, কিন্তু হাঙ্গামা মিটে গেলে একবার দেখা করতে আসিস।'

অনেক কথা ভাবতে হচ্ছে রানাকে। ফোক্সওয়াগেনের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার চেক করলেই গাড়িটা কার এবং কোথাকার তা জেনে যাবে গুস্তাফ তাতাভস্কি। তার মানে কাল দুপুরের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবে সে বা তার লোকজন। 'হিলি,' বলল রানা, 'একটা ঘোড়া নিয়ে ভলতেয়ারের কাছে চলে যেতে পারবে তুমি?'

অবাক হয়ে গেল হিলি। 'কেন?'

'ফোক্সওয়াগেনের সূত্র ধরে এখানে কিছু বিদেশী লোক আসতে পারে আমার খোঁজে,' বলল রানা। 'আমাকে না পেয়ে তোমার অসুবিধে করার চেষ্টা করতে পারে ওরা। আমি চাই না তোমার···'

'গতরাতে ভলতেয়ারের টেলিগ্রাম পেয়েছি একটা,' বলল হিলি। 'ফিরতে আরও তিন দিন দেরি হবে ওর।'

'ভালই হলো। তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ঝামেলা মিটে যাবে বলে আশা করছি আমি।'

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'কিন্তু তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে জানতে চাইল হিলি।

'জানতে চেয়ো না,' সতর্ক করে দিল রানা। 'এরই মধ্যে অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তুমি। শুধু এমন কোথাও চলে যাও যেখানে জেরা করার জন্যে কেউ তোমার নাগাল পাবে না।' একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল ও, 'ন্যাগরোভারটাও এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব আমি। ওটাকে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আস্তাবলে রাখতে পারো ওটাকে।'

'মন্দ নয় আইডিয়াটা,' টেবিল থেকে নেমে পড়ল রানা। 'গ্যারেজ থেকে একবার ঘুরে আসছি আমি, ন্যাগরোভার থেকে কয়েকটা জিনিস ডলভোয় সরাতে হবে।'

গ্যারেজে ঢুকে ন্যাগরোভার থেকে ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট, দুটো রাইফেল আর সমস্ত অ্যামুনিশন বের করে নিল রানা। আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বড় একটা ক্যানভাস বস্তায় ভরে চালান করে দিল ভলভোর বুটে। একটা ছায়া পড়ল গ্যারেজে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। সোহানা ঢুকছে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল সে।

'আমরা না, আমি।'

'তোমার সাথে আমিও যাচ্ছি,' জেদের সুরে বলল সোহানা।

'না। তুমি হিলির সাথে যাচ্ছ।'

'সে দেখা যাবে,' বলল সোহানা। 'রাতে কি ঘটেছে সব বলো আমাকে।'

বুটটা বন্ধ করে দিল রানা। 'হিলিকে বলো, এখুনি তৈরি হতে হবে ওকে। তোমার জিনিসপত্রও গোছগাছ করে নাও। এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি খালি করতে চাই আমি।' ম্যাপটা বের করে সেটার ভাঁজ খুলল ও।

'আমরা বা তুমি একা, কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছ?' নাছোড়বান্দার মত প্রশ্ন করল সোহানা।

'রেকিয়াভিকে,' বলল রানা। 'তবে, প্রথমে আমি কিফলাভিকে যেতে চাই।'

'পাগল হলে নাকি?' বলল সোহানা, 'প্রথমে তো রেকিয়াভিকই পড়বে, তারপর কিফলাভিক। অবশ্য যদি দক্ষিণের রাস্তা ধরে হেভারাগার্দির ভেতর দিয়ে যাও তাহলে আলাদা কথা।'

'পাগল হইনি, সমস্যায় পড়েছি,' নিচু গলায় বলল রানা। ভুরু কুঁচকে ম্যাপটা দেখছে। মাকড়সার জালের মত অসংখ্য রাস্তা দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল ও, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ঠিক তার উল্টো। কয়েকটা মাত্র রাস্তা, এবং এগুলোর প্রত্যেকটিতে জ্যাক লেমান আর তোতাতত্ত্বির লোক থাকবে। অন্তত থাকবে বলে ধরে নেয়াই ভাল। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে লোকের খুব অভাব, বলেছিল জ্যাক লেমন। কথাটা এখন আর বিশ্বাস করে না ও। তাছাড়া, ওয়াকেন্ধের অন্তত লোকের কোন অভাব নেই। নিজের চোখে প্রায় কুড়িজন লোক দেখেছে ও।

ম্যাপ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গোটা রেকিয়াভিক পেনিনসুলা সীল করার জন্যে পূর্বদিকের দুটো পয়েন্টে লোক রাখলেই যথেষ্ট—থিংভেল্লিরে আর হেভারাগার্দিতে। দুটো শহরের যে কোন একটার ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক স্পীডে গাড়ি চালিয়ে গেলেই নজরে পড়ে যাবে ও, আবার দ্রুত স্পীডে গেলেও সম পরিমাণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। রেডিও টেলিফোন এক সময় উপকারে লাগলেও এখন সেটা ওর বিরুদ্ধে কাজ করবে। জ্যাক লেমন বা ওয়াকেন্ধ তোতাতত্ত্বির লোকেরা চাক ভাঙা মৌমাছির মত পিছু নেবে ওর।

'বিপদেই পড়া গেল দেখছি! একটা রাস্তাও নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। কি করা যায় বলো তো?'

কোন সন্দেহ নেই বোঝা গেল, আনন্দে জ্বলজ্বল করছে সোহানার চেহারাটা। তবে অভদ্রতা দেখানো হয়ে যাবে ভেবে উল্লাসটা চেপে রেখেছে সে। রানার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'যদি বলো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি,' বলল সোহানা। 'তোমার সমস্যার চমৎকার একটা সমাধান করে দিতে পারি আমি।'

'কি সমাধান দিতে পারো শুনি তো?' অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরে বলল রানা।

'পানির রাস্তা ধরে যাও,' বলল সোহানা। 'যেহেতু রাস্তাগুলোর কোনটাই নিরাপদ না। আমি তোমাকে সাগরপথে কিফলাভিকে নিয়ে যেতে পারি।' ম্যাপে আঙুল রাখল সে। 'এই যে, এখানে ভিক, ওখানে যদি আমার সাথে যাও তুমি, আমার এক বান্ধবীর ভাই তার বোটে করে কিফলাভিকে পৌঁছে দেবে তোমাকে।'

ম্যাপের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। সন্দেহের দোলায় দুলছে ও। 'ভিক এখান থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া, সম্পূর্ণ উল্টো দিকেও...'

'সেজন্যেই তো সম্পূর্ণ নিরাপদ,' যুক্তি দিল সোহানা। 'ওরাও খারাপটাই করতে পারবে না ওদিকের রাস্তা ধরেছ তুমি।'

ম্যাপের ওপর চোখ রেখে ভাবছে রানা। যত ভাবছে, সোহানার প্রস্তাবটাই সব দিক থেকে ভাল বলে মনে হচ্ছে ওর।

'মন্দ না,' বলল ও।

নিরীহ, বোকেচারা ভঙ্গিতে বলল সোহানা, 'আমারও তাই মনে হয়। বান্ধবীর ভাইয়ের সাথে তোমার তাহলে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় আমার। অন্তত ভিক পর্যন্ত তোমার সাথে যাচ্ছি আমি, কি বলো? তুমি আমার কি হও, যদি জানতে চায় ও, কি বলব ওকে?'

'সত্যি কথাই বলবে।'

'সত্যি কথাটা যদি বলি, তাহলে আরও একশোটা প্রশ্ন করবে।'

'কি প্রশ্ন?'

'জানতে চাইবে না আমাকে ফেলে একা তুমি কিফলাভিকে যাচ্ছ কেন? কি জবাব দেব আমি?'

রানা চুপ করে আছে।

'সবচেয়ে ভাল হয়, আমি যদি তোমার সাথে কিফলাভিকে যাই, তাহলে কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।' একটা হাসি দমন করল সোহানা। 'তাছাড়া, আমার

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

নিরাপত্তার দিকটাও ভাবতে হবে তোমাকে।'

'তার মানে?'

'তোমার সাথে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে হয় নিজেকে, রানা,' এখন আর হাসছে না সোহানা। 'আমাকে একা রেখে চলে যাচ্ছ শুনলেই ভয় লাগে আমার।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। বলল, 'মেজুড় আর বলে কাকে!'

উল্টোদিকের রাস্তা ধরে রেকিয়াভিক থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। জলসা নদীর যত কাছে এগিয়ে আসছে ততই টান পড়ছে রানার পেশীতে। এলাকাটা থেকে বেরিয়ে যাবার যতগুলো মুখ আছে এটা তার মধ্যে একটা। শত্রুরা এখানে লোক দাঁড় করিয়ে রাখতে ভুল করবে বলে মনে হয় না। ব্রিজের ওপর উঠে এল গাড়ি। কি যেন জিজ্ঞেস করছে সোহানা, ভাল শুনতেই পাচ্ছে না রানা। ব্রিজটা পেরিয়ে এসে স্বস্তিবোধ করল ও। লোকজনের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। 'কিছু বলছিলে?'

'এই পথেও বিপদের ভয় করছ নাকি তুমি?'

'কিভাবে বুঝলে?' গাড়ি নিয়ে মেইন রোড থেকে সরে এল রানা, একটা সাইড রোডে ঢুকল।

'পাশে বসে রয়েছি, অথচ আমার দিকে কোন খেয়ালই নেই তোমার।'

হেসে ফেলল রানা।

দুপুরবেলা স্টিয়ারিং হুইল ধরা রানার একটা হাত চেপে ধরল সোহানা, বলল, 'থামো এবার।'

'কেন?'

'গাড়ির স্পীড যেভাবে বাড়াচ্ছ, লক্ষণ সুবিধের বলে মনে হয় না,' বলল সোহানা। 'নিশ্চয়ই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তোমার।'

রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। 'কিন্তু খাবটা কি?'

'কফি।'

'পেলে কোথায়? তোমার কাছে আলাউদ্দীনের চেরাগ আছে নাকি?'

'কিছু রুটি, কিছু হেরিং মাছ আর এক ফ্লাস্ক কফি—হিলির কিচেনে হানা দিয়ে এর বেশি কিছু যোগাড় করতে পারিনি।'

'তুমি এসেছ সেজন্যে এখন আমি খুশি,' বলল রানা।

মাছ আর রুটি খেয়ে ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে ওরা। 'ভিকে তোমার বান্ধবীটা কে?' জানতে চাইল রানা।

'বান্ধবী নয়,' বলল সোহানা, 'বান্ধবীর ভাই। ক্রিস্টিনার কথা মনে নেই তোমার?'

'খুব মনে আছে। আইসল্যাণ্ড এয়ারলাইন্সের একমাত্র মেয়ে পাইলট।'

'ওর ভাই নাজাল সাগা, মেরিন বায়োলজিস্ট, কোস্টাল ইকোলজি সম্পর্কে গবেষণা করছে। কাটলা কবে বিস্ফোরিত হবে, সেই আশায় অপেক্ষা করছে।'

'কেন?'

'কাটলা বিস্ফোরিত হলে চারদিকের বিশাল এলাকা জুড়ে বিরাট একটা পরিবর্তন দেখা দেয়, সেই পরিবর্তনের একটা হিসাব বের করতে চায় নাজাল সাগা। অনেক বছর ধরে অপেক্ষা করছে সে।'

'একটু পাগলাটে নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমার সাথে মিল আছে। কাজের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তোমার মতই আন্তরিক...'

'আমার মত?' আঁতকে উঠল রানা। 'তাহলে তো বিপদের কথা।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে উঠল সোহানার।

'আমার তো অনেক খারাপ গুণও আছে,' বলল রানা। 'যেমন ধরো, তোমার মত মেয়ে দেখলে নিজের অজান্তেই কেমন দুর্বল হয়ে পড়ি।'

হেসে ফেলল সোহানা। কুটুস করে চিমটি দিল একটা রানার পাঁজরে।

'ক্রিস্টিনার ছোট, না বড়?'

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল সোহানা। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। নাজাল আমাকে বড় বোনের মত শ্রদ্ধা করে।'

'তার মানে ক্রিস্টিনার ছোট সে,' সশব্দে একটা হাঁফ ছাড়ল রানা। 'কিন্তু সে যে তার বোটে করে আমাদেরকে কিফলাভিকে পৌঁছে দেবে তা তুমি জানছ কিভাবে?'

'আমি বললে অবশ্যই দেবে,' জোর দিয়ে বলল সোহানা। 'খুব ভাল ছেলে, দেখেই পছন্দ হবে তোমার।'

হলোও তাই। চওড়া হাড়ের চারকোনা একটা শরীর নাজাল সাগার, আকৃতি আর গায়ের রঙ দেখে মনে হয় আইসল্যান্ডিক ব্যাসাল্টের একটা থাম খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে তাকে। ধড় এবং মুণ্ডু দুটোই চৌকো। হাতগুলো লোহার মত শক্ত আর বাঁকা। ল্যাবরেটরিতে বসে আপনমনে কাজ করছে সে। সোহানাকে দেখেই শশব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। দুই চোখে অবিশ্বাস মেশানো আনন্দ চিক চিক করছে। 'সোহানাদি আপনি? ভুল দেখছি না তো?' দুটো চেয়ার টেনে আনল সে। রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। আশ্চর্য সরল আর আন্তরিক হাসি। 'বসুন।'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম,' বলল সোহানা, 'ভাবলাম, ছোট ভাইটার একটু খবর নিয়ে যাই।' রানাকে দেখাল ও। 'মাসুদ রানা। ফ্রেণ্ড।'

প্রকাণ্ড থাবার ভেতর নিয়ে রানার হাতটা ডলে দিল নাজাল সাগা।

'খুব খুশি হয়েছি আমি,' বলল নাজাল। 'ভাগ্য ভাল আমার যে আজই পৌঁচেছেন আপনারা। কাল যদি আসতেন, আপনাদেরকে মিস করতাম আমি।'

'কেন?'

'আমার বোটের জন্যে নতুন একটা এঞ্জিন বরাদ্দ করেছে ওরা,' বলল নাজাল। 'সেটা নিয়ে আসার জন্যে কিফলাভিকে যেতে হবে আমাকে।'

দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর সোহানা। উজ্জ্বল হয়ে উঠল সোহানার মুখ। 'এক জোড়া প্যাসেঞ্জার পেলে খুশি হও তুমি, নাজাল? রানাকে বলেছি, আমি বললে ওকে তুমি সুর্টসে দেখাবার ব্যবস্থা করবে। সুর্টসে হয়ে কিফলাভিকে যেতেও আপত্তি নেই

amrumon@yahoo.com
www.murchona.com

আমাদের। দু'দিন পর ওখানে একজন লোকের সাথে দেখা করার কথা রানার।'

আন্তরিক উৎসাহে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নাজানের চেহারা। 'আপনাদের সঙ্গ পাওয়া তো আনন্দের ব্যাপার, সোহানাদি।' রানার দিকে তাকাল সে। 'ছুটি কাটাতে এসেছেন বুঝি, মাসুদ ভাই?'

স্থানীয় ভাষায় উত্তর দিল রানা 'হ্যাঁ। আসলে প্রায় প্রতি বছরই একবার করে আসা হয় আইসল্যাণ্ডে।'

অবাক হয়ে গেল নাজান। তারপর নিঃশব্দে হাসল। বলল, 'মনে হচ্ছে আমাদের দেশটাকে ভাল লেগে গেছে আপনার। কষ্ট করে কেউ শিখতে চায় না ভাষাটা।'

'তোমাদের দেশটাকে আমি যত ভালবাসি, তার চেয়ে বেশি ভালবাসে ও,' সোহানাকে দেখিয়ে বলল রানা। 'আর ওকে ভালবাসি আমি। ওর বেশির ভাগ বন্ধু আইসল্যাণ্ডে রয়েছে, অগত্যা বাধ্য হয়ে শিখে নিতে হয়েছে ভাষাটা।'

হো হো করে হাসল নাজান।

ল্যাবরেটরির চারদিকে তাকাল রানা। আধখানা পরিচিত বায়োলজিক্যাল সেট-আপ। কেমিক্যাল ভর্তি অসংখ্য বোতল, পরিমাপক যন্ত্র, দুটো মাইক্রোস্কোপ, কাচ গ্লাসের নিচে প্রচুর স্পেসিমেন রয়েছে। ফরমালিনের গন্ধ ঢুকছে নাকে। 'কি কর তুমি এখানে?' জানতে চাইল ও।

রানার একটা হাত ধরে জানালার কাছে টেনে নিয়ে গেল ওকে নাজান। বড় করে হাত নেড়ে বাইরেটা দেখিয়ে বলল, 'ওই যে পাহাড় দেখছেন, ওখানে একটা গ্রাম রয়েছে, মাসুদ ভাই। এখন আপনি দেখছেন, খুব বেশি দূর দৃষ্টি চলে না, ভাল আবহাওয়ায় সেই ভেস্টম্যানাইজার পর্যন্ত দেখা যায়—ওখানে বিরাট একটা ফিশিং ফ্লীট আছে। এবার এদিকে চলুন।'

কামরার অপর দিকে নিয়ে এল রানাকে নাজান। আরেকটা জানালার সামনে দাঁড়াল ওরা। বিশাল, আকাশচুম্বি পাহাড় মাইডালসয়োকালের দিকে হাত তুলল নাজান। 'ওখানে বরফের পাহাড় আর ওই বরফের নিচে এক মহা শয়তান ঘুমিয়ে, নাম কাটলা। আপনি কাটলা সম্পর্কে জানেন, মাসুদ ভাই?'

'আইসল্যাণ্ডে একবার যে এসেছে সেই জেনেছে কাটলার কথা।'

মাথা ঝাঁকাল নাজান। বলল, 'উপকূলের তীরবর্তী সমস্ত প্রাণী আর সব ধরনের শ্যাওলা, গাছ-পালা সম্পর্কে নোট রাখছি আমি। কাটলার উদ্গীরণে হাজার কিউবিক কিলোমিটার বরফ গলে পানি হয়ে যাবে, সেই পানি এসে পড়বে এই সাগরে। সারা বছর ধরে আইসল্যাণ্ডের সমস্ত নদীতে যে পানি প্রবাহিত হয় তার সমপরিমাণ পানি এই একটি মাত্র জায়গায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে। প্রাণী আর প্ল্যাঙ্কটনের জন্যে এর প্রতিক্রিয়া সাংঘাতিক ক্ষতিকর, কারণ এত বেশি মিঠা পানিতে অভ্যস্ত নয় ওগুলো। আমার গবেষণার বিষয় হলো ঠিক কতটা ক্ষতি হয় ওদের, এবং ক্ষতিটা সামলে উঠতে কি রকম সময় নেয়।'

'কিন্তু,' বলল রানা, 'কাটলা কবে বিস্ফোরিত হবে তা তুমি জানো না। কতদিন অপেক্ষায় থাকবে তুমি?'

হাসছে নাজান। 'পাঁচ বছর তো কেটে গেল। হয়তো আরও দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাকে—তবে, আমার তা মনে হয় না। বুড়ো শয়তানের আড়মোড়া ভাঙার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কাল সকালেই বিস্ফোরিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে কিরুনাতিকে যাওয়া হবে না আমাদের।'

হেসে ফেলল রানা।

এগিয়ে গিয়ে সোহানার একটা হাত ধরল নাজান। 'সোহানাদি, চলুন, কিচেনটা বুঝিয়ে দিই আপনাকে আগে। আপনার হাতের রান্নার স্বাদ এখনও লেগে রয়েছে আমার মুখে, আবার যখন সুযোগ পাওয়া গেছে...'

হাসাহাসি করছে ওরা, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই রানার। ওর চোখ দুটো আটকে গেছে একটা খবরের কাগজের হেডলাইনে। একটা ডেস্কের ওপর পড়ে রয়েছে কাগজটা। আজ সকালের কাগজ, এসেছে রেকিয়াভিক থেকে। বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে হেডলাইনটা—'লেইসারে গোলাগুলি'।

রিপোর্টটা দ্রুত পড়ল রানা। সংবাদদাতা জানাচ্ছে, যা কখনও ঘটেনি, গতরাতে ঠিক তাই ঘটেছে লেইসারে। অপরিচিত দুই দল লোক পরস্পরকে লক্ষ্য করে তুমুল গুলি ছুঁড়েছে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও ছাপা হয়েছে, সব কটা ভুলে ভরা। একজন রাশিয়ান টুরিস্টের কথা বলা হয়েছে রিপোর্টে, নাম ভালনভ কিস্টোলোভিচ কোনিকিন, কোথাও স্ট্রোলারের খুব কাছাকাছি দিয়ে পড়েছিল, ফলে গলায় গুলি খেয়ে মারা গেছে। কোনিকিনের শরীরে বুলেটের কোন গর্ত পাওয়া যায়নি। অজ্ঞাত পরিচয় দু'দল লোকদের তাড়া খেয়ে একজন সোভিয়েত নাগরিক অকালে মৃত্যুবরণ করায় সোভিয়েত অ্যামবাসাডর আইসল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

পাতা উল্টে দেখল রানা, বিষয়টা নিয়ে উপ-সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। ভাষা ভাষায় কলাম-রাইটার প্রশ্ন রেখেছে, সোভিয়েত নাগরিক মি. কোনিকিন টুরিস্ট হিসেবে আইসল্যাণ্ডে যখন প্রবেশ করে তখন তার কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, কিন্তু লাশের পকেটে থেকেই পিস্তল আর বুলেট পাওয়া গেল কেন?

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। রাশিয়ার সাথে আইসল্যাণ্ডের কূটনৈতিক সম্পর্কে ফাটল ধরতে যাচ্ছে। ক্রুরাফ তার রিপোর্টে এর জন্যে দায়ী করবে ওকে। কে. জি. বি-র চীফ মাসুদ রানার ফাইলটা হয়তো চেয়ে পাঠাবেন। বলা যায় না, ওর বিরুদ্ধে তিনি হয়তো কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত নিতেও পারেন।

পরদিন ভোর একটু চড়তে ভিক থেকে রওনা হলো ওরা।

মন-মেজাজ ভাল নেই রানার। অন্যতম কারণ, কয়েক টেলিফোন করে মারভিন লংফেলোকে অফিসে পায়নি ও। কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হয়নি তাঁর সেক্রেটারি। মেসেজটা রেখেছিল সে, কিন্তু তা দিতে রাজি হয়নি রানা। উনি কর্ণেলের অদ্ভুত আচরণ ওকে ভাবিয়ে তুলেছে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের আর কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে চায় না।

ডিঙি নৌকায় চেপে খোলা সাগরে এসেছে ওরা, ওখানে নোঙর করা রয়েছে

নাজালের বোট। লম্বা চটের বস্তাটার দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছে নাজাল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করে বিব্রত করেনি রানাকে। পঁচিশ ফিটের মত লম্বা বোটটা, ছোট্ট একটা কেবিন আছে, বসা বা শোয়া যায়, দাঁড়াতে গেলেই সিলিংয়ে ঠুকে যায় মাথা।

ম্যাপ দেখে ভিক থেকে কিফলাভিকের দূরত্ব হিসাব করল রানা। মুখ তুলে তাকাল নাজালের দিকে। 'কতক্ষণ লাগবে পৌঁছতে?'

'বিশ ঘণ্টার কম নয়,' বলল নাজাল। 'এঞ্জিন সাহেব যদি দয়া করে বিগড়ে না যান, তবেই।'

মুক্ত বাতাসে চুল উড়ছে সোহানার। বো-এর দিকে হাত তুলে প্রশ্ন করল, 'দূরে ওগুলো দ্বীপ, না?'

'হ্যাঁ। ভেস্টম্যাননাইজার দ্বীপপুঞ্জ।'

'সুর্টসে এখান থেকে কত দূর?'

'হিয়াইমারী, দি বিগ আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে, এখান থেকে বিশ কিলোমিটার।'

ঢেউয়ের দোলায় নাচছে ছোট্ট বোটটা। ঢেউয়ের মাথা থেকে নামার পর প্রতিবার ভয় হচ্ছে এবার আর উঠতে পারবে না, কিন্তু সমস্ত আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত করে প্রতিবার পরবর্তী ঢেউয়ের গা বেয়ে মাথায় চড়ে বসছে সে। এঞ্জিনটা অনেক দিন আগেই বাতিল হয়ে গেছে, জোর করে কাজ আদায় করা হচ্ছে তার কাছ থেকে। বিদঘুটে শব্দে প্রতিবাদও জানাচ্ছে সে, কান পাতা দায়।

সুর্টসের কাছে পৌঁছুতে ছয় ঘণ্টা লেগে গেল। দ্বীপটার চারদিকে বোট নিয়ে চক্কর মারছে নাজাল। সোহানার একটা প্রশ্নের উত্তরে বলল সে, 'উঁহু, সোহানাদি, দ্বীপে বোট ভেড়ানো নিষেধ আছে।'

সাগর-তলায় প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পের ফলে বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল আগুনের বিশাল লেলিহান শিখা। আগুন নিভে যাবার পর সেখানে নতুন একটা বড়সড় দ্বীপ দেখা গেল। নাম দেয়া হলো সুর্টসে। শুধু গবেষণার জন্যে বিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে দ্বীপটাকে। অনুর্বর, নিষ্প্রাণ একটা পরিবেশে কিভাবে প্রাণের উন্মেষ হয় তা চাক্ষুষ করার জন্যে কাজ করছে ওখানে তারা। সাধারণ লোককে ওখানে যেতে দেয়া হয় না, তার কারণ তাদের জুতোর তলায় জীবাণু থাকতে পারে।

'মাছ নিয়ে যুদ্ধের কথা মনে আছে আপনার, সোহানাদি?' জানতে চাইল নাজাল।

উপর-নিচে মাথা দোলাল সোহানা। খোলা সাগরে মাছ ধরার সীমানা নিয়ে ব্রিটেনের সাথে আইসল্যাণ্ডের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল একবার, সেটাই বিখ্যাত ফিশিং ওয়ার নামে পরিচিত। দুই পক্ষের ফিশিং ট্রলার মধ্যে প্রচুর রক্তপাতও ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত আইসল্যাণ্ডের জেদই বজায় থাকে। নিজস্ব উপকূল এলাকা ছাড়াও অতিরিক্ত বারো মাইল পর্যন্ত মাছ ধরার একচেটিয়া অধিকার পেয়েছে তারা।

হাসছে নাজাল। বলল, 'যুদ্ধের পর উদয় হলো সুর্টসে। ফলে আমাদের ফিশিং

লিমিট দক্ষিণ দিকে আপনা আপনি বেড়ে গেল ত্রিশ কিলোমিটার। একজন ইংলিশ স্কিপার নাকি বলেছে: আমাদের তরফ থেকে এটা একটা জঘন্য, নীচ ষড়যন্ত্র—যেন সুর্টসেকে আমরা ইচ্ছা করে সাগরের নিচ থেকে টেনে তুলেছি! যাই হোক, বিষয়টা নিয়ে আমার এক জিওলজিস্ট বন্ধুর সাথে আলাপ করলাম। সে কি বলল জানেন?' হো হো করে হাসছে নাজাল। 'বলল, এক মিলিয়ন বছরের মধ্যে দক্ষিণ দিকে আমাদের ফিশিং লিমিট ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়ল রানা। নানান চিন্তায় ভারি হয়ে আছে মাথাটা। ঘুমও পেয়েছে।

সাত

পরদিন সকাল আটটায় কিফলাভিকে পৌঁছুল বোট। গর্জন তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা জেট প্লেন, ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে তীরে নামল সোহানা, তার হাতে বস্তায় মোড়া রাইফেল দুটো ধরিয়ে দিল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, নাজাল। বিশ ঘণ্টা সাগরের বাতাস খেয়ে বেশ তাজা লাগছে শরীরটা।'

'হাতে একটা কাজ রয়েছে, তা নাহলে কত জায়গায় নিয়ে যেতাম আপনাদের,' বলল নাজাল। 'আমার আস্তানা তো চিনেই গেলেন, আবার কখনও যদি ওদিকে যান, অবশ্যই দেখা করবেন।'

'অবশ্যই।'

ডকের ওপর দাঁড়িয়ে নাজালের চলে যাওয়া দেখছে ওরা। একটু পরই পাশ থেকে জানতে চাইল সোহানা, 'এখান থেকে কোথায়?'

'লী প্রেঙ্গারের সাথে দেখা করতে চাই আমি,' বলল রানা। 'একটু ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে, কিন্তু তবু আমি জানতে চাই ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টটা আসলে কি জিনিস। ক্রিস্টিনাকে এয়ারপোর্ট অফিসে পাওয়া যাবে কি না বলতে পারো?'

'নাজাল বলেছিল, চলতি হপ্তায় প্রতিদিন একটা করে ফ্লাইট আছে ক্রিস্টিনার—অফিসে পাওয়া নাও যেতে পারে।'

'আমি চাই ব্রেকফাস্টের পর এয়ারপোর্ট অফিসে গিয়ে ক্রিস্টিনার জন্যে অপেক্ষা করো তুমি,' বলল রানা। 'ক্রিস্টিনা কোথায়, কখন ফিরবে জেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে এক জায়গায়।' জুলফির নিচেটা চুলকাতে গিয়ে রানার আঙুলে একদিনে বেড়ে ওঠা কর্কশ দাড়ির খোঁচা লাগল। 'বাইরের লোক যাওয়া আসা করছে যেখানে, ভুলেও সেখানে পা দেবে না। গুস্তাফের লোকজন কিফলাভিক এয়ারপোর্টের ওপর নির্ঘাত চোখ রেখেছে। ক্রিস্টিনার সহকারীদেরকে চেনো তুমি, তাই না? ওদেরকে বলবে নিরিবিলি একটা জায়গার ব্যবস্থা করতে, যেখানে বসে ক্রিস্টিনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারো তুমি।'

'আগে ব্রেকফাস্ট,' বলল সোহানা। 'এসো এদিকে ভাল একটা কাফে আছে।'

anmsimon@yahoo.com
www.murchona.com

আধঘণ্টা পর লী শ্লেঙ্গারের অফিসে ঢুকল রানা। ব্রিফকেসের বস্তাটা এক কোণে নামিয়ে রাখল ও, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল। দেখল, দুই চোখে একরাশ বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারবার দৃষ্টি বুলাচ্ছে লী।

পকেটে অ্যামুনিশন আর ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট থাকায় ট্রাউজারটা ফুলে আছে রানার, ঝুলে পড়ছে নিচের দিকে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাপড়-চোপড় মলিন। 'কি হে, চিনতে পারছ না নাকি?' হাসল রানা। 'আমি মাসুদ রানা, তুমি আর আমি কোন এক কালে একই কলেজে পড়াশোনা করেছি—মনে পড়ে?'

চট করে কামরার কোণটা একবার দেখে নিল লী শ্লেঙ্গার। 'দেখে মনে হচ্ছে মাছ ধরার কোন সরঞ্জামই বাদ দাওনি, সব বস্তায় ভরে নিয়ে এসেছ।' মন্তব্য করল লী। 'ঝড়ো কাকের চেহারা হয়েছে তোমার—ব্যাপারটা কি?'

'এর জন্যে দুর্গম আইসল্যাণ্ড দায়ী,' এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসল রানা। 'দোস্ত, প্রথম কথা, আমাকে একটা রেজার ধার দিতে পারো? তারপর তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

ডেস্কের দেরাজ খুলে ব্যাটারি-চালিত একটা শেভার বের করল লী। বলল, 'সবার কাছে গর্বের সাথে গল্প করি, আমার বন্ধু মাসুদ রানা চলনে-বলনে কথনে পরনে দুনিয়ার সেরা স্মার্ট পুরুষ। এখন যদি কেউ এসে তোমাকে এই অবস্থায় দেখে, মুখ দেখাব কিভাবে? তোমার মতলবটা কি, আমাকে ডোবাতে চাও?'

শেভারটা ছুঁড়ে দিল সে, লুফে নিল রানা। 'আমার পোশাক কিট কবে তোমার? ফোন করে আনাব বাড়ি থেকে?'

'কোনও দরকার নেই,' বলল রানা। 'স্মার্ট হবার আরও অনেক সময় পাব। তার আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

ভুরু কুঁচকে উঠল লী শ্লেঙ্গারের। 'কি জিনিস?'

মনস্থির করার পরও একটু ইতস্তত করছে রানা। ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের পরিচয় যাই হোক, এ ব্যাপারে মুখ না খোলার জন্যে লীকে অনুরোধ করতে পারবে না ও। করলে তার পেশার সাথে বেঈমানী করতে বলা হবে তাকে, যা সে মরে গেলেও করবে না। জিনিসটার যদি সামরিক কোন গুরুত্ব থাকে, লী বাধ্য হয়ে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে, ঝুঁকিটা থেকেই যাচ্ছে, কিন্তু এটুকু ঝুঁকি না নিয়েও উপায় নেই ওর। পকেটে হাত ভরে মেটাল বাক্সটা বের করল ও, ঢাকনির চারদিক থেকে টেপ সরিয়ে যন্ত্রটা বের করল। লীর সামনে ডেস্কের ওপর সযত্নে নামিয়ে রাখল সেটা।

'কি এটা, লী?'

জিনিসটা ছুঁলো না লী, আনমনে ঠোঁট ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল শুধু। তারপর প্রশ্ন করল, 'এটা সম্পর্কে কি জানতে চাও তুমি?'

'সব। সম্ভাব্য সব কিছু জানতে চাই,' বলল রানা। 'প্রথমে ধরো জানতে চাই—কোন দেশের জিনিস এটা? মানে কোন দেশে তৈরি?'

যন্ত্রটা হাতে নিয়ে উল্টো করে ধরল লী। রানা জানে, এর সম্পর্কে কেউ যদি

কিছু বলতে পারে ওকে তো সে এই সমাজের লী শ্লেঙ্গারই পারবে। কেফলাভিক বেসে সে একজন ইলেকট্রনিক্স অফিসার, রাডার এবং রেডিও সিস্টেমের পরিচালক। নিজের পেশায় অসাধারণ দক্ষ লোক, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার পড়াশোনাও প্রচুর।

'প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় এটা আমেরিকান মেইড,' মুখ তুলে বলল লী। একটা টোকা মারল যন্ত্রটার গায়ে। 'কিছু কম্পোনেন্ট চিনতে পারছি...এই রেজিস্টরগুলোর কথাই ধরো, এগুলো স্ট্যাণ্ডার্ড জিনিস, আমেরিকায় তৈরি। ইনপুটটাও স্ট্যাণ্ডার্ড আমেরিকান ভোল্টেজ এবং পঞ্চাশ সাইকেল।'

'হুঁ,' চেহারায় আনন্দের কোন ছাপ নেই রানার। 'বুঝলাম। কিন্তু জিনিসটা কি?'

'তা আমি এখুনি তোমাকে বলতে পারব না। উঁহু, একগাদা যন্ত্রাংশের একটা পুঁটলি নিয়ে এসে ডেস্কে ফেলেই যদি বলো এটার সমাধান বের করে দাও, তাহলে কি করে হয়? এসব আমি ভাল বুঝি, কিন্তু অতটা ভাল বুঝি না যে চোখ বুজেই মন্তব্য করতে পারব।'

'বেশ, জিনিসটা কি তা এখুনি তুমি বলতে পারছ না। কিন্তু জিনিসটা কি নয় তাও কি বলতে পারবে না?' শান্তভাবে প্রশ্ন করল রানা।

'এটা যে টিন এজারদের ট্রানজিস্টর রেডিও নয় সে-ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ,' বলল লী, পরক্ষণে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'সত্যি কথা বলতে কি, যত জিনিস আমার জীবনে দেখেছি আমি সেগুলোর সাথে এর কোন সাদৃশ্য নেই।' জিনিসটার মাঝখানে অদ্ভুত আকৃতির ধাতব টুকরোটার ওপর তর্জনী দিয়ে টোকা মারল সে। 'এটার কথাই ধরো। কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'জিনিসটা টেস্ট করে দেখা সম্ভব?'

'অবশ্যই,' চেয়ার ছেড়ে একহারা, দীর্ঘদেহী লী শ্লেঙ্গার উঠে দাঁড়াল। 'গায়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিয়ে দেখা যাক কি গান বেরোয় ভেতর থেকে।'

'তোমার সাথে যেতে পারব আমি?'

'কেন পারবে না?' হালকাভাবে বলল লী। 'চলো, ওয়ার্কশপে যাই।'

করিডর ধরে হাঁটার সময় জানতে চাইল সে, 'কোথায় পেয়েছ এটা?'

'আমাকে দেয়া হয়েছে,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা।

আড়চোখে একবার তাকাল লী, কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করল না। করিডরের শেষ মাথায় একটা সুইং ডোর, সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল লী, পেছনে রানা।

বিরাট একটা হলঘর এটা, চার দেয়ালের সামনে অনেকগুলো লম্বা বেঞ্চ দেখা যাচ্ছে, নানারকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে অগোছালোভাবে সাজানো। তাড়াতাড়ি গিয়ে একজন পেটি অফিসারকে ডাকল লী, বলল, 'অদ্ভুত একটা জিনিস এসেছে হাতে, কয়েকটা টেস্ট সারতে চাই আমি। খালি একটা টেস্ট বেঞ্চ দিতে পারো?'

'শিওর, কমাণ্ডার,' কামরার চারদিকে তাকাল পেটি অফিসার। 'পাঁচ নম্বরটা নিন। ওটায় কেউ কাজ করবে না আজ।'

পাঁচ নম্বর টেস্ট বেঞ্চটার দিকে তাকাল রানা। সুইচ, ডায়াল আর স্ক্রীন দিয়ে গিজ

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com ©

করছে বেঞ্চটার সামনে। এগিয়ে গিয়ে সেটায় বসল নী। রানাকে বলল, 'একটা চেয়ার টেনে বসো। দেখা যাক কি হয়।' জ্যাক লেমনের ধাতব বাঁধার টার্মিনালে ক্লিপ পরাল নী। তারপর হঠাৎ হাত দুটো স্থির হয়ে গেল তার, বলল, 'কয়েকটা ব্যাপার এরই মধ্যে জানা গেছে, রানা। এটা এয়ারপ্লেনের কোন যন্ত্রাংশ নয়, ওগুলোয় এত হেভী ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয় না। মোটামুটি একই কারণে এটা জাহাজের কোন অংশও হতে পারে না। তার মানে এটা একটা গ্রাউণ্ডবেসড ইকুইপমেন্ট। সাধারণ ইলেকট্রিসিটি সিস্টেম প্রয়োগ করার জন্যে যে প্লাগটা রয়েছে সেটার ডিজাইন মার্কিন দেশে তৈরি—তবে কানাডাতেও এটা তৈরি হয়ে থাকতে পারে। অনেক কানাডিয়ান ফার্ম আমেরিকার তৈরি কমপোনেন্ট ব্যবহার করে থাকে।

'বিশেষ ধরনের টিভি সেট থেকে আসতে পারে এটা?'

'আমার চেনা কোন টিভিতে এ-জিনিস দেখিনি আমি।' খটাখট শব্দ করে কয়েকটা সুইচ অন করল নী। 'একশো দশ ভোল্ট—ষিক্সটি সাইকেল। দাঁড়াও, যেহেতু কোন অ্যামপেরেজ দেয়া নেই, তাই সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে। একেবারে সামান্য কারেন্ট দিয়ে শুরু করব আমরা।' অত্যন্ত সাবধানে একটা নব ঘোরাল সে। একটা ডায়ালের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ডায়ালের সূক্ষ্ম একটা কাঁটা একচুল পরিমাণ নড়ে উঠল।

চোখ নামিয়ে ইকুইপমেন্টটার দিকে তাকাল নী। 'এর ভেতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে বটে, কিন্তু পরিমাণে তা এতই কম যে এতে একটা পিঁপড়ের হার্টেও অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।' থামল সে, মুখ তুলে তাকাল। 'শুরুতেই দেখা যাচ্ছে, এটা একটা বিদঘুটে জিনিস। এই কমপোনেন্টগুলোয় পজিটিভ আর নেগেটিভ কারেন্ট স্ট্যাণ্ডার্ড নয়। এখন, দেখা যাক—প্রথমে পাচ্ছি আমরা তিনটে অ্যামপ্লিফিকেশন স্টেজ, এ থেকে প্রায় কিছুই বোঝার নেই।'

লিডের সাথে আটকানো একটা প্রোব হাতে নিল নী। 'প্রোবটা এখানে যদি ছোঁয়াই, ওসিলোস্কোপে একটা সাইন ওয়েভ পাওয়ার কথা আমাদের…' মুখ তুলে তাকাল সে, '…পাচ্ছিও। এখন আমরা দেখব অদ্ভুত আকৃতির ধাতব টুকরোটায় এই লিড ঢোকালে কি ঘটে।'

আলতোভাবে প্রোবটা চেপে ধরল নী, সাথে সাথে ওসিলোস্কোপের সবুজ রেখাগুলো লাফিয়ে উঠে নতুন আরেক ধাঁচের আকৃতি পেল। 'একটা স্কয়ার ওয়েভ,' বলল সে। 'এই সার্কিটের এইটুকু অংশ একটা চপারের কাজ করছে—যা সাংঘাতিক বিস্ময়কর, কিন্তু কেন, তা এখুনি আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না। এবার দেখা যাক ধাতব টুকরোটা থেকে তুলে নিয়ে এই বোর্ডের সামনে লিড ঢোকালে কি ঘটে।'

প্রোব ছোঁয়াতেই ওসিলোস্কোপের সবুজ রেখাগুলো স্থির হবার আগেই আবার লাফিয়ে উঠল। শিস দিয়ে উঠল নী। 'দেখেছ, রানা?' ওসিলোস্কোপের সবুজ রেখাগুলো পাক খেয়ে বিস্ময়কর একটা ওয়েভ ফর্ম তৈরি করেছে, ছন্দ বজায় রেখে লাফ মারছে আর প্রতিটি লাফের সাথে বদলে যাচ্ছে আকৃতি। 'আকৃতিগুলো বোঝার জন্যে ব্যাপক অ্যানালিসিস দরকার,' বলল নী। 'জিনিসটা ঘোড়ার ডিম যাই

হোক, এর হার্ট হলো ওই অদ্ভুত আকৃতির ধাতব টুকরো।'

'এসব থেকে কি বুঝলে তুমি?'

'কিছুই বুঝিনি,' বলল নী। 'এখন আমি আউটপুট স্টেজে পরীক্ষা চালাব। নিকট অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আশঙ্কা করছি ওসিলোস্কোপের রেখাগুলো জট পাকিয়ে যেতে পারে—বুম করে বিস্ফোরিত হলেও আশ্চর্য হব না আমি।' প্রোবটা নামাল ও। প্রত্যাশায় উজ্জ্বল মুখ তুলে স্ক্রীনের দিকে তাকাল দু'জন।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাবার পর জানতে চাইল রানা, 'কি হলো? কিসের জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি?'

'অপেক্ষা করছি?' উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্ক্রীনের দিকে নী। 'না, অপেক্ষা করার কিছুই নেই।' শেষ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। 'রানা, কসম খোদার, তোমার এটায় কোন আউটপুটই নেই!'

'সেটা কি খুব আশ্চর্য ব্যাপার?'

'আশ্চর্য?' অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল নী। নিচু গলায় বলল, 'এ অসম্ভব, রানা! এটা একটা অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ব্যাপার!'

'কিন্তু হয়তো ভেঙে গেছে এটার…'

'তুমি বুঝতে পারছ না,' বলল নী। 'একটা সার্কিট মানে একটা সার্কেল। একটা সার্কেল যদি কোথাও ভাঙে, কোথাও তুমি কারেন্টের ফ্লো পাবে না।' প্রোবটা আবার ঠেকাল সে। 'এখানে আমরা কারেন্টের চাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করছি, ফর্মটা যদিও সাংঘাতিক জটিল।' লাফ দিয়ে আবার সবুজ রেখাগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু এখানে? ওই একই সার্কিটে? কি দেখছি আমরা?'

খালি স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'কিছুই দেখছি না।'

'কিছুই দেখছি না,' সায় দিল নী। ইতস্তত একটা ভাব ছায়া ফেলল তার চেহারায়। 'কিংবা, বলা উচিত, এই টেস্ট স্ক্রীনে কিছুই ধরা পড়ছে না।' যন্ত্রটার গায়ে টোকা মারল সে। 'কিছুক্ষণের জন্যে এটা যদি নিয়ে যেতে চাই, আপত্তি আছে তোমার?'

'কেন?'

'আরও আধুনিক এবং জটিল পদ্ধতিতে টেস্ট করতে চাই এটাকে। আরেকটা ওয়ার্কশপ আছে আমাদের,' কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল নী, অপ্রতিভ দেখাচ্ছে তাকে, 'মানে…ওখানে বাইরের কারও যাওয়া নিষেধ…'

'বুঝেছি, গোপন ব্যাপারস্যাপার। ঠিক আছে, নী, চেষ্টা করে দেখো কতটা কি জানা যায়। ইতিমধ্যে দাড়ি কামিয়ে নিই। তোমার অফিসে অপেক্ষা করব আমি।' উঠে দাঁড়াল রানা।

'এক মিনিট,' বলল নী। 'কোত্থেকে পেয়েছ তুমি এটা, রানা?'

'জিনিসটা কি তা যদি জানাতে পারো তবেই বলব কোত্থেকে এসেছে।'

নিঃশব্দে হাসল নী হেঙ্গার। 'কথা রইল।'

নীর অফিস থেকে ইলেকট্রিক শেভারটা নিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল রানা। দাড়ি কামিয়ে পনেরো মিনিট পর ফিরে এল আবার। নীর জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

করতে হলো ওকে।

দেড় ঘণ্টা পর অফিসে ঢুকল লী। ইকুইপমেন্টটা এমন ভঙ্গিতে ধরে আছে, ওটা যেন ডিনামাইটের একটা স্টিক। ডেস্কের ওপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল সেটা। দ্রুত, সংক্ষেপে জানতে চাইল, 'আমাকে জানতেই হবে কোথায় পেয়েছ তুমি এটা।'

'আমাকেও জানতে হবে জিনিসটা আসলে কি।'

নিজের রিভলভিং চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল লী। তাকিয়ে আছে ধাতব আর প্লাস্টিক দিয়ে জটিলভাবে তৈরি ইকুইপমেন্টটার দিকে। দুই চোখে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি। 'জিনিসটা কিছুই নয়!' জোর দিয়ে বলল সে। 'ওটা কিছুই হতে পারে না।'

'তা কি করে হয়?' বলল রানা। 'কিছু একটা তো বটেই। কেউ যখন কষ্ট করে তৈরি করেছে, এর একটা ফাংশনও আছে।'

'নেই।' খেপে উঠেছে লী। 'এর কোন ফাংশন থাকতে পারে না। এর কোন মেজারেবল আউটপুট নেই।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলল, 'রানা, ওখানে আমাদের ওয়ার্কশপে এমন ইন্সট্রুমেন্ট আছে যেটা পৃথিবীর সমস্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের যে-কোন-পার্টসের মেজার নিতে পারে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এমন লো ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও ওয়েভ থেকে শুরু করে কসমিক র‍্যাডিয়েশন পর্যন্ত—অথচ তোমার এই বিদঘুটে জিনিসটা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।'

'আগেই আমার সন্দেহের কথা জানিয়েছি তোমাকে,' বলল রানা। 'হয়তো কিছু একটা ভেঙে গেছে এর।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লী, বলল, 'কিছুই ভাঙেনি। প্রতিটি পার্টস পরীক্ষা করেছি আমি। এর তিনটে ব্যাপার ভাল ঠেকছে না আমার। এক, কিছু কম্পোনেন্ট আছে যা এর আগে কখনও দেখিনি আমি, এগুলোর কাজ কি তাও জানতে পারিনি। আমার পেশায় আমি একজন দক্ষ লোক, সেজন্যে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক চিন্তিত করে তুলেছে আমাকে। দুই, পরিষ্কার বোঝা যায়, এটা একটা অসম্পূর্ণ জিনিস—বড় ধরনের কোন একটা কিছুর খণ্ডাংশ মাত্র—সেই বড় একটা কিছুর সাথে ফিট করা অবস্থায় এটাকে পেলেও একে আমি বুঝতে পারতাম কিনা সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। তিন, এর কোন আউটপুট নেই। ওভ গড়, একটা মেশিনে ইলেকট্রিসিটি প্রয়োগ করলে কিছু একটা প্রতিক্রিয়া তুমি পাবেই, অথচ এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এ অসম্ভব!'

'হয়তো তাপ বিকিরণ করছে…'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লী। 'সেটা দিয়ে এর শেষ দেখে ছেড়েছি আমি, রানা। শেষ বেলায় এটার ভেতর দিয়ে আমি এক হাজার ওয়াটের কারেন্ট চালিয়েছি। তারপরেও যদি এর একটু আউটপুট থাকত, তাহলে তোমার এই নরকের কোনাটা ইলেকট্রিক হিটারের মত চিটচিটে গরম হয়ে যেত। বরফের মত ঠাণ্ডা ছিল সারাক্ষণ।'

'তাহলে?'

'এনার্জি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে তোমার?' প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর

দিচ্ছে লী, 'এনার্জি সৃষ্টি করাও যায় না, ধ্বংসও করা যায় না।' রানা মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি আবার বলল সে, 'থামো, অ্যাটমিক এনার্জি সম্পর্কে কথা বলতে হবে না তোমাকে। বস্তুকে স্থির, জমাট এনার্জি হিসেবে মনে করারও অবকাশ আছে।' ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের দিকে গম্ভীর মুখে তাকাল সে। 'এটা এনার্জি ধ্বংস করছে।'

'এনার্জি কি করছে?' নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেনি রানা।

'ধ্বংস করছে।'

'মাথাটা আমার খারাপ করে দিয়ো না,' অনুরোধ করল রানা। 'এসো, ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখা যাক। তুমি এটায় একটা ইনপুট প্রয়োগ করে কি পেলে?'

'কিছুই পাইনি,' বলল লী।

'ভুল করছ,' বলল রানা। 'তোমার ইন্সট্রুমেন্টে কিছু ধরা পড়েনি, এটুকু বলতে পারো তুমি। তোমাদের এখানে ভাল ইন্সট্রুমেন্ট আছে, ঠিক, কিন্তু সবচেয়ে ভাল সমস্ত ইন্সট্রুমেন্ট এখানে আছে বলে দাবি করতে পারো না তুমি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি কোথাও এমন একজন প্রতিভাবান আছে যে বলতে পারবে এটা থেকে কি বেরিয়ে আসছে, শুধু তাই নয়, তার কাছে এমন ইন্সট্রুমেন্টও পাওয়া যাবে যা দিয়ে বেরিয়ে আসা জিনিসটা পরিমাপও করতে পারবে।'

'সেক্ষেত্রে জিনিসটা কি জানতে চাই আমি,' বলল লী। 'কারণ, গোটা ব্যাপারটা আমার ধ্যান-ধারণা আর অভিজ্ঞতার বাইরে।'

'তুমি একজন টেকনিশিয়ান, লী, সায়েন্টিস্ট নও—কথাটা স্বীকার করো?'

'করি। বিজ্ঞানী নই, আমি একজন এঞ্জিনিয়ার।'

'সেজন্যেই তোমার মাথার চুল ক্রু-কাট,' বলল রানা। 'কিন্তু এটার ডিজাইন করেছে কোনও লম্বা চুল।' নিঃশব্দে হাসছে ও। 'অথবা হয়তো কমপ্লিট ন্যাড়া।'

'কোত্থেকে পেয়েছ এটা জানার জন্যে মনটা ছটফট করছে এখনও।'

'কোত্থেকে এসেছে জানতে চেয়ো না,' বলল রানা। 'জিজ্ঞেস করো কোথায় যাবে।'

'কোথায় যাবে?'

'অত্যন্ত গোপন আর নিরাপদ কোন আয়রন-সেফ আছে তোমার?'

'আছে,' হতভম্ব দেখাচ্ছে লীকে। 'এটা তুমি আমার কাছে রাখতে চাইছ?'

'মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে,' বলল রানা। 'এই সময়ের মধ্যে এটা যদি ফিরিয়ে না নিই, সমস্ত বিশ্লেষণসহ তোমার সুপিরিয়র অফিসারের হাতে তুলে দিয়ো। তারাই এর যত্ন নেবে।'

ঠাণ্ডা চোখে রানাকে দেখছে লী। 'অন্য কথা ভাবছি। এখনই তাদের হাতে তুলে দিলে ভাল হত না? আটচল্লিশ ঘণ্টা দেরি করার অপরাধে আমার গর্দান যেতে পারে।'

'এখন যদি কাউকে দাও ওটা তাহলে আমার গর্দান যাবে,' গম্ভীর ভাবে বলল রানা।

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'ঠিক আছে, সময়টা কমিয়ে বারো ঘণ্টা করো,' বলল নী।

একটু চিন্তা করে রাজি হলো রানা, বলল। 'কিন্তু একটা শর্ত আছে। তোমার গাড়িটা আমাকে ধার দিতে হবে। ন্যাও রোভারটা আমি লগারভাটিনে রেখে এসেছি।'

'দুঃসাহস আর বলে কাকে!' পকেট থেকে চাবি বের করে ছুঁড়ে দিল নী, সেটা লুফে নিল রানা। 'গেটের কাছে পার্কিং লটে আছে ওটা, নীল মার্সিডিজ।'

'জানি,' গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে কামরার কোণে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল বস্তা মোড়া রাইফেল দুটো।

'দেখো, জেলের ঘানি টানতে না হয় যেন।'

দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল রানা। 'এমন অদ্ভুত কথা কেন বেরুল তোমার মুখ থেকে?'

তর্জনী খাড়া করে ডেস্কের ওপরে পড়ে থাকা ইকুইপমেন্টটা দেখাল নী। 'এ-ধরনের একটা ধাঁধা যার কাছ থেকে আসে তার জেল হওয়া উচিত।'

'তোমার সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি,' নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'কিন্তু আমার মগজ এ ধরনের জটিল ডিম পাড়ে না। বললাম না, কীর্তিটা কোন ন্যাড়া বা লম্বা চুলের।'

'তার যদি কোন খোঁজ পাও, আমাকে জানিয়ো, প্লীজ!' গভীর, অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে বলল নী। 'তার সাথে আমার একটা বোঝাপড়া আছে।'

বাইরে বেরিয়ে এল রানা। মার্সিডিজের বুটে রাইফেল আর অ্যামুনিশন রেখে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। টনি ফন্টেনের পিস্তলটা ওর সাথে শোল্ডার হোলস্টারে রয়েছে।

দাড়ি কামালেও ওর পোশাকের অবস্থা এখনও বড়ই করুণ। জ্যাকেটের সামনেটা আগুন লেগে ফুটো হয়ে আছে, বুলেট লেগে ফুটো হয়ে আছে আস্তিনটা। ট্রাউজারেও ধুলো আর শুকনো কাদার দাগ। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে ও, ভাবছে নী ফ্লেন্সার আর ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের কথা। জিনিসটার জাতি-ধর্ম-প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয়নি, সেজন্যেই একজন টেকনিশিয়ান এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে। রানাও এর গুরুত্বকে খাটো করে দেখতে পারছে না। এরই মধ্যে চারজন লোক মারা গেছে এর জন্যে, একজন তার একটা পা হারিয়েছে, আরেক জনের মাথা ফেটেছে।

কিন্তু ওস্তাফের একটা কথা ভুলতে পারছে না ও। প্রথমবার টেলিফোনে কথা বলার পর সে ওকে জানাল ইকুইপমেন্টের চেয়ে ওর গুরুত্ব বেশি। অর্থাৎ ইকুইপমেন্টটা দরকার নেই, তার চেয়ে বেশি দরকার ওকে খুন করা। ওস্তাফ জানত ওকে খুন করলে জিনিসটা চিরকালের জন্যে হারাতে হবে, তা সত্ত্বেও খুন করতে যাচ্ছিল সে।

এরপর এল দ্বিতীয় টেলিফোন। ওস্তাফ ওকে জানাল, কবীর চৌধুরী আসছে। তারও সেই একই উদ্দেশ্য—ওকে খুন করা।

আসল ব্যাপারটা তাহলে কি? নী ফ্লেন্সারের বক্তব্য অনুসারে অসাধারণ

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব রয়েছে ইকুইপমেন্টটার। তাই যদি হয়, একজন লোক এমন একটা রহস্যময় আবিষ্কারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে কি ভাবে?

এয়ারপোর্ট অফিসের সাইড ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। ঢোকার মুখেই একজন এয়ার হোস্টেসের সাথে নরম ধাক্কা খেল। নিঃশব্দে হাসল রানা, জানতে চাইল, 'পাইলট ক্রিস্টিনাকে পাওয়া যাবে?'

'ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসুন, তার জন্যে আরও একজন অপেক্ষা করছেন,' বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল মেয়েটা।

ওয়েটিং রুমের সোফায় শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে সোহানা। রানাকে দেখেই সটান উঠে দাঁড়াল সে। 'এত দেরি করলে!'

কিছু একটা ঘটেছে, সাথে সাথে অনুমান করল রানা। 'কি ব্যাপার, সোহানা?'

টেবিলের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল সোহানা। বলল, 'খবরের কাগজটা পড়ো...'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে নিল রানা। প্রথম পৃষ্ঠাতেই ওর ছুরিটার ছবি ছাপা হয়েছে। নিচে বড় বড় হরফে ছাপা প্রশ্ন—'এই ছুরিটা কেউ চেনেন?'

হেডিংয়ের নিচে খবরটা ছাপা হয়েছে। দ্রুত গিলছে রানা।

একটা ফোক্সওয়াগেন গাড়িতে ব্রিটিশ ট্যুরিস্ট টনি ফন্টেনের লাশ পাওয়া গেছে। লাশের বুকে আমূল ঢোকানো ছিল এই ছুরি। লগারভাটনের একটা খালি বাড়িতে পাওয়া গেছে গাড়িটা। গাড়ি এবং বাড়ির মালিকের নাম গুনার ভলতেয়ার, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনেই ছুটি উপলক্ষে শহরের বাইরে আছেন। জানালা ভেঙে বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল কেউ, সব কিছু তছনছ করে সার্চ করা হয়েছে। কিছু চুরি গেছে কিনা তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। আশা করা যাচ্ছে বাড়ির মালিক এবং তাঁর স্ত্রী খবর পাওয়ামাত্র পুলিসের সাথে যোগাযোগ করবেন।

এটা একটা অসাধারণ, দুর্লভ ছুরি, তাই পুলিসের পক্ষ থেকে সম্পাদককে অনুরোধ করা হয়েছে এর একটা ছবি যেন ছাপা হয়। এই ছুরিটা বা এই ধরনের অন্য কোন ছুরি কেউ যদি আগে কখনও দেখে থাকেন তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে তিনি যেন কালবিলম্ব না করে কাছাকাছি পুলিস স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করেন।

সবশেষে বলা হয়েছে—রেকিয়াভিকে রেজিস্টার করা একটা ভলভো গাড়ি খুঁজছে পুলিস। যদি কেউ সন্ধান পায়, সাথে সাথে পুলিস স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছেপে দেয়া হয়েছে।

একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মুখ তুলল রানা। 'এবার পুলিস লাগছে পিছনে।'

'টনি ফন্টেন খুন হলো কেন?'

টনিকে বিশ্বাস করেনি রানা, তাই ওস্তাফের বাড়ির সামনে অজ্ঞান করে রেখে এসেছিল তাকে। টনি খুন হলো কেন? কে খুন করল তাকে? উত্তরগুলো অনুমান করতে পারছে রানা। ওস্তাফের কাজ এটা। কিন্তু তাকে নির্দেশ দিয়েছে জ্যাক লেমন। কেন?

নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে রানার। সে-ই দায়ী টনির মৃত্যুর জন্যে। নিজের প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেল টনি, বন্ধুর সাথে বেঈমানী করেনি সে।

ওস্তাফের কাছেই ছিল ওর ছুরিটা, ফোক্সওয়াগেনটাও ছিল তার বাড়িতে—সম্ভবত রানাকে খুঁজতে গিয়ে টনিকে দেখতে পায় সে। সাথে সাথে জ্যাক লেমনের সাথে যোগাযোগ করে। জ্যাক নির্দেশ দেয়—খতম করো ঝামেলা। কেননা, টনি তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

'ভলভোর কথা পুলিস জানল কিভাবে?'

'ওদেরকে অযোগ্য মনে করছ কেন?' বলল রানা। 'টনির পরিচয় জানার পর সে আইসল্যাণ্ডে পা দিয়ে কখন কোথায় কি করেছে তা খোঁজ করে বের করা তেমন কঠিন নয়। টনি একটা গাড়ি ভাড়া করেছিল, কিন্তু সেটা ফোক্সওয়াগেন নয়।'

ভলভো গাড়িটা ভিকে নাজাল সাগার গ্যারেজে রয়েছে, কিন্তু নাজালের চোখেও এই খবরটা পড়বে। কি ভাববে সে? তারচেয়ে বড় কথা, কি করবে সে?

'ভিকে কবে ফিরবে নাজাল?'

'কাল।'

চারদিক থেকে চাপ অনুভব করছে রানা। নী গ্রেগার বারো ঘণ্টা সময় দিয়েছে ওকে। ওস্তাফ ওকে খুঁজছে। ভিকে পৌঁছে ভলভোর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার চেক করবে নাজাল, তারপর হয়তো সোজা রেকিয়াভিক পুলিস স্টেশনে গিয়ে সব কথা খুলে বলবে। সোহানার সাথে যতই ভাল সম্পর্ক থাকুক, একটা হত্যাকাণ্ডের সাথে কে জড়াতে চায় নিজেকে? তারপর পুলিস যদি হিলির কাছ থেকে কিছু তথ্য পায়, সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হতে কিছু আর বাকি থাকবে না। নিজের গাড়িতে, নিজের বাড়িতে লাশ পাওয়া গেছে শুনেও হিলি মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে বলে আশা করা যায় না।

'কি করবে এখন তুমি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা।

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'ক্রিস্টিনা কোথায়?'

'আজ বিকেলের ফ্লাইট নিয়ে এখানে পৌঁছাবে ও।'

'আমি চাই ক্রিস্টিনা না ফেরা পর্যন্ত এখানেই এই কামরায় থাকো তুমি,' বলল রানা। 'কোন কারণেই এখান থেকে বাইরে বেরুবে না। খিদে পেলে কাউকে দিয়ে কিছু আনিয়ে নেবে। মনে রেখো এই অফিসের বাইরেই তোমার খোঁজে ঘুর ঘুর করছে শত্রুপক্ষ।'

'কিন্তু তারপর? ক্রিস্টিনা এলে তাকে কি বলব আমি?'

'ক্রিস্টিনা এলে বলবে, সাংঘাতিক বিপদে পড়েছ তুমি,' বলল রানা। 'কিন্তু বিপদটা কি, তা ওকে জানাবে না। বলবে, আইসল্যাণ্ড ত্যাগ করতে চাও তুমি। গোপনে। আমার বিশ্বাস ক্রিস্টিনা তোমাকে অনায়াসে গ্রীনল্যাণ্ডে পৌঁছে দিতে পারবে।'

দৃঢ় সংকল্পের ছায়া পড়ল সোহানার চেহারায়। 'অসম্ভব, রানা। তোমাকে ছেড়ে কোথাও আমি যাচ্ছি না।'

ওকে রাজি করানো যাবে না, বুঝতে পারল রানা। সোহানার দুই কাঁধে হাত রাখল ও। 'লক্ষ্মী, জেদ ধরে না,' নরম সুরে বলল রানা। আরও কাছে টেনে আনল তাকে, নিজেও একটু ঝুঁকে পড়ে তার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি জানো, নিজেকে যতটা ভালবাসি তার চেয়ে বেশি ভালবাসি তোমাকে আমি, সোহানা। জটিল, কিন্তু আর পাঁচটা বিপদের মত এটাকেও গত কয়েকদিন আমি সাধারণ একটা বিপদ বলে মনে করে এসেছি। এখন দেখছি, তা নয় কবীর চৌধুরীর উপস্থিতি বিপদটাকে অসাধারণ করে তুলেছে। এখন আত্মরক্ষার চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, সোহানা। যদি বাঁচতে চাই, পিছু হটলে চলবে না আর। রুখে দাঁড়াবার সময় হয়েছে আমার, আর দেরি করা চলে না। কিন্তু রুখে দাঁড়াতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে আমাকে। ঝুঁকি নেবও। কিন্তু সেটা আমি শুধু নিজের প্রাণের ওপর নিতে চাই, তোমার প্রাণের ওপর নয়।'

চোখ দুটো ছলছল করছে সোহানার। এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে। 'না, না, তোমার কোন কথা শুনব না আমি। তুমি মিথ্যুক! তুমিই না বলেছিলে চরম বিপদের সময় আমার সাহায্য দরকার হবে তোমার? এখন আবার এসব কথা বলছ কেন? কক্ষনো না। আমি তোমার সাথে থাকব, কেউ আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না...'

এই কি সোহানা?—ভাবতে গিয়ে বিস্ময় বোধ করছে রানা। কে বলবে এই মেয়েটিই বি. সি. আই-এর দুর্ধর্ষ এক ডজন স্পাইয়ের পরিচালিকা? অসমসাহসিনী, প্রখর বুদ্ধিমতী, ইস্পাতের মত শক্ত নার্ভ, আন-আর্মড কমব্যাটে পুরুষ এজেন্টদের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না—ওর সম্পর্কে সবাই এসব কথা জানে, কিন্তু এখন ওর চোখের এই পানি দেখলে কে তা বিশ্বাস করবে?

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বলেছিলাম সাহায্য দরকার হবে। কিন্তু তখন আমি জানতাম না এর সাথে কবীর চৌধুরী জড়িত। যতদূর বুঝতে পারছি এখন, গোড়া থেকে সে-ই কলকাঠি নাড়ছে। আবার যখন আমার পিছনে লেগেছে সে, সবদিক থেকে সাবধান হয়ে এগোতে হবে আমাকে। লোকটা সাধারণ শত্রু নয়, সোহানা। কাউকে যদি সামান্যতম ভয় করি আমি, সে ওই কবীর চৌধুরী। পারে না এমন কোন কাজ নেই। ওর খপ্পরে তোমাকে আমি পড়তে দিচ্ছি না।'

'কিন্তু আমিও তোমাকে এই বিপদের মুখে একা ছেড়ে দিচ্ছি না,' প্রতিজ্ঞার মত শোনাল সোহানার কণ্ঠস্বর। চোখে এখন আর পানি নেই তার।

'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো...'

'কিছুই বোঝার নেই আমার। তোমার সাহায্য দরকার, আমি সাহায্য করব—এখানেই এ প্রসঙ্গের ইতি। চলো, এখান থেকে বেরুনো যাক এবার।'

রেগে গেছে রানা, কিন্তু নিজেকে সামলে নিতে পারল ও। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। সিগারেট ধরাল একটা। মেঝের দিকে তাকিয়ে এক হাত দিয়ে মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। রানা কেন ওকে সাথে নিতে চাইছে না জানে ও। ওর নিরাপত্তার ব্যাপারটা বড় করে দেখছে রানা। কিন্তু নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় তা ভালভাবেই জানা আছে ওর, সুতরাং ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবার সঙ্গত কোন কারণ নেই রানার। মনে মনে স্থির সংকল্পে পৌঁচেছে, কোনমতেই রানাকে একা ছাড়বে না ও। ওর সাথে থাকলে

সাহায্য করতে পারুক না পারুক, অন্তত সাধ্যমত চেষ্টা তো করতে পারবে। রানার জীবনে বিপদ আজ এটা নতুন নয়, কিন্তু আজকের মত এর আগে কখনও অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠেনি সোহানার। কেন যেন মনে হচ্ছে অশুভ বিপদের কালো একটা ছায়া ঝুলছে রানার মাথার ওপর। ওর সাহায্য দরকার হবে রানার। তা নাহলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার নেই।

মেঝেতে সিগারেট ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে সেটাকে নেভাল রানা। উঠে দাঁড়াল সোফা ছেড়ে। 'জেদ ধরে কোন লাভ হবে না, সোহানা,' যুক্তি অচল বুঝতে পেরে কঠোর ভূমিকা নিতে বাধ্য হচ্ছে রানা। 'আমি তোমাকে সাথে নিয়ে যাব না। যা যা বলেছি মনে আছে? ক্রিস্টিনাকে বলবে...'

'থামো,' মৃদু গলায় বাধা দিল সোহানা। 'সত্যি একা যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে টনি ফন্টেনের মত আমাকেও অজ্ঞান করে রেখে যেতে হবে তোমাকে,' শান্তভাবে বলল সোহানা। 'তা নাহলে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে গেলেই তোমাকে ফলো করব আমি।'

'এটা ছেলেমানুষি করার সময় নয়, সোহানা,' কঠিন সুরে সতর্ক করে দিল রানা।

'ছেলেমানুষি আমি করছি, না তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহানা। 'এমন ভাব দেখাচ্ছ, আমি যেন একটা বোঝা। ট্রেইনড একজন এজেন্ট হিসেবে কারও চেয়ে কোন অংশে কম নই আমি, কথাটা বার বার তোমার মুখ থেকেই বেরিয়েছে—ভুলে গেছ? নাকি মিথ্যে প্রশংসা করেছিলে?'

'ভুলেও যাইনি, মিথ্যে প্রশংসাও করিনি,' বলল রানা। 'শুধু পরিস্থিতির কথা ভেবে তোমাকে সাথে নিতে চাইছি না আমি। এটা এমন একটা বিশেষ পরিস্থিতি যখন একা যেতে হবে আমাকে। একা গেলে শত্রুর চোখে পড়ার ভয় প্রায় থাকেই না। তুমি সাথে থাকলে ওদের চোখে ধরা পড়ে যাব।'

'মানলাম,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'কিন্তু ছদ্মবেশ নিলেই তো আর কোন ভয় থাকে না।'

'সে সুযোগ নেই, সময়ও নেই,' বলল রানা। 'তাছাড়া, শুধু চেহারা ঢাকা দিলেই চলবে না। সংখ্যাটাও একটা বড় ফ্যাক্টর। একা গেলে শুধু নিজের কথা ভাবতে হবে আমাকে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারব। সাথে তুমি থাকলে তা সম্ভব নয়। তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারো জানা সত্ত্বেও তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় থাকবে মন, কাজে মন দিতে পারব না। অমন এক হাজার একটা কারণ দেখাতে পারি তোমাকে আমি...'

'পারো,' স্বীকার করল সোহানা। 'আমিও পারি। সুতরাং কারণ দেখিয়ে লাভ নেই। আমি তোমার সাথে যাচ্ছি।'

এক পা এগিয়ে হঠাৎ ঠাস করে একটা চড় মেরে বসল রানা সোহানার গালে। মেরেই হতভম্ব হয়ে গেল ও। একি করল সে!

চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে সোহানার। হাতটা উঠে গেছে মুখে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

এত জোরে তো নয়ই, আসলে মারতেই চায়নি রানা। সোহানার গালে আঙুলের ছাপ ফুটে উঠেছে দেখে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর। মাথায় ভূত চেপেছিল, কি কুক্ষণেই...চিন্তায় ছেদ টেনে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সোহানাকে ও। গভীর আবেগে সোহানার গালে গাল ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'অপরাধ করেছি, ক্ষমা করো।'

'কিছু মনে করিনি আমি,' আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল সোহানা। 'এ বরং ভালই হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পারছি সত্যি তুমি একা যাবে। বেশ। যাও। কিন্তু কথা দাও সাবধানে থাকবে তুমি?'

মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল রানার। বুঝতে পারছে প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে সোহানার, তা না হলে এত তাড়াতাড়ি পরাজয় স্বীকার করছে কেন। আসলে ভীষণ দুঃখ পেয়েছে। কথাটা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ল ও। রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে দিল সোহানার। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওয়েটিং রুমের দুটো দরজাই বন্ধ করে দিয়ে এল। সোহানার হাত ধরে টেনে এনে বসাল সোফায়। নিজেও বসল ওর পাশে। ফিসফিস করে কথা বলছে ও। দুঃখ প্রকাশ করছে, মাফ চাইছে আবার। সান্ত্বনা দিচ্ছে কত রকম।

হেসে ফেলে রানার মনটা হালকা করে দিল সোহানা। বলল, 'তোমার হাতে চড় খেয়ে দুঃখ পাব কেন? তোমার এখন খারাপ লাগছে, সেটাই আমার দুঃখ। অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছি তোমাকে। এবার তুমি রওনা হয়ে যাও।'

কিন্তু সোহানাকে ছেড়ে ওঠার কোন লক্ষণ নেই রানার। চড় মেরে সাংঘাতিক একটা অপরাধ করে ফেলে এখন পস্তাচ্ছে। সোহানাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। ভয় হচ্ছে, চলে গেলেই কান্নায় ভেঙে পড়বে ও।

তাছাড়া, আরেকটা কথা ভাবছে রানা। যাচ্ছে ও, আর যদি কখনও দেখা না হয়? জীবন-মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না। দু'জনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ব্যাপারে আজও স্থির কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি ও। দেরি যখন হয়েই গেছে, আরও একটু দেরি হোক, কিছু এসে যাবে না—এই সুযোগেই একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাক। সিদ্ধান্ত মানে, সোহানার কথাই মেনে নেবে ও। সোহানা যদি বলে আমাকে বিয়ে করো, তাই করবে ও। হয়তো কিছু সময় চেয়ে নেবে, কিন্তু সোহানার ইচ্ছেটাকে অসম্মান করবে না।

নিচু গলায় অনর্গল কথা বলছে রানা। বেশির ভাগই আবোলতাবোল ছেলেমানুষি, সোহানাকে খুশি করার প্রয়াস। তারপর হঠাৎ একসময় বলল, 'আরও একটা অন্যায় করেছি আমি, সোহানা। জানি না। সেজন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কিনা।'

হাসছে সোহানা। 'তাই নাকি? ক্ষমা করতে পারব না? তোমাকে?'

'ঠাট্টা নয়,' বলল রানা।

'কি অন্যায় শুনি?'

'আড়ি পেতে তোমাদের ঝগড়াটা শুনে ফেলেছি আমি,' স্বীকার করল রানা।

'আমাদের ঝগড়া মানে?'

'হিলির সাথে আমাকে নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল তোমার,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'তুমি হিলিকে যা বলেছ তার সবটুকুর অর্থ পরিষ্কার বুঝিনি আমি, সোহানা। আজ তোমাকে আমি সহজ একটা প্রশ্ন করব, তুমি সহজ একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করো।' একটু থেমে বুক ভরে বাতাস নিল রানা, তারপর চাইল, 'তুমি চাও আমি তোমাকে বিয়ে করি?'

ভুরু কুঁচকে উঠল সোহানার। 'হঠাৎ এ-প্রশ্ন করছ কেন?'

'হঠাৎ নয়,' বলল রানা। 'আইসল্যাণ্ডে তোমাকে নিয়ে বেড়াতে আসার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল আমার—তোমার আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা কি হবে সে ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসা। কি চাও তুমি? বিয়ে?'

'আমার চাওয়াটাই কি বড়?' মৃদু গলায় বলল সোহানা। 'তোমাকে তো আমি আগেই জানিয়েছি তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবার সাধ্য আমার নেই।'

'একথাও বলেছ যে তুমি চাও না আমি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিই।'

'বলেছি,' স্বীকার করল সোহানা।

'কেন?' জানতে চাইল রানা। 'বিয়েতে অমত করার পেছনে কারণ কি তোমার?'

চুপ করে থাকল সোহানা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া সম্ভব নয়।'

'পেশা উপলক্ষে অনেক মেয়ের সাথে মেলামেশা করতে হয় আমাকে, বিয়ের পরও তা করব আমি, এই ভেবে বিয়ে করতে চাইছ না? তাই যদি হয়, তোমাকে আমি কথা দিতে পারি, বিয়ের পর অন্য কোন মেয়ের সাথে ব্যক্তিগত কোনও সম্পর্ক রাখব না আমি। দরকার হলে শুধু তোমাকে সুখী করার স্বার্থে, বিয়ের পর চাকরিও ছেড়ে দিতে পারব। আমার জীবনে তোমার চেয়ে বড় কিছু নেই—তোমার জন্যে সব করতে পারি আমি।'

'না,' বলল সোহানা। 'তোমাকে বিয়ে করতে না চাওয়ার পেছনে এটা কোন কারণ নয়। অন্য মেয়েদের সাথে মেলামেশা না করে উপায় নেই তোমার, সুতরাং ঈর্ষা হবে কেন আমার? আমি জানি, ভাল তুমি একজনকেই বাসো। এইটুকু জেনেই আমি সুখী।'

'কারণটা তাহলে কি, সোহানা? আমি ঘর-মুখো নই বলে ভয় পাও?'

'না।'

'তাহলে?'

রানার একটা হাত কোলের ওপর তুলে নিয়ে ওর আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করছে সোহানা। মুখ তুলে তাকাল না ও। অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হাসল একটু। বলল, 'কারণটা আমি নিজে খুব ভাল করে বুঝি, কিন্তু তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব বলে মনে হয় না। ব্যাপারটা অঙ্ক নয়, রানা, দুয়ে দুয়ে চারের মত সহজ নয়—অন্তরের অন্তস্তলে

গভীর উপলব্ধির ব্যাপার।' নিচু গলায় কথা বলছে সোহানা, কণ্ঠস্বর বদলে গেছে, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে ও। 'বিয়ের পর তুমি বদলে যাবে। সেটা আমি চাই না। এখন তুমি যা, সেটা ভাল লাগে আমার। বিয়ের পর তুমি যা হবে, সেটা যদি ভাল না লাগে?' রানাকে নয়, যেন নিজের সাথে কথা বলছে সোহানা। 'তোমাকে আমি চিনি। আমার চোখে তুমি সাধারণ একজন মানুষ নও। কেন ভালবাসি তোমাকে? কয়েক লক্ষ বার নিজেকে এই প্রশ্নটা করেছি আমি। প্রতিবার একটাই উত্তর পেয়েছি মনের কাছ থেকে। তুমি মহৎ, তাই ভালবাসি তোমাকে। তুমি উদার, তুমি শক্তিমান—তাই ভালবাসি। অনেক দোষ-ত্রুটি আছে তোমার, সেগুলো কষ্ট দেয় আমাকে, দুঃখ পাই—কিন্তু এই দুঃখ পাওয়ার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। কই, এই দুঃখ আর তো কেউ দিতে পারে না আমাকে? আমাকে দুঃখ দেয় এমন শক্তি শুধু তোমারই আছে, তোমাকে ভালবাসার সেটাও একটা কারণ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ, তুমি আমার হিরো। না, হালকাভাবে নিয়ো না কথাটাকে। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না—জানো, নিজেকে আমি তোমার প্রেমিকা বলে ভাবতে পারি না কখনও। মনে হয়, সে-যোগ্যতা নেই আমার। আসলে, আমি তোমার অন্ধ ভক্ত। ভক্তরা যাকে ভক্তি করে তাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আটকাতে চায় না কখনও, মুঠোয় ভরতে চায় না—আমিও তোমাকে আঁচলে বাঁধতে চাই না। তা যদি চাই কখনও, মনে করতে হবে ভক্তি বা ভালবাসার চেয়ে স্থূল স্বার্থটাই বড় করে দেখছি আমি। সেটা ভীষণ নীচ কাজ হবে আমার। সজ্ঞানে তা আমি কখনও করতে পারব না। এখন যেমন দুঃসাহসী তুমি, যেমন চঞ্চল আর বেপরোয়া, চিরকাল সেই রকম দেখতে চাই তোমাকে। জানি, দুনিয়ার কেউ যদি তোমাকে বাঁধতে পারে তো সে আমি ছাড়া আর কেউ নয়, কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানি যে তোমাকে বাঁধলেই তোমার সমস্ত আকর্ষণ নষ্ট করে দেয়া হবে। কাকে ভালবাসব তখন? শুধু রক্ত-মাংসের শরীরটাকে?' এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে সোহানা। 'উঁহুঁ, তা আমি পারব না। বিয়ের পর যদি দেখি বাজারের ফর্দ তৈরি করছ, আরও টাকা রোজগারের জন্যে নাওয়া-খাওয়া ভুলে উদয়াস্ত খাটছ, ছেলেমেয়েরা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে বলে দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারছ না—বিশ্বাস করো, তখন হয়তো আত্মহত্যা না করে উপায় থাকবে না আমার। অত বড় ঝুঁকি নিতে রাজি নই আমি।'

একনাগাড়ে অনেক কথা বলে চুপ করল সোহানা। রানার চোখে চোখ রেখে হাসল। বলল, 'শুধু বকর বকর করে গেলাম, না? কিছুই বোঝাতে পারিনি?'

'পরিষ্কার বুঝেছি,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি ভাবছি, তোমার ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে। বিয়ের পর আমি হয়তো না-ও বদলাতে পারি।'

'বদলাতে বাধ্য হবে তুমি,' বলল সোহানা। 'কারণ আমি নিজেও তো বদলে যাব। তখন এই আমিই চাইব তুমি পুরোদস্তুর সংসারী হও। চাইব আমার আঁচল ধরে থাকো। সবার বেলায় এই একই নিয়ম।'

'কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ?'

'তোমার ভালবাসা,' বলল সোহানা। 'আর কিছুর দরকার নেই আমার।'

'তুমি মা হতে চাও না?'

'চাই বৈকি,' ফিসফিস করে বলল সোহানা। 'মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা। নিশ্চয়ই মা হতে চাই।'

'কার পরিচয়ে বড় হবে তোমার সন্তান?'

'কার পরিচয়ে বড় হয় সন্তান? বাপের পরিচয়েই বড় হবে,' দৃঢ়তার সাথে জানাল সোহানা। তারপর ধমকের সুরে বলল, 'সব প্রশ্ন করতে নেই মেয়েদেরকে। তুমি দেখছি হাঁড়ির খবর পর্যন্ত জানতে চাও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'এত কথা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'কি?'

'আমার ওপর সাংঘাতিক আস্থা রাখো তুমি।'

'এবং জানি, তা অপাত্রে আস্থা নয়। ঠকব, সে ভয় নেই আমার। এই যে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তোমাকে মুঠোয় ভরলাম না, এর পেছনে একটা স্বার্থপর উদ্দেশ্যও আমার আছে। আমাকে চিরকাল ভাল না বেসে পারবে না তুমি।'

'আসলে আমাকে মুক্ত-স্বাধীন থাকার অধিকার দান করে তুমি আমার কাঁধে মস্ত এক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ,' সিগারেট ধরিয়ে হাসল রানা। 'তোমার প্রতি দায়িত্ব আর কর্তব্য অনেক বেড়ে গেল আমার।'

হাসছে সোহানাও। 'এরই নাম মেয়েলি-ফাঁদ!' হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল চেহারা। 'অনেক দেরি করিয়ে দিলাম, এবার তুমি যাও।'

সোহানাকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘক্ষণ চুমু খেল রানা। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'ক্রিস্টিনাকে কি বলতে হবে...'

'সব মনে আছে আমার,' দ্রুত বলল সোহানা। 'গ্রীনল্যান্ডে চলে যাব আমি।'

'হোটেল পেঙ্গুইনে উঠো,' বলল রানা। 'এখানের ঝামেলা মিটলেই তোমার কাছে চলে যাব।'

'আচ্ছা,' প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি এড়িয়ে গেল সোহানা। 'এখানে কতক্ষণ থাকতে হয় তার তো কোন ঠিক নেই। গুপ্তাকের লোক যদি কোনভাবে টের পেয়ে যায় রানা, পিস্তলটা রেখে যেতে পারো না তুমি?'

জ্যাকেটের ভেতর থেকে টনি ফন্টেনের শোল্ডার হোলস্টারসহ পিস্তলটা বের করে সোহানাকে দিল রানা। সোহানার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারেনি ও, পারলে এই ভুলটা করত না।

'ঠিক কোথায় যাচ্ছ তুমি?' জানতে চাইল সোহানা। 'রেকিয়াভিকে? নরদি ট্রাভেল এজেন্সী...'

গম্ভীর হলো রানা। বলল, 'তাড়া খেয়ে হাঁপ ধরে গেছে আমার। যাচ্ছি শিকার ধরতে। উইশ মি লাক।'

সমস্ত শুভ কামনা তো তোমারই জন্যে, নিজের সাথে কথা বলছে সোহানা।—কিন্তু যদি জানতাম শুধু ওতেই তোমার বিপদ কাটবে। তিন পরাশক্তি তোমার পেছনে লেগেছে রানা। ওদের ফাঁদ এড়িয়ে কতক্ষণ টিকে থাকবে তুমি? যাচ্ছ যাও। আমার সমস্ত শুভ কামনা থাকল তোমার সাথে। তোমাকে সাহায্য করার

জন্যে আমিও থাকছি তোমার কাছেপিঠে।

আট

আইসল্যান্ডের সবচেয়ে ভাল রাস্তা ইন্টারন্যাশন্যাল হাইওয়ে। প্রকাণ্ড নীল মার্সিডিজ ছুটিয়ে রেকিয়াভিকে যাচ্ছে রানা। হাফনারজোরদার পর্যন্ত ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে গাড়ি চালাল ও, কিন্তু কোপাভোগারে ট্রাফিকের ভিড় দেখে গাড়ির স্পীড কমাতে বাধ্য হলো। একটা অস্থিরতা অনুভব করছে ও। নরদি ট্রাভেল এজেন্সীর স্যান্ডেনির শপে দুপুরবেলা একজন লোকের সঙ্গে দেখা করার কথা ঠিক হয়ে আছে ওর। ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টটা লী প্রেঙ্গারের হেফাজতে রেখে এসেছে, সুতরাং লোকটার সাথে দেখা করে লাভ নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কাছেপিঠে থাকতে চায় ও।

ট্রাভেল এজেন্সীটি হাফনারস্ট্রেইট রোডে। একটা সাইড রোডে গাড়ি পার্ক করে পায়ে হেঁটে শহরের মাঝখানে চলে এল রানা। নরদির উল্টোদিকে একটা বুকস্টল, ক্রেতাদের ভিড়ে গা ঢাকা দিল ও। বুকস্টলের মাথায় একটা কাফে, পাশ থেকে সোজা উঠে গেছে সিঁড়িটা। এক কাপ কফির সাথে কাগজ পড়ার জন্যে ক্রেতাদের অনেকেই উঠে যাচ্ছে ওপরে। একটা কাগজ কিনে রানাও তাদেরকে অনুসরণ করে উঠে এল কাফেতে।

লাঞ্চ খাবার ভিড় জমতে শুরু করেনি এখনও; তাই জানালার ধারে একটা সীট পেয়ে গেল ও। প্যানকেক আর কফির অর্ডার দিয়ে খবরের কাগজটা মেলে ধরল টেবিলের ওপর, তারপর জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকাল।

রাস্তার উল্টোদিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ট্রাভেল এজেন্সীর সামনের দিকটা। পাতলা নাইলনের পর্দায় দৃষ্টি আটকাচ্ছে না রানার, কিন্তু নিচের রাস্তা থেকে কেউ চিনতে পারবে না ওকে।

প্রচুর ভিড় দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। টুরিস্টদের মরশুম মাত্র শুরু হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে দলে দলে হানা দিচ্ছে তারা স্যান্ডেনির শপগুলোয়, যার যা ইচ্ছা কেনাকাটা করে বাড়ির পথ ধরছে। কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে, হাতে ম্যাপ—দেখলেই চেনা যায় ওদেরকে। কিন্তু তবু রানা ওদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। কারণ যে লোকটাকে খুঁজছে ও, টুরিস্টের ছদ্মবেশ নিয়েও আসতে পারে সে।

ঠিক কাকে খুঁজছে রানা, সঠিক জানে না। এর আগে আইসল্যান্ডের যেখানেই গেছে ও, সেখানেই প্রতিপক্ষের কারও না কারও দেখা পেয়েছে। আইসল্যান্ডে পৌঁছে জ্যাক লেমনের নির্দেশ পেয়ে ঘুর পথে রেকিয়াভিকে আসছিল ও, পথে দেখা হলো উইলিয়াম কলিনসের সাথে। দুর্গম আসবিরগিতে আকাশ থেকে পড়ল গ্রীন। তারপর ব্লুবিশপ অ্যালান স্টুয়ার্ট ব্যাও তোভারের মাথা ফুটো করে দিল। কলিনসের মত সে-ও জানত ঠিক কোথায় অপেক্ষা করতে হবে তাকে। তারপর গেইসারে

ওকে আটক করল গুস্তাফ নিজেই।

নরদি ট্রাভেল এজেন্সীর স্যুভেনির শপে আজ ওর হাজির হবার কথা অনেক আগে থেকেই ঠিক করা আছে, তার মানে প্রতিপক্ষ এখানে ওর খোঁজে না এসেই পারে না। কিন্তু গুস্তাফ কাকে পাঠাবে কে জানে! অপরিচিত কোন লোক হলে দেখেও হয়তো চিনতে পারবে না ও।

কিন্তু লোকটাকে আগে দেখেছে রানা, আবার চোখে পড়তেই চিনতে পারল। টেলিস্কোপ সাইটের ক্রস-চিহ্নের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল লোকটা। মুখটা ভোলার নয়। তুঙ্গনা নদীর ওপারে, গুস্তাফের প্রথম জীপটা থেকে নামতে দেখেছিল একে রানা।

ট্রাভেল এজেন্সীর পাশের দোকানের সামনে ঘোরাফেরা করছে লোকটা। রাস্তার ধারের শো-কেস থেকে টুকিটাকি জিনিস কিনছে। নিখুঁত একজন টুরিস্টের মতই দেখাচ্ছে তাকে। কাঁধে ক্যামেরা, হাতে স্ট্রীট ম্যাপ আর একখানা পিকচার পোস্ট কার্ড। ওয়েট্রেসকে ডেকে বিল চাইল রানা। হঠাৎ কাফে ছেড়ে নেমে যাবার পথ পরিষ্কার করে রাখছে। তবে টেবিলটা আরও কিছুক্ষণ দখলে রাখার জন্যে সেই সাথে আরেক কাপ কফির অর্ডার দিল।

এ ধরনের একটা কাজে একা আসতে পারে না লোকটা। পথিকদের কারও সাথে ইঙ্গিত আদান-প্রদান করছে কিনা সেটা একটা লক্ষ করার বিষয়। লোকটার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না রানা।

ধীরে ধীরে অস্থিরতা বাড়ছে লোকটার আচরণে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। বেলা ঠিক একটার সময় স্পষ্ট একটা ইঙ্গিত করল সে। কানের কাছে তুলে হাতটা নাড়ল, পরিষ্কার হাতছানি দিয়ে ডাকল কাউকে।

এক মুহূর্ত পরই দেখা গেল আরেকজন লোককে। রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। একে রানা চিনতে পারছে না। ঘন ঘন গরম কফিতে চুমুক দিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলল ও, তাড়াতাড়ি কাফে থেকে নেমে বুকস্টলের ভিড়ে গা ঢাকা দিল আবার। কাঁচের দরজা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। গুস্তাফের আরও একজন লোক জুটেছে আগের দু'জনের সাথে। দেখা মাত্র একে চিনতে পারছে। ইলিইচ। বিউটেন বোমার ওপর ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে। নিজেদের মধ্যে ওই ফুটপাথে দাঁড়িয়েই একটা বৈঠক করল ওরা। তারপর পুস্পুসস্ট্রেইটের দিকে হাঁটা ধরল তিনজন। বুকস্টল থেকে বেরিয়ে এসে পিছু নিল রানা।

বৈঠকের সময় রিস্টওয়াচে টোকা মারতে দেখেছে রানা ইলিইচকে। বুঝল, প্যাকেটটা নিয়ে কোথায় আসার কথা ওর তা তো ওরা জানেই, সেই সাথে নির্দিষ্ট সময়সীমার কথাও জানা আছে ওদের। সময় পেরিয়ে গেছে, ওদেরও ডিউটি শেষ। ওরা সম্ভবত পাসওয়ার্ডটাও জানে।

পুস্পুসস্ট্রেইটের মোড়ে একটা পার্ক করা গাড়িতে উঠে বসল দু'জন, বিদায় নিয়ে চলে গেল তারা। একটা সিগারেট ধরিয়ে ইতিউতি তাকাল ইলিইচ, তারপর দ্রুত ডান দিকে মোড় নিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। খানিক পর রাস্তা পেরোল সে, সিগারেট ফেলে দিয়ে হুট করে ঢুকে পড়ল হোটেল বোর্গে। এক

সেকেণ্ড ইতস্তত করে রানাও পিছু নিল তার।

চাবি নেবার জন্যে ডেস্কে থামল না ইলিইচ, সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে যাচ্ছে দোতলায়। মুখের সামনে খবরের কাগজটা মেলে ঠিক তার পিছু পিছু উঠে এল রানা। করিডরে উঠে হাঁটার গতি মন্থর করল ও। পাঁচ সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। লাউঞ্জে একটা টেবিল দখল করে বসল। এখান থেকে ফয়াটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ইচ্ছে নেই, তবু এক কাপ কফির অর্ডার দিল। এখন ওর অপেক্ষা করার পালা। দোতলার একটা দরজায় টোকা দিচ্ছে ইলিইচ, দেখে এসেছে ও।

দশ মিনিট পর সামনে মেলে ধরা খবরের কাগজের ওপর দিয়ে আবার ইলিইচকে দেখল রানা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে একজন লোকের সাথে, কথা বলছে দু'জন। সারা শরীরে আশ্চর্য একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল রানার। লোকটাকে দেখেই বুঝল, ওর সমস্ত সন্দেহ সত্য। আইসল্যাণ্ডে যা করেছে ও তাতে কোন অপরাধ ঘটেনি। ইলিইচের সাথের লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং জ্যাক লেমন।

লাউঞ্জে ঢুকল ওরা। রানার ছয় ফুট সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জ্যাক লেমন। উঠে দাঁড়িয়ে 'এই শালা দাঁড়া—আজ তোর একদিন কি আমার একদিন' বলার ইচ্ছাটাকে দমন করল রানা। ডাইনিংরূমে গিয়ে ঢুকল ওরা।

নিজের কামরায় রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছিল জ্যাক লেমন। রানা ধরা পড়লে নিশ্চয়ই আগে থেকে ঠিক করা কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত ওকে। খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হত জ্যাক।

ডাইনিংরূমে ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে রানা। লাঞ্চের অর্ডার দিচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। এক জোড়া দম্পতির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ফয়াতে চলে এল, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। তিন নম্বর কামরার দরজায় টোকা দিয়েছিল ইলিইচ, রানাও তাই দিল এবং আশা করল ভিতর থেকে কেউ সাড়া দেবে না।

সাড়া দিল না কেউ। করিডরের দুই দিক দ্রুত দেখে নিয়ে ওয়ালেট থেকে এক্টুকরো প্লাস্টিক বের করল ও, তালা খুলে ঢুকে পড়ল কামরার ভেতর। নিঃশব্দে তালাটা বন্ধ করে দিল আবার।

জ্যাক লেমনের কোন জিনিস স্পর্শ করল না রানা। ব্রিটেন এবং রাশিয়া দুই দেশের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছে জ্যাক, কেউ যদি কিছু ছোঁয়, ঘরে ঢোকার সাথে সাথেই তা টের পাবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে রেখে গেছে সে। তবে ওয়ারড্রোবের দরজাটা পরীক্ষা করে নিয়ে সেটা খুলল রানা। আঠা দিয়ে আটকানো কোন সূক্ষ্ম চুল বা সুতো দেখল না ও। ওয়ারড্রোবের ভেতর ঢুকে পড়ল। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেক দেরি করে, পৌনে তিনটার সময় ফিরল জ্যাক লেমন। ইতিমধ্যে খিদেতে পেট চোঁ-চোঁ শুরু করেছে রানার। কফি ছাড়া শক্ত কিছু পেটে পড়েনি অনেকক্ষণ। জ্যাকের সাথে ইলিইচও ফিরে এসেছে আবার। জ্যাকের কথার মধ্যে

একটুও জড়তা নেই, নিখুঁত উচ্চারণে রাশান ভাষায় কথা বলছে সে। মোটেও আশ্চর্য লাগছে না রানার, ওর ধারণা, লোকটা জন্মসূত্রেই একজন খাঁটি রাশিয়ান।

'তার মানে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা?' জানতে চাইল ইলিইচ।

'দিন তো এখনও শেষ হয়নি,' বলল জ্যাক লেমন। 'দেখা যাক গুস্তাফ কোন নতুন খবর দিতে পারে কিনা।'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল ইলিইচ। 'উঁহুঁ, আমরা ভুল করছি। আমার বিশ্বাস, ট্রাভেল এজেন্সীর ধারে কাছেও ঘেঁষবে না রানা। আচ্ছা, তথ্যটায় কোন ভুল নেই তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলল জ্যাক লেমন। 'আগামী চারদিনের মধ্যে আসবে সে, আমি শিওর। নিজের ওপর আস্থার কোন অভাব নেই লোকটার। আসলে আমরা সবাই ওকে ছোট করে দেখেছি। ভুল করেছি এখানেই।'

ওয়ারড্রোবের ভেতর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে রানা। জ্যাক এরপর কি বলল, শুনতে পেল না ও, কিন্তু ইলিইচের কথা শুনতে পাচ্ছে।

'অবশ্যই! ওর সাথে প্যাকেটটা থাকলেও সেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করব না আমরা। ট্রাভেল এজেন্সীতে ডেলিভারি দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেব ওকে, তারপর অনুসরণ করব। যথাসম্ভব নির্জন রাস্তায় চারদিক থেকে ঘিরে ধরব।'

'বুঝলাম। তারপর?'

'ওখানেই খুন করব ওকে,' হাসছে ইলিইচ। 'শালা বহুত ভুগিয়েছে।'

গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার। ওকে খুন করবে শুনে নয়, ইলিইচের হাসিটা শুনে। নোংরা অশ্লীল লাগল কানে।

'হ্যাঁ,' বলল জ্যাক লেমন। 'কিন্তু মনে আছে তো, লাশ খুঁজে পাওয়া গেলে চলবে না। এরই মধ্যে পাবলিসিটি কম হয়নি। ওই রকম প্রকাশ্য জায়গায় টনির লাশ রাখার ব্যাপারে গুস্তাফের জেদের কাছে হার মেনেছি আমি। এটা আমার একদম পছন্দ হয়নি।' কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকল সে, তারপর কৌতূহলের সুরে বলল, 'গ্রীনের লাশটা নিয়ে কি করেছে রানা জানাই গেল না!'

ইলিইচ কোন মন্তব্য করছে না।

'ঠিক আছে,' বলল জ্যাক। 'কাল এগারোটায় নরদী এজেন্সীতে থেকো তোমরা। রানাকে দেখামাত্র টেলিফোনে খবর দেবে আমাকে।'

'অবশ্যই,' বলল ইলিইচ। দরজা খোলার শব্দ পেল রানা। 'কমরেড গুস্তাফ কোথায়?'

'তার খবর তোমাকে নিতে হবে না,' তীক্ষ্ণ গলায় ধমক মারল জ্যাক। 'তুমি এখন যেতে পারো।' দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো।

দুই সেকেণ্ড পর কাগজ নাড়াচাড়ার খসখসে শব্দ পেল রানা। ওয়ারড্রোবের দরজাটা এক ইঞ্চির দশভাগের এক ভাগ ফাঁক করে ফাটলে একটা চোখ রাখল ও। একটা আর্মচেয়ারে বসেছে জ্যাক লেমন। হাঁটুর ওপর একটা ভাঁজ খোলা খবরের কাগজ। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে একটা মোটা চুরুট, দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আগুন ধরাচ্ছে সেটায়।

দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা ফেলার জন্যে অ্যাশট্রের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে জ্যাক। হাতের কাছে নেই, ড্রেসিং টেবিলের ওপর দেখা যাচ্ছে একটা। উঠে দাঁড়াল সে, চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেল ড্রেসিং টেবিলের কাছাকাছি।

সুবিধেই হলো রানার। চেয়ার সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর দিকে পিছন ফিরে বসেছে জ্যাক। পকেট থেকে কলমটা বের করল রানা। অত্যন্ত সাবধানে একটু একটু করে খুলছে ওয়ারড্রোবের দরজা। কামরাটা ছোট, তিন পা এগোলেই জ্যাকের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে ও। কোন শব্দ করেনি রানা, সম্ভবত আলোর আভার মধ্যে ক্ষীণ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে মাথা ঘোরাতে শুরু করেছে জ্যাক। তার চুলের নিচে, ঘাড়ের চর্বির ভাঁজের ওপর কলমের পিছন দিকটা চেপে ধরল রানা। বলল, 'নড়লেই ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে মুণ্ডু।'

চমকে উঠেই পাথর হয়ে গেল জ্যাক লেমন। বাম হাত বাড়াল রানা তার কাঁধের ওপর দিয়ে, জ্যাকেটের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল কব্জি পর্যন্ত। শোলডার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে পিছু হটল। পিস্তলের অ্যাকশন চেক করে দেখে নিল লোড করা রয়েছে। সেফটি ক্যাচ সরিয়ে বলল, 'স্ট্যাণ্ড আপ।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল জ্যাক। খবরের কাগজটা খামচে ধরে আছে এখনও দুই হাতে। পেছন ফিরে তাকাবার কোন চেষ্টা করছে না।

'হাঁটো,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'দেয়ালের সামনে থামো। হাত দুটো ওপরে তুলে ওটার ওপর ভর দাও। পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়াবে।'

প্রতিবাদ করছে না জ্যাক। নিঃশব্দে প্রতিটি নির্দেশ পালন করল সে। পেছন থেকে খুঁটিয়ে দেখে নিল রানা তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা। কি করতে চাইছে ও, বুঝতে পারছে জ্যাক। একজন লোককে সার্চ করার সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি এটা।

কিন্তু জ্যাককে রানার বিশ্বাস নেই। বোকার মত সুযোগ নিতে চেষ্টা করতে পারে সে। 'দেয়ালের কাছ থেকে আরও সরিয়ে আনো পা দুটো। আরও একটু ভার চাপাও হাতের ওপর।'

পা দুটো পিছিয়ে আনল জ্যাক। শরীরের ভার পড়ায় কব্জির কাছে কাঁপছে হাত দুটো। দ্রুত সার্চ করল তাকে রানা। সমস্ত জিনিস পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে দিচ্ছে বিছানার ওপর। একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই জ্যাকের কাছে। ওটাকে অস্ত্র বলে গণ্য করার কারণ, পকেট থেকে অ্যামপুলের একটা ওয়ালেটও বেরুল। বাঁ দিকে সবুজ রঙের তরল পদার্থ ভর্তি অ্যামপুল, এর একটা ইঞ্জেকশন ছয় ঘণ্টা অজ্ঞান করে রাখবে একজন লোককে। ডান দিকে রয়েছে লাল অ্যামপুলগুলো, এগুলোর একটা ইঞ্জেকশন ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটাবে অবধারিত মৃত্যু।

'ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করো এবার,' বলল রানা। 'তারপর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে পিছিয়ে এসো।'

শরীরের দু'পাশে ডানার মত হাত মেলে উপুড় হয়ে শুতে বলল জ্যাককে রানা। এই অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে ওকে কাবু করার জন্যে আরও অল্প বয়স্ক, আরও বেপরোয়া আর শক্ত সমর্থ লোক দরকার। মুখের একটা দিক কার্পেটে সেঁটে আছে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

জ্যাকের, বাঁ চোখটা বিস্ফারিত, চোখে আগুন ঝরছে। এই প্রথম মুখ খুলল সে, 'কিভাবে জানছ, দেখা করার জন্যে একজনই লোক আসবে না আমার কাছে?'

'ওটা তোমার দুশ্চিন্তা, আমার নয়,' বলল রানা। 'দরজার চৌকাঠে কাউকে দেখা গেলেই মারা যাবে তুমি।' নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'তারমানে, একজন বয় বা চাকরাণীও তোমার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।'

'এসবের মানে কি, রানা? তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি? স্যার ডেভিডকে অবশ্য তাই বলেছি আমি, তিনিও আমার সাথে একমত হয়েছেন। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছ তুমি। দয়া করে এবার একটু সুস্থ হও—ব্যথা পাচ্ছি আমি। পিস্তলটা সরাও, উঠে দাঁড়াই।'

'দাঁড়াও,' গোপন প্ররোচনা দেবার ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল রানা। 'দেরি করছ কেন, দাঁড়াও না! গুলি খাবে তো কি হয়েছে! না হয় মারাই যাবে, তাতে কি আর এমন ক্ষতি হবে দুনিয়ার? এত যখন ইচ্ছে হচ্ছে, দাঁড়িয়েই মরো।'

জ্যাকের একটা মাত্র চোখ দেখতে পাচ্ছে রানা, সেটা পিট পিট করছে। বলল, 'এর জন্যে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে তোমাকে, রানা। ভুলে যেয়ো না ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের আমি একজন পদস্থ কর্মকর্তা।'

'তাতে কি? তাছাড়া, সবাই তোমাকে ব্রিটিশ বলে জানলেও, আসলে তো তুমি একজন রাশিয়ান।'

'কি—কি বললে? আমি···একজন রাশিয়ান?'

'তোমার আঁতকে ওঠা দেখে বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হলো আমার।'

'অপেক্ষা করো। স্যার ডেভিড তোমার বারোটা বাজাবেন।'

'আমাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছ তুমি ইলিইচকে,' বলল রানা। জ্যাকের মাথায় পিস্তলের নল দিয়ে বাড়ি মারল ও। ব্যথায় মুখ বিকৃত করল জ্যাক। 'কেন?'

চোখের পাতা একটুও কাঁপল না জ্যাকের, বলল, 'ওটা আমার নির্দেশ নয়। স্যার ডেভিডের নির্দেশ আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে মাত্র। তাঁর ধারণা, তুমি আমাদের সাথে বেঈমানী করেছ। আমি তো কোন দোষ দেখি না তাঁর। তোমার যা আচরণ!'

অতি কষ্টে অট্টহাসিটা দমন করল রানা। 'চমৎকার! তুমি বলতে চাও স্যার ডেভিডও তোমারই মত একজন রাশান এজেন্ট?' থামল রানা। কণ্ঠস্বর বদলে গেল ওর, গম্ভীর সুরে বলল, 'গাল-গল্প অনেক হলো। এবার কাজের কথা। মনে রেখো, এর আগে মৃত্যুর এত কাছে আসোনি তুমি। যা জানতে চাইব, সোজাসুজি উত্তর দেবে।'

'গো টু হেল,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল জ্যাক লেমন।

মনে মনে লোকটার প্রশংসা না করে পারল না রানা। পিস্তলের মুখে অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে আছে, কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়।

'তুমি রাশিয়ান, ইংরেজ, ডাবল না ট্রিপল এজেন্ট, নাকি বিশ্বাসঘাতক—এসবে আমার কিছু এসে যায় না, জ্যাক,' বলল রানা। 'তুমি আমার ব্যক্তিগত শত্রু। সব হত্যাকাণ্ডের মূলে এই শত্রুতা কাজ করে। তোমার নির্দেশে আরেকটু হলে খুন হতে

যাচ্ছিল আমার বান্ধবী, আনবিরগিতে ওঁদেরকে তুমিই পাঠিয়েছিলে। ক'মিনিট আগে শুনলাম আমাকে খুন করার জন্যে একজন লোককে নির্দেশ দিচ্ছ তুমি। এখন যদি তোমাকে খুন করি আমি সেটা আমার আত্মরক্ষার চেষ্টা হবে মাত্র।'

সাবধানে মাথাটা একটু তুলে সোজাসুজি রানার দিকে তাকাল জ্যাক। 'কিন্তু তুমি আমাকে খুন করবে না।'

'করব না?'

'না,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল জ্যাক লেমন। 'আগেও তোমাকে বলেছি—তোমার মনটা বড় কোমল। অন্য পরিস্থিতিতে হয়তো খুন করতে, কিন্তু এখন তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। ধরো, আমি যদি পালাতে চেষ্টা করতাম, কিংবা তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তাম—হ্যাঁ, তখন তুমি খুন করার জন্য গুলি করতে। কিন্তু এখানে আমি অসহায় ভাবে শুয়ে থাকা অবস্থায় তুমি আমাকে খুন করতে পারবে না। আর যাই হোক, তুমি সাইকোপ্যাথ নও। নিতান্ত ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় তুমি তাই।' পিস্তলের মাজলের দিকে নির্ভয়ে তাকিয়ে আছে সে। বোঝা গেল, মুখে যা বলল অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করে। রানার চোখে চোখ রেখে হাসল। 'ইতিমধ্যে তুমি তা প্রমাণও করেছ, রানা। আনবিরগিতে আমাকে ইচ্ছে করলেই খুন করতে পারতে তুমি। কিন্তু আমাকে লক্ষ্য করে নয়, তুমি গুলি করলে গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে। তারপর তুঙ্গনা নদীর ওপারে একজনের হাঁটু লক্ষ করে গুলি করলে তুমি—বুকে বা মাথায় করোনি কেন? ওস্তাফ আমাকে জানিয়েছে, লক্ষ্য ভেদ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছ তুমি ওখানে। তা সত্ত্বেও একজনের হাঁটুতে গুলি করে বাকি সবাইকে নিরাপদে গা ঢাকা দেবার সুযোগ দিয়েছ। এ থেকে কি প্রমাণ হয়?'

'ধরো, তখন আমার মুড ছিল না। বাকায়েভকে খুন করতে বুক কাঁপেনি আমার।'

'তা কাঁপেনি,' স্বীকার করল জ্যাক। 'কিন্তু পরিস্থিতিটা অন্যরকম ছিল। অ্যাকশনের মধ্যে ঘটেছে ব্যাপারটা। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন ছিল—হয় তোমার না হয় বাকায়েভের। এ-ধরনের সিদ্ধান্ত যে-কেউ নিতে পারে।'

'তোমার ধারণা ভুল তা প্রমাণ করার জন্যে এখুনি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু মরে গেলে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? এবার বলো, ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট—কি ওটা?'

ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে চেপে রাখল জ্যাক।

হাতের পয়েন্ট থারটি-টু পিস্তলটার দিকে তাকাল রানা। পয়েন্ট থারটি এইটের মত জোরাল ক্ষমতা নেই এর। তবে এর একটা সুবিধে হলো আওয়াজ কম হয়। ব্যস্ত রাস্তায় কেউ যদি এটা দিয়ে গুলি করে, খুব বেশি গুরুত্ব দেবে না কেউ।

জ্যাক লেমনের চোখে চোখ রেখে তার ডান হাতের উল্টো দিকে গুলি করল রানা। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল হাতটা। বিকট একটা চিৎকার বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল গলার ভেতর থেকে, কিন্তু পিস্তলটা আবার রানা তার মাথা লক্ষ্য করে ধরেছে দেখে মুখ বুজে ফেলল দ্রুত। গোঙানির মত চাপা একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে শুধু। পিঠের

পেশী কেঁপে উঠল থর থর করে। গুলির আওয়াজ এমন কি জানালার কাঁচগুলোকেও নড়িয়ে দেয়নি।

'তুমি ঠিকই ধরেছ,' নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'এখুনি খুন করতে পারি না তোমাকে আমি। কিন্তু তোমার শরীরটাকে ফুটো করতে বাধা কোথায়? সার্জিক্যাল অপারেশনের জন্যে ডাক্তাররা যা-ই ব্যবহার করুক, আমি পিস্তল ব্যবহার করি—ওস্তাফকে জিজ্ঞেস করে দেখো, সে সাক্ষী দেবে।'

জ্যাকের ডান হাতের উল্টো পিঠের ফুটো থেকে রক্ত গড়িয়ে কার্পেটে নামছে। কিন্তু আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা এরই মধ্যে সামলে নিয়েছে সে। তাকিয়ে আছে পিস্তলের দিকে। দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে লাল জিভের ডগাটা বেরিয়ে এল, শুকনো ঠোঁট জোড়া ভিজিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বলল সে, 'ব্লাডি বাস্টার্ড...'

ক্রিং ক্রিং টেলিফোনের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল জ্যাকের গলা।

নয়

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। চারবার বেজে উঠল টেলিফোনের বেল। জ্যাকের পা দুটোর ওপর সতর্ক চোখ রেখে তাকে ঘুরে এগোল রানা। ক্রেডলসহ টেলিফোনটা তুলে নিয়ে এসে তার নাকের সামনে রাখল।

'রিসিভার তুলে কথা বলবে তুমি,' বলল রানা। 'কিন্তু সতর্ক করার কোন চেষ্টা কোরো না, করলে একটা কান ফুটো করে দেব এবার। আর, অপর প্রান্তের বক্তব্যও শুনতে চাই আমি।' পিস্তল নাড়ল ও। 'রিসিভার তোলো।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বাঁ হাত দিয়ে রিসিভার তুলল জ্যাক। 'ইয়েস?'

পিস্তলটা আবার নাড়ল রানা। রিসিভারটা দু'জনের মাঝখানে রাখল জ্যাক। মেয়েলি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে, 'ওস্তাফ বলছি।'

'সহজভাবে কথা বলো,' ফিসফিস করে বলল রানা।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জ্যাক। 'ব্যাপার কি?' কর্কশ গলায় জানতে চাইল সে।

'তোমার গলায় কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল ওস্তাফ।

খুক খুক করে কাশল জ্যাক। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার হাতে ধরা পিস্তলের দিকে। 'ঠাণ্ডা লেগেছে। তোমার ওদিকের খবর কি?'

ওস্তাফের উত্তর শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। 'মেয়েটাকে ধরেছি।'

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। রানার বুকের খাঁচায় দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল চেপে বসছে ওর, দেখতে পেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল জ্যাকের চেহারা। ধীরে ধীরে ট্রিগার থেকে আঙুলের চাপ কমিয়ে নিল রানা। বুকে আটকে থাকা বাতাস ছাড়ল ধীরে ধীরে। ফিস ফিস করে বলল, 'কোত্থেকে?'

ঘাম চিক চিক করছে জ্যাকের কপালে। ঢোক গিলতে গিয়ে বিষম খেল সে।

কাশি থামতে জানতে চাইল, 'কোথায় ধরেছ মেয়েটাকে।'

'সরদি ট্রাভেল এজেন্সীর স্যুভেনির শপে। ইলিইচের দল ছাড়াও আরেকটা দল পাঠিয়েছিলাম ওখানে আমি। প্রথম দলটা চলে আসার কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় দলটা পৌঁচেছিল ওখানে। জায়গাটা পরীক্ষা করার জন্যে অসময়ে আসতে পারে রানা, এই ভেবেই এত আয়োজন করেছিলাম। রানা নয়, মেয়েটাকে পেয়েছে ওরা। শালার মত এ শালীও কম যায় না, সাংঘাতিক ভুগিয়েছে। তিনজন সশস্ত্র লোককে খালি হাতে অ্যায়সা মার মেরেছে, একজনের ফাপুনি নিয়ে জ্বর এসে গেছে এরই মধ্যে, একজন তিন দিনের ছুটি নিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেছে, তৃতীয় লোকটার দুটো আঙুল ভেঙে গেছে।'

নিজের দুটো ভুল আবিষ্কার করল রানা। এক, টনি ফস্টেনের সাথে ওর আলাপের বিষয় বস্তু সোহানাকে জানানো উচিত হয়নি। দুই, সোহানা যখন পিস্তলটা চাইল তখনই তার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারা উচিত ছিল ওর। কিন্তু ওস্তাফ বলছে খালি হাতে তিনজন লোকের সাথে লড়েছে সোহানা—পিস্তলটা তাহলে গেল কোথায়? বের করার সময় পায়নি? নাকি ইচ্ছে করেই বের করেনি?

হঠাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিল রানার মনে—স্বেচ্ছায় ধরা পড়েনি তো সোহানা? হয়তো ভেবেছে ধরা দিয়ে প্রতিপক্ষ দলের ভেতর ঢুকতে পারলে অনেক তথ্য জানা যাবে। ওকে সাহায্য করার আর কোন উপায় দেখতে না পেয়ে এ ধরনের একটা বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে বসা মোটেও বিচিত্র নয় সোহানার পক্ষে।

জ্যাকের কানে কানে বলল রানা, 'জিজ্ঞেস করো মেয়েটি এখন কোথায়?'

প্রশ্নটা করল জ্যাক, উত্তরে ওস্তাফ বলল, 'কোথায় আবার, আমার ঠিকানায়। আর কোথায় আশা করতে পারি তোমাকে আমি?'

'এখুনি যাচ্ছ তুমি,' বলল রানা। জ্যাকের ঘাড়ে চর্বির ওপর পিস্তলের মাজল চেপে ধরল।

শিউরে উঠল জ্যাক। 'ধরে নাও রওনা হয়ে গেছি আমি।'

ছোঁ মেরে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে খটাস্ করে ক্রেডলে রেখে দিল রানা, লাফ দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে এল খানিকটা। কোন সুযোগ দিতে চায় না জ্যাককে।

স্থির হয়ে শুয়ে আছে জ্যাক, চোখে পলক নেই, তাকিয়ে আছে টেলিফোনের দিকে।

রানার সমগ্র অস্তিত্ব থেকে প্রলয়ঙ্কর একটা গর্জন বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু শান্ত এবং অবিচল দেখাচ্ছে ওকে। সোহানা ধরা পড়েছে শোনার পর থেকে নিজেকে মানসিকভাবে সুস্থ বলে ভাবতে পারছে না ও, একটা হাহাকার ছাড়া বিশেষ কিছু অনুভব করছে না, কিন্তু পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান রয়েছে ওর।

'ভুল বুঝেছ আমাকে তুমি, জ্যাক,' বলল ও। 'তোমাকে আমি খুন করতে পারি। তুমিও এখন তা জানো, তাই না?'

এই প্রথম জ্যাককে ভয় পেতে দেখল রানা। চোয়ালের ওপর মোটা মাংসের স্তর থরথর করে কাঁপছে, কাঁপছে নিচের ঠোঁটটা—যেন বাচ্চা ছেলের মত এখুনি ভ্যাঁ

amnsumon@yahoo.com
www.murchona.com

করে কেঁদে দেবে।

'ওস্তাফের ঠিকানাটা বলো। জায়গাটা কোথায়?'

শুধু ঘৃণা ফুটে উঠল লোকটার দু'চোখে। কথা বলছে না।

মুহূর্তের জন্য খুন করার একটা তীব্র ইচ্ছা জাগল রানার মনে; কিন্তু লোকটা মরে গেলে অনেক কথা অজানা থেকে যাবে ভেবে ইচ্ছেটাকে দমন করল ও। রাস্তায় লোকজনের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাকে, সুতরাং বেশি জখম করাও চলবে না। তবে ওর সমস্যার কথা জানে না সে।

'বেশ। পারলে যতক্ষণ খুশি চুপ করে থাকো,' বলল রানা। আবার গুলি করল ও। জ্যাকের বাঁ-কানের ঠিক পাশে লাগল গুলি, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল সে। এবারও তেমন আওয়াজ হলো না। রানা অনুমান করল, আওয়াজ যাতে কম হয় সেজন্যে কার্ট্রিজ থেকে খানিকটা পাউডার সরিয়ে নিয়েছে জ্যাক। এটা একটা পুরানো কৌশল। সাইলেন্সার ব্যবহার করার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। প্রথম গুলির জন্যে সাইলেন্সার নিরাপদ, কিন্তু পরবর্তী গুলির জন্যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক—ব্যাক প্রেশার এত বেড়ে যায় যে নিজের হাত উড়ে যাবার ভয় থাকে।

'ঠিক যেখানে লাগাতে চেয়েছি সেখানেই লেগেছে বুলেটটা,' বলল রানা। 'তবে, একমাত্র তুমিই জানো লক্ষ্য ভেদে কতটুকু নির্ভুল এটা।' হাসছে রানা। 'আমি ধরে নিচ্ছি, যেখানে লাগাতে চেয়েছিলাম তার চেয়ে একটু বাঁ দিকে সরে লেগেছে বুলেটটা। তাই এখন যদি আমি তোমার ডান কানটা ফুটো করতে চাই, কি ঘটতে পারে বুঝতে পারছ?' আঁতকে উঠতে দেখল রানা জ্যাককে। 'হ্যাঁ, তোমার খুলিটা ফুটো হয়ে যেতে পারে।'

পিস্তলটা একটু সরিয়ে লক্ষ্য স্থির করছে রানা। ভেঙে পড়ল জ্যাক, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তার নার্ভাস সিস্টেম। 'ফর গড সেক—থামো!' প্রায়ই কেঁদেই ফেলল সে।

কানের ওপর লক্ষ্য স্থির করা হয়ে গেছে রানার। 'জায়গাটা কোথায়?'

ঘাম গড়াচ্ছে জ্যাকের জুলফি থেকে। 'থিংডাল্লাভটনে।'

'সেইলার থেকে যে বাড়িটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

পিস্তলটা নামিয়ে নিল রানা। চেহারায় স্বস্তির ছায়া পড়ল জ্যাকের।

'এখুনি আনন্দিত হবার কিছু নেই,' বলল রানা। 'তোমার অবস্থা দেখে শিয়াল-কুকুরও কাঁদবে, তার ব্যবস্থা করা বাকি আছে। সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে আমি।'

খাটের নিচের স্ট্যাণ্ড থেকে একটা সুটকেস বিছানার ওপর তুলল রানা। খুলল সেটা। একটা পরিষ্কার শার্ট বের করে ছুঁড়ে দিল জ্যাকের দিকে। 'এটা ছিঁড়ে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধো। সাবধান, জ্যাক, কোন রকম চালাকি নয়। ওটা আবার ছুঁড়ে মেরো না এদিকে।'

'জানি, কোন সুযোগ দেবে না তুমি আমাকে…'

'চোপ! যা বললাম করো।'

বেকায়দা ভঙ্গিতে শুয়ে শার্টটা ছিঁড়তে গলদঘর্ম হচ্ছে জ্যাক। সেদিকে একটা চোখ রেখে সুটকেস থেকে পয়েন্ট থ্রী টু-র দুটো অ্যামুনিশন ক্লিপ বের করে, পকেটে ভরল রানা। এরপর ওয়ারড্রোবের পাশে দাঁড়িয়ে ভেতর থেকে বের করল জ্যাকের টপকোটটা। এর পকেটগুলো আগেই সার্চ করা হয়ে গেছে। জ্যাকের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতে বলল ও, 'দেয়ালের দিকে মুখ করে উঠে দাঁড়াও, তারপর পরো এটা।'

সতর্ক চোখে লক্ষ্য করছে জ্যাককে রানা। জানে, এক নিমেষের একটা সুযোগ পেলেই সেটাকে কাজে লাগাবে লোকটা। এর যোগ্যতা সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা নেই ওর। বেঈমানের ভূমিকায় থেকে যে লোক ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রায় মগডালে উঠে গেছে তাকে অযোগ্য বা বোকা মনে করার কোন অবকাশ নেই। জীবনে এ-ধরনের পরিস্থিতিতে অনেকবার পড়তে হয়েছে তাকে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বেঁচেও আছে বহাল তবিয়তে। একটা সুযোগ পেলে এ-যাত্রাও বেঁচে যাবার চেষ্টা করবে সে।

বিছানা থেকে জ্যাকের পাসপোর্ট আর ওয়ালেট তুলে নিয়ে পকেটে ভরল রানা। তারপর হ্যাটটা ছুঁড়ে দিল জ্যাকের দিকে। 'আমরা এখন বাইরে বেরুব। তোমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা কোটের পকেটে থাকবে। আচরণে একটু ত্রুটি দেখলেই পিছন থেকে গুলি করব আমি, তারপর যা হয় হবে। সোহানাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে ওস্তাফ, ব্যাপারটা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

দেয়ালের দিকে মুখ করে কথা বলছে জ্যাক, 'এ-ব্যাপারে স্কটল্যাণ্ডেই তোমাকে আমি নিষেধ করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম সোহানাকে…'

প্রচণ্ড এক লাথি মারল রানা জ্যাকের শিরদাঁড়ায়। দুম করে দেয়ালে বাড়ি খেল মস্ত শরীরটা।

'খবরদার, এদিকে ফিরবি না!' গর্জে উঠল রানা। প্রচণ্ড রাগে হাঁপাচ্ছে ও। 'এবার যখন ওকে সম্বোধন করবি, তার আগে মিস শব্দটা উচ্চারণ করতে হবে তোকে।'

দেয়াল ধরে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক। মাথা ঝাঁকাচ্ছে ঘন ঘন, বাঁকা হয়ে আছে কোমরটা। ব্যথায় কাতরাচ্ছে চাপা কণ্ঠে।

'তোর প্রাণের চেয়ে সোহানার একটা চুলের দাম আমার কাছে অনেক বেশি, বিশ্বাস হয়?'

'হয়,' কাঁপা গলায় বলল জ্যাক। আরেকবার শিউরে উঠল শরীরটা।

'হ্যাটটা তুলে মাথায় দাও,' রাগ পড়ে গেছে রানার। তাড়া অনুভব করছে, সোহানাকে উদ্ধার করতে হবে। উদ্ধার করতে দেরি হলে কি ঘটবে…আর ভাবতে সাহস পেল না ও। 'চলো এবার।'

শিরদাঁড়ায় পিস্তল ঠেকিয়ে জ্যাককে করিডরে বের করে আনল ও, দরজায় তালা লাগাল, তারপর চাবিটা ফেলে দিয়ে পকেটে ভরল। জ্যাকের একটা জ্যাকেট এক হাতে ফেলে রেখেছে, পিস্তল সহ হাতটা ঢাকা দিয়ে আছে সেটার আড়ালে। জ্যাকের পেছনে, ডানদিকে ঘেঁষে রয়েছে ও। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা। কেউ লক্ষ্য করছে

না ওদেরকে। রাস্তায় বেরিয়ে আরও সাবধান হয়ে গেল রানা। জ্যাকেটের আড়ালে লুকানো পিস্তলটা ঠেকিয়ে রেখেছে জ্যাকের পাঁজরে। বেশ অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে লী শ্রেপারের নীল মার্সিডিজের পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। জ্যাককে দিয়ে দুটো দরজা খুলিয়ে নিল রানা। দু'জন একসাথে ভেতরে ঢুকল—সামনের সীটে জ্যাক, পেছনের সীটে রানা। 'স্টার্ট দাও।'

'কিভাবে?' প্রতিবাদ করল জ্যাক লেমন। 'এই হাত দিয়ে ড্রাইভ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ব্যথা পাবে, কিন্তু সম্ভব,' বলল রানা। 'শোনো, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলের বেশি স্পীড তুলো না। গর্তে ফেলে দিয়ে বা অন্য কোনভাবে দুর্ঘটনা ঘটাবার ইচ্ছে থাকলে সেটা মাথা থেকে বের করে দাও। তেমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে দেখলে প্রথমে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব, তারপর চেষ্টা করে দেখব নিজেকে বাঁচানো যায় কিনা।' পিস্তলের মাজল জ্যাকের ঘাড়ের ওপর ঠেকাল একবার। 'নাও, স্টার্ট দাও। দেখো, গাড়ি যেন ঝাঁকি না খায়, বুলেট বেরিয়ে গেলে আমি জানি না।'

জারনারগাটা রোড ধরে গাড়ি চালাচ্ছে জ্যাক। প্রতিবাদ করে লাভ নেই বুঝতে পেরে সেই থেকে চুপ করে আছে সে। ওদের বাঁ দিকে টজোরানিন লেক, পানিতে পিজ পিজ করছে হাঁসের ঝাঁক। ইউনিভার্সিটি অভ আইসল্যাণ্ড পেরিয়ে এল ওরা। শহরের বাইরে চলে এসেছে মার্সিডিজ।

ফাঁকা নির্জন রাস্তায় উঠে এসেও রানার নির্দেশ মেনে গাড়ি চালাচ্ছে জ্যাক। গাড়ির স্পীড ত্রিশের নিচেই।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল জ্যাক, 'এসব করে কি লাভ হবে বলে আশা করছ তুমি, রানা?'

উত্তর দিল না রানা। জ্যাকের ওয়ালেট চেক করছে যাচ্ছে এখন ও। চমকপ্রদ তেমন কিছুই নেই ওয়ালেটে। লেটেস্ট গাইডেড মিসাইল বা নেভাল ডেথ রে-এর কোন প্ল্যান, যা একজন মাস্টার স্পাই এবং ডাবল এজেন্টের কাছে থাকবে বলে আশা করে মানুষ, সেসব কিছুই নেই। ক্রেডিট কার্ড আর নগদ নারায়ণের মোটা তাড়াটা নিজের পকেটে ভরল রানা।

আবার চেষ্টা করল জ্যাক। 'গুস্তাফকে তুমি কোন শর্তে বাধ্য করতে পারবে না, রানা। সে অন্য ধাতুতে গড়া।'

'আমি নই, তুমিই তাকে বাধ্য করবে,' বলল রানা। 'তোমাকে ঝাঁঝরা করার মত যথেষ্ট বুলেট রয়েছে আমার কাছে।'

রানার উত্তরটা কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করিয়ে রাখল জ্যাককে। এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

এক সময় রানাই মুখ খুলল, 'লক্ষ করলাম নির্দোষ সেজে থাকার চেষ্টা বাদ দিয়েছ।'

'যাই বলি না কেন, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না—সুতরাং চেষ্টা করে লাভ কি?'

'কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে চাই আমি,' বলল রানা। 'গেইসারে উনির

সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি, জানলে কিভাবে?'

'ওপেন রেডিওতে লণ্ডনের সাথে কথা বললে তুমি...'

'বুঝলাম। তুমি শুনে খবরটা গুস্তাফকে জানাও, তাই না?'

পেছন দিকে প্রায় অর্ধেক ঘুরিয়ে আনল মাথাটা জ্যাক। 'গুস্তাফও তো জানতে পারে।'

'রাস্তার ওপর চোখ রাখো,' ধমকে উঠল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাক লেমন। রাস্তার ওপর চোখ রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, রানা। খামোকা ভান করে লাভ নেই। সব...সব স্বীকার করছি আমি। প্রথম থেকেই ঠিক সন্দেহ করে আসছ তুমি। আমি স্বীকার করায় তোমার কিছু লাভ হবে যাবে না। আইসল্যাণ্ড থেকে কিছুতেই বেরুতে পারবে না তুমি।' হাসল সে। 'আমার ওপর তোমার সন্দেহ হলো কেন?'

'ডু. ফিলাডড হিসেবে ফিনল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম একবার, মনে আছে?' বলল রানা। 'ওখানে আড়াল থেকে গুস্তাফকে তোমার সাথে কথা বলতে শুনেছিলাম। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে বেঈমান তখন তা বুঝিনি। তবে, উচিত মনে করে স্যার ডেভিডকে আভাসে তোমার ব্যাপারে একটু সাবধান হবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কথায় গুরুত্ব দেননি তিনি। তারপর আইসল্যাণ্ডে এসে আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো। তার অনেক কারণের মধ্যে একটা হলো ব্লেড।'

'ব্লেড?' বিস্মিত হয়ে গেছে জ্যাক লেমন।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমাদের কাছে গুস্তাফের যে ফাইল আছে তাতে কোথাও উল্লেখ নেই গুস্তাফ সাথে ব্লেড রাখে। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে তুমি আমাকে বললে গুস্তাফ যদি আমাকে ধরতে পারে তাহলে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্লেড ব্যবহার করবে সে।'

'আই সি! সেজন্যেই স্যার ডেভিডকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলে তুমি! ভেবেই পাচ্ছিলাম না তথ্যটা জানার এত কেন আগ্রহ তোমার।' কাঁধ দুটো একটু ঝুলে পড়ল জ্যাকের। 'সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করার পরও দেখা যায় ছোট্ট একটা ত্রুটির কারণে থলির বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। এই-ই হয়। কিন্তু শুধু একটা ব্লেডই যথেষ্ট প্রমাণ নয়। নিশ্চয় আরও কিছু আছে?'

'অনেক। তার মধ্যে একটা উইলিয়াম কলিন্স। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় অপেক্ষা করছিল সে আমার জন্যে। এটা কোন প্রমাণ নয়, তবে তোমার সম্পর্কে সন্দেহটা আরও বেড়েছিল আমার। কিন্তু আসবিরগিতে গ্রীনকে পাঠিয়ে তুমি সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করলে। তোমার উচিত ছিল গুস্তাফকে পাঠানো।'

'ঠিক সেই সময় হাতের কাছে ছিল না গুস্তাফ,' জিভ এবং টাকরা সহযোগে টক্ করে একটা শব্দ করল জ্যাক। 'উচিত ছিল গ্রীনকে না পাঠিয়ে আমার নিজের যাওয়া।'

'হ্যাঁ,' হাসল রানা। 'সেক্ষেত্রে তোমাকে নিয়ে এখন যে ঝামেলাটা পোহাতে হচ্ছে আমাকে সেটা থেকে নিষ্কৃতি পেতাম আমি। এখনও যে বেঁচে আছ, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও, জ্যাক।' উইণ্ডস্ক্রীন ভেদ করে সামনের রাস্তাটা দেখে নিল রানা, তারপর জ্যাকের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ল তার হাত দুটো কি করছে দেখার

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

জন্যে। 'সে যাই হোক, তোমার ইতিহাস একটু বয়ান করো, শুনি। আমার ধারণা, এক সময় জ্যাক লেমন নামে কোন লোক কোথাও ছিল।'

'লোক নয়, ছেলে,' বলল জ্যাক। 'যুদ্ধের সময় ফিনল্যাণ্ডে পাই তাকে আমরা। মাত্র পনেরো বছর বয়স ছিল তার। মা-বাপ দু'জনেই ব্রিটিশ, আমাদের নৈরমোভিকস-এর বোম্বিং রেইডে পড়ে মারা যায়। ছেলেটাকে আমরা সাথে করে রাশিয়ায় নিয়ে যাই। পরে ওর পরিচয়ে পরিচিত হই আমি।'

'তার পরিণতি কি হলো?'

'সম্ভবত সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছে তাকে, কিংবা মেরে ফেলা হয়েছে। সঠিক জানি না।'

'তোমার নাম কি? আসল রাশিয়ান নাম?'

হাসল জ্যাক। 'বিশ্বাস করো, মনে নেই আমার। জীবনের অধিকাংশ সময় জ্যাক লেমন বলে ভেবেছি নিজেকে আমি। ছেলেবেলার কথা স্বপ্নের মত আবছা লাগে।'

'পায়তারা ছাড়ো! নিজের নাম কেউ কখনও ভোলে না।'

'আমি জ্যাক লেমন। এটাই আমার পরিচয়।'

জ্যাকের হাত গ্লাভ কমপার্টমেন্টের বোতামের দিকে এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। 'গ্লাভ কমপার্টমেন্টের ভেতর তোমার জন্যে মৃত্যু আছে,' কঠিন সুরে বলল রানা।

বিশেষ তাড়াহুড়ো না করে হাতটা নামিয়ে নিল জ্যাক। প্রাথমিক ভয়টা কাটিয়ে উঠেছে সে, বুঝতে পারছে রানা। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে তার মধ্যে। এখন থেকে আরও সতর্ক থাকতে হবে।

রেকিয়াভিক থেকে রওনা হবার এক ঘণ্টা পর বাঁকটা দেখা গেল সামনে—ওই রাস্তাটাই লেক থিংভাল্লাভাটন আর ওস্তাফের বাড়ির দিকে চলে গেছে। জ্যাকের হাবভাব লক্ষ করে বুঝতে পারছে রানা, বাঁকটাকে দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাবার কথা ভাবছে সে। 'কোন রকম চালাকি নয়,' বলল ও। 'রাস্তাটা তোমার ভাল করেই চেনা আছে।'

দ্রুত, বাস্তভাবে ব্রেক করল জ্যাক, বনবন করে হুইল ঘুরিয়ে স্যাৎ করে বাঁক নিল শেষ মুহূর্তে। রাস্তাটা সুবিধের নয়, ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি। এ পথ দিয়ে রাতের বেলা গেছে রানা, তবু চেনা চেনা ঠেকছে, মনে হচ্ছে এই রাস্তা দিয়েই ওস্তাফের বাড়িতে গিয়েছিল ও। বাঁক থেকে মাইল পাঁচেক দূরে হবে বাড়িটা। সামনের দিকে ঝুঁকে একটা চোখ স্পীডোমিটার, একটা চোখ চারদিকের দৃশ্যাবলী, আরেকটা চোখ জ্যাকের ওপর রাখতে হচ্ছে রানাকে। তিনটে চোখ থাকলে সুবিধে হত, কিন্তু নেই যখন, দুটো দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছে তিনটের।

দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল। সম্ভবত ওটাই ওস্তাফের বাড়ি, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না রানা। পাঁজরে পিস্তলের নল ছোঁয়া লাগায় শিউরে উঠল জ্যাক। 'স্পীড কমাবে না, তাকাবে না, বাড়িটার সামনে থামবে না—বুঝতে পারছ কি বলছি? পাশ দিয়ে চলে যাও।'

একটা মেঠো রাস্তা চলে গেছে বাড়িটার দিকে, সেটার পাশ দিয়ে এগোচ্ছে

মার্সিডিজ, সরাসরি নয়, আড়চোখে বাড়িটাকে দেখছে রানা। রাস্তা থেকে চারশো গজ দূরে। এখন অনেকটা চিনতে পারছে। সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটল সামনে, রাস্তার বাঁ দিকে লাভার উঁচু ঢিবিটা দেখে—এখানেই টনি ফন্টেনের সাথে দেখা হয়েছিল ওর। জ্যাকের কাঁধে টোকা মারল ও। বলল, 'আরেকটু সামনে, বাঁ দিকে সমতল একটা জায়গা দেখতে পাবে তুমি, রাস্তা তৈরির জন্য ঢিবির গা চেঁছে লাভা বের করা হয়েছে, দেখলেই চিনতে পারবে। ওখানে দাঁড় করাবে গাড়ি।'

দরজার গায়ে দুম করে একটা হাঁটু ঠুকল রানা, গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। শব্দটা করতে হলো পিস্তল থেকে ক্লিপ আর স্লাইড টেনে ব্রীচ থেকে রাউণ্ডটা বের করার জন্যে। নিরস্ত্র হচ্ছে ও, কিন্তু জ্যাককে তা বুঝতে দেয়া যায় না। পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় শক্ত একটা বাড়ি মারতে যাচ্ছে ও, পিস্তলটা লোড করা থাকলে নিজের পেটে গুলি খাবার ঝুঁকি থাকে।

রাস্তা থেকে নেমে সমতল জায়গাটায় এল মার্সিডিজ। থামছে। পুরোপুরি থামার আগেই জ্যাকের ঘাড়ের পাশে, খুলির ঠিক নিচে মারল রানা। চাপা একটা কাতরধ্বনি বেরিয়ে আসতে গিয়েও মাঝপথে আটকে গেল। সামনের দিকে ঝুলে পড়ল মাথাটা, ফুট পেডাল থেকে সরে গেছে পা। মুহূর্তের জন্যে দুলে উঠল গাড়িটা, মনে হলো লাফ দিতে যাচ্ছে, কিন্তু থেমে গেল ইঞ্জিন, সেই সাথে স্থির হয়ে গেল মার্সিডিজ।

পকেট থেকে একটা নতুন ক্লিপ বের করে পিস্তলে ভরল রানা, ব্রীচে ঢোকাল একটা রাউণ্ড, তারপর পরীক্ষা করল জ্যাককে।

যদি পিছনে পড়ত, এই আঘাতে নির্ঘাত ভেঙে যেত জ্যাকের ঘাড়। মাথাটা এদিক ওদিক দুলছে তার, স্রেফ জ্ঞান হারিয়েছে। ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। সন্তুষ্টি বোধ করল ও। কিন্তু সোহানা শত্রুর হাতে রয়েছে, সুতরাং কোন ঝুঁকি নেয়া চলে না এখন। জ্যাকের আহত হাত থেকে ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলল ও। বুলেটের গর্তের মুখে আঙুল রেখে চাপ দিল জোরে। একটা পেশীও নড়ল না জ্যাকের।

নিচে নেমে গাড়ির বুট খুলল রানা। রাইফেলগুলো বের করে নিয়ে খালি করল চটের বস্তা। সেগুলো ছিঁড়ে ফালি করল, তারপর শক্ত করে বাঁধল জ্যাকের হাত আর পা। বুটেই জায়গা পেল সে। ঢাকনি বন্ধ করে দিল রানা।

গ্রীনের কাছ থেকে পাওয়া রেমিংটন কারবাইনটা গাড়ির কাছাকাছি নুড়ি পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখল ও, অ্যামুনিশনও রইল ওটার সাথে। কিন্তু অ্যালান স্টুয়ার্টের শখের রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে ও। খুব সম্ভব রাইফেলটা দরকার পড়বে ওর।

বাড়ির সামনের অংশ এবং আশপাশের জায়গা রাতের অন্ধকারে সেবার ভাল করে দেখা হয়নি রানার। এখন দিনের আলোয় দেখতে পাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে এগোলে গা ঢাকা দিয়ে সামনের দরজার একশো গজের মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এদিকের মাটিতে সরু সরু ফাটল দেখা যাচ্ছে। তারপরই শুরু হয়েছে লাভার উঁচু তিনটে চাতাল।

চাতালগুলো সমতল নয়, ছোটবড় গম্বুজ আকৃতির লাভার স্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে

arifsumon@yahoo.com
www.murchona.com

চারদিকে। একটা চাতাল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই আরেকটা চাতালের সূচনা। এক মানুষ সমান উঁচু খাড়া দেয়ালে চড়ল রানা, তারমানে দ্বিতীয় চাতালে উঠল। এটার শেষ মাথায় তৃতীয় চাতালটা শুরু। গুস্তাফের বাড়িটা এই তিন নম্বরেই রয়েছে।

দুই থেকে তিন নম্বরে ওঠার জন্যে কোন দেয়াল নেই, জায়গাটা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে, খুদে একটা ঢালের মত। কঠিন লাভার ওপর যুগ যুগ ধরে ধুলো-বালি পড়ে একটা আবরণ সৃষ্টি হয়েছে, বরফ আর বাতাসের চাপে তাও বেশ শক্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তবে প্রচুর ফাটল দেখা যাচ্ছে, আর নিচু আগাছায় চারদিক ভর্তি। এই আগাছায় বুক রেখে মাথা উঁচু করে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

এটা যে গুস্তাফের গোপন আস্তানা তাতে এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একটা জানালা ভাঙা দেখা যাচ্ছে, সেটায় কোন পর্দাও নেই। শেষবার যখন দেখেছিল রানা, আগুনে পুড়ছিল পর্দাটা। সামনের দরজার কাছে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শক্ত লাভার ওপরের খানিকটা আবরণ ভেঙে নিল রানা। মাটিতে ফাটল থাকায় সহজেই বেশ বড় একটা টুকরো উঠে এল জায়গা ছেড়ে, ফলে একটা লম্বাটে গর্ত দেখা দিল সেখানে। অ্যামুনিশনসহ অ্যালান স্টুয়ার্টের রাইফেলটা গর্তের ভেতর শুইয়ে দিল রানা। মাটির চাঁইটা গর্তের মুখে সমানভাবে বসল না, কিন্তু রাইফেল ঢাকা পড়ল নিখুঁত ভাবেই।

রাইফেলটাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না, গাড়িতে রাখাও অর্থহীন; এটাই সবচেয়ে আদর্শ জায়গা। সদর দরজা থেকে সামান্য একটু দূরে থাকল, যাতে প্রয়োজন হলে এক ছুটে বেরিয়ে এসে হাতে নেয়া যায়।

মাথাটা নিচু করে নিল রানা। পিছিয়ে আসতে শুরু করল ক্রল করে। চাতাল দুটো থেকে নেমে গাড়ি চলাচলের মেঠো পথটা ধরল। সোজা বাড়িটার দিকে হাঁটছে ও।

এত দীর্ঘ পথ জীবনে কখনও যেন হাঁটেনি রানা। ফাঁসিতে ঝোলাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন একজন লোকের অনুভূতি যেমন হয় ওর এখনকার অনুভূতিটা অনেকটা সেই রকম। গা ঢাকা দেবার কোন চেষ্টা না করে প্রকাশ্যে খোলা জায়গা দিয়ে এগোচ্ছে ও। সন্দেহ নেই, বাড়ির ভেতর থেকে সশস্ত্র প্রহরীরা নজর রাখছে বাইরে। এতক্ষণে তারা দেখতেও পাচ্ছে ওকে। ঠুস করে একটা গুলি করে দিলেই সব শেষ। ঝুঁকিটা জেনেশুনেই নিতে হয়েছে ওকে। শুধু যা একটু ভরসা ওদের কৌতূহলের ওপর। খালি হাতে একা ওকে এগোতে দেখে গুলি নাও করতে পারে।

গাড়িটার পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে রানা। চোখের কোণে জানালার একটা পর্দার মৃদু কাঁপুনি ধরা পড়ল। সোজা হেঁটে এসে দরজার সামনে থামল ও। আঙুল দিয়ে চেপে ধরল কলিং বেলের বোতাম। বাড়ির অনেক ভেতরে কোথাও বেল বাজছে।

দরজা খুলল না। পায়ের কোন শব্দও নেই ভেতরে। আবার বোতামে চাপ দিল রানা।

কাঁকরের ওপর বুট জুতোর আওয়াজ। প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাঁ দিকে

তাকাল রানা। বাড়ির দু'দিক থেকে ওর দিকে এগিয়ে আসছে দু'জন লোক। দু'জনেই ফণা তোলা সাপের মত সতর্ক।

পালা করে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। তারপর আবার চাপ দিল বোতামে। পিছলে গেল আঙুল, এরই মধ্যে ভিজে গেছে বোতামটা ঘামে।

ক্লিক করে খুলে গেল দরজা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে গুস্তাফ আতাতঙ্কি। হাতের পিস্তলটা রানার দুই চোখের মাঝখানে তাক করে ধরা।

'অতিথিকে অভ্যর্থনা করার এই কি তোমার নমুনা?' হাসিমুখে জানতে চাইল রানা।

দশ

ভাল-মন্দ কোন ভাবই নেই গুস্তাফের চেহারায়। রানার কপাল লক্ষ্য করে ধরা পিস্তলের নলটা একচুল নড়ছে না। জিজ্ঞেস করল, 'কেন তোমাকে এখন আমি খুন করব না?'

'করো,' বলল রানা। 'তোমাকে আমি বাধা দিচ্ছি, না পায়ে কেঁদে পড়ছি? তবে, তোমার ভালর জন্যে জানাচ্ছি, আমাকে খুন করলে পস্তাতে হবে তোমাকে।' শিকারকে কোণ ঠাসা করার জন্যে দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে দু'জন লোক, ওদের পায়ের আওয়াজ কাছে চলে এসেছে। 'স্বেচ্ছায় এখানে কেন এলাম, জানতে চাও না তুমি? দিব্যি হেঁটে চলে এলাম, বেল বাজালাম—কেন?'

'হ্যাঁ, বেশ একটু অবাক লাগছে বটে,' বলল গুস্তাফ। 'তোমাকে সার্চ করতে চাইলে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না?'

'দেখো, ঠাট্টা কোরো না,' হাসছে রানা। 'এতে আবার মনে করার কি আছে?' পিছন থেকে দুই জোড়া ভারী হাত পড়ল ওর গায়ে। অ্যামুনিশন ক্লিপসহ জ্যাক লেমনের পিস্তলটা বের করে নিল ওরা। 'এরই নাম কি সাদর অভ্যর্থনা?' বলল রানা। 'এভাবে কেউ কাউকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখে? পাড়া-পড়শীরাই বা বলবে কি?'

'কাছেপিঠে কোন পড়শী নেই,' বলল গুস্তাফ। তার চেহারায় বিস্ময় একটা ভাব দেখা যাচ্ছে। 'খুব ঠাণ্ডা মাথায় এসেছ এখানে তুমি, রানা। হাসিখুশি ভাবটা বানোয়াট কিনা জানি না, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না আমার। ব্যাপারটা কি রানা? সত্যি তুমি পাগল হয়ে যাওনি তো? ঠিক আছে, ভেতরে ঢোকো।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। গুস্তাফকে অনুসরণ করে পরিচিত কামরাটায় ঢুকল, এখানে বসেই কথা বলেছিল ওরা। কার্পেটের অসংখ্য জায়গায় পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'ইদানীং কোন বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছ নাকি?'

'বেশ খানিকটা উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে গেছ, স্বীকার করি,' বলল গুস্তাফ।

anisuman@yahoo.com
www.murchona.com

পিস্তল নেড়ে চেয়ারটা দেখাল। 'সেই একই চেয়ারে বসো। ওখানে বসলে দেখতে পাবে ফায়ারপ্লেসে এখন আর আগুন নেই।' রানা বসার পর ওর সামনে নিজেও বসল সে। 'তুমি কিছু বলার আগে একটা দুঃসংবাদ দিতে চাই তোমাকে। তোমার বান্ধবী আমাদের হাতে রয়েছে। মিস সোহানা।'

পা দুটো লম্বা করে চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল রানা। 'কী আশ্চর্য! ওকে আবার কেন দরকার হলো তোমাদের?'

'তোমাকে ধরার জন্যে ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে যাচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু এখন তার আর কোন দরকার নেই।'

'তাহলে ওকে আটকে রাখার কোন মানে হয় না,' বলল রানা। 'ছেড়ে দাও, চলে যাক ও।'

হো-হো করে হেসে উঠল গুস্তাফ। 'শুনতে খুব মজা লাগছে।' পরমুহূর্তে হাসি মুছে গিয়ে কঠোর হয়ে উঠল চেহারা। 'ব্যাপারটা কি, রানা? সত্যি যদি পাগল হয়ে গিয়ে থাকো, তোমার পিছনে সময় নষ্ট করতে রাজি নই আমি।' পিস্তলটা নড়ে উঠল তার হাতে। 'ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে চাই যত দ্রুত সম্ভব।'

'আমি ঠাট্টা করিনি, গুস্তাফ,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল রানা। ওর চেহারায় আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। 'সোহানাকে আটকে রাখার ক্ষমতা তোমার কেন, কারও নেই। এই বাড়ি থেকে অক্ষত অবস্থায় পায়ে হেঁটে চলে যাবে ও। তুমি ওকে যেতে দেবে।'

চার পাশ কুঁচকে ছোট হয়ে গেল গুস্তাফের চোখ দুটো। 'বুঝলাম না। খুলে বলো।'

'এখানে কেউ আমাকে ধরে আনেনি, নিজের ইচ্ছায় এসেছি আমি,' বলল রানা। 'কেন? কারণ তোমার হাতের চেয়ে বড় তাস রয়েছে আমার হাতে। নিশ্চিতভাবে জানি তোমাকে আমি হারিয়ে দেব, তবেই না আসতে সাহস পেয়েছি। জ্যাক লেমন এখন আমার মুঠোয়। টিট্ ফর ট্যাট।' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল গুস্তাফের। একটু থেমে আবার বলল রানা, 'ওহো ভুলেই তো গেছি যে জ্যাক লেমন নামে কাউকে তুমি চেনো না!'

'না হয় ধরো তোমার ওই জ্যাককে আমি চিনি—কিন্তু সে যে তোমার হাতে বন্দী তার প্রমাণ কি? সত্যি বলছ কিনা বুঝব কিভাবে?'

বুক পকেটে হাত তুলছে রানা, কিন্তু সেটার সাথে পিস্তলের নলটাও উঠছে দেখে দ্রুত স্থির হয়ে গেল ও। 'ভয় পেয়ো না,' বলল ও। 'সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্যে তোমাকে কিছু প্রমাণ দেখাতে চাই।' পিস্তলের ঝাঁকিটাকে অনুমতি ধরে নিয়ে পকেটে হাত ভরল ও। জ্যাকের পাসপোর্টটা বের করে ছুঁড়ে দিল গুস্তাফের দিকে।

ঝুঁকে পড়ল গুস্তাফ, পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিল সেটা। এক হাতে পাতা ওল্টাল। ফটোটা গভীর মনোযোগের সাথে দেখল সে, তারপর বন্ধ করল পাসপোর্ট। 'এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। জ্যাক লেমন নামে একজন লোকের পাসপোর্ট এটা। এই রকম অনেক পাসপোর্ট আমার কাছেও আছে, বিভিন্ন নামে। এ-থেকে প্রমাণ হয় না লোকটা তোমার কাছে আছে। সে যাই হোক, জ্যাক লেমন

নামে কোন লোককে আমি চিনি না।'

হেসে উঠল রানা। 'দু'ঘণ্টা আগে রেকিয়াভিকের একটা হোটেলে কে ফোন করেছিল? তুমি কি বলেছ জ্যাককে, আর জ্যাক কি বলেছে তোমাকে—মুখস্থ বলে যাচ্ছি আমি, শোনো।' ওদের কথোপকথন হুবহু আউড়ে গেল রানা।

থমথম করছে গুস্তাফের চেহারা। 'নিষিদ্ধ, বিপজ্জনক, একান্ত গোপনীয় তথ্য রয়েছে তোমার কাছে। এর পরিণতি বড়ই ভয়াবহ, রানা।'

'তার চেয়েও বেশি কিছু রয়েছে আমার কাছে—জ্যাক লেমন। তোমার সাথে কথা বলার সময় ওর ঘাড়ে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছিলাম আমি।'

'কোথায় সে?' দ্রুত জানতে চাইল গুস্তাফ।

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। তারপর বলল, 'মাথা-মোটা ইলিইচ ভেবেছ নাকি তুমি আমাকে?'

কাঁধ ঝাঁকাল গুস্তাফ। 'তুমি নিজের জন্যে কবর খুঁড়েছ, রানা।'

'ওখানেই তোমার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি। জ্যাককে যদি খুঁজতে চেষ্টা করো, তাকে খুঁজে পাবার আগেই ঠাণ্ডা মাংস হয়ে যাবে সে। সেই নির্দেশ দিয়ে এসেছি আমি।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে গুস্তাফ তাতাভস্কি। 'নির্দেশ কারও কাছ থেকে পেয়েছ, নাকি নিজে থেকে দিয়েছ?'

সাথে সাথে প্রশ্নটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে নিল রানা। গুস্তাফ জানতে চাইছে স্যার ডেভিড লয়াল জ্যাককে খুন করার নির্দেশ দিয়েছেন কিনা। তা যদি দিয়ে থাকেন, জ্যাকের তাহলে এক কানা কড়ি মূল্য নেই। গুস্তাফ যদি ধরে নেয় স্যার ডেভিড জ্যাকের আসল পরিচয় জেনে গেছেন, সাথে সাথে ওকে এবং সোহানাকে খুন করবে সে। জ্যাককে উদ্ধারের কোন চেষ্টা না করে লেজ তুলে পালাবে সোজা রাশিয়ায়। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা, গুস্তাফের চোখে চোখ রেখে বলল, 'এর মধ্যে ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই, গুস্তাফ। তুমি বা গায়ে তোমার মত গন্ধ আছে এমন কেউ জ্যাকের কাছাকাছি যেতে চেষ্টা করলে মারা যাবে সে। আমার সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ পরিষ্কার জানিয়ে এসেছি আমি, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে।'

কি যেন বলতে যাচ্ছে গুস্তাফ, কিন্তু রানা তাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'কি বলতে চাইছ, জানি, জানি। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস আমাকে ধরতে পারলে ছাল তুলে নেবে, একটা একটা করে আঙুল ভাঙবে, তারপর হয়তো মেরে ফেলতে চাইবে। আগে ধরুক তো, তারপর দেখা যাবে কি হয়। তার আগে পর্যন্ত আমার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করছে জ্যাকের জীবন। কেউ তার ধারে কাছে গেলে হাতে বা পায়ে নয়, সরাসরি মাথায় গুলি করা হবে।'

গাম্ভীর্য বজায় রেখে হাসল গুস্তাফ। 'ট্রিগারটা টিপবে কে? আমি জানি, একা কাজ করছ তুমি। নিজের অফিসের সাহায্য পর্যন্ত চাওনি।'

'স্থানীয় লোকদেরকে ছোট করে দেখো না, গুস্তাফ,' বলল রানা। 'আমার, এবং বিশেষ করে সোহানার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা আইসল্যান্ডে কত তা জানো? গুনে শেষ করতে পারবে না তুমি। বন্ধুর বিপদে এরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেও

ইতস্তত করে না। সোহানাকে আটক করে মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়েছ বললেও কম বলা হয়। বহু কষ্টে ওদেরকে আমি শান্ত করে রেখে এসেছি। পেলে তোমাকে ওরা কাঁচা চিবিয়ে খাবে।'

একটু যেন টনক নড়ল গুস্তাফের। আইসল্যান্ডে ওদের যে প্রচুর হিতাকাঙ্ক্ষী আছে সে-তথ্য জানা আছে তার। এখন শুধু যে চিন্তিত তা নয়, সেই সাথে ক্ষীণ একটু উদ্বিগ্নও দেখাচ্ছে তাকে।

নিজের চেয়ারে হেলান দিল রানা। বেশিক্ষণ চিন্তা করার সময় দিতে চায় না গুস্তাফকে, বলল, 'আমি চাই আমার বান্ধবীকে এই কামরায় নিয়ে আসা হোক—অক্ষত এবং সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায়। ওর যদি সামান্যতম ক্ষতিও করা হয়ে থাকে, জানবে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছ তুমি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে গুস্তাফ। বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে আইসল্যান্ড কর্তৃপক্ষকে খবর দাওনি তুমি। দিলে এতক্ষণে পুলিস পৌঁছে যেত।'

হেসে ফেলল রানা। 'দিইনি, তার সঙ্গত কারণও আছে। পুলিস কি করবে জ্যাক লেমনের? বড় জোর দেশ থেকে বহিষ্কার করবে তাকে। কিন্তু আমার বন্ধুদের উদ্দেশ্য তা নয়, দরকার মনে করলে তারা ওকে খুন করবে।' সামনের দিকে ঝুঁকে গুস্তাফের হাঁটুতে তর্জনী দিয়ে একটা খোঁচা মারল ও। 'তারপর তারা পুলিসকে সাথে নিয়ে তোমার খোঁজে আসবে। চারদিকে কূটনীতিকদের গাড়ি আর ইউনিফর্ম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না তুমি।' শিরদাঁড়া খাড়া করল ও। 'আমার বান্ধবীকে নিয়ে এসো। এখুনি তাকে দেখতে চাই আমি,' আদেশ এবং কর্তৃত্ব ফুটে উঠল ওর বলার ভঙ্গিতে।

'গোটা ব্যাপারটা আরও একটু ভেবে দেখতে হবে আমাকে,' বলল গুস্তাফ।

'বিকল্প কোন পথ তোমার সামনে খোলা নেই, গুস্তাফ। তোমাকে ব্যস্ত করে তোলার জন্যে আরও একটা কথা জানাচ্ছি। নির্দিষ্ট একটা সময়-সীমা দেয়া আছে। আমার বন্ধুরা সোহানার নিজের মুখ থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে কোন খবর না পেলে জ্যাককে ওরা খুন করবে।'

চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিষম দ্বন্দ্বে দুলছে গুস্তাফ। কল্পনাও করেনি এ-ধরনের একটা তীব্র সংকটে পড়তে হবে তাকে। সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সে। 'তোমার স্থানীয় বন্ধুরা—জ্যাকের পরিচয় জানে তারা?'

'জ্যাক রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের লোক কি না?' এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'ওরা শুধু জানে সোহানার বদলে একজন জিম্মি সে। জানে তুমি, তোমার দল আর জ্যাক স্রেফ গুণ্ডা। আসলেও তো তোমরা তাই, যা করছ, এটা কি দেশের কাজ? তোমাদের চীফ জানতে পারলে কোর্ট-মার্শাল হবে না তোমার?'

স্বস্তির ক্ষীণ একটু ভাব ফুটে উঠল গুস্তাফের চেহারায়। জ্যাক ডবল এজেন্ট তা সোহানা আর রানা ছাড়া আর কেউ জানে কিনা ভেবে অস্থিরতা বোধ করছিল সে, এখন তাকে আগের চেয়ে একটু শান্ত দেখাচ্ছে। তথ্যটা আর কেউ জানে না ধরে নেয়ায় সমস্যাটার সমাধান পাওয়া না গেলেও সেটা আকারে অনেক ছোট হয়ে এসেছে। দুটো উপায় আছে তার সামনে। সোহানাকে আটকে রাখলে জ্যাককে

হারাতে হবে। মেয়েটিকে ছেড়ে দিলে জ্যাককে ফেরত পাওয়া যাবে। জ্যাক কে. জি. বি-র অমূল্য সম্পদ। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে, বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে, দীর্ঘদিনের সাধনার ফলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কেন্দ্র বিন্দুতে রোপণ করা হয়েছে জ্যাককে। তাকে যদি হারাতে হয়, সব দোষ চাপবে গুস্তাফের ঘাড়ে। ওর এই ব্যর্থতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। এই অপরাধের সাজা চরম—মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

মেয়েটার সাথে তার বা তাদের কোন বিরোধ নেই। ওর বদলে জ্যাককে ফেরত পাওয়া বিরাট লাভজনক একটা ব্যবসা। কিন্তু গুস্তাফ জানে, এত কম দরে বিনিময় করতে রাজি হবে না মাসুদ রানা। সে তার নিজের মুক্তিও দাবি করবে।

জোর করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে, বলল, 'হুঁ।'

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আর কোন উচ্চ বাচ্য নেই।

গম্ভীর মুখে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল শুধু, কথা বলল না।

এক দৃষ্টে চেয়ে আছে গুস্তাফ। 'কি করা হবে তা পরে ভেবে দেখব। তবে মেয়েটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে পারো তুমি।' পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোকের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে। লোকটা দ্রুত বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'গোটা ব্যাপারটা লেজে গোবরে করে ছেড়েছ তুমি, গুস্তাফ,' বলল রানা। 'কি কাজ দিয়ে তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে, জানি না। কিন্তু কাজটায় যে তুমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছ, সে তো দেখাই যাচ্ছে। তার ওপর, জ্যাককে যদি হারাতে হয়…তোমার কপালে কি আছে ভাবতে গিয়ে…' শিউরে উঠল রানা। 'আমার জন্যে আস্কাবাদে কিছুদিন কাটিয়েছ বলে সেবার দুঃখ করছিলে—কিন্তু জ্যাককে যদি হারাতে হয়, তোমার মৃত্যুদণ্ড খোদ শয়তানও ঠেকাতে পারবে না। ভাল কথা, এই অপারেশনের সাথে কবীর চৌধুরীর কি সম্পর্ক?'

প্রসঙ্গটার ধার দিয়েও গেল না গুস্তাফ। 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। জ্যাক তোমার প্রাণের দুশমন। একটা মেয়ের জন্যে তাকে তুমি ছেড়ে দিতে চাইছ কেন?' ব্যঙ্গের সুর ফুটে উঠল তার কণ্ঠে, 'একটা মেয়ের জন্যে দুনিয়ার সবকিছু তুচ্ছ জ্ঞান করা যায় এ-কথা তাহলে কি আজও সত্যি? এই ভঙ্গিতে চিন্তা করার রোগ থেকে সেরে উঠেছি আমি—তুমিই ছিলে আমার ডাক্তার।'

'যা ঘটে গেছে তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই,' বলল রানা। 'পিস্তলটা হাত থেকে ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল তোমার, তা না করে তুমি জুডো হোল্ডের বিরুদ্ধে জোরাজুরি করতে গেলে। নিজের গুলিতে আহত হয়েছ নিজে, তুমি জানো, এজন্যে আমি নই, তুমিই দায়ী। আর সোহানার কথা যদি বলো, হ্যাঁ, ওর জন্যে দুনিয়ার সবকিছু তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি আমি।'

দরজা খুলে গেল। পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা হলো সোহানাকে। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে রানা, কিন্তু গুস্তাফের হাতের পিস্তলটাকে নড়ে উঠতে দেখে বসে পড়ল আবার। 'হ্যালো, সোহানা। দাঁড়াতে পারছি না বলে কিছু মনে কোরো না।'

মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে আছে সোহানার। কিন্তু রানাকে দেখা মাত্র একেবারে চুপসে গেল চেহারাটা। 'তোমাকেও ধরে এনেছে!' নৈরাশ্যে একেবারে ভেঙে পড়ল তার কণ্ঠস্বর।

'স্বেচ্ছায় এসেছি আমি,' আশ্বাসের সুরে বলল রানা। 'কেমন আছ তুমি? নির্ভয়ে বলো, এরা তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছে?'

'একটু হাত মুচড়ে দিয়েছে—ও কিছু না।' আহত কাঁধে একটা হাত রাখল সোহানা।

হাসল রানা। 'তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি, সোহানা। একটু পরই এখান থেকে চলে যাব আমরা।'

'সে ব্যাপারে যদিও কিছুটা মতানৈক্য আছে,' বলল গুস্তাফ। 'এখান থেকে চলে যাবে—কিভাবে শুনি?'

'কিভাবে আবার, সহজ পথে যাব—সামনের দরজা দিয়ে।'

'এতই সহজ?' হাসছে গুস্তাফ। 'জ্যাকের ব্যাপারটা কি হবে?'

'অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হবে তাকে।'

'জিম্মি বদলের সর্বজন স্বীকৃত রীতি নয় সেটা,' বলল গুস্তাফ। 'আরও বাস্তব কোন উপায় বের করতে হবে তোমাকে, রানা।'

হাসছে রানা। 'তা আর এমন কি কঠিন।'

'চিন্তা করে বের করো। দেখি আমার পছন্দ হয় কিনা।'

জুলফির নিচেটা ঘষছে রানা। 'সোহানা চলে যাক। ও ফিরে গিয়ে খবর দিক আমার বন্ধুদের। তারপর আমার বদলে জ্যাককে ফিরে পাবে তুমি। আয়োজনটা টেলিফোনের মাধ্যমে হতে পারে।'

'পদ্ধতিটা না হয় সঙ্গত বলে মেনে নেয়া গেল,' বলল গুস্তাফ, 'কিন্তু তোমার বাণিজ্য নীতির মধ্যে বৈষম্য প্রকট। একের বদলে দুই, রানা?'

'একের বদলে দশ হলেও প্রস্তাবটা মেনে নেবে জ্যাক লেমন। তোমারও মেনে নেয়া উচিত, কারণ তা না হলে কে.জি.বি-র হেডকোয়ার্টারে জ্যান্ত কবর দেয়া হবে তোমাকে।'

অস্থিরভাবে চেয়ারে নড়েচড়ে উঠল গুস্তাফ। 'হুঁ।' প্রস্তাবটায় কোন গলদ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখছে সে। 'জ্যাককে আমরা অক্ষত অবস্থায় ফেরত পাব?'

মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে একটু হাসল রানা। 'মানে···না, ঠিক অক্ষত অবস্থায় নয়। তার শরীরের একটা ফুটো থেকে রক্ত ঝরছে, তবে ক্ষতটা মারাত্মক কিছু নয়। আর মাথাটা হয়তো প্রচণ্ড ব্যথা করছে। এর বেশি কিছু না।'

'হুঁ,' প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল গুস্তাফ। 'প্রস্তাবটা মেনে নেয়া যেতে পারে, তবে আরও একটু ভাবতে হবে আমাকে।'

'বেশি ভেবে মাথাটাকে গরম করে তুলো না,' বলল রানা। 'সময়সীমার কথাটা মনে রেখো। সময় পেরিয়ে গেলে এ-কূল ও-কূল দু'কূলই হারাবে তুমি।'

'সত্যি জ্যাককে ধরেছ তুমি?' জানতে চাইল সোহানা।

সোহানার চোখে চোখ রাখল রানা। শুধু স্থির দৃষ্টি দিয়ে, নিঃশব্দে সতর্ক করে

দেবার চেষ্টা করছে তাকে। সোহানা যদি এক চুল ভুল করে বসে, নিমেষে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'আমাদের বন্ধুরা তার যত্ন নিচ্ছে— চার্জে রয়েছে নাজান সাগা।'

'নাজান?' হাততালি দিয়ে উঠল সোহানা। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারাটা। 'সে একাই একশো! চিন্তার কিছুই নেই আমাদের।'

কাজ হলো সোহানার অভিনয়ে। গুস্তাফের চেহারাটা ম্লান হয়ে গেল হঠাৎ।

তাড়া লাগাল রানা, 'ঠাণ্ডা মেরে গেলে যে? সময় এখন কতটা দামী বুঝতে পারছ না?'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল গুস্তাফ। 'বেশ। তোমার কথা মতই হবে সব।' রিস্টওয়াচ দেখল। 'আমিও একটা সময়-সীমা দেব। দু'ঘণ্টার মধ্যে আমি কোন টেলিফোন কল না পেলে, জ্যাকের কপালে যাই ঘটুক না কেন, তোমাকে আমি নিজের হাতে খুন করব।' চরকির মত আধপাক ঘুরে সোহানার মুখোমুখি হলো সে। 'কথাটা যেন মনে থাকে, সোহানা!'

'আর শুধু একটা ব্যাপার,' বলল রানা। 'সোহানা রওনা হবার আগে ওর সাথে কথা বলতে হবে আমাকে। নাজান সাগা কোথায় আছে তা জানে না ও।'

'কথা বলো, কিন্তু আমাকেও তা শুনতে হবে।'

'বোকা সাজছ কেন? আমাদের কথা শুনলে সব তথ্য জেনে যাবে তুমি, তা আমি জানাব কেন? জ্যাক কোথায় আছে জানলে, বলা যায় না, তাকে হয়তো তুমি ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করবে। তা অবশ্য সম্ভব নয়— তবু, কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নই আমি।' সাবধানে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। 'সোহানার সাথে নিরিবিলিতে কথা বলব, তা না হলে বলবই না। ব্যাপারটা তোমার ওপর নির্ভর করছে, গুস্তাফ। ইচ্ছা করলে সব পণ্ড করে দিতে পারো তুমি। কিন্তু আমি জানি, তা তুমি দেবে না।'

হাতের পিস্তল নেড়ে একটা কোণ দেখাল গুস্তাফ। 'ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারো তোমরা, কিন্তু কামরায় থাকব আমি।'

'তাতে আমার আপত্তি নেই,' মাথা ঝাঁকিয়ে সোহানাকে ইঙ্গিত দিল রানা। ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। গুস্তাফের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে রানা, কারণ লোকটা ছয়তো ভাষার লিপ্-রিডিং জানা প্রতিভা কিনা কে জানে!

ফিসফিস করে কথা বলছে সোহানা, 'সত্যি তুমি জ্যাক লেমনকে ধরেছ, রানা?'

'হ্যাঁ, কিন্তু নাজান বা আর কেউ এ-ব্যাপারে কিছু জানে না। বিশ্বাস্য একটা গল্প বানিয়ে বলেছি গুস্তাফকে, কিন্তু সত্যি নয়। তবে জ্যাককে আমি মুঠোয় রেখেছি।'

রানার বুকে হাত রাখল সোহানা। 'তুমি আমাকে বকবে না? তোমার নির্দেশ আমি মানিনি···'

'যা হবার হয়েছে, ও নিয়ে মন খারাপ করার সময় নয় এখন,' বলল রানা। 'পায়ে হেঁটে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে তোমাকে। কোথায় যাবে বলছি। মন দিয়ে শোনো। তুমি···'

'কিন্তু তোমাকে একা ছেড়ে যেতে মন চাইছে না আমার,' বিষাদের ম্লান ছায়া পড়ল সোহানার দুচোখে।

'যা যা বলব তা যদি তুমি ঠিক মত করতে পারো, এদের হাত থেকে মুক্তি পেতে বেশিক্ষণ লাগবে না আমারও। মন দিয়ে শোনো। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তায় গিয়ে উঠবে তুমি, তারপর বাঁ দিকে বাঁক নেবে। আধ মাইল হাঁটার পর রাস্তার ধারে একটা নীল মার্সিডিজ দেখতে পাবে। আর যাই করো, বুটটা খুলো না। গাড়িতে চড়ে ফুল স্পীডে ছুটবে, সোজা কিফলাভিকে পৌঁছুতে হবে তোমাকে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল সোহানা। 'না। কিফলাভিকে গিয়ে কি করব আমি?'

'লী হেঙ্গারের সাথে দেখা করবে। স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে একটা ঝড় তুলবে ওখানে তুমি চেঁচামেচি করে হোক, খোদার দোহাই দিয়ে হোক, যেভাবে পারো তোমার কথায় কান দিতে বাধ্য করবে ওদেরকে। বলবে, সি. আই.-এর একজন এজেন্টের সাথে দেখা করতে চাও তুমি। লী এবং আর সবাই অস্বীকার করবে, তোমাকে জানাবে, তাদের অফিসে ও-ধরনের কোন বাঘ নেই। কিন্তু তুমি যদি হাল ছেড়ে না দিয়ে জেদ ধরে বসে থাকো, ঠিকই একজনকে যোগাড় করতে পারবে ওরা। লীকে তুমি জানাবে ব্যাপারটা একটা ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট নিয়ে, সেটা সে পরীক্ষা করছে এবং এখনও তার জিম্মায় আছে। তার মনোযোগ আকর্ষণে কাজ দিতে পারে কথাটা।'

'সি. আই. এ-র লোকটাকে কি বলব আমি?'

'প্রায় সবই তুমি জানো—সবটুকুই বলবে তাকে,' বলল রানা। 'তারপর মার্সিডিজের বুট খুলতে বলবে তাকে। বুট খুললে বুঝবে না সে, বলবে ট্রাঙ্ক।'

'কি আছে বুটে?'

'জ্যাক লেমন।'

রানার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে সোহানা। অনেক কষ্টে বিস্ময় প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকছে সে। 'জ্যাক এখানে!' ফিসফিস করে বলল সে। 'এই বাড়ির কাছে?'

'এরা তোমার ক্ষতি করতে পারে ভেবে তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে আমাকে,' বলল রানা।

'বুঝেছি,' বলল সোহানা। 'তোমার কি হবে?'

'সি. আই. এ-র লোকটাকে এখানে টেলিফোন করতে বলবে—না করার নেই করবে। এখান থেকে রওনা হবার পর মাত্র দুঘণ্টা সময় পাবে তুমি, সুতরাং সি. আই. এ-র লোকটাকে রাজি করাবার জন্যে খুব অল্প সময় পাবে তুমি। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে না পাওয়া যায়, কিংবা রাজি করাতে না পারো, তুমি নিজেই ফোন করবে এখানে। যে-কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে ওস্তাদের কাছ থেকে কিছু সময় চেয়ে নেবে। অথবা জ্যাকের সাথে আমাকে বদল করার একটা মিথ্যে আয়োজনের কথা বলবে ওকে। তাতে কিছুটা সময় পাব আমি।'

'মার্কিনীরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে?'

'অ্যালান স্টুয়ার্টের কথা বলবে ওদেরকে। বলবে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সব কথা ফাঁস করে দেবে তুমি। এতে একটু টনক নড়বেই ওদের। ও, হ্যাঁ, ওদেরকে আরও বলবে যে তোমার বন্ধুরা জানে কোথায় আছ তুমি—সেফ বীমার প্রয়োজনে।' বিপদের সমস্ত সম্ভাবনায় ছিপি আঁটতে চাইছে রানা।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে চোখ বুজে সমস্ত নির্দেশ মনে গেঁথে নিল সোহানা। চোখ মেলে প্রশ্ন করল, 'জ্যাক বেঁচে আছে?'

'অবশ্যই।'

'সি. আই. এ আমার কথা বিশ্বাস না করে যদি জ্যাকের কথা বিশ্বাস করে?' বলল সোহানা। 'কিফলাভিকে সি. আই. এ অফিসারদের সাথে ভাল পরিচয় থাকার কথা ওর।'

'জানি,' বলল রানা। 'ঝুঁকিটা নিতে হবে আমাদের। সেজন্যেই জ্যাককে বের করার আগে সমস্ত ঘটনা খুলে বলবে তুমি। জ্যাক ডাবল এজেন্ট, তোমার মুখে এত বড় একটা অভিযোগ শুনে আর যাই করুক, জ্যাককে চট করে ছেড়ে দেবে না ওরা।' একটু থামল রানা। 'আর যদি কিছুতেই কিছু না হয়, একেবারে সবার শেষে যোগাযোগ করবে ঢাকার সাথে। সরাসরি মেজর জেনারেলকে জানাবে সব কথা।'

ব্যাপারটা তেমন পছন্দ হচ্ছে না সোহানার, একই অবস্থা রানারও, কিন্তু দুজনেই বুঝতে পারছে বর্তমান পরিস্থিতিতে এর বেশি কিছু করার নেই ওদের। ঢাকার সাথে অনেক আগেই যোগাযোগ করা উচিত ছিল। কিন্তু তখন এতটা গোলমেলে ছিল না ব্যাপারটা। আর এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। শুধু যোগাযোগ করলেই তো চলবে না, সেখান থেকে বি. সি. আই-এর অনুরোধ ব্রিটেন এবং আমেরিকা ঘুরে নির্দেশে রূপান্তরিত হয়ে আইসল্যাণ্ডে না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওদেরকে। অত সময় দেবে না ওস্তাদ। 'যা করার তাড়াতাড়ি করবে, কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে করবে—অ্যাক্সিডেন্ট করে বসো না যেন আবার।' সোহানার চিবুক ধরে মুখটা একটু উঁচু করল রানা। 'সব ভালয় ভালয় চুকে যাবে। তুমি দেখো।'

দ্রুত কয়েকবার চোখ পিট পিট করল সোহানা। 'একটা কথা জানা দরকার তোমার। তোমার দেয়া পিস্তলটা...'

'হ্যাঁ। কেড়ে নিয়েছে ওরা।'

'না!' ফিসফিস করে উঠল সোহানা। 'কেড়ে নেয়নি, জানেই না আমার কাছে আছে। সার্চ করলে তবে তো!'

এবার রানার চোখ পিট পিট করার পালা। 'সার্চ করেনি? কি বলছ তুমি?'

'লর্ডস ট্রাভেল এজেন্সীর সুজানের সাথে ওরা যখন কোণঠাসা করল আমাকে, তখন সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পিস্তলটা বের করিনি আমি—খালি হাতে যতক্ষণ পেরেছি যুঝেছি ওদের সাথে। তারপর যখন দেখলাম আর সম্ভব না, স্বেচ্ছায় ধরা দিলাম। আমাকে হার মানতে দেখে ওরা আমার গায়ে হাত দেয়নি। এখানে নিয়ে আসার পর সার্চ না করার কারণ সম্ভবত ওরা ধরেই নিয়েছে আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই;

থাকলে নিশ্চয়ই সেটা ব্যবহার না করলেও অন্তত বের করতাম। এখনও জ্যাকেটের নিচে শোল্ডার হোলস্টারে রয়েছে ওটা।'

রানা ভাবছে অন্য কথা। গুস্তাফ নিজের লোকদেরকে অকম্মার ধাড়ী অকারণে বলে না।

'চুপিসারে তোমার হাতে ওটা গুঁজে দেবার চেষ্টা করে দেখব?' জানতে চাইল সোহানা।

'না!' পিঠে গুস্তাফের প্রখর দৃষ্টি অনুভব করছে রানা। একটা পয়েন্ট থারটি-এইট স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তল তাস নয় যে কারও চোখে ধুলো দিয়ে হাত বদল করা যাবে। 'তোমার কাছেই থাক ওটা। কে জানে, হয়তো তোমারই কাজে লাগাবার দরকার হবে।'

সোহানার অক্ষত কাঁধে হাত রেখে তাকে নিজের দিকে টানল রানা। অনুভব করল, সোহানার ঠোঁট জোড়া ঠাণ্ডা আর শুকনো। একটু একটু কাঁপছেও সে। চুমো খেয়ে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা, বলল, 'আর দেরি নয়, এবার তুমি যাও।' ঘুরে গুস্তাফের মুখোমুখি হলো ও।

'সাংঘাতিক চিত্তাকর্ষক!' বলল গুস্তাফ।

'শোনো,' প্রতিবাদের সুরে বলল রানা, 'তোমার সময়-সীমা নিতান্তই কম। দুঘণ্টা যথেষ্ট নয়।'

'ওতেই সারতে হবে কাজ।'

'তুমি কি যুক্তিও মানবে না? রেকিয়াভিক হয়ে যেতে হবে ওকে। দিন তো প্রায় শেষ হতে চলল, শহরে পৌঁছাতেই পাঁচটা বেজে যাবে— অফিস-আদালত ছুটির সময়, রাস্তায় কি রকম ট্রাফিক থাকবে ভেবে দেখেছ? ট্রাফিক জ্যামের কারণে জ্যাককে যদি হারাতে হয়, কেমন লাগবে তোমার?'

'জ্যাকের কথা নয়, তুমি নিজের কথা ভাবছ,' বলল গুস্তাফ। 'তোমার মাথায় যে বুলেটটা ঢুকবে তুমি সেটার কথা ভাবছ।'

'নাহয় তাই ভাবছি,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে জ্যাকের কথা। কারণ আমি মারা গেলে জ্যাক বেঁচে থাকবে না।'

'ঠিক আছে,' মুখ ভার করে বলল গুস্তাফ। 'তিন ঘণ্টা। আর এক সেকেণ্ডও বেশি নয়।'

খুশি হলো রানা। চেষ্টা করে আরও একটা ঘণ্টা বরাদ্দ করা গেছে সোহানাকে, এই সময়ের মধ্যে কিফ্লাভিক মার্কিন বেসের কর্মকর্তাকে রাজি করাতে হবে ওর। 'সোহানা একা যাবে,' বলল ও। 'কেউ ওকে ফলো করতে পারবে না।'

'সেটা ধরেই নেয়া হয়েছে।'

'এবার ওকে টেলিফোন নাম্বারটা দাও। ওটা না নিয়ে চলে গেলে দুঃখের আর সীমা থাকবে না তোমার।'

পকেট থেকে নোটবুক বের করে তাতে একটা নাম্বার লিখল গুস্তাফ, পাতাটা ছিঁড়ে ধরিয়ে দিল সোহানার হাতে। 'কোনও রকম চালাকি নয়,' বলল সে। 'বিশেষ করে, কোন পুলিস নয়। বাড়ির কাছে-পিঠে যদি একজন লোককেও ঘুরঘুর করতে

দেখি, মারা যাবে মাসুদ রানা। বুঝতে পারছ?'

ঢোক গিলল সোহানা। মৃদু গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

রানার দিকে চোখ তুলে তাকাল সোহানা। এমন কিছু রয়েছে তার দৃষ্টিতে, বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার। গুস্তাফ সোহানার কনুই ধরে দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এক মিনিট পর জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে পেল রানা সোহানাকে। বাড়ি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সে।

কামরায় ফিরে এল গুস্তাফ। 'নিরাপদ কোথাও তালা মেরে রাখব তোমাকে।' রানার দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। অত্যন্ত সাবধানে দোতলার একটা খালি কামরায় নিয়ে আসা হলো রানাকে। কামরার ফাঁপা দেয়ালগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গুস্তাফ। 'মধ্যযুগে এসব জিনিস কত মজবুত হত।'

'কি সব জিনিস?'

'তখনকার দিনে ঘর-বাড়িগুলো পাথর দিয়ে তৈরি করা হত,' জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটা হাত বাইরে নিয়ে গিয়ে ওদিকের দেয়ালে বাড়ি মারল সে। ফাঁকা একটা শব্দ শোনা গেল। 'ডিমের খোসা দিয়ে তৈরি এগুলো।'

কথাটা মিথ্যে নয়। লেক থিঙভাল্লাভাটন-এর তীরে এগুলো সব ছুটি কাটাবার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি কটেজ, স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে নয়। আর সব কটেজের মত এটারও কাঠামো টিম্বারের তৈরি, পাতলা কাঠের আবরণ আছে দুদিকের দেয়ালে, দুই আবরণের মাঝখানে রয়েছে ইনসুলেশনের জন্যে একধরনের ফোম(polystyrene)। ভেতর দিকের দেয়ালে হয়তো বা আধ ইঞ্চি পুরু প্লেস্তারা আছে কামরার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে। কাজটা আসলে স্থায়ী তাঁবুর কাছাকাছি একটা ব্যাপার।

উল্টোদিকের দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল গুস্তাফ, আঙুলের গাঁট দিয়ে জোরে টোকা মারল। এবারের আওয়াজ আরও ফাঁপা। 'পনেরো মিনিট লাগবে তোমার এই পার্টিশন ভাঙতে, খালি হাতে। তাই তোমাকে গার্ড দেবে এই লোক।'

'খামোকা ভেবে মাথার চুল পাকিয়ো না,' বলল রানা। 'বিশ্বাস করো, আমি সুপারম্যান নই।'

'অকম্মার ধাড়ীগুলোকে বোকা বানাতে সুপারম্যান হবার প্রয়োজন নেই,' তিক্ত গলায় বলল গুস্তাফ। 'তবে, এখন আমি এমন অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি, দুনিয়ার সবচেয়ে মোটা মাথাতেও তা সেঁধোবে।' পিস্তলধারী লোকটার দিকে ফিরল সে। 'রানা ওই কোণে বসে থাকবে। তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে দরজার সামনে। বুঝতে পারছ?'

'জ্বী।'

'রানা যদি নড়ে, তুমি ওকে গুলি করবে। বুঝতে পারছ?'

'জ্বী।'

'রানা যদি কথা বলে, তুমি ওকে গুলি করবে। বুঝতে পারছ?'

'জ্বী।'

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

'রানা যদি হাসে বা কাঁদে, তুমি ওকে গুলি করবে। বুঝতে পারছ?'

'জ্বী।'

'রানা যদি অস্বাভাবিক কিছু করে, তুমি ওকে গুলি করবে। বুঝতে পারছ?'

'জ্বী।'

রানার দিকে ফিরল গুস্তাফ। নিঃশব্দে হাসছে। সকৌতুকে বলল, 'আচ্ছা, কিছু কি ভুলে গেছি নাকি? ও, হ্যাঁ! তুমি বলেছ জ্যাক লেমনের শরীরে একটা ফুটো আছে— ঠিক?'

'ছোট্ট একটা,' বলল রানা। 'শুধু হাতে।'

মাথা ঝাঁকাল গুস্তাফ। গার্ডকে বলল, 'ওকে যখন গুলি করবে তুমি, খুন করো না। নাভীটা ফুটো করে দিয়ো।' পায়ের পাতার ওপর শরীরের ভর রেখে আধপাক ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। তার পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

এগারো

গার্ডের দিকে চেয়ে আছে রানা। পাল্টা দৃষ্টি ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে গার্ডও। তার পিস্তল রানার নাভীর ওপর তাক করা। খালি হাতটা দিয়ে নিঃশব্দে কামরার একটা কোণ দেখাল সে। পিছিয়ে যাচ্ছে রানা। শোল্ডার ব্লেড দুটো দেয়ালে ঠেকতে থামল ও। ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে উবু হয়ে বসল।

চেহারায় কোন ভাব নেই গার্ডের। 'সীট।' বসতে আদেশ করল সে।

পদ্মাসনে বসল রানা মেঝেতে। হাসতে মানা, কথাটা ভেবে প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে ওর, কিন্তু কোন রকমে চেপে রাখছে। গার্ডকে ফাঁকি দেয়ার কোন উপায় নেই। এ ব্যাটারও মোটা মাথা, ধরে নিচ্ছে রানা, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মোটা বুদ্ধির লোকেরাই শুধু অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করে থাকে। এ লোকটা তাই করবে। পনেরো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে, নিষ্প্রাণ স্ট্যাচুর মত, কিন্তু রানা একচুল নড়লে ট্রিগার টেপার সুযোগটা ছাড়বে না। মনে হচ্ছে, সেজন্যেই এক বুক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে সে। রানা অস্বাভাবিক কিছু না করলেই যেন নিরাশ হবে।

ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। দুই মিনিটও হয়নি কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে গুস্তাফ, অথচ মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে এখানে বসে আছে ও। বোঝা যাচ্ছে সামনের তিনটে ঘণ্টা সাংঘাতিক লম্বা হবে।

কথাটা ঠিকই বলেছে গুস্তাফ, একা থাকলে পার্টিশন ওয়াল ভেঙে কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে পারত রানা, পনেরো মিনিটও লাগত না ওর। যদিও তার মানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু অপ্রত্যাশিত কোন এক জায়গায় থাকত ও, ডিভারশন সৃষ্টি করতে পারত — সব সামরিক বিশেষজ্ঞরা জানেন যুদ্ধ জেতার জন্যে সেটাই সবচেয়ে বেশি কাজ দেয়। সোহানা চলে যাবার পর ও এখন কেটে পড়ার

জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টা চালাবে, গুস্তাফ তা ভালভাবেই জানে।

জানালার দিকে তাকাল রানা। ছোট্ট এক টুকরো আকাশ আর ধোঁয়াটে মেঘ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ হলো বসে রয়েছে রানা। আধ ঘণ্টা তো হবেই, ধারণা করল ও। এই সময় একটা গাড়ির আওয়াজ ঢুকল কানে। বাড়ির বাইরে কোথাও থামল সেটা। কতজন লোক আছে এখানে জানা নেই। তবে তিনজনকে দেখেছে ও। এখন আরও কিছু যোগ হলো। লক্ষণগুলো ভাল নয়। পালাবার পথ ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে বাঁ হাতের কব্জিটা ঘোরাচ্ছে রানা, জ্যাকেটের কাফ সরিয়ে আনছে রিস্টওয়াচটা বের করার জন্যে। এই সামান্য নড়াচড়াকে যদি অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে করে গার্ড, নাভী ফুটো হয়ে যাবে ওর। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ও, সে-ও অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাল্টা। চোখ নামাল রানা, ক'টা বাজে দেখছে। হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা, আধঘণ্টা নয়, মাত্র পনেরো মিনিট কেটেছে সময়। যতটা ভেবেছিল, এখন তার চেয়ে বেশি লম্বা বলে মনে হচ্ছে পরবর্তী তিনঘণ্টাকে।

পাঁচ মিনিট পর দরজায় নক হলো, সাথে সাথে শোনা গেল গুস্তাফ তাতাভাস্কির মেয়েলি কণ্ঠস্বর, 'ভেতরে ঢুকছি আমি।'

দরজা খুলে যাচ্ছে, এই সময় এক পাশে সরে দাঁড়াল গার্ড। হাতে একটা পিস্তল নিয়ে ভেতরে ঢুকল গুস্তাফ, বলল, 'তোমার মত ভাল মানুষ হয় না, রানা।' বলার ভঙ্গিতে কি যেন একটা রয়েছে, অস্বস্তিবোধ করছে রানা। রীতিমত উৎফুল্ল দেখাচ্ছে গুস্তাফকে।

'যা যা বলেছ আমাকে, সব আমি স্মরণ করতে চাই আরেকবার,' বলল সে। 'বলেছ, তোমার একদল স্থানীয় বন্ধুদের হাতে বন্দী হয়ে আছে জ্যাক লেমন। তার বিনিময়ে তোমাকে যদি তারা না পায়, তাকে খুন করবে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

প্রকাণ্ড মুখটা অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গুস্তাফের। 'তোমার বান্ধবী মিস সোহানা চৌধুরী অপেক্ষা করছে নিচ-তলায়। যাবে নাকি ওর সাথে দেখা করতে?' উদার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে। 'ইচ্ছে হলে উঠে দাঁড়াতে পারো তুমি—সেজন্যে গুলি করা হবে না তোমাকে।'

আড়ষ্ট ভাবে উঠে দাঁড়াল রানা। কিছু একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে, কিন্তু সেটা কি হতে পারে ভেবে পাচ্ছে না ও। পথ দেখিয়ে নিচ তলায় নিয়ে আসা হলো ওকে। দেখল, খালি ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। তাকে পাহারা দিচ্ছে ইলিইচ। রক্ত শূন্য, ফ্যাকাসে চেহারা হয়েছে সোহানার। মুখ তুলে তাকাল সে রানার দিকে। বিড় বিড় করে বলল, 'আমি দুঃখিত, রানা।'

'নিশ্চয়ই আমাকে তুমি বোকা ভেবেছিলে,' বলল গুস্তাফ। 'তোমাকে দেখা মাত্র প্রশ্নটা জেগেছিল মনে, গাড়িটা কোথায় রেখে এসেছ তুমি? নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে আসোনি। তাই, তুমি কলিং-বেল বাজাবার আগেই একজন লোককে গাড়িটার খোঁজে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে রানার। সর্বনাশ হয়ে গেছে, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। কিন্তু কতটুকু?

নিজের আনন্দে হাসছে গুস্তাফ। 'বলো দেখি, কি পেয়েছে আমার লোক? প্রকাণ্ড একটা নীল মার্সিডিজ, হ্যাঁ,' ভুরু নাচাল সে, 'চাবিসহ। গাড়িটা আবিষ্কৃত হয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি, এই সময় সেখানে অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে পৌঁছুল তোমার বান্ধবী। আমার লোক তো আর জানে না এখানে তোমার সাথে আমার কি চুক্তি হয়েছে, তাই তোমার বান্ধবীসহ গাড়িটাকে সোজা এখানে নিয়ে চলে এসেছে সে। ভুল হলো, গাড়িটা নিয়ে এসেছে তোমার বান্ধবী, আমার লোক পিছনের সীটে বসে ছিল। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আমার লোকের হাতে একটা পিস্তল ছিল। সে যাই হোক, যা ঘটেছে তার জন্যে আমার লোককে তুমি দোষ দিতে পারো না।'

'অবশ্যই পারি না,' দ্রুত বলল রানা। কিন্তু তোমার লোক কি গাড়ির বুট খুলে দেখেছে ভেতরে কি আছে?— প্রশ্নটা মাথা খুঁড়ে মরছে রানার মনে। আবার বলল, 'কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি?'

'না, হয়নি কিছু,' বলল গুস্তাফ। 'আবার, হয়নিটা কি? আসলে আমার লোকদেরকে স্ট্যান্ডিং অর্ডার দেয়া হয়েছে—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।' নিজের ভাষায় ছড়া কেটে যা বলল সে তার মানে এই রকমই দাঁড়ায়। 'অমূল্য রতন মানে ছোট্ট একটা প্যাকেট, যাতে ছোট্ট একটা ইলেকট্রোনিক ইকুইপমেন্ট থাকার কথা। সেটার খোঁজে গাড়িটা সার্চ করে সে। কিন্তু প্যাকেটটা পায়নি।'

চুপ করে গেছে গুস্তাফ, দু'চোখ ভরা প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। চাপা একটা উল্লাস প্রকাশ পাচ্ছে তার চেহারায়।

'বসলে কিছু মনে করবে?' বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'অ্যান্ড ফর গডস সেক, আমাকে একটা সিগারেট দাও—আমারগুলো শেষ হয়ে গেছে।'

'মাই ডিয়ার রানা, অবশ্যই!' সানন্দে বলল গুস্তাফ। 'পা ব্যথা করছে, বসবে না কেন! তোমার আগের চেয়ারটাতেই বসো। মাথা ব্যথা করলে তোমার বান্ধবীকে দিয়ে চুলে বিলি কাটিয়েও নিতে পারো।' সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে রানাকে দিল সে, সাবধানে আগুন ধরিয়ে দিল সেটায়। 'মি. জ্যাক লেমন সাংঘাতিক রেগে গেছে তোমার ওপর। ওর কথা শুনে মনে হলো, তোমাকে সে একটুও পছন্দ করছে না।'

'কোথায় সে?'

'কিচেনে। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। অস্থিবিত্তর অ্যানাটমিও জানো তুমি, রানা। সত্যি সত্যি প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে ওর।'

রানার তলপেট যেন হঠাৎ অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উঠে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। সিগারেটে টান দিল ও, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। এবার কি?'

'ব্যথা, চিৎকার, মৃত্যু।'

'তার মানে খুন করছ আমাকে।'

'অসুবিধে কোথায়?' হাসল গুস্তাফ। 'সাইসার থেকে এখানে তোমাকে নিয়ে

আসার পর পরিস্থিতি যা ছিল এখনও তাই আছে। কিছুই বদলায়নি। সুতরাং অসুবিধে কোথায়?' রানার বুক লক্ষ্য করে পিস্তল ধরে আছে সে।

সোহানা রয়েছে এখন, তার মানে পরিস্থিতি আগের মত নেই—কিন্তু ভুলটা ধরিয়ে দিতে চাইল না রানা।

'কোন অসুবিধে নেই,' আবার বলল গুস্তাফ। 'তবে তার আগে জ্যাক তোমার সাথে কথা বলতে চায়।' মুখ তুলল সে। 'এই যে, এসে গেছে ও।'

বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে জ্যাক লেমনকে। ঘামে ভিজে নোংরা হয়ে গেছে মুখ। সামান্য একটু টলতে টলতে কামরায় ঢুকল সে। আরও কাছে আসতে রানা লক্ষ করল, চোখ দুটো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আছে তার। তাকাবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মাথাটা এখনও ঘুরছে, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি এখনও। পরিষ্কার গজ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে হাতটা তার বেঁধে দিয়েছে কেউ। কিন্তু পরনের কাপড়চোপড় নোংরা, এখানে সেখানে কুঁচকে আছে, ধুলোবালি আর রক্তের দাগে ভর্তি। চুলগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথায়।

রানার পাঁচ হাত দূরে থামল সে। ঝট করে হাত নাড়ল। 'তোলো ওকে!' চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল। 'ওখানে নিয়ে যাও—দেয়ালে।'

নড়ে ওঠার সময় পেল না রানা, পিছন থেকে দুই জোড়া লোহার মত শক্ত হাত চেপে ধরল ওকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করানো হলো, নিতম্বে প্রচণ্ড একটা গুঁতো খেল ভাঁজ করা একটা হাঁটুর। টেনে হিঁচড়ে দেয়ালের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুম করে ঠুকে গেল কপালটা দেয়ালের সাথে।

দেয়ালের সাথে সেঁটে ধরা হয়েছে ওকে।

'আমার পিস্তল কোথায়?' বলল জ্যাক।

কাঁধ ঝাঁকাল গুস্তাফ। 'আমি কি করে জানব!'

'রানাকে সার্চ করার সময় পাওনি?'

'ও, ওটার কথা বলছ,' পকেট থেকে আরেকটা পিস্তল বের করল গুস্তাফ। 'এটা?'

'হ্যাঁ,' গুস্তাফের হাত থেকে পিস্তল নিয়ে রানার কাছে চলে এল জ্যাক। 'ওর হাতটা চেপে ধরো দেয়ালের সাথে,' রাশান অপারেটরদেরকে বলল সে। রানার চোখের সামনে নিজের ব্যাণ্ডেজ করা হাতটা তুলে ধরল। 'এটা তোমার কাজ, রানা। তার মানে বুঝতেই পারছ এখন কি ঘটতে যাচ্ছে।'

কঠিন একটা হাত রানার কব্জিটা সেঁটে ধরল দেয়ালের গায়ে। মাত্র এক সেকেণ্ড সময় পেল রানা। মুঠো খুলে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিল ও, বুলেট যাতে সবগুলো আঙুল গুঁড়ো করতে না পারে।

তালু ফুটো করে দেয়ালে ঢুকে গেল বুলেট। আশ্চর্য ব্যাপার, ভেদ করে যাবার প্রথম ধাক্কাটার পর কোন ব্যথা অনুভব করছে না রানা। কাঁধ থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে, গোটা হাতটার অস্তিত্বই টের পাচ্ছে না ও। প্রচণ্ড শক-এর প্রতিক্রিয়া একটু পরই নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখবে, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই অনুভব করছে না সে।

armsumon@yahoo.com
www.murchona.com

নিজের অজান্তে দোল খাচ্ছে রানার মাথা। অস্পষ্ট ভাবে, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর। চেঁচিয়ে উঠেই চুপ করে গেল সোহানা। আবার যখন চোখ মেলল রানা, দেখল ওর দিকে তাকিয়ে আছে জ্যাক লেমন, মুখে হাসি নেই। 'ফিরিয়ে নিয়ে যাও ওকে চেয়ারে,' অপারেটরদেরকে নির্দেশ দিল সে। প্রাথমিক প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে, এখন আবার কাজে হাত দিতে চায়।

ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসা হলো রানাকে। বসিয়ে দেয়া হলো চেয়ারে। মাথাটা তুলল ও। দেখল চিমনীর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা, দুই গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। ওদের মাঝখানে জ্যাক লেমন এসে দাঁড়াল, সোহানাকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না রানা।

'সব জেনে ফেলেছ তুমি, রানা,' বলল জ্যাক। 'এখন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমি জানতে চাই, কিভাবে মরতে চাও তুমি। হঠাৎ? নাকি ধীরে ধীরে?'

'ভুল করছ তুমি,' বলেই বুঝল রানা, বোকার মত কথা বলছে সে, যার কোন অর্থ নেই। বুঝতে পারছে, জ্যাক কেন মুষড়ে পড়েছিল হোটেলে—একই অবস্থা হয়েছে ওর। চিন্তার কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না ও, একটার সাথে আরেকটা চিন্তার কোন সামঞ্জস্য নেই, সংযোগ নেই। প্রচণ্ড ব্যথায় ঘাড় থেকে খসে পড়ে যেতে চাইছে মাথাটা। বুলেট মাংস ভেদ করার প্রতিক্রিয়া এটা।

'আর কে জানে আমার সম্পর্কে···মেয়েটা ছাড়া?' জানতে চাইল জ্যাক।

'কেউ না,' বলল রানা। 'সোহানার কথা কি বলতে চাও?'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাক। 'তোমাদের দু'জনের জন্যে একটা কবরই খোঁড়া হবে।' গুস্তাফের দিকে ফিরল সে। 'সম্ভবত সত্যি কথাই বলছে রানা। তাড়া খেয়ে দৌড়ের ওপর ছিল ও, কাউকে কিছু জানাবার সময় পায়নি।'

'চিঠি লিখে থাকতে পারে,' সন্দেহের সুরে বলল গুস্তাফ।

'পারে। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে হবে আমাকে। স্যার ডেভিড আমাকে সন্দেহ করেন বলে মনে করি না। একটু হয়তো বিরক্ত হয়েছেন, কেননা তাঁর দৃষ্টির বাইরে সরে এসেছি আমি···কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। সুবোধ বালক হয়ে আবার আমি ফিরে যাব, পরবর্তী ফ্লাইটেই।' আহত হাতটা তুলে গুস্তাফকে দেখাল সে, নিঃশব্দে হাসছে। 'এটার জন্যে তোমাকে দায়ী করব। বলব, এই বোকাটাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছি আমি,' জুতোর ডগা দিয়ে লাথি মারল সে রানার পায়ে।

'ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টটার কি হবে?'

'কি আবার হবে? মরার আগে ওটার হদিস অবশ্যই আমাদেরকে দিয়ে যাবে রানা।' রানার দিকে ফিরল জ্যাক। 'কোথায় ওটা, রানা?'

'পাবে না কোনদিন।'

'গাড়িটা সার্চ করা হয়নি,' স্মরণ করিয়ে দিতে জ্যাককে বলল গুস্তাফ। 'বুটে তোমাকে দেখার পর সব কাজের কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে।' নির্দেশ দিল সে, তার দু'জন লোক বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

'গাড়িতে ওটা আছে বলে মনে করি না আমি,' বলল জ্যাক।

'আমিও মনে করিনি গাড়িতে তুমি আছ,' রসিকতার সুরে বলল গুস্তাফ।

রানার ওপর ঝুঁকে পড়ল জ্যাক। 'খেলা তোমার খতম হয়ে গেছে, রানা। কিন্তু মৃত্যু অনেক রকম হতে পারে। প্যাকেটটা কোথায় বলো, তাহলে পরিষ্কার ভাবে এবং দ্রুত মারা যাবে তুমি। যদি না বলো, গুস্তাফ ওর প্রতিশোধ নেবে। ওর হাতে ছেড়ে দেব তোমাকে আমি।'

ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে জোরে সেঁটে রেখেছে রানা। কথা বলতে গেলেই নিচের ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করবে···ভয় পেয়েছে ও, জেনে যাবে ওরা।

গুস্তাফকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল জ্যাক। 'বেশ।' গুস্তাফের দিকে ফিরল সে। 'একে নিয়ে যা খুশি করতে পারো তুমি, গুস্তাফ। আমি শুধু প্যাকেটটা ফেরত চাই।' চেহারায় প্রতিহিংসার ভাঁজ, রেখা আর ছায়া ফুটে উঠল তার। 'একের পর এক গুলি করে ওকে ঝাঁঝরা করাটাই বোধ হয় ভাল হবে···তাই করতে চেয়েছিল আমাকে ও।'

'না,' বলল গুস্তাফ। চেয়ারটা ঘুরে রানার পিছনে চলে এল সে। রানার মাথার পিছনে পিস্তলের নল চেপে ধরল। তারপর নিজের একজন লোকের দিকে তাকাল। 'দড়ি নিয়ে এসে বাঁধো ওকে।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে উঠল জ্যাকের। 'ভাবছ ও পালাবার চেষ্টা করবে?' অবিশ্বাসে হেসে ফেলল সে।

'পালাবার চেষ্টা করবে কেন, ঘরময় লাফালাফি করবে,' বলল গুস্তাফ। 'আমি চাই একটা বড় ডিশে রক্তগুলো পড়ুক—ঘরটাকে নোংরা করতে চাই না।'

কানের দু'পাশে ঝড় বয়ে যাচ্ছে রানার। কিছুই স্থিরভাবে ভাবতে পারছে না।

চিমনির গায়ে হেলান দিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। ঘামে চিকচিক করছে মুখ, যেন গরমে সেদ্ধ হচ্ছে। শুকিয়ে গেছে চোখের পানি।

'রানাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম,' প্রায় ফিসফিস করে বলল জ্যাক, নোংরা লোভাতুর একটা হাসি ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটে। 'বিনিময়ে আমাকে কিছু দেবে না?'

'তোমাকে দেব? কি দেব তোমাকে?' আকাশ থেকে পড়ল গুস্তাফ।

আড়চোখে সোহানার দিকে তাকাল জ্যাক।

'মাই গড!' প্রায় আঁতকে উঠল গুস্তাফ। 'ভুলটা আমারই হয়েছে, জ্যাক, সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমি ও-পথের পথিক নই, তাই তোমার দুর্বলতার কথাটা স্রেফ ভুলে বসেছিলাম। অবশ্যই, অবশ্যই ওকে নিতে পারো তুমি।'

'আলাদা একটা ঘর চাই আমার,' নিচের ঠোঁটটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল জ্যাক। 'গাড়ি সার্চ করার দরকার নেই, ওদেরকে তুমি ডেকে পাঠাও। তুমি কাজ শুরু করলে রানাই তোমাকে জানাবে কোথায় আছে প্যাকেটটা। আমি না থাকলে ওদেরকে এখানে দরকার হবে তোমার। মাত্র একজন সহকারী নিয়ে তুমি এখানে একা থাকবে, তাতে স্বস্তি পাব না আমি।'

দড়ি নিয়ে আসার আদেশ পেয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সহকারী,

নতুন নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে। 'ওদেরকে পাঠিয়ে দাও,' বলল গুস্তাফ। 'আর শোনো, আমার টেবিলের দেরাজ থেকে একখানা ব্লেড নিয়ে এসো। দড়িটা আনতেও ভুল কোরো না যেন।'

জোরে চোখের পাতা বুজে মাথার প্রচণ্ড ব্যথাটা সহ্য করার চেষ্টা করছে রানা। সব টের পাচ্ছে ও। কিন্তু নিজেকে অসহায়, দুর্বল ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছে না। এখনও ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরছে হাতের ফুটোটা থেকে। শীত শীত করছে ওর। চোখ বুজে থাকলেও পরিষ্কার অনুভব করছে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোহানা। চোখাচোখি হবার ভয়ে আর মাথার প্রচণ্ড ব্যথাটার জন্যে চোখের পাতা খুলতে পারছে না। কিন্তু গুস্তাফের শেষ কথাটা কানে ঢুকতেই শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত ছড়িয়ে পড়ল একটা নতুন শক্তি। চোখ মেলেনি এখনও, কিন্তু ঘুম থেকে যেন জেগে উঠেছে ও। জড়তা-মুক্ত শরীরটা এখন যে-কোন ঘটনা ঘটাবার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

রানা চোখ মেলো, রানা আমার দিকে তাকাও—মনে মনে মন্ত্রের মত জপছে কথাগুলো সোহানা।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। চোখাচোখি হলো সোহানার সাথে। খুশিতে চিকচিক করে উঠল সোহানার চোখ। অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। কিসের যেন অনুমতি চাইছে।

রানার পরিবর্তনটা চোখ এড়ায়নি গুস্তাফের। সাবধান হয়ে গেছে সে। পিস্তলটা আরও জোরে চেপে ধরল রানার ঘাড়ের ওপর। সাবধানের মার নেই, তাই পিস্তলটা হঠাৎ তুলে নিয়ে উল্টো করে ধরেই একটা ঘা বসিয়ে দিল রানার মাথায়। দূরে কোথাও টেলিফোন বাজছে।

নেতিয়ে পড়েছে রানা। জ্ঞান নেই। চোখ দুটো বন্ধ। আবার যখন চোখ মেলল ও, দেখল চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে ওকে। মাথার ওপরে একটা শব্দ হচ্ছে। যান্ত্রিক। ক্রমশ বাড়ছে সেটা।

মুখ তুলে তাকাল রানা। কান পেতে রয়েছে জ্যাক লেমন। মুখটা গম্ভীর, থমথম করছে তার। ধীরে ধীরে সোহানার দিকে তাকাল রানা। সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা। সে-ও কান পেতে শুনছে শব্দটা।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল, আন্দাজ করতে পারছে না রানা। মনে পড়ছে জ্ঞান হারাবার আগে টেলিফোনের বেল শুনেছিল ও। এখন মাথার ওপর হেলিকপ্টারের আওয়াজ পাচ্ছে। বাড়ির পিছনে কোথাও নামছে সেটা।

গুস্তাফ এখনও ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, অনুভব করতে পারছে ও। গুস্তাফের দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজার দু'পাশে। কারও মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে যেন সবাই।

হঠাৎ সব পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। বুঝল, অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরেছে ওর। কে টেলিফোন করেছিল, তাও পরিষ্কার অনুমান করতে পারছে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, কে আসছে হেলিকপ্টার নিয়ে।

ওরা সবাই অপেক্ষা করছে কবীর চৌধুরীর জন্যে।

বারো

গুস্তাফের একজন লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে এল তাকে। প্রিন্সের মত চেহারা, অদ্ভুত এক জ্যোতি লেগে ঘরটা যেন ঝলমল করে উঠল। শরীরটা বিশাল, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল। আয়ত দুই চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক। প্লাস্টিকের পা, কিন্তু কোন জড়তা বা আড়ষ্ট ভাব নেই হাঁটার মধ্যে, সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে হেঁটে কামরায় ঢুকল সে।

ঢুকেই থমকে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। রানাকে দেখতে পেয়েছে। এক সেকেণ্ডের জন্যে রানার আহত হাতের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি, তারপর মাথার পিছন থেকে কানের পাশ বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসা জমাট বাঁধা রক্তটুকুর ওপর চোখ বুলাল। লাফ দিয়ে ওপরে উঠল দৃষ্টিটা, স্থির হলো গুস্তাফের দুই চোখের ওপর। 'আমার ধারণা যদি মিথ্যে না হয়, তুমিই কে. জি. বি-র অফিসার গুস্তাফ তাতাভস্কি—তাই নয় কি?'

'জ্বী,' সসম্ভ্রমে হাসল গুস্তাফ। রানার পিছন থেকে এগিয়ে এল সে, করমর্দনের জন্যে বাড়িয়ে দিয়েছে হাতটা।

গুস্তাফের হাতটা দেখেও দেখল না কবীর চৌধুরী। জানতে চাইল, 'রাডার ইকুইপমেন্টটা পেয়েছ তুমি?'

'জ্বী না...'

ঝট করে জ্যাক লেমনের দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী। 'কোথায় সেটা?' ভারি গলা গমগম করে উঠল।

হাত তুলে রানাকে দেখাল জ্যাক। 'ওর কাছে।'

'সেটা তো অনেক পুরানো খবর,' ধমকে উঠল কবীর চৌধুরী। 'এখনও জিনিসটা ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারোনি কেন?'

'চেষ্টা করছিলাম আমরা,' হাত কচলানো ভঙ্গিতে বলল জ্যাক লেমন, 'এই সময় আপনার টেলিফোন এল। আপনি বললেন ওকে যেন ঘাঁটানো না হয়, আপনি এসে যা করার করবেন—তাই আমরা...'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছ,' গম্ভীরভাবে বলল কবীর চৌধুরী। 'আগেই বলেছি তোমাকে, ওকে সামলানো তোমাদের কর্ম নয়। ওর এই অবস্থা কেন?' ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

'এই অবস্থা মানে?' খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল জ্যাক। 'জানতে পারি, কি উদ্দেশ্যে চেয়ারের সাথে বাঁধা হয়েছে ওকে?'

'যদি পালাতে চেষ্টা করে ভেবে...'

'হোয়াট?' বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল কবীর চৌধুরী। 'তোমরা বাড়ি ভর্তি লোক রয়েছ এখানে, তাও ভাবছ ও পালাবে? এইটুকু আস্থা নেই নিজেদের ওপর

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

তোমাদের? মাই গড! সুপারপাওয়ারগুলো কি দেখে তোমাদের স্পাই নির্বাচন করে আমি তো ভেবেই পাই না! অযোগ্যতারও একটা সীমা থাকা উচিত। আমি হলে তোমাদেরকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করতাম ল্যাবরেটরিতে।' রানার দিকে তর্জনী তুলল সে। 'ওর সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

কথা শেষ করে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে কবীর চৌধুরী। কেউ নড়ছে না কামরার ভেতর। সবার থরহরি কম্প অবস্থা।

'কি হলো?' বিস্ফোরণের আওয়াজ বেরিয়ে এল কবীর চৌধুরীর গলা থেকে। 'কতক্ষণ অপেক্ষা করব?'

ওস্তাফ আর জ্যাক মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। অবশেষে সাহসে বুক বেঁধে, দু'বার ঢোক গিলে জানতে চাইল জ্যাক, 'আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না···মানে, কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন আপনি?'

'ইউ ব্লাডি ফুল!' চরম বিরক্তি প্রকাশ পেল কবীর চৌধুরীর চেহারায়। 'গায়ে-গতরে বড় হয়েছ, বুড়োও হতে চলেছ, কিন্তু সেই সাথে বুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি। বলতে পারো, নর্দমার কীট আর তোমাদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য আছে কি না?' আবার রানার দিকে তর্জনী তুলল সে। 'ওকে তোমরা চেনো না, কিন্তু আমি চিনি—প্রতিভা, সন্দেহ নেই কিন্তু মিসগাইডেড। সস্তা আদর্শ, সস্তা দেশপ্রেম ইত্যাদি নিয়ে মেতে আছে। কিন্তু প্রসঙ্গ সেটা নয়। আমি বলতে চাইছিলাম, ও একটা প্রতিভা, বুদ্ধির ডিপো বলতে পারো ওকে—সুতরাং ওকে সামলানো বা ওর কাছ থেকে কিছু আদায় করা তোমাদের কর্ম নয়। সেজন্যেই ওকে ঘাঁটাতে নিষেধ করেছি আমি। ওর সঙ্গে কথা বলব, তারপর ওকে চির ঘুমের দেশে পাঠিয়ে দেব—কিন্তু ওকে অসম্মান করতে পারব না।' রিস্টওয়াচ দেখল সে। দুই মিনিট হয়ে গেছে কামরায় ঢুকেছি, অথচ এখনও ওর সাথে হ্যাণ্ডশেক করার সুযোগটা পর্যন্ত পেলাম না আমি। জানতে পারি, অপমানটা কাকে করছ তোমরা? ওকে? নাকি আমাকে?'

'আপনি···আপনি,' তোতলাচ্ছে জ্যাক লেমন, 'আপনি কি চাইছেন ওর বাঁধন কেটে দেয়া হোক?'

'তোমার কি মনে হয়?' তীব্র ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী। 'উর্বর মস্তিষ্কের একজন লোকের সাথে কথা বলার সময় তার হাত পা যদি বাঁধা থাকে, কেমন দেখায় সেটা? সাধারণ ভদ্রতাটুকুও শেখোনি?'

গভীর মনোযোগের সাথে কবীর চৌধুরীর কথাগুলো শুনছে রানা। সমস্ত বাধা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে লোকটা ওকে, কামরায় ঢোকার পর থেকে ওর সমগ্র অস্তিত্বে বাঁচার একটা তীব্র আকুতি ছাড়া আর কিছুই অনুভব করছে না ও। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে ওর নিজের অজান্তেই। [illegible] মৃত্যুর এই বিভীষিকায় পৌঁছেও একটা ভয় পেয়েছে সেটাকে মনে গেঁথে নিয়েছে। রাডার ইকুইপমেন্ট। কবীর চৌধুরীর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। চির ঘুমের দেশে পাঠাবার বাসনা প্রকাশ করেছে সে, স্পষ্ট শুনেছে রানা।

রানার বাঁধন খুলে দিল ওস্তাফ। এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল কবীর

চৌধুরী। হাতটা বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে।

'শত্রুর সাথে আমি হাত মেলাই না,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ওর মধ্যে, আশ্চর্যভাবে ঠাণ্ডা রেখেছে মাথাটাকে। খানিক আগেও মরতে যাচ্ছিল ও, এখনও মরতে যাচ্ছে—কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য আকাশ প্রমাণ। কার তরফ থেকে আসছে মৃত্যু তার ওপর নির্ভর করে মৃত্যুর ভয়াবহতা। কবীর চৌধুরীর হাতে মরতে হলে মস্ত একটা দুঃখ থেকে যাবে রানার। কারণ লোকটা শুধু খুনী নয়, তার উদ্দেশ্য অসৎ নয়, তার কর্ম আর অবদান সামান্য নয়, লোকটা জীবিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ। আদর্শ এবং মানবজাতির কল্যাণ চিন্তার ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে আসলে কোনও পার্থক্য নেই, দু'জনেরই লক্ষ্য এক—কিন্তু পথ ভিন্ন। ওখানেই বিরোধ। সেই বিরোধ চরম শত্রুতায় দাঁড়িয়েছে। রানার উদ্দেশ্য স্রেফ আত্মরক্ষা করা, কিন্তু কবীর চৌধুরীর উদ্দেশ্য পথের কাঁটাটাকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া।

'তোমার চারিত্রিক বলিষ্ঠতার প্রশংসা করি আমি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ভয় ডর নেই, আমাকেও অপমান করতে সাহস পায়—এমন মানবসন্তান দুনিয়াতে খুব কমই আছে। সে যাক, তোমার উষ্মার কারণটা কিন্তু বুঝলাম না। মরতে হচ্ছে বুঝতে পেরে অভিমান হয়েছে নাকি?' কোটের পকেটে হাত ভরে একটা ওয়ালথার পি.পি. কে বের করল সে। মুচকি হাসল। 'তোমার প্রিয় রিভলভার। শুধু তোমার জন্যে অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। আইসল্যাণ্ড এমন একটা জায়গা যেখানে হঠাৎ একটা জিনিস চাইলেই পাওয়া যায় না। ভাবলাম, এটুকু তোমার প্রাপ্য। প্রিয় অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার মধ্যে কিছুটা হলেও আনন্দ আছে, আছে সার্থকতা—তুমি আমার সাথে একমত, রানা? ওহ গড! তুমি এই ঠাণ্ডার দেশেও ঘেমে অস্থির হয়ে যাচ্ছ যে!'

'এত কথা তো তুমি কখনও বলতে না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'কোনও কলেজে চাকরি নিয়েছ নাকি?'

'আসলে, আনন্দ ধরে রাখতে অসুবিধে হচ্ছে আমার,' বলল কবীর চৌধুরী। ঘাড় ফিরিয়ে সোহানার দিকে একবার তাকাল সে। 'অনেক দিন ধরে সুযোগের সন্ধানে ছিলাম, আজ তোমাদের দু'জনকে একসাথে পেয়েছি। তোমাদের প্রেমের তুলনা মেলা ভার, অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি কথাটা। আমি চাই তোমাদের এই প্রেম অমর হয়ে থাক। প্রেম জিনিসটা পবিত্র, এর অসম্মান করতে নেই। জোড়া থেকে একটাকে রাখব, আরেকটাকে বিদায় করে দেব—তা হয় না। তোমাদের দু'জনকেই ঘুম পাড়িয়ে দেব আমি। মরে গিয়েও তোমরা পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করবে। আমার প্ল্যানটা মহৎ কিনা, তুমিই বলো?'

'রাডার ইকুইপমেন্টটা চাও না তুমি?' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'চাই না মানে?' বলল কবীর চৌধুরী। 'ওটার দাম দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, তা জানো?'

হাসল রানা। ইঙ্গিতে ওস্তাফকে দেখাল ও। বলল, 'কিন্তু কদিন আগে প্যাকেটটা আদায় না করেই আমাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল ও। বলেছিল প্যাকেটটার চেয়ে নাকি আমার গুরুত্ব বেশি।'

amisumon@yahoo.com www.murchona.com

জ্যাকের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। বলল, 'ওর এবং ওস্তাফের কাছে তা
হতে পারে, আমার কাছে নয়। অবশ্য, তোমাকে যদি মেরে ফেলত তাতে আমার
কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি হত না। এখনও হবে না। দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেক
আমি ঠিকই আদায় করে নিয়েছি। ওই ইকুইপমেন্ট আরও একটা আছে আমার
কাছে। সেটাও আমি বিক্রি করব। দাম ওই দশ বিলিয়নই। প্রথমটা যদি উদ্ধার করা
না যায়, এর দাম আরও বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে নিলাম ডাকব আমি।' হাসল কবীর
চৌধুরী। 'কথায় আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। তোমার অবস্থা হয়েছে
তাই। কৌতূহলে চোখ দুটো চিকচিক করছে তোমার। সব জানতে ইচ্ছে করছে,
তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে তা এখনও জানি না
আমি।'

'তোমাকে জানাতে আপত্তি নেই আমার,' বলল কবীর চৌধুরী। তারপর ফিরল
জ্যাকের দিকে, বলল, 'রানা মারা যাচ্ছে, তাই ইকুইপমেন্টটা সম্পর্কে সব কথা
জানানো চলে ওকে। কিন্তু তোমরা বেঁচে থাকছ, তাই তোমাদেরকে জানানো চলে
না।'

এই রে, ঘর থেকে বুঝি বের করে দেবে—মুখ ভার করে ভাবছে জ্যাক।

'বাংলা ভাষাটা বোঝো না তোমরা, তাই ওই ভাষায় কথা বলব আমি,' জানাল
কবীর চৌধুরী। মুচকি হাসল সে। 'ফিরে গিয়ে যার যার কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ
করতে পারো, এবার থেকে এজেন্টদেরকে যেন বাংলা ভাষাটাও শেখানো হয়।
ভবিষ্যতে কাজ দেবে।'

হাতের পিস্তলটা রানার দিকে তাক করে বসে আছে কবীর চৌধুরী। এক হাত
দিয়ে একটা চুরুট বের করল সে। সেটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরতেই দ্রুত এগিয়ে
এসে তাতে আগুন লাগিয়ে দিল ওস্তাফ। তারপর আবার ফিরে গেল রানার পাশে।

জ্যাক, ওস্তাফ, কবীর চৌধুরী—ওদের তিনজনের হাতেই পিস্তল রয়েছে।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল কবীর চৌধুরী। মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'শোনো
তাহলে। তার আগে বলে নিই—গোটা অপারেশনটাই আসলে ভুয়া। কিন্তু তা
একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন তোমরা দু'জন জানলে। সে যাক,
আচ্ছা, রানা, লণ্ডনের দি টাইমস্ ম্যাগাজিনের ক্রসওয়ার্ড পাজল-এর ব্যাপারটা নিয়ে
কখনও মাথা ঘামিয়েছ?'

'কি?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানা। 'ক্রসওয়ার্ড পাজল?'

'হ্যাঁ?'

'না!'

হাসল কবীর চৌধুরী। 'ধরা যাক, একটা ক্রসওয়ার্ড পাজল তৈরি করতে
পাগলাটে একটা প্রতিভার আট ঘণ্টার মত সময় লাগে। তারপর কম্পোজ করতে হয়,
ব্লক তৈরি করতে হয়, তারপর ছাপতে হয়—এতেও অল্প সময়ের জন্যে বেশ কিছু
লোক পরিশ্রম করে। ধরে নাও, গোটা ব্যাপারটার পিছনে সর্বমোট একজন লোকের
পুরো হপ্তার পরিশ্রম ব্যয় হয়—তার মানে চল্লিশ লোক-ঘণ্টা, এক লোক-হপ্তা।'

'বেশ। তারপর?'

'তারপর পত্রিকা পাঠকদের দিকটা বিবেচনার মধ্যে আনো। ধরো, টাইম
পত্রিকার দশ হাজার পাঠক ধাঁধাটার উত্তর বের করার জন্যে তাদের ব্রেন পাওয়ার
খরচ করে—প্রত্যেকে তাতে সময় নেয় এক ঘণ্টা। মানে, দশ হাজার ঘণ্টা—পাঁচ
লোক-বছর। তাৎপর্যটা বুঝতে পারছ, রানা? এক লোক-হপ্তা পরিশ্রম পাঁচ লোক-
বছরের ব্রেন পাওয়ারকে খাটাচ্ছে সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল একটা কাজে।'

চুরুটে ঘন ঘন টান দিল কবীর চৌধুরী, কিন্তু ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। দ্রুত এগিয়ে
এসে তার চুরুটটা আবার ধরিয়ে দিল ওস্তাফ।

'এবার অন্য প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে হয় তোমাকে,' বলল কবীর চৌধুরী।
'একটার সাথে আরেকটার সম্পর্ক আছে, একটু পরই তা ধরতে পারবে তুমি। তুমি
বোধহয় জানো যে ফিজিক্যাল সায়েন্সে এমন অসংখ্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে
যেগুলো এখুনি কাজে লাগানো যাচ্ছে না বা কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা এখনও
ভেবে বের করা সম্ভব হয়নি। সিলি পাটি সেই রকম একটা আবিষ্কারের উদাহরণ।
জিনিসটা দেখেছ তুমি, রানা?'

'শুনেছি,' বলল রানা। এত কথা বলে ঠিক কি বোঝাতে চাইছে কবীর চৌধুরী,
এখনও মাথায় ঢুকছে না ওর। 'দেখিনি কখনও।'

'মজার জিনিস ওটা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'পুটিং-এর মত যে-কোন আকার
দিতে পারো ওটাকে, কিন্তু একাকী ছেড়ে দিলে পানির মত গড়াতে শুরু করবে
ওটা। আবার হাতুড়ি দিয়ে যদি একটা ঘা বসিয়ে দাও, কাঁচের মত ফেটে যাবে।
ওর এত গুণ দেখে মনে হতে পারে এমন বিচিত্র একটা জিনিসকে কত গুরুত্বপূর্ণ
কাজেই না লাগানো সম্ভব, কিন্তু এখন পর্যন্ত কারও মাথায় ঢুকছে না ঠিক কিভাবে
কাজে লাগানো সম্ভব ওটাকে।'

'শুনেছি আজকাল নাকি গলফ বলের মাঝখানে পুটিং হিসেবে ব্যবহার করা
হচ্ছে,' বলল রানা।

'কারেক্ট,' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। 'গলফ বলে ব্যবহার করতে
পারায় জিনিসটার বন্ধ্যাত্ব মোচন করা গেছে—সত্যিকার একটা টেকনোলজিক্যাল
বেবি বলতে পারো ব্যাপারটাকে।' একটু থেমে চুরুটে ঘন ঘন টান দিল সে।
'ইলেকট্রনিক্সের জগতেও এইরকম বেশ কিছু আবিষ্কার রয়েছে, যেগুলো এখনও
কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ইলেকট্রেটের কথাই ধরো। ম্যাগনেটের সাথে যেমন
একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে, তেমনি ইলেকট্রেটের সাথে থাকে একটা স্থায়ী
ইলেকট্রিক চার্জ। ধারণাটা চল্লিশ বছর ধরে লালন করার পর এই সেদিন মাত্র
এটাকে কাজে লাগাবার একটা উপায় বের করা গেছে। বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম
থিওরি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অসংখ্য বিদঘুটে ব্যাপারস্যাপার আবিষ্কার
করেছেন—টানেল ডাইওড, জোসেফসন এফেক্টস্, এমনি আরও কত—এগুলো
কিছু কিছু কাজে লাগছে, বাকিগুলো লাগছে না। এ-ধরনের বেশিরভাগ আবিষ্কারই
সম্ভব হয় সামরিক গবেষণাগারে, বাইরের লোক সাধারণত জানতে পারে না।
এই হলো ভূমিকা। এবার যথাসম্ভব সংক্ষেপে আসল ব্যাপারটা কি জানাচ্ছি

তোমাকে।'

রিস্টওয়াচ দেখল কবীর চৌধুরী। 'খুব বেশি সময় নেই আমার হাতে,' গম্ভীর মুখে বলল সে। 'এখানে বেশিক্ষণ দেরি করতে পারব না।'

'আসল ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'বলছি,' জ্যাকের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'আমার কপ্টারটা ওখানে রয়েছে, পাহারার ব্যবস্থা করেছ তো?'

'পাইলট তো আছেই,' বলল জ্যাক। 'তাই আর...'

'কে বলল পাইলট আছে?' ধমকের সুরে বলল কবীর চৌধুরী। 'আন্দাজে বাঘ মারো কেন? তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছে আমাকে, নিজেই উড়িয়ে নিয়ে এসেছি কপ্টার। এখুনি একজন লোক পাঠিয়ে দাও।'

দ্রুত ইঙ্গিত করল গুস্তাফ, সাথে সাথে তার একজন লোক বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

রানার দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী। 'কাজে লাগছে না এমন ধরনের আবিষ্কারগুলো নিয়ে অনেকদিন থেকে মাথা ঘামাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। বুদ্ধিটা কি তা বলার আগে আমার ব্যক্তিগত একটা সমস্যার কথা জানাই তোমাকে। আমার সাথে দুনিয়ার সেরা কিছু বিজ্ঞানী রয়েছেন, তাঁরা সবাই নিবেদিতপ্রাণ, বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আপ্রাণ খাটছেন তাঁরা আমার নির্দেশিত লাইনে। মজাও পাচ্ছেন প্রচুর। কিন্তু সময় হলো আমাদের জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমরা যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি ওই একই বিষয় নিয়ে গবেষণা চলছে দুনিয়ার বড় বড় দেশগুলোর ল্যাবরেটরিতে। কে কোন্ বিষয়ে সবার আগে কি আবিষ্কার করে ফেলবে তা বলার কোন উপায় নেই। যে প্রথম আবিষ্কার করবে তারই জয়জয়কার, সবটুক লাভও একা ভোগ করবে সে, অথচ প্রায় সমান পরিশ্রম করে আবিষ্কারটা থেকে মাত্র এক পা পিছিয়ে আছে যারা তাদের অবদানকে গ্রাহ্য করা হবে না। সবটুকুই তাদের পণ্ডশ্রম। এই-ই নিয়ম। সেজন্যে একদেশের গবেষণাকে পিছিয়ে বা বানচাল করার জন্যে অন্যদেশ নানান ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে। এগুলো নেহাতই স্যাবোটাজ। আমার উদ্দেশ্য দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদেরকে তাদের গবেষণায় কিছুটা সময় পিছিয়ে দেয়া...'

'যাতে তোমার আগে তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করতে না পারে?'

'সেটাও একটা উদ্দেশ্য,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য আমার তা নয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীরা কি কাজ করছে সে খবর রাখো তুমি? নিশ্চয়ই রাখো। হ্যাঁ, তারা নিত্য-নতুন মারণাস্ত্র তৈরির কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। আরও [illegible], আরও ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র তৈরি করে সুপার পাওয়ারগুলো চাইছে দুনিয়াটাকে নিজেদের মুঠোয় ভরতে। কেউ তাদেরকে বাধা দিচ্ছে না, আসলে বাধা দেবার ক্ষমতা কারও নেই। কিন্তু এভাবে যদি চলতে দেয়া যায় তাহলে পরিণতিটা কি দাঁড়াবে দুনিয়ার? সবাই জানে, এর একমাত্র পরিণতি—সভ্যতার, মানবজাতির সামগ্রিক ধ্বংস।'

চুরুটে টান দিল কবীর চৌধুরী। তারপর আবার বলল, 'কিন্তু তা আমার কাম্য নয়। ঠিক করেছি, আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটা সম্ভব ওদেরকে বাধা দেব। তা দিতে হলে সুপার পাওয়ারগুলোর গোপন ল্যাবরেটরিতে যে-সব বিজ্ঞানী কাজ করছে তাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে হবে। এটাই আমার উদ্দেশ্য।'

'কি একটা বুদ্ধি এসেছিল তোমার মাথায়, এবার সেটার কথা বলো।'

'হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে জন্মলাভ করে ধারণাটা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'একটু কৌতুক করার জন্যে কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ দিয়ে একটা জিনিস তৈরি করি আমি। জিনিসটা তৈরি করি নবউদ্ভাবিত কিন্তু কাজে লাগানো যাচ্ছে না এমন কয়েকটা জটিল আবিষ্কার সহযোগে। জিনিসটা আমি আমার সহকারী বিজ্ঞানীদেরকে দেখাই। সংখ্যায় তাঁরা পঁচিশ জন। প্রত্যেকে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী। জিনিসটা যে কিছুই নয়, স্রেফ একটা সমাধানহীন ধাঁধা মাত্র তা বুঝতে এদের দীর্ঘ ছয় হপ্তা সময় লাগে। অথচ ওটা তৈরি করতে আমার একার সময় লেগেছিল মাত্র পাঁচ ঘণ্টা।'

এতক্ষণে চোখ খুলছে রানার। পরিষ্কার হয়ে আসছে কবীর চৌধুরীর বক্তব্য। 'গোটা ব্যাপারটাই আসলে ভুয়া।'

'ব্যর্থতা স্বীকার করতে ওদের এত দীর্ঘ সময় লাগল লক্ষ্য করে বুদ্ধিটা এল আমার মাথায়,' বলল কবীর চৌধুরী। 'এরপর ওদের সাহায্য নিয়ে ঝাড়া তিনটি মাস প্রচুর পরিশ্রম করে আরও অনেক জটিল, আরও হাজারগুণ সফিসটিকেটেড একজোড়া ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট তৈরি করলাম আমরা—যেগুলো স্রেফ ধাঁধা মাত্র, কোন কাজের জিনিস নয়, কিন্তু তা বুঝতে হলে সুপারপাওয়ারগুলোর সেরা বিজ্ঞানীদের সময় নষ্ট হবে প্রচুর। সব কাজ ফেলে সেরা কয়েকটা মাথা এর রহস্য উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করবে। তাতে লাভ হবে গোটা মানবজাতির। কারণ এই সব বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু দিন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারের পিছনে সময় দিতে পারবে না। আমার ইকুইপমেন্টের মজাটা হলো, এর রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব নয়—এ এমন একটা জটিল অঙ্ক যার কোন উত্তর নেই। ওরা এ নিয়ে মাথা ঘামাবে, আমি এগিয়ে যাব নিজের নিত্য-নতুন আবিষ্কারের কাজে। দুনিয়াকে স্বীকার করিয়ে ছাড়ব আমার শ্রেষ্ঠত্ব, বুঝিয়ে দেব আমার তুলনা নেই।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল কবীর চৌধুরী।

'ধাঁধা তো তৈরি হলো, এবার সুপারপাওয়ারগুলোর হাতে এটাকে তুলে দেয়া যায় কিভাবে? আমার উদ্দেশ্য ছিল একটা আমেরিকা এবং আরেকটা রাশিয়াকে গছানো। ভাবলাম, প্রথমটা আমেরিকার হাতে পৌঁছুলেই ব্যাপারটা কি জানার জন্যে উৎসাহী হয়ে উঠবে রাশিয়া, তখন তার কাছে বিক্রি করব দ্বিতীয়টা। এখানে বলে রাখি, গোটা ব্যাপারটার পিছনে টাকাও একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে। গবেষণার জন্যে বিস্তর টাকা দরকার আমার। কিন্তু টাকা জিনিসটা এমনই, চাইলে কেউ দেয় না। হয় ছিনিয়ে নিতে হয় নয়তো কৌশলে আদায় করতে হয়। এক্ষেত্রে আমি কৌশলটাই বেছে নিয়েছি।

'আমেরিকায় আমার বিজ্ঞানী বন্ধু আছে, তাঁদের মাধ্যমে সতর্ক ব্যবস্থাপনায়

সংশ্লিষ্ট বিভাগকে একটু একটু করে কয়েক ধাপে জানানো হলো আমি, কবীর চৌধুরী এবং সহযোগীরা বিস্ময়কর একটা রাডার আবিষ্কার করেছি। রাডার যন্ত্রটা দিগন্তরেখার ওপারে কি আছে দেখতে পায়, পর্দায় শুধু সবুজ বিন্দু নয়, বিশদ ছবি ফুটে ওঠে, এবং গ্রাউণ্ড লেভেলের কোন আড়াল এর দৃষ্টি ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না, ফলে অনায়াসে যে-কোন লো-লেভেল এয়ার অ্যাটাক ডিটেক্ট করতে পারে।'

'প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরীকে তারা ভাল করেই চেনে, যদিও দুনিয়ার-সেরা বলে মানে না,' বলল রানা। 'কিন্তু জিনিসটা তার আবিষ্কার শোনামাত্র সেটা পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল তারা।'

'হ্যাঁ,' সন্তুষ্ট চিত্তে হাসছে কবীর চৌধুরী। 'আমার এজেন্টের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠাল ওরা। আমি দাম হাঁকলাম দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং প্রস্তাব দিলাম, জিনিসটা ডেলিভারি দেব তাদের মিত্র কোন দেশের মাধ্যমে। একটু ইতস্তত করে ওতেই রাজি হয়ে গেল ওরা। ঠিক হলো, রাশিয়াকে কিছু জানতে দিলে চলবে না, কাজেই ব্রিটেনের মাধ্যমে জিনিসটা কিনবে ওরা আমার কাছ থেকে। আমি ডেলিভারি দেব আইসল্যাণ্ডে; সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে জ্যাক লেমন ডেলিভারি দেবে মার্কিনীদের হাতে।'

'কিন্তু আইসল্যাণ্ডে কেন?'

'আইসল্যাণ্ডে কেন? কিফলাভিকে মার্কিনীদের নৌ-ঘাটি রয়েছে, তাই, রাডার যন্ত্রটা পরীক্ষা করার জন্যে এখানেই ডেলিভারি চেয়েছে ওরা। আমিও খুশি। আমি জানি, জ্যাকের মাধ্যমে রাশানদের জড়িয়ে ফেলতে পারব আমি এখানে।'

'হুঁ,' গম্ভীরভাবে বলল রানা। 'কিন্তু এর মধ্যে আমি এলাম কিভাবে?'

'সেটা তোমার আর জ্যাকের ব্যাপার,' মুচকি হাসল কবীর চৌধুরী। 'তোমাকে ও শত্রু বলে মনে করে, তাই অপারেশনটার সাথে তোমাকে জড়িয়ে নিয়েছে ও। এই সুযোগে তোমাকে শেষ করতে চায়। খবরটা শুনে আমি অবশ্য খুশিই হয়েছিলাম। কারণ তুমি আমারও শত্রু। আমিও তোমাকে শেষ করতে চাই। এখন বলো, রানা। কোথায় রেখেছ রাডার যন্ত্রটা?' শেষ প্রশ্নটা ইংরেজিতে করল কবীর চৌধুরী।

কবীর চৌধুরীর মাথার ওপর দিয়ে তাকাল রানা। সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। ওর কথা ভুলে গেছে সবাই। অন্যরকম দেখাচ্ছে এখন সোহানাকে। অদ্ভুত এক দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে চেহারায়। জ্যাকেটের একটা বোতাম খোলা। ইলেকট্রিক শকের মত প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল রানা, হঠাৎ উপলব্ধি করল শেষ রক্ষার ক্ষীণ আশা আছে এখনও।

দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে ও। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে কেউ এখন সোহানার দিকে তাকালেই সব শেষ হয়ে যাবে। আরেকটু সময় দেয়া দরকার ওকে। কবীর চৌধুরীর চোখে চোখ রেখে হাসল ও। ইংরেজিতে নয়, পাল্টা প্রশ্ন করল বাংলায়, 'এখন যদি ওদেরকে আসল কথাটা জানিয়ে দিই? আরও টাকা রোজগারের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে না তোমার?'

গম্ভীর হলো কবীর চৌধুরী, 'আমার হাতে এটা কি দেখতে পাচ্ছ? বলার সময় পাবে না তুমি, তার আগেই ফুটো করে দেব মাথা।'

'বোকার মত কথা বলছ তুমি,' বলল রানা। 'ওদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে দেবার জন্যে বক্তৃতা দেবার দরকার নেই, একটা কি দুটো শব্দই যথেষ্ট। তুমি ট্রিগার টিপে দিলেও তা আমি উচ্চারণ করতে পারব।'

হঠাৎ হাসল কবীর চৌধুরী। বলল, 'না, রানা, তা তুমি করবে না। অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটার জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি। পালাবার হাতে একটা সুযোগ পাওয়া যায়। আমি জানি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছাড়বে না তুমি, অপেক্ষা করবে, এমন কিছুই করবে না যাতে আমি হঠাৎ গুলি করতে বাধ্য হই।' রিস্টওয়াচ দেখল সে, ইংরেজিতে জানতে চাইল আবার, 'প্যাকেটটা কোথায়?'

'আছে,' বলল রানা। 'বিনিময় করতে রাজি আছ?'

'মানে?'

'আমরা মুক্তি পেলে রাডার যন্ত্রটা ফিরিয়ে দিতে পারি তোমাকে।'

প্রচণ্ড অট্টহাসিতে থরথর করে কেঁপে উঠল যেন কামরাটা। হাসির দমকে কবীর চৌধুরীর মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই সুযোগে ঝুঁকি নিয়ে আরেকবার সোহানার দিকে তাকাল রানা। জ্যাকেটের দুটো বোতাম খোলা।

'বোঝা গেল,' হঠাৎ হাসি থামিয়ে জ্যাক লেমনের দিকে ফিরে কথা বলছে কবীর চৌধুরী, 'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। ওকে সার্চ করা হয়েছে?'

'হয়েছে,' কবীর চৌধুরীর পাশ থেকে বলল জ্যাক। 'কিন্তু ওর গাড়িটা এখনও দেখা হয়নি।'

'ঘোড়ার ঘাস কাটছিলে নাকি, এখনও দেখা হয়নি?' হুঙ্কার ছাড়ল কবীর চৌধুরী।

ওস্তাদের অঙ্গুলি হেলনে দু'জন লোক দ্রুত বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল কবীর চৌধুরী। 'কোথায় ওটা, রানা?'

'বলব কেন? মরতে তো আমাকে হবেই।'

'কিন্তু বললে সহজে,' বলল কবীর চৌধুরী, 'দ্রুত, আর কোন ব্যথা না পেয়ে মরবে।' রানার বুকে তাক করে ধরা পিস্তলের নলটা নামল একটু। 'পেটে গুলি করলে মানুষ মরে না···এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, রানা। কোথায় ওটা, বলবে?'

দ্রুত একবার মাথা ঝাঁকাল রানা, কবীর চৌধুরীর উদ্দেশ্যে নয়।

ক্লিক করে সেফটিক্যাচ অফ করার শব্দ হলো পিছনে। শব্দটা শুনে মাথা ঘোরাচ্ছে কবীর চৌধুরীর। পলকের জন্যে দেখল রানা, হাতটাকে লম্বা করে দিয়ে পিস্তলের ট্রিগার টিপতে যাচ্ছে সোহানা।

অকস্মাৎ নরক ভেঙে পড়ল যেন কামরার ভেতর। শুরু করে আর থামছে না সোহানা, একের পর এক গুলি করে যাচ্ছে।

কবীর চৌধুরীর পিস্তল ধরা হাতের কনুইটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ঝাঁকি খেয়ে টান পড়ল ট্রিগারে, ওয়ালথার থেকে বেরিয়ে এল একটা বুলেট। রানার হাত

আর পাঁজরের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পিছনে দাঁড়ানো গুস্তাফ তাতাভস্কির মত
পেটে ঢুকল সেটা, একই সাথে ঢুকল তার বুকে সোহানার আরও একটা বুলেট।
ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা, জ্যাকের পেটে গুতো মারল ওর মাথা, 'সরে যাও।' চেঁচিয়ে
উঠল সোহানা। গড়িয়ে সরে এল রানা, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গর্জে উঠল
সোহানার হাতে পিস্তলটা আরেকবার। মেঝেতে পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে জ্যাক,
বুলেটের ধাক্কায় ঝাঁকি খেল শরীরটা। খপ্ করে সোহানার হাত ধরে ফেলল রানা।
তার আগেই দুটো বুলেট বেরিয়ে গেল পিস্তলটা থেকে। পুরো ম্যাগাজিন শেষ করে
ফেলেছে ও। চেয়ার থেকে পড়ে গেছে কবীর চৌধুরী, তার পায়ে লাগল একটা
বুলেট, দ্বিতীয়টা লাগল মৃত গুস্তাফ তাতাভস্কির কপালে। চোখের ওপর হাড়টা গুঁড়ো
হয়ে গেল। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ, হুড়মুড় করে নেমে আসছে কারা যেন।
হ্যাঁচকা টান দিয়ে কামরা থেকে বের করে আনল সোহানাকে রানা। দরজার
কাছে জ্যাকের পিস্তলটা দেখে তুলে নিল। বাইরের দু'জন এক-আধটা গুলির
আওয়াজ আশা করে থাকতে পারে, কিন্তু এই রকম বর্ষণ নিশ্চয়ই আশা করেনি।
ছুটছে ওরা। সদর দরজার কাছে পৌঁছে সোহানার হাত ছেড়ে দিল রানা, আহত
ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল জ্যাকের পিস্তলটা। ফুটো ডান হাতের আঙুলগুলো
টাটিয়ে বিষ হয়ে আছে ওর।
গুলি করতে করতে পিছনে সোহানাকে নিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল
রানা। বাড়ির ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়ল কেউ, ওদের পিছনে কবাটে লাগল, থরথর
করে কাঁপছে সেটা। মুহূর্তের জন্যে পিছনে তাকিয়ে ছিল ও, সামনে ফিরেই চমকে
উঠল।
গাড়ি সার্চ করছিল ওরা। কাজ ফেলে তীর বেগে ছুটে আসছে বাড়ির দিকে।
হাত তুলে দ্রুত কয়েকবার ট্রিগার টিপল রানা। চোখের পলকে ডান এবং বাঁ দিকে
ডাইভ দিল দু'জন, তাদের মাঝখান দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল ওরা। কাচ ভেঙে
পড়ার আওয়াজ হলো পিছনে। জানালা খোলার চেয়ে ভাঙতে সময় লাগে কম।
বুলেটগুলো তাড়া করছে ওদেরকে। জ্যাকের পিস্তল ফেলে দিয়ে সোহানার
কব্জি ধরল রানা। এঁকেবেঁকে ছুটছে ও, ঠিক পিছনেই সোহানা। ভারী বুটের
আওয়াজ। ধাওয়া করে আসছে কেউ।
অকস্মাৎ অস্পষ্ট একটা কাতর শব্দ করে পিঠের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল
সোহানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে সোহানা। জড়িয়ে
ধরে ফেলল রানা তাকে।
ফুঁপিয়ে উঠল সোহানা। 'তুমি যাও! রানা তুমি যাও!'
গুলি খেয়েছে সোহানা। জ্যাকেটটা ভিজে উঠছে রক্তে। আর মাত্র দশ গজ
দূরে কিনারা দেখা যাচ্ছে, তারপরই ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাটি চাতালে, যেখানে
অ্যালান স্টুয়ার্টের রাইফেলটা লুকিয়ে রেখেছে রানা। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে একটা
হাহাকার অনুভব করছে ও। কোথায় গুলি লেগেছে তা জানার সময় নয় এটা। সময়
নয় সোহানার কথায় কান দেবার। ওই দশ গজ দূরত্ব কিভাবে পেরিয়ে এল রানা তা
ও বলতে পারবে না। পা দুটো ব্যবহার করতে পারল সোহানা, তাতে অনেকটা

সুবিধে হলো। তাকে জড়িয়ে ধরে কয়েক পা এল রানা, তারপর গুলি খেল সে-ও।
সোহানাকে নিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল রানা। হিপ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। রক্তাক্ত দুটো শরীর গড়াগড়ি খেয়ে চলে এল কিনারা থেকে ছোট্ট ঢালের নিচে। অসহায় শিশুর মত দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে রানাকে সোহানা। দু'চোখে বোবা চাহনি।
নির্দয়ভাবে বুকের ওপর থেকে ঠেলে সোহানাকে নামিয়ে দিল রানা। দুই হাতে মাটি খাবলাচ্ছে।
বাঁ হাতে রাইফেলের বাঁট ধরে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা ঢালের ওপর। ডান হাতের তালু ফুটো হলেও একটা আঙুল নাড়তে পারছে ও।
দু'রকম লোড রয়েছে ম্যাগাজিনে, নরম নাকের আর স্টীল জ্যাকেট পরানো। প্রথমে বেরল জ্যাকেট পরানো বুলেট। ধাওয়ারত প্রথম লোকটার বুকে লাগল সেটা, এমনভাবে ভেদ করে বেরিয়ে গেল যেন কোথাও কোন বাধা পায়নি। শার্ট ফুটো হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা কাজ বন্ধ করার আগে আরও চার পা ছুটে এল লোকটা, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল রানার প্রায় নাকের কাছে, মুখে একরাশ বিস্ময়ের ছাপ।
এর মধ্যে দ্বিতীয় লোকটাকেও গুলি করেছে রানা। এবার ওর বিস্মিত হবার পালা। নরম নাকের বুলেট আঘাত করল লোকটাকে। বুলেটের পিছনে ম্যাগনাম চার্জ, দূরত্ব বিশ গজ। শুধু খুন করল না, লোকটাকে ছিঁড়ে সহস্র টুকরো করে ফেলল। লোকটার স্টারনামে বুকের হাড়ে লাগল বুলেট, ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হলো শরীরের ভেতর, মাটি থেকে শূন্যে তুলে পিছিয়ে নিয়ে গেল ফুট চারেক, মেরুদণ্ডটা শরীর থেকে বের করে এনে ছড়িয়ে দিল চারদিকে।
হঠাৎ জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল। অ্যালান স্টুয়ার্টের রাইফেল হকচকিয়ে দিয়েছে বাড়ির ভেতরের লোকগুলোকেও। গুলি ছোঁড়া বন্ধ রেখে ব্যাপারটা কি বোঝার চেষ্টা করছে ওরা। বাড়ির দরজায় জ্যাককে একবার দেখল রানা, খোঁড়াচ্ছে। রাইফেল তুলেই গুলি করল ও। হাতটা কাঁপছিল, লক্ষ্যস্থির করার জন্যে সময়ও নেয়নি, লাগল না গুলি। কিন্তু ভয়ে আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে জ্যাকের, স্যাঁৎ করে আড়ালে চলে গেল সে। কোথাও দেখা যাচ্ছে না আর কাউকে।
এই সময় ওর মাথার চুল ঠিক দু'ভাগ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল বাড়ির ভেতরও রাইফেল আছে কারও কাছে। মাথা নামিয়ে নিয়ে একটু পিছিয়ে চলে এল রানা সোহানার পাশে।
মাটির ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে সোহানা। ব্যথায় কুঁচকে আছে মুখ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। বুকের নিচে, পাঁজরের কাছটা খামচে ধরে আছে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে নামছে রক্ত।
'খুব বেশি ব্যথা?' জানতে চাইল রানা।
'শুধু শ্বাস নেবার সময়,' হাঁপাচ্ছে সোহানা।
লক্ষণটা ভাল নয়, কিন্তু আঘাতের জায়গা দেখে ফুসফুস আহত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। এখন এই অবস্থায় কিছুই করার নেই।

কোমর থেকে ডান পা'টা অসাড় হয়ে গেছে রানার, কিন্তু নিতম্বে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে। ব্যথা সহ্য করতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে নিচের ঠোঁটটা। গর্ত থেকে অ্যামুনিশনের বাক্সটা তুলে নিল ও। রাইফেলের ম্যাগাজিন বের করে রিলোড করল সেটা। এখন আর অসাড় হয়ে নেই আহত হাতটা, ট্রিগার টেপার ভঙ্গিতে তর্জনী বাঁকা করতে গেলেও গোটা হাতটা ঝন ঝন করে উঠছে প্রচণ্ড ব্যথায়, যেন জ্যান্ত ইলেকট্রিক তার ধরে ফেলেছে।

সাবধানে মাথা তুলে দু'টুকরো লাভার মাঝখান দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল রানা। কোথাও কেউ নেই, কিছু নড়ছেও না। দুটো লাশ পড়ে আছে সামনে, একটা শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, আরেকটা ছিন্নভিন্ন। দুটো গাড়ি রয়েছে বাড়িটার সামনে। গুস্তাফেরটা অক্ষত, কিন্তু লী শ্লেঙ্গারের মার্সিডিজ বিধ্বস্ত। কাচের দুটো দরজা হা হা করছে, রাডার যন্ত্রের খোঁজে ছিঁড়ে নামিয়ে ফেলা হয়েছে সীটগুলো।

একশো গজের ভেতর রয়েছে গাড়ি দুটো, কিন্তু ওখানে পৌঁছবার চেষ্টা করা স্রেফ আত্মহত্যার সামিল হবে। গাড়ি ছাড়া পালাবার কথাও ভাবা যায় না। ও নিজে হাঁটতে পারবে না, আর সোহানা বোধহয় একটু পরই জ্ঞান হারাবে। তাছাড়া পায়ে হেঁটে বেশিদূর যেতে পারবে না ওরা। পনেরো মিনিটের মধ্যে ধরা পড়ে যাবে।

বাকি থাকল শুধু একটা পথ। অজ্ঞাত সংখ্যক একদল লোকের সাথে এই আহত অবস্থায় লড়ে জিততে হবে ওকে। কিভাবে তা সম্ভব? প্রতিপক্ষরা নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে, এদিকে রক্তক্ষরণে দ্রুত অবশ হয়ে আসছে ওরা দু'জনেই। আয়ুর মেয়াদ প্রতি সেকেণ্ডে কমে যাচ্ছে হু হু করে। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা না গেলে বাঁচবে না একজনও।

বাড়িটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। গুস্তাফের একটা কথা মনে পড়ে গেল। খেদ প্রকাশ করে বলেছিল, ডিমের খোসা দিয়ে তৈরি বাড়িটা। এক জোড়া কাঠের আবরণ, মাঝখানে খানিকটা ফোম, ভেতর দিকে এক ইঞ্চি পুরু প্লাস্টার। অ্যালান স্টুয়ার্টের রাইফেলের সামনে কতক্ষণ টিকবে ওই দেয়ালগুলো? কিন্তু তার আগে জানতে হবে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে রাইফেলধারী।

কাপড় ছেঁড়ার ফড় ফড় শব্দ শুনে চমকে উঠল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। উঠে বসেছে সোহানা, এখন আর হাঁপাচ্ছে না, কিন্তু ঘামছে দরদর করে। গা থেকে কখন যেন খুলে ফেলেছে শার্ট, ফালি ফালি করে ছিঁড়ছে সেটা। মুখ তুলে দুর্বল ভাবে হাসল একটু। 'এখন আর ব্যথাটা অসহ্য লাগছে না···'

'কিন্তু রক্ত তো বন্ধ হচ্ছে না! এভাবে কতক্ষণ টিকব আমরা?' সোহানার হাত থেকে এক ফালি কাপড় নিয়ে বলল রানা।

'আগে তোমার হাতটা দেখি,' বলল সোহানা।

আহত হাতটা সামনে বাড়াল রানা। তালুর ফুটোটা দেখেই শিউরে উঠল সোহানা। এখনও রক্ত ঝরছে ফুটোটা থেকে।

দাঁতে দাঁত চেপে অসহ্য ব্যথা সহ্য করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা। রুদ্ধশ্বাস বারবার শব্দ করে বেরিয়ে আসছে নাক মুখ দিয়ে, শেষের দিকে ফুঁপিয়ে উঠল ও। ব্যান্ডেজ শেষ করে সোহানা বলল, 'খুব লাগল?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সরে

বসল ও। রানার কোমরের নিচে ব্যান্ডেজ বাঁধবে এবার।

নিতম্বের ফুটোটা ছোট্ট, কিন্তু এর গভীরতা অনেক বেশি, হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে এসে শরীরের পাশে পুকুর তৈরি করছে। তবে ক্ষতটার চারদিক এখনও অসাড় মত হয়ে রয়েছে বলে তেমন ব্যথা অনুভব করছে না রানা।

কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে আসছে শরীর, বুঝতে পারছে। এভাবে বেশিক্ষণ টিকে থাকা যাবে না, জানে ও। ভয়-ভীতি মন থেকে সরিয়ে দিয়ে কাজে হাত লাগাল ও। সোহানার ক্ষতটা ভয়ঙ্কর, সঠিক বোঝা যাচ্ছে না কতটা ক্ষতি করেছে বুলেটটা। ফুসফুস ফুটো হয়নি সম্ভবত, কিন্তু আঁচড় যে লেগেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রক্তের সাথে বুদ্বুদ বেরিয়ে আসতে দেখে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল রানা।

'একটা কাজ করতে পারবে?' ব্যান্ডেজ বেঁধে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি, বলো?' জানতে চাইল সোহানা।

সোহানার মাথার কাছে একখণ্ড লাভা দেখাল রানা। 'যখন বলব ওটা একটু ঠেলে কিনারায় তুলে দিতে হবে। কিন্তু মাথাটা নিচু করে রাখবে তুমি, তা না হলে গুলি খাবে।'

মাথা তুলে পাথরটা দেখল সোহানা। 'বোধহয় পারব।'

রাইফেলটা সামনে ঠেলে বাড়িটার দিকে তাকাল আবার রানা। এখনও কোন আওয়াজ নেই, কিছু নড়ছেও না। কি করছে জ্যাক? কি করছে কবীর চৌধুরী? 'রেডি, সোহানা। দাও ঠেলে।'

লাভার টুকরোটা বেশ ভারী। দু'হাত দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সোহানা। সাথে সাথে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। দ্বিতীয় বুলেট লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছুল, লাভার টুকরোটার কাছ থেকে বিশ ইঞ্চি বাঁ দিকে। চারদিকে ছিটকে গেল একরাশ ধুলোবালি। দক্ষ একজন লোক গুলি করছে, বুঝতে পারছে রানা। দেখতে পেয়েছে তাকে। দোতলার একটা কামরা থেকে গুলি করছে। ছায়ার নড়াচড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে জানালার সামনে হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে, মাথাটা দেখা যায় কি যায় না।

প্রচুর সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল রানা। জানালার ওপর নয়, ওটার নিচের দেয়ালে, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে। ট্রিগার টিপে দিল ও। টেলিস্কোপে চোখ, পরিষ্কার দেখল দেয়ালের কাঠের আবরণ ছত্রাখান হয়ে গেল বুলেটের ধাক্কায়। অস্পষ্ট একটা চিৎকার ঢুকল কানে, জানালায় আলোর ক্ষীণ একটু পরিবর্তন ধরা পড়ল চোখে। পরমুহূর্তে জানালার সামনে উঠে দাঁড়াল লোকটা। দুই হাত দিয়ে বুক খামচে ধরে রয়েছে। হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে। টলতে টলতে পিছু হটছে লোকটা। তারপর পড়ে গেল।

ধারণাটা মিথ্যে নয় রানার, অ্যালান স্টুয়ার্টের রাইফেল দেয়াল ফুটো করতে পারছে।

রাইফেলের সাইট নামিয়ে আনল ও। একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে গ্রাউন্ডফ্লোরের প্রতিটি জানালার নিচের দেয়াল ফুটো করে দিচ্ছে, ঠিক যেখানে গা ঢাকা দিয়ে

অপেক্ষা করার কথা কোন লোকের। প্রতিবার ট্রিগার টানার সময় হাতের ছেঁড়া শিরাগুলো প্রতিবাদে দাউ দাউ জ্বলে উঠছে, সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করছে রানা। গলার সবগুলো রগ ফুলে উঠছে ওর।

রানার ট্রাউজারের পা ধরে টান দিল সোহানা। উদ্বিগ্ন, কিন্তু নিস্তেজ গলায় জানতে চাইল, 'আর বুঝি পারছ না?'

অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ করছে রানা। সোহানার প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে থাকল। ঢাল থেকে একটু নেমে এসে খালি ম্যাগাজিন বের করে নিল রাইফেল থেকে, তারপর বলল, 'এটা ভরে দাও— পারবে?'

'বোধহয় পারব,' ধীরে ধীরে উঠে বসল সোহানা। একটু একটু টলছে। ব্যাণ্ডেজে তেমন কোন কাজ হয়নি। চুইয়ে চুইয়ে রক্ত বেরোচ্ছে এখনও। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে ও।

টেলিস্কোপে চোখ রেখে বাড়িটার দিকে আবার তাকাল রানা। কেউ একজন কাতরাচ্ছে ওখানে, মিলিত গলার হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক। দেয়াল ফুটো করে পিছনে দাঁড়ানো লোককে ধরাশায়ী করতে পারে শত্রুর বুলেট, এটা জানার পর কারও মাথাই ঠিক থাকার কথা নয়।

হঠাৎ একটা যান্ত্রিক শব্দে মুখর হয়ে উঠল চারদিক। বাড়িটার পেছনে কোথাও স্টার্ট নিচ্ছে হেলিকপ্টার। পালাচ্ছে কবীর চৌধুরী।

'তাড়াতাড়ি করো!' তাগাদা দিল রানা। হেলিকপ্টারটা শুধু দেখতে পেলে হয়, শেষ একটা সুযোগ অবশ্যই নেবে ও।

'এই নাও,' বলল সোহানা। পাঁচ রাউণ্ডের পুরো ক্লিপটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

রাইফেলে সেটা ভরে সাইটে চোখ রেখেছে রানা, এই সময় দুটো ব্যাপার লক্ষ করল ও। হেলিকপ্টারের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু আকাশে সেটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রানার হাতের রাইফেলটাকে ভয় পেয়েছে কবীর চৌধুরী, তাই কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না সে, মাটির খুব কাছাকাছি থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে 'কপ্টার। আচমকা বাড়ির দরজা দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে এল একজন লোক, চোখের পলকে গা ঢাকা দিল মার্সিডিজের পেছনে। টেলিস্কোপ সাইটে তার দুটো পা দেখতে পাচ্ছে রানা। ওর কাছাকাছি দরজাটা হা হা করছে, মনে মনে নী শ্লেঙ্গারের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ট্রিগার টিপে দিল ও। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে অপর দিকের বন্ধ দরজাটা ফুটো করল বুলেট। পা দুটো নড়ে উঠল, লোকটা ধাক্কা খেয়ে চলে এল দৃষ্টিপথে। ইলিচ! ঘাড়ে উঠে গেছে হাত, আঙুলের ফাঁক গলে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। সটান পড়ে যাচ্ছে সে, এই সময় চোখের কোণে কি যেন নড়ে উঠতে দেখে দৃষ্টি সরিয়ে নিল রানা।

বহু দূরে, বাড়িটা থেকে প্রায় মাইলখানেক পেছনে, আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টার। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক থেকে। কোন সুযোগই পেল না ও। শয়তানটা কেটে পড়ল। নিশ্চয়ই সাথে করে জ্যাককেও নিয়ে গেছে।

বিধ্বস্ত হাতটা দিয়ে বোল্ট অ্যাকশন সমাধা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে

রানার জন্যে। 'ক্রল করে আমার পাশে চলে আসতে পারবে?' নিস্তেজ গলায় সোহানাকে বলল ও। একদিকে কাত হয়ে একটু একটু করে উঠে এল সোহানা। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু, ঘুমে যেন জড়িয়ে আসতে চাইছে। 'ঠেলে ওপরে তোলো লিভারটাকে, তারপর পেছন দিকে টানো, তারপর আবার ঠেলে দাও সামনে—পারবে? সাবধান, মাথা তুলো না।'

'পারব,' বলল সোহানা।

বাঁ হাতে শক্ত করে রাইফেল ধরে আছে রানা, আর সোহানা তার শরীরের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে বোল্ট অপারেট করছে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে সোহানার মুখের ওপর পড়ল খালি কার্তুজটা। এভাবে দু'জনের সম্মিলিত চেষ্টায় বোল্ট ঠেলে আরও তিনটে বুলেট ছুঁড়ল রানা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে এমন সব জায়গা বেছে দেয়ালে ফুটোগুলো করল ও। শেষ রাউণ্ডটা খাঁচে ঢোকাল সোহানা, রানা এবার রাইফেলটা তুলে দিল তার হাতে। 'চেষ্টা করে দেখো ম্যাগাজিন ভরতে পারো কিনা।'

খাঁচে একটা রাউণ্ড থাকায় খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে রানা। হঠাৎ জরুরী অবস্থা দেখা দিলে তাড়াহুড়ি ব্যবহার করা যাবে ওটা।

মনে মনে একটা হিসাব করছে। তিনজন লোককে খুন করেছে ও, দোতলার রাইফেলধারীকে আহত করেছে, চিৎকার শুনে বোঝা যাচ্ছে আরও একজন আহত হয়েছে। পাঁচজন। মুস্তাফকে ধরলে ছয় জন। বাড়ির ভেতর আর খুব বেশি লোক আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এতে বিপদের আশঙ্কা দূর হচ্ছে না। বাড়িতে টেলিফোন আছে। আরও লোক আসছে কিনা কে জানে।

ব্যথায় কাতরাচ্ছে কে···জ্যাক নয়তো? তার কণ্ঠস্বর চেনে ও, কিন্তু বিকৃত গলার কান্না শুনে ঠিক ধরতে পারছে না।

সামনের মাথা উঁচু একটা পাথরের পাশ দিয়ে তাকাল রানা। সাথে সাথে বাড়ির পিছনে কি যেন নড়ে উঠতে দেখল ও। এই গোলযোগ শুরু হবার পরপরই যা করা উচিত ছিল ওদের, কেউ বোধহয় ঠিক তাই করছে এতক্ষণে—বাড়ির পিছন দিক দিয়ে যত দূরে সম্ভব পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা। টেলিস্কোপের ম্যাগনিফিকেশন আরও বাড়িয়ে নিল ও। দূরের লোকটাকে এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে জ্যাক লেমন। দৌড়াচ্ছে সে, কিন্তু খোঁড়াচ্ছে বলে হাস্যকর লাগছে ভঙ্গিটা। বাতাসে উড়ছে তার কোট, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে শরীরের দু'পাশে চিলের ডানার মত মেলে দিয়েছে হাত দুটো। রেঞ্জ ফাইণ্ডারে চোখ রেখে আন্দাজ করল রানা কিছু কম তিনশো গজ দূরে রয়েছে সে। প্রতি মুহূর্তে দূরে সরে যাচ্ছে আরও।

জোরে শ্বাস টানছে রানা, যেন সমস্ত বাতাস ভরে নিতে চায় বুকে। তারপর অত্যন্ত ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলছে নিজেকে স্থির রাখার জন্যে। এই ফাঁকে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য স্থির করছে।

ক্ষতগুলো আগুন জ্বেলে রেখেছে ওর শরীরে, শত চেষ্টা করেও স্থির করতে পারছে না সাইটটাকে। পরপর তিনবার ট্রিগার টিপতে গিয়েও আঙুলের চাপ কমিয়ে

amitsimon@yahoo.com
www.murchona.com ©

খাটের পাশে!

'কি? ও, হ্যাঁ—ছুরিটা!' ব্রেস্ট পকেটে হাত ঢুকিয়ে রানার ছুরিটা বের করে আনলেন সি. আই. এ. চীফ। 'বহু কষ্টে এটা পুলিসের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা। স্যার লয়ালের ধারণা, এটা তুমি ফেরত চাইবে।' ছুরিটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'সুন্দর, অদ্ভুত সুন্দর। বিশেষ করে হাতলের কারুকাজ আর পাথরগুলো দারুণ ভাল লাগছে আমার।' খুক খুক করে একটু কাশলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ভাল কথা, রানা, মাই ডিয়ার বয়—রাডার যন্ত্রটা পেয়েছি আমরা, সেজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হাসল রানা। 'চেকটা ক্যাশ হয়ে গেছে?'

'মানে?' অবাক হয়ে গেলেন সি.আই.এ.চীফ।

'যে চেকটা দিয়েছেন কবীর চৌধুরীকে, সেটার কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'নাম্বারড অ্যাকাউন্টে জমা দেবার কথা…বোধহয় ক্যাশ হয়নি এখনও। কেন?'

'সম্ভব হলে এখুনি বন্ধ করে দিন পেমেন্ট।'

বিচলিত হয়ে পড়লেন সি. আই.এ.চীফ। 'কি ব্যাপার…আমি তো কিছুই…'

'আমার চীফের মাধ্যমে বিস্তারিত রিপোর্ট পাবেন পরে। এখন শুধু জেনে রাখুন, যন্ত্রটা কিছু না, ভুয়া, ধোকাবাজি।'

হাঁ হয়ে গেল সি.আই.এ.চীফের মুখ। বিস্ফারিত চোখ। কি করবেন বুঝে উঠতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে বি. সি. আই. চীফের দিকে তাকালেন। আশ্চর্য তিনিও কম হননি, কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু একটু মাথা ঝাঁকালেন সি. আই. এ চীফ-এর উদ্দেশ্যে। কাজ হলো তাতেই। এক লাফে ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি কেবিনের বাইরে। দূরে মিলিয়ে গেল তাঁর দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ।

'আশ্চর্য! বড়ই আশ্চর্য!' বিস্ময়ে বিমূঢ় দেখাচ্ছে স্যার লয়ালকে। 'ছি, ছি, এত কাণ্ড…অথচ…'

তাঁর দিকে তাকাল রানা। 'জ্যাক তাহলে বেঁচে গেল?'

'বেঁচে গেল মানে? আগামী চল্লিশ বছর জেলের ঘানি টানতে হবে ওকে,' বললেন স্যার ডেভিড। 'ভুল করেছে তোমার গুলিতে মরে না গিয়ে।'

'তথ্য-প্রমাণ নিশ্চয়ই কিছু দরকার হবে আপনার,' বলল রানা। 'রিপোর্ট পেয়ে যাবেন আপনি আমার চীফের মাধ্যমে।'

স্যার লয়াল বুঝতে পারলেন, আভাসে তাঁকে চলে যেতে বলছে রানা। খানিক বাদেই বিদায় নিয়ে কেটে পড়লেন তিনি। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন মেজর জেনারেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন রানার চোখের দিকে।

গভীর মনোযোগের সাথে রানার সব কথা শুনলেন চীফ। রানা চুপ করার পরও অনেকক্ষণ কথা বললেন না। তারপর মুখ তুলে তাকালেন তিনি। ছোট্ট একটা মন্তব্য করলেন, 'আমি খুশি হয়েছি।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'তোমার জন্যে একটা প্লেন চার্টার করা হয়েছে। আগামীকালই ফিরে যাচ্ছ তুমি ঢাকায়।'

'সোহানা?'

'সেরে উঠতে সময় লাগবে ওর,' একটু ইতস্তত করে বললেন রাহাত খান। 'ও সেরে যাবে।'

'ও কি, স্যার…'

'বললাম তো, সেরে উঠবে,' গম্ভীর হলেন মেজর জেনারেল, ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, বেরিয়ে গেলেন কেবিন ছেড়ে। যেন পালিয়ে গেলেন, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল তাঁর পিছনে।

কেবিনে ঢুকল ডাক্তারের পিছু পিছু একজন নার্স। হাতে একটা সিরিঞ্জ। ঘুমের ওষুধ, বুঝতে পারছে রানা। ওর পাশে এসে দাঁড়াল ডাক্তার।

'আমার বান্ধবীকে কখন দেখতে পাব, ডাক্তার?' গলাটা কেঁপে গেল রানার। 'কত নম্বর কেবিনে আছে ও?'

'আপনার বান্ধবী?' ডাক্তারকে অবাক দেখাচ্ছে। 'আপনার কোনও বান্ধবীর কথা তো জানি না আমি। এই হাসপাতালে আপনাকে একা নিয়ে আসা হয়েছে।'

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা ডাক্তারের মুখের দিকে। যেন বুঝতে পারেনি কথাটা। সিরিঞ্জের সুচটা বিঁধল হাতে।

***

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

Sumon

A lonely man in the crowded planet